প্রগতি

২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬।
ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২
www.dcc.edu.bd, dhaka commerce college

প্রগতি

২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন
প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উপদেষ্টা পরিষদ
প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
প্রফেসর মোঃ আবু তালেব এম.ফিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ
মাকসুদা শিরীন, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
এস. এম. মেহেদী হাসান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
পার্থ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সোলায়মান আলম, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), বাংলা বিভাগ

সম্পাদক
মোঃ গোলাম রাব্বানী রাফতি
অনার্স পার্ট-২, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, রোল: এ-১৩৯৩

সম্পাদনা সহকারী
মোঃ মেরাজ হোসেন, একাদশ, রোল: ৩৫৮০৯
সানজিদা আক্তার, একাদশ, রোল: ৩৫১৪৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ

প্রচ্ছদ
মনন মোর্শেদ

অলংকরণ
মোঃ গিয়াস উদ্দিন

গ্রাফিক্স ও ডিজাইন
মোঃ ফখরুল ইসলাম
মোঃ গিয়াস উদ্দিন

মুদ্রণ
সেঞ্চুরী প্রিন্টিং প্রেস এন্ড গ্রাফিক্স
২নং ছালেমুদ্দিন ভবন
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল: ০১৭১২-০০৩১৫৪
ই-মেইল: geasuddin2011@gmail.com

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো–
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গণে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গণে ভরে গেছে পশ্চাদপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলবো সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার : মো: হাসানুর রশীদ
সুরকার : সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলবো। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

সূচি

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ	০৫
গভর্নিং বডি	০৬-০৭
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক	০৮-১১
বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষবৃন্দ	১২
বাণী	১৩-২৫
শিক্ষক পরিচিতি	২৬-৩৪
কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি	৩৪-৩৮
ফলাফল বিশ্লেষণ	৩৯-৪৪
বার্ষিক প্রতিবেদন	৪৫-৬৮
প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ, অনুবাদ	৬৯-১৩২
কবিতা	১৩৩-১৪৬
তথ্য বিচিত্রা	১৪৭-১৫০
ধাঁধা, কৌতুক, রম্য রচনা	১৫১-১৬০
শিক্ষার্থী পরিচিতি	
ক) একাদশ শ্রেণি	১৬১-২১২
খ) অনার্স ও মাস্টার্স	২১৩-২৫৬
অ্যালবাম	২৫৭-২৯২

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই ১৯৮৯
উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
গভর্নিং বডি	১৬ সদস্য বিশিষ্ট
শিক্ষক সংখ্যা	১৩১ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১১১ জন

কোর্সসমূহ

উচ্চমাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি, বিবিএ প্রফেশনাল ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭	২৪৮৭
	দ্বাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	১৯৮২
স্নাতক (সম্মান)	শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭	৬৩৫
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	৩৭৫
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫	২৯৪
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪	১৯৭
	শিক্ষাবর্ষ ২০১২-২০১৩	১৭১
	শিক্ষাবর্ষ ২০১১-২০১২	২৩০
বিবিএ প্রোগ্রাম		২৮৪
স্নাতকোত্তর		১১৩
সর্বমোট		৬,৭৬৮ জন

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা

(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)

(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত।

(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে

(ঙ) ফলাফল :

- উচ্চ মাধ্যমিক : ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ ৭৮ জন, স্টার নম্বর ৪৫৩ জন, ১ম বিভাগ ৪১৯১ জন পাশের হার ৯৫.২৯%
  ২০০৩-২০১৬ সাল পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৬২৭৫ জন, জিপিএ ৪-৫ পেয়েছে ১৬৩৩১ জন, জিপিএ ৩-৪ পেয়েছে ১৯২১ জন জিপিএ ২-৩ পেয়েছে ৫৮ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭২%
- স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর : প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে।

(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, জার্ণাল ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

গভর্নিং বডি

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য
প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ
সদস্য
উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ সি এ
সদস্য
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ
পরিচালক (অর্থ), নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস লিঃ

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য
এম. ডি. নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস লিঃ

প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য
ট্রেজারার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব
বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ
সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

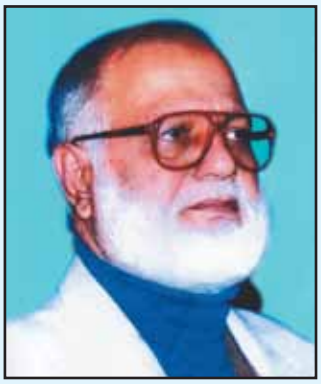

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও অনারারি প্রফেসর
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য
সাবেক পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

বেগম শামীমা সুলতানা
অভিভাবক প্রতিনিধি

জনাব এ কে এম মোরশেদ
অভিভাবক প্রতিনিধি

জনাব মোঃ জুলফিকার রহমান
অভিভাবক প্রতিনিধি

জনাব মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. মোঃ মিরাজ আলী
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সিএসই বিভাগ

বেগম সুরাইয়া খাতুন
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.-এর নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

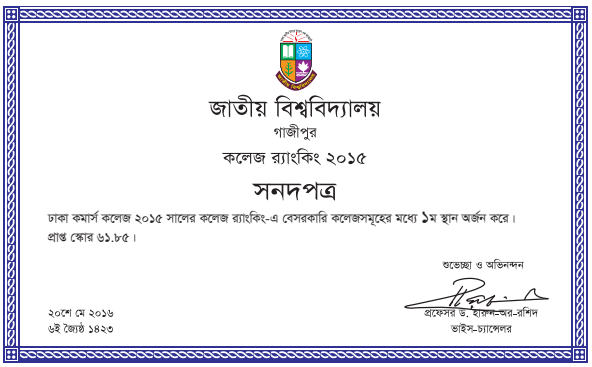

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

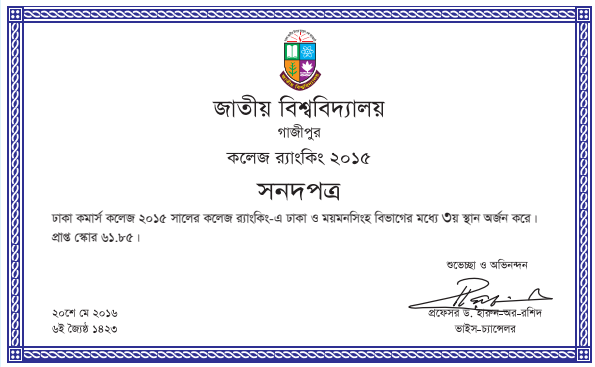

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

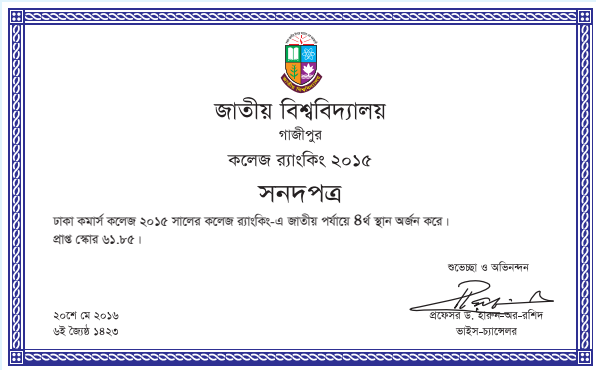

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর
কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

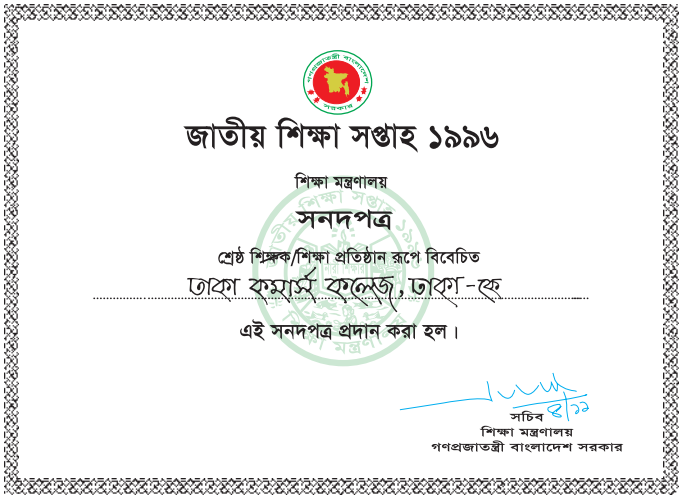

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, শিরপুর, ঢাকা-১২০৫

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক : প্রফেসর কাজী ফারুকী

ঢাকা কমার্স কলেজের অনারারি প্রফেসর, প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী ১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ নিচ্ছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০-০৪.০৩.২০১২

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ - ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ - ১৮.০৯.২০১০

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ - ৩১.০৭.১৯৯০
১২.০৪.১৯৯৮ - ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
১.২.২০১৫ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১.০১.২০০৭ - ২৪.১২.২০১৪
২৫.১২.২০১৪ থেকে অদ্যাবধি (উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক)

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫-১৮.০৯.২০১০
০৫.০৩.২০১২-১৯.০৭.২০১৩

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১২.২০০৬

প্রফেসর আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ - ১৩.০৭.১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ - ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪.০৭.১৯৯৯ - ৩১.০৫.২০০২

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও পরিপূর্ণ মানবীয় গুণের সমন্বয় সাধনে শিক্ষা শ্রেষ্ঠ সহায়ক। দক্ষতা অর্জন করে সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। অনগ্রসর সমাজ থেকে মানুষ উৎকর্ষের এই প্রান্তে এসে পৌঁছেছে প্রধানত শিক্ষাকে অবলম্বন করে। প্রকৃতিগত শিক্ষা মানুষকে অস্তিত্ব রক্ষার শক্তি প্রদান করেছে। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানুষকে করে তুলেছে দক্ষ ও কর্মমুখী।

বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়টি হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার পথিকৃৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ অন্যতম। আমি জেনে আনন্দিত যে, রাজধানী ঢাকায় স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ কলেজটি আজ দেশব্যাপী বাণিজ্য শিক্ষায় বিপ্লব এনেছে। মেধা ও মননের বিকাশে কলেজের কার্যক্রম হয়ে উঠেছে অনুকরণীয়। ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং তালিকায় বেসরকারি কলেজ হিসেবে এ কলেজটি প্রথম স্থানে রয়েছে।

শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এ কলেজে রয়েছে নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। প্রকাশনার ক্ষেত্রেও কলেজটি ব্যতিক্রমী। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার যথার্থ বিকাশ ঘটে। আমি আশা করি, আগামী দিনের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গঠনে ঢাকা কমার্স কলেজ দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে।

আমি কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

(নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

সংসদ সদস্য
১৮৭, ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

আসসালামু আলাইকুম। আমার নির্বাচনি এলাকা-১৮৭, ঢাকা-১৪, আসনের একটি অন্যতম আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো **'ঢাকা কমার্স কলেজ'**। এ কলেজটি বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার প্রসার ও বিকাশের এক অনবদ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির মহান ব্রত নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কলেজটি জ্ঞানভিত্তিক সুশীল সমাজ গঠনে অদ্যাবধি সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশ ও জাতিকে উপহার দিয়ে চলেছে অসংখ্য মেধাবী সন্তান, যারা দেশকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য ও আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুনামের সাথে সুদীর্ঘ ২৭ বছর ধরে ঢাকা কমার্স কলেজ মেধা ও মনন বিকাশের মাধ্যমে সৎ ও আদর্শবান নাগরিক গঠনে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করছে। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের জন্য এই কলেজটি একটি মডেলস্বরূপ।

শুধু শিক্ষা নয়, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায়ও ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে গৌরবময় কৃতিত্ব। নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি'-র ধারাবাহিক প্রকাশনা তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কলেজের এই প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে উৎসাহ দেয়। 'প্রগতি' হোক সকলের জন্য আলোকবর্তিকা। এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

(মোঃ আসলামুল হক)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সাফল্যের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও সাফল্য অত্যন্ত জরুরি। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ও ধূমপানমুক্ত বাণিজ্য শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ বিষয়ের প্রতি ব্যাপক মনোযোগ দিয়ে আসছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবার যে গৌরব লাভ করেছে তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছে।

শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকাশিত বার্ষিক 'প্রগতি' শিক্ষার্থীদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট প্লাটফর্ম। এর মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা ও মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারে।

যাদের মেধা, মনন ও শ্রমে 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এ কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য কামনা করছি।

সোহরাব ১৭.০১.২০১৭

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে কেবল উচ্চ মাধ্যমিকে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি পর্যায়ে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়। এই সাফল্যের গৌরব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সচেতন অভিভাবকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে। আশা করি, কলেজটির এই পথচলা অব্যাহত থাকবে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ও ধূমপানমুক্ত এ কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এ কলেজের নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আশা করি, শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কলেজের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
ঢাকা

শিক্ষার কাজ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা। আর এই জাগিয়ে তোলার কাজে শিক্ষাকে যথাযথ সমর্থন যোগায় সাহিত্য। শিক্ষা ছাড়া যেমন জীবন গঠন করা যায় না, তেমনি সাহিত্য ছাড়া জীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া যায় না।

দেশের বাণিজ্য-শিক্ষায় অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। এই প্রতিষ্ঠানটি যুগোপযোগী বাণিজ্য-শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জীবনকে পরিপূর্ণতা দানে সদা সচেষ্ট। আর সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই প্রতিষ্ঠানটি সাহিত্যচর্চাকে শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রয়াসেরই বহিঃপ্রকাশ কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'।

'প্রগতি' ঢাকা কমার্স কলেজের সাংবাৎসরিক কর্মকাণ্ডের একটি অংশ। 'প্রগতি'র মাধ্যমে কলেজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের একটি প্রামাণ্য দলিল তুলে ধরা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে এবং মেধাবিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করছে 'প্রগতি'। যাদের শ্রমে 'প্রগতি' সার্থক তাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

শিক্ষাই শক্তি। আর দেশের এ শিক্ষাকে বিকশিত করতে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরলস পরিশ্রম করে সাফল্য লাভ করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ তাদের অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাক্ষেত্রে যেরূপ ধারাবাহিক সুনাম লাভ করে আসছে তা প্রশংসার দাবি রাখে। শুধু ফলাফলেই নয়, খেলাধুলা, শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার দিক থেকেও ঢাকা কমার্স কলেজ অনেক এগিয়ে। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের জন্য এ ধরনের সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায় বরাবরের মতো এবারও এ কলেজের প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

'প্রগতি'র সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

চেয়ারম্যান
ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডি

বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবসায় শিক্ষার উদ্ভব ও বিকাশ। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে একটি দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সমৃদ্ধ জাতিগঠন ও বিশ্বে দেশের অবস্থা সুদৃঢ়করণের প্রত্যয় নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। দীর্ঘ সাতাশ বছরের পথপরিক্রমায় গতিশীল ও বাস্তবমুখী ব্যবসায় শিক্ষাদান করছে কলেজটি। শিক্ষা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি পর্যায়ে সেরা কলেজের গৌরব অর্জন করেছে। বাস্তব শিক্ষা, ভালো ফল, সুষ্ঠু নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এ কলেজ একটি অনুকরণীয় বিদ্যানিকেতন হিসেবে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত মানসগঠন, মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার জন্য প্রতিবছর কলেজ প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়। কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা, চেতনা ও মননের ফসল। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কলেজ 'প্রগতি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। 'প্রগতি' প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভ কামনা।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

অনারারি প্রফেসর, উদ্যোক্তা,
সংগঠক, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত একটি সুন্দর পরিবেশে শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে কোর্সপ্ল্যান ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিনমাস পর পর পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে প্রথম থেকে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের হার সর্বোচ্চ। শিক্ষকগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও নির্দেশনায় শিক্ষার্থীগণ খুঁজে পায় লক্ষ্য অর্জনের দিক নির্দেশনা। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয় কঠোরভাবে।

সুদক্ষ পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ লক্ষ্য অর্জনে ব্রত হন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি নন্দন ২টি অ্যাকাডেমিক ভবনে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালিত হয়। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রয়েছে আবাসিক সুবিধা এবং ছাত্রীদের জন্য রয়েছে হোস্টেল ব্যবস্থা।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে 'প্রগতি ২০১৬' প্রকাশিত হচ্ছে। প্রগতি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

(প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

আজ ঢাকা কমার্স কলেজ দেশবাসীর কাছে একটি বিশ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। এ কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি ঢাকা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে আসছে। যার ফলে দুবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ প্রথম বারই বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে সেরা কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। শুধু দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামোই নয়, শিক্ষার গুণগতমান ধরে রাখতে ঢাকা কমার্স কলেজ বদ্ধ পরিকর। দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী, সচেতন অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ কলেজে গড়ে উঠেছে একটি ঐক্যবদ্ধ পরিবার। ঢাকা কমার্স কলেজ ইতোমধ্যে দেশকে উপহার দিয়েছে কয়েক হাজার যোগ্য নাগরিক। এ কলেজ শিক্ষার্থীদের কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রত্যয়, মেধা ও মননশীলতা বিকাশের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখতে প্রতি বছরের মতো এ বছরও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি'। এ প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এবং নবীন লেখকদের অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই প্রকাশনা অনেক শ্রমের ফসল। আমি 'প্রগতি'র সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন
ঢাকা কমার্স কলেজ

নিছক জ্ঞানদান শিক্ষার উপজীব্য বিষয় নয়। শিক্ষার্থীকে বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার কাজ। বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবসায় শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্যবসায় শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিক তৈরির জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পাওয়া এ কলেজটি ২০১৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ সেরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে।

শ্রেষ্ঠত্বের পতাকাবাহী কলেজটি সুনাগরিক তৈরিতে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলেছে সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। এ প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত রয়েছে একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ ও উদ্যমী শিক্ষক। কলেজের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দও এ ক্ষেত্রে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। ভালো ফলাফলের সাথে সুনাগরিক তৈরির অন্যতম একটি বিষয় হলো শিক্ষার্থীদের মননশীল ও মানবিকবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে কলেজটি প্রথম থেকেই সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ক্রীড়া, ভ্রমণ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এ কলেজটি সুনাম রেখে চলেছে। শিক্ষার্থীর মননশীলতা বিকাশের জন্য বাৎসরিক প্রকাশনা 'প্রগতি' তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশের পাশাপাশি ফুটে ওঠে কলেজের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যাঁদের হাতের ছোঁয়ার 'প্রগতি'-২০১৬ সুষমামণ্ডিত হয়েছে, তাঁদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষায় একটি Brand Name. বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই কলেজের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের তরুণ প্রজন্মকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল ব্রত। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্র কলেজ শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, শিল্প ও সাহিত্যচর্চা এবং বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। তাদের মেধা ও মনোজগৎকে বিকশিত করার জন্য তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয় প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া, কবিতা, কৌতুক ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখালেখিতে। তাদের এই চমৎকার লেখাগুলো স্থান পায় কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' তে।

একটি নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে 'প্রগতি' একদিকে যেমন ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতাকে ধারণ করে, অন্যদিকে এটি আমাদের কমার্স কলেজ পরিবারের সাহিত্যবোধ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকেও তুলে ধরে। তাই 'প্রগতি' অত্র কলেজের একটি মহতী প্রয়াস। পরিশেষে আমি 'প্রগতি'র সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

সভাপতি
'প্রগতি'-২০১৬ সম্পাদনা পরিষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশে ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকা কমার্স কলেজ সব সময়ই আধুনিক। শিক্ষার্থীর জ্ঞানকে কেবল পাঠ্যপুস্তক নির্ভর না করে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তাদের মেধা ও মননের বিকাশে নিয়মিতভাবে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়। 'প্রগতি' কলেজের সাংবাৎসরিক কার্যক্রমের একটি প্রতিচ্ছবিও বটে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগিত'-২০১৬ প্রকাশিত হচ্ছে। যে-কোনো প্রকাশনা একটি সমন্বিত প্রয়াসের ফল। গভর্নিং বডি, প্রশাসন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রকাশনা কমিটির সকল সদস্যের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল 'প্রগতি'-২০১৬। সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও কলেজ ও প্রকাশনার শুভকামনা করে যাঁরা শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছেন, 'প্রগতি'-২০১৬ কে অলংকৃত করেছেন, তাঁদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে 'প্রগতি' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ মঈনউদ্দীন

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

সম্পাদকীয়

সম্পাদক

প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা একটি প্রতিষ্ঠানের বিগত দিনের সাফল্যের জয়গাঁথা। মনের মুকুরিত উচ্ছ্বাস ও আবেগ উচ্চারিত হয় প্রকাশনায়। ঢাকা কমার্স কলেজের নিয়মিত প্রকাশনা 'প্রগতি'তে নিজেদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় ধন্য মনে করছি। এবার প্রকাশিত হচ্ছে 'প্রগতি'র ২৭তম সংখ্যা। সম্মানিত কলেজ পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষকবৃন্দ, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলেজের সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একই সাথে শিক্ষার্থীদের মেধা মননের বিকাশে সহশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক 'প্রগতি'। প্রগতির লেখা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কাঁচা হাতের লেখা। তবে শিক্ষকবৃন্দের পরিপক্ব লেখাও আমদের সমৃদ্ধ করবে।

শিক্ষার্থীদের লেখাগুলো বিবেচিত না হলেও সুপ্ত মননের আরশি বলা যাবে যে-কোনো অভিধায়। প্রকাশনা ইতিহাসের রক্ষাকবচ। বার্ষিকীর জন্য বাছাইকৃত লেখার মধ্যে অনেক ভালো লেখাও বাদ পড়ে যেতে পারে। এ জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আগামী দিনে আরো সমৃদ্ধ ও মৌলিক লেখা আসবে এ প্রত্যাশা করি।

ঢাকা কমার্স কলেজ শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই প্রদান করে না। পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলাসহ নানাবিধ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে থাকে তাদের মেধার উৎকর্ষ সাধনে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও উত্তম চরিত্র গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কলেজের সবাই।

বিগত দিনের হাজারো ছবির মধ্য থেকে কিছু ছবি অ্যালবামে যুক্ত করতে পেরেছি। গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলোই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এসব ছবি ইতিহাসে আকরিক দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। পরিশেষে 'প্রগতি' প্রকাশের নির্দেশনাদানকারী পরিচালনা পরিষদের জ্ঞানগর্ব উপদেশ আমাদের চলার পথকে সুগম করেছে। 'প্রগতি'র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ গোলাম রাব্বানী রাফতি
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
রোল: এ-১৩৯৩

বাংলা বিভাগ

আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ সাহজাহান আলী
সহকারী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক

ইসরাত মেরিন
সহকারী অধ্যাপক

মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক

মুক্তি রায়
প্রভাষক

এরিন সুলতানা
প্রভাষক

সোলায়মান আলম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক

উৎপল কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

সমীরন পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ কায়সার আলী
সহকারী অধ্যাপক

রেহানা আখতার রিংকু
প্রভাষক

মোঃ তারেকুর রহমান
প্রভাষক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক

অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বদিউল আলম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক

সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক

শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহযোগী অধ্যাপক

ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক ও
পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

ড. এ. এম. সওকত ওসমান
সহযোগী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আরজুমান
সহকারী অধ্যাপক

তানবীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক

তন্ময় সরকার
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হযরত আলী
সহকারী অধ্যাপক

সিগমা রহমান
সহকারী অধ্যাপক

উম্মে সালমা
সহকারী অধ্যাপক

ফারজানা রহমান
প্রভাষক

মোঃ সোহেল রানা
প্রভাষক

মাছুম আলম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশতাক আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক

সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মাসুদা খানম
সহযোগী অধ্যাপক

কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক

নূর মোহাম্মদ শিপন
সহকারী অধ্যাপক

আবু বক্কর সিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহমুদ হাসান
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
সহকারী অধ্যাপক

শিমুল চন্দ্র দেবনাথ
প্রভাষক

আহসান উদ্দিন খান
প্রভাষক

মোঃ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঞ্জুরুল আলম এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আক্তার সাদিয়া
সহকারী অধ্যাপক

তাসমিনা নাহিদ
সহকারী অধ্যাপক

সাবিহা আফসারী
প্রভাষক

রিফ্‌ফাত শবনম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

নূর নাহার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা সাত্তার
সহযোগী অধ্যাপক

শারমীন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক

ফাহমিদা ইসরাত জাহান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হাসান আলী
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

ফরিদা ইয়াছমিন
প্রভাষক

মোঃ আহসান তারেক
প্রভাষক

শিরিন আক্তার
প্রভাষক

ফারহানা ফেরদৌস
প্রভাষক

শাহিদা শারমীন
প্রভাষক

মেহেরুন নাহার
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

অর্থনীতি বিভাগ

মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

সুরাইয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক

হাফিজা শারমিন
সহযোগী অধ্যাপক

সুরাইয়া খাতুন
সহকারী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক

পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক

বিষ্ণুপদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক

আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক (গণিত)

মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক

অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ

ড. মোঃ মিরাজ আলী
সহযোগী অধ্যাপক
ও চেয়ারম্যান

মোঃ আবদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক

নার্পিস হায়দার
প্রভাষক

মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
প্রভাষক

নাজমা আক্তার
প্রভাষক

মোঃ আহসান হাবিব
প্রভাষক

সুয়াইবা হক তুরাবি
প্রভাষক (খন্ডকালীন)

ফারজানা আকতার রিপা
প্রভাষক (খন্ডকালীন)

সমাজবিদ্যা বিভাগ

মাওসুফা ফেরদৌসী এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

মোঃ শফিকুর রহমান
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আবু তালেব এম.ফিল
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

শারীরিক শিক্ষা

ফয়েজ আহমদ
সিনিয়র শরীরচর্চা প্রশিক্ষক

লাইব্রেরি

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

লাইব্রেরি শাখা

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

অফিস

মোঃ নূরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

জাফরিয়া পারভীন
উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ আবদুর রহিম
এস্টেট অফিসার

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ বেল্লাল হোসেন ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দীন
পিয়ন

মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন

মোঃ ইমরান হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মোঃ আল-আমিন
পিয়ন

মোঃ কাউসার মিয়া
পিয়ন

মোঃ মামুন শেখ
পিয়ন (মাষ্টাররোল)

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মিঃ জেকুব
ক্লিনার

মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার

মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার

হিসাব শাখা

মোঃ আশরাফ আলী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ রাশেদুল কবির
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন

প্রকৌশল শাখা

মোঃ সেলিম রেজা
সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মজিবুর রহমান
বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার

মোঃ আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)

মোঃ কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নুরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

নিরাপত্তা শাখা

মোঃ হোসেন শাহ আলম
নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সেলিম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড

মোঃ দাউদ আলী
গার্ড

মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড

মোঃ সবুজ ফকির
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ মিলন মিয়া
গার্ড (মাস্টাররোল)

জাহিদ হাসান
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ গফ্‌ফার
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ সাইদুর রহমান
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
গার্ড (মাস্টাররোল)

মোঃ রমজান আলী
মালী

মেডিকেল শাখা

ডাঃ এ.কে.এম. আনিসুল হক
মেডিকেল অফিসার

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

বিভাগীয় কর্মচারী

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরি সহকারী (ইংরেজি)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরি সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবু নোমান শাকিল
লাইব্রেরি সহকারী (হিবি)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরি সহকারী (ফিন্যান্স)

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরি সহকারী (মার্কেটিং)

মোঃ শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ইংরেজি)

নূর মোহাম্মদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
জেষ্ঠ্য পিয়ন (মার্কেটিং)

মোহাম্মদ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অর্থনীতি)

মোঃ বিপ্লব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

নুর হোসেন
পিয়ন (সাচিবিক বিদ্যা)

এক নজরে বিগত বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ

HSC

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬.৩৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যেঃ ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ন) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৬.৮৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭ জন (উল্লেখ্য এবছর কোন বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫৩ জন
২০০৫	৯০৪	৭০	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৭১ জন
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৭ জন
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ২২৪ জন
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৫	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৫১৮ জন
২০০৯	১৮১৫	৪১১	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪০৯ জন
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৪২৩ জন
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮৩১ জন
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ১১৫৬ জন
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৩	৬৬	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮৭১ জন
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৮১৯ জন
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৩৩০ জন
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা – ৩৪৩ জন

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	২৯	-	৯	২০	-	২৯	১০০%	-
	২০১৪	১২	-	৯	৩	-	১২	১০০%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৪৭	-	৩১	১৬	-	৪৭	১০০%	-
	২০১৪	৪৪	-	২৯	১৫	-	৪৪	১০০%	-

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২), ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম,(২), ১৩তম, ১৫তম ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	-
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	-
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	-
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	-
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৫৪	১	৪৮	৫	-	৫৪	১০০%	-
	২০১৪	৫৬	২	৪৯	৫	-	৫৬	১০০%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
মার্কেটিং	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	-	-	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	-	৪৬	২	-	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	-	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	-	৪২	২	-	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	-	৪৬	-	-	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	-	৪৯	২	-	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	-	-	৫০	১০০%	-
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	-	-	৪৫	১০০%	-
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	-	-	৫৪	১০০%	-
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	-	৪৪	৯৮%	-
	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%	-
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%	-
	২০১২	৫২	৬	৪৫	-	-	৫১	৯৮%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৪০	-	২৮	১২	-	৪০	১০০%	-
	২০১৪	৩০	-	১৬	১৪	-	৩০	১০০%	-

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ইংরেজি	২০০০	৩২	-	১২	১৭	-	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	-	৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	-	৯	২৮	-	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	-	২৩	২০	-	৪৩	৮৯.৫৮%	-
	২০০৫	২৬	-	২৩	২	১	২৬	১০০%	-
	২০০৬	১২	-	১০	২	-	১২	১০০%	-
	২০০৭	৩১	-	২৬	৫	-	৩১	১০০%	-
	২০০৮	১৮	-	১৪	৪	-	১৮	১০০%	-
	২০০৯	১৮	-	১৩	৪	-	১৭	৯৪.৪৫%	-
	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%	-
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%	-
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৪	-	২	১	-	৩	৭৫%	-
	২০১৪	৪	-	-	৪	-	৪	১০০%	-
অর্থনীতি	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০০০	১৪	৪	১০	-	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	২	৩০	৯১%	২য় ।
	২০০২	৯	২	৫	১	১	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	-	১১	৪	-	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৫	১৯	-	১৬	৩	-	১৯	১০০%	-
	২০০৬	২১	-	২০	১	-	২১	১০০%	-
	২০০৭	১৬	১	১১	২	১	১৫	৯৩%	-
	২০০৮	৮	-	৬	২	-	৮	১০০%	-
	২০০৯	৭	২	৫	-	-	৭	১০০%	-
	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%	-
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%	-
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%	-
	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৪	৪	-	-	৪	-	৪	১০০%	-
পরিসংখ্যান	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	-	-	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম), ১২, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	-	-	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	-	-	৫	১০০%	১০ম ও ১৬ তম
	২০০২	৫	-	৫	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৩	৯	৭	২	-	-	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম
	২০০৫	১৪	৩	১০	-	১	১৪	১০০%	-
	২০০৬	৬	-	৬	-	-	৬	১০০%	-
	২০০৭	৫	১	৪	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৯	২	-	২	-	-	২	১০০%	-

এক নজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	-	৩২	১০০%	২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম
	১৯৯৭	২৩	-	২৩	-	২৩	১০০%	-
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম
	১৯৯৯	১৯	-	১৬	৩	১৯	১০০%	-
	২০০০	১১	-	১০	১	১১	১০০%	-
	২০০১	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০২	২১	১	২০	-	২১	১০০%	৩য়
	২০০৩	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০৪	১৭	৩	১৪	-	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম
	২০০৭	৫	৪	১	-	৫	১০০%	-
	২০০৮	২৬	২৫	১	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%	-
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম ও ২০তম
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%	-
	২০১২	২২	১৮	৪	-	২২	১০০%	-
	২০১৩	৩৩	১৭	১৬	-	৩৩	১০০%	-
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	-	২৩	১০০%	৪র্থ
	১৯৯৭	১৭	-	১৭	-	১৭	১০০%	-
	১৯৯৮	২	-	২	-	২	১০০%	-
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	-
	২০০১	১৪	১	১৩	-	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ
	২০০২	৭	-	৭	-	৭	১০০%	-
	২০০৩	২১	৪	১৭	-	২১	১০০%	১৪তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	-	২১	১০০%	১৩তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	-	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম
	২০০৭	১৫	১৫	-	-	১৫	১০০%	-
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	-	৩৪	১০০%	-
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%	-
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%	-
	২০১২	২৬	২৬	-	-	২৬	১০০%	-
	২০১৩	৪৮	৩৬	১২	-	৪৮	১০০%	-
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	-	৬	১	৭	১০০%	-
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	-	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম
	২০০১	২১	৫	১৬	-	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ(২জন)
	২০০২	২২	৩	১৯	-	২২	১০০%	১ম, ২য়(২জন)
	২০০৩	১৬	-	১৪	১	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৪	১৪	৫	৯	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	-	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২)
	২০০৭	২৬	২০	৬	-	২৬	১০০%	-
	২০০৮	২৬	১৪	১২	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%	-
	২০১২	৩০	২৫	৫	-	৩০	১০০%	-
	২০১৩	৩৫	২৩	১২	-	৩৫	১০০%	-
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম(৩জন), ৮ম ও ৯ম(২জন)
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম(২জন), ১০ম
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য়(২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮(২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম(২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম(২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২জন) ১৫তম, ১৬তম(২)
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	-
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	-
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	-
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	-
	২০১২	৫৫	৫৩	২	-	৫৫	১০০%	-
	২০১৩	৪১	৩৬	৫	-	৪১	১০০%	-

এক নজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%	-
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%	-
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%	-
	২০১২	৮	-	৬	-	৬	৮০%	-
অর্থনীতি	২০০২	১১	১	৮	১	১০	৯১%	৪র্থ
	২০০৩	৩	২	-	-	২	৬৬.৬৭%	১০ম ও ১২তম
	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%	-
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%	-
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%	-
	২০১২	২	২	-	-	২	১০০%	-
পরিসংখ্যান	২০০০	২৪	৩	১১	-	১৪	৫৮.৩৩%	১ম, ২য় ও ৩য়
	২০০১	৯	-	৪	১	৫	৫৬%	-
	২০০২	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৩	২	-	২	-	২	১০০%	-
	২০০৪	৯	৭	-	-	৭	৭৭.৭৮	৪র্থ, ১৫তম, ১৯তম(২জন), ২০তম
	২০০৬	৮	৭	১	-	৮	১০০%	২য়, ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১৮তম(২)
	২০০৭	৪	-	৩	-	৩	৭৫%	-
	২০০৮	৬	৪	২	-	৬	১০০%	-

প্রগতি

২০১৬

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

স্বকীয় ও মননশীল চেতনায় উজ্জীবিত এক মহান প্রয়াসের নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। যৌক্তিক ও প্রগতিশীল জীবন দর্শনের সমান্তরালে বন্ধুর বাস্তবতার মোকাবিলা করাই যার চ্যালেঞ্জ, ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে প্রশিক্ষিত ও স্বনির্ভর বুনিয়াদ গঠনই যার লক্ষ্য, স্ব-অর্থায়নে ও স্বকীয় আদর্শের আদলে যার পথ চলা তারই নাম 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও জ্ঞানার্জনের মহান আদর্শে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত বিদ্যাপীঠ ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রারম্ভিক ক্ষুদ্র আবর্তন থেকে মহীরুহ কলেবরে এর দ্রুত উত্থান সকলকে করেছে বিস্মিত ও অভিভূত। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে শৈশবেই পরপর দুবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি এ কলেজকে দিয়েছে অপরিমেয় শৌর্য ও শক্তি। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান, ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৩য় স্থান এবং বেসরকারি পর্যায়ে ১ম স্থান অধিকার করে সারা দেশে ঈর্ষণীয় খ্যাতি অর্জন করেছে। তেজোদীপ্ত ও জ্ঞানালোকিত এ কলেজ আদর্শ ও চেতনায় কখনো মাথা নোয়ায়নি কোনো পশ্চাৎপদতার কাছে। কলেজের সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় নিয়মাবলি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের সাথে মেনে চলছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সকলে। পরিচালনা পর্ষদের বরেণ্য ব্যক্তিদের পদচারণায় ও সুযোগ্য নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়েছে এর ভিত্তিভূমি। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারে সর্বদা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অগ্রসরমান কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের এ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে আজ গর্বিত ও নিশ্চিন্ত। দেশের প্রশাসনে শিক্ষার রোল মডেল হিসেবে এ কলেজের আদর্শ অনুকরণীয়। পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতার বাইরে শিক্ষাসহায়ক সৃজনশীল কার্যক্রমেও কলেজটির জুড়ি নেই। ধারাবাহিক এই সাফল্যগাঁথা পরিশীলিত বাগ্বিধিতে যুক্ত হচ্ছে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'তে। জয়গাঁথা ও স্বকীয় মেধার অনুরণনে সমৃদ্ধ হচ্ছে 'প্রগতি'। 'প্রগতি' ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের সাফল্য, সৃজনশীলতা ও মননের প্রবৃদ্ধির পরিচায়ক। 'প্রগতি' একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মুক্ত ও সংস্কৃতিমনের বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে তাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করে। ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিত ঘটে যায় কতো ঘটনা, কতো কার্যক্রম; কিছুকাল পরই তা হয়ে যায় ইতিহাস, কিন্তু রয়ে যায় গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিগাঁথা। ২০১৬ সাল ছিল বহুবিধ কার্যক্রমের সমাহার। যার বিস্তারিত বিবরণ ছোট কলেবরে অসম্ভব হলেও, সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হলো এ প্রতিবেদনে। **প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম।**

পরিচালনা পরিষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। পরিচালনা পরিষদ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ডেভলপমেন্ট কমিটি ও ফিন্যান্স কমিটির মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা, উন্নয়ন ও তহবিল ব্যবস্থাপনার গতিপথটি নির্ণয় করে দেয়। নতুন অভিভাবক সদস্য নিয়ে ১০ জুলাই ২০১৬ পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়েছে। ২০১৬ সালে এ পরিষদের ১২টি সভা হয় এবং এসব সভায় কলেজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের সাধারণ সভা ও প্রয়োজনমাফিক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষক পরিষদের মাধ্যমে। ২০১৬ সালে শিক্ষক পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান শামীম আহসান, অধ্যক্ষ শিক্ষক পরিষদের সভাপতি।

নিয়োগ

অধ্যক্ষ: সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ ৫ মার্চ ২০১২ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত আছেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে তাঁকে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়।

উপাধ্যক্ষ: কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ১৬ অক্টোবর ২০১৬ থেকে নিয়মিত উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) পদে ছিলেন।

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক): সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ তাঁকে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) পদে এবং এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে কর্মরত।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টা: উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, ফলাফল ও শৃঙ্খলা কার্যক্রম তদারকির জন্য ৬ জন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করেন।

চেয়ারম্যান: কলেজের ১১টি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন ১১ জন চেয়ারম্যান। এ বছর নিম্নোক্ত ৪ জন চেয়ারম্যান/পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়।

নাম	বিভাগ	তারিখ
১. মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১ জানুয়ারি ২০১৬
২. ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালক)	১৩ এপ্রিল ২০১৬ (পুনঃনিয়োগ)
৩. আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	বাংলা	১ আগস্ট ২০১৬
৪. মো. শফিকুল ইসলাম	পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত	১ আগস্ট ২০১৬

কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ: এ বছর কলেজে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ হলেন:

নাম	বিভাগ	তারিখ
ডা. এ কে এম আনিসুল হক	মেডিকেল অফিসার	১ জানুয়ারি ২০১৬
মো. হোসেন শাহ আলম	নিরাপত্তা কর্মকর্তা	১ জানুয়ারি ২০১৬
মো. আনিসুর রহমান	টেকনিশিয়ান	১ এপ্রিল ২০১৬

পদোন্নতি

সহযোগী অধ্যাপক: ২০১৬ সালে ৩ জন শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তারা হলেন:

নাম	বিভাগ	পদোন্নতির তারিখ
১. উৎপল কুমার ঘোষ	ইংরেজি	১ জানুয়ারি ২০১৬
২. ফারহানা সাত্তার	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১ জানুয়ারি ২০১৬
৩. হাফিজা শারমিন	অর্থনীতি	১ জানুয়ারি ২০১৬

সহকারী অধ্যাপক: ২০১৬ সালে ১১ জন শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তারা হলেন:

নাম	বিভাগ	পদোন্নতির তারিখ
১. সমীরনপোদ্দার	ইংরেজি	১ জানুয়ারি ২০১৬
২. মো. মাহমুদ হাসান	হিসাববিজ্ঞান	১ জানুয়ারি ২০১৬
৩. মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ	হিসাববিজ্ঞান	১ জানুয়ারি ২০১৬
৪. মো. হাসান আলী	ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১ জানুয়ারি ২০১৬
৫. তাসমিনা নাহিদ	মার্কেটিং	১ জানুয়ারি ২০১৬
৬. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ	অর্থনীতি	১ জানুয়ারি ২০১৬
৭. মো. রেজাউল করিম	ইংরেজি	১ জানুয়ারি ২০১৬
৮. মো. কায়সার আলী	ইংরেজি	১ জুলাই ২০১৬
৯. সিগমা রহমান	ব্যবস্থাপনা	১ জুলাই ২০১৬
১০. উম্মে সালমা	ব্যবস্থাপনা	১ জুলাই ২০১৬
১১. পার্থ বাড়ৈ	বাংলা	১ জুলাই ২০১৬

অবসর ও বিদায়

২০১৬ সালে ৫ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী অবসরগ্রহণ কিংবা কলেজ থেকে বিদায় নেন। তারা হলেন-

নাম	পদবী ও বিভাগ/শাখা	তারিখ
১. মো. হাসানুর রশীদ	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা	৩০ নভেম্বর ২০১৬
২. মো. রেজাউল করিম	সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬
৩. তাহমিনা তাহের	প্রভাষক, বাংলা	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬
৪. মো. রাশেদুল ইসলাম	প্রভাষক, ইংরেজি	১২ এপ্রিল ২০১৬
৫. সালমা আক্তার	প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান	০১ জুন ২০১৬
৬. মো. শাহ আলম	অফিস সহকারী	৩১ ডিসেম্বর ২০১৬
৭. মো. আলমগীর হোসেন	সিনিয়র গার্ড	০৫ ডিসেম্বর ২০১৬

শোক

প্রফেসর মো. আলী আজম: ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গভর্নিং বডির অন্যতম সদস্য প্রফেসর মো. আলী আজম ৩০ এপ্রিল ২০১৬, ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না..... রাজেউন)। প্রফেসর আলী আজম বিইউবিটি'র উপ-উপাচার্য, আজমখান সরকারি কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ও এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে ৭ মে ২০১৬ কলেজ কনফারেন্স হল-এ শোক সভার আয়োজন করা হয়। শোক সভায় মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবি সদস্য প্রফেসর মো. আবু সালেহ, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, মরহুমের কন্যা তাহমিনা আজম প্রমুখ।

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম: কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সাবেক উপাধ্যক্ষ প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম ২৪ মে ২০১৬ ইন্তেকাল করেন (ইন্না..... রাজেউন)। ৪ জুন ২০১৬ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে কলেজ কনফারেন্স হল-এ শোক সভার আয়োজন করা হয়। শোক সভায় মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবি সদস্য প্রফেসর মো. আবু সালেহ, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, মরহুমের পুত্র শিহাব রিজওয়ান প্রমুখ।

অন্যান্য: অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ এর শ্বশুর ৪ অক্টোবর ২০১৬, উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মো. মোজাহার জামিলের শাশুড়ী ৪ জুলাই ২০১৬ ও ভাই ২৯ এপ্রিল ২০১৬, সমাজবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান মাওসুফা ফেরদৌসীর মাতা ৯ মে ২০১৬, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান মিঞার পিতা ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ ও মাতা ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামসাদ শাহজাহান এর মাতা ৪ জানুয়ারি ২০১৬, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মোশারেফ হোসেন এর মাতা ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ ও ভাই ২০ মার্চ ২০১৬, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ শিপন এর মাতা ২০ মার্চ ২০১৬, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাফিজা শারমিন এর মাতা ১২ আগস্ট ২০১৬, টাইপ ইন্সট্রাক্টর মো. করম হোসেন ২ জুন ২০১৬, মার্কেটিং বিভাগের সেমিনার সহকারী আফরিনা আকবর এর পিতা ১৮ জানুয়ারি ২০১৬, হিসাব সহকারী মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম এর মাতা ২৯ এপ্রিল ২০১৬, ক্লিনার মো. কেফায়েতুল্লাহর পিতা ১৬ অক্টোবর ২০১৬ ইন্তেকাল করেন। মরহুমদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শিক্ষক ও কর্মচারীদের শোক সভা করা হয়।

কমিটি ২০১৬

কলেজের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে নিম্নোক্ত আহ্বায়কদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে:

নং	কমিটির নাম	আহ্বায়ক
১	ভর্তি কমিটি: উচ্চ মাধ্যমিক	সাদিক মো. সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
২	ভর্তি কমিটি: অনার্স-মাস্টার্স	দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ
৩	পরীক্ষা কমিটি	এস এম আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৪	ভ্রমণ কমিটি	মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
৫	বার্ষিক ভোজ ও আপ্যায়ন কমিটি	মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ
৬	প্রকাশনা কমিটি	মো. মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
৭	অভ্যন্তরীণ আপ্যায়ন কমিটি	মোহাম্মদ আক্তার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ
৮	শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিএনসিসি কমিটি	মো. ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৯	ক্রীড়া কমিটি	মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১০	প্রচার ও আলোকচিত্র কমিটি	মো. মঈনউদ্দিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
১১	ধর্মীয় কমিটি	মো. আবদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ
১২	শিক্ষার্থী ও সমাজকল্যাণ কমিটি	আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
১৩	ছাত্রী বিষয়ক কমিটি	কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
১৪	রুটিন কমিটি	মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৫	শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি	মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
১৬	নির্মাণ কমিটি	মো. মোশতাক আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৭	ক্রয় কমিটি	শনজিত সাহা, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
১৮	আভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটি	মো. শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫
ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ

৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৪ মে ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে র‍্যাংকিং এর ফল ঘোষণা করেন। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫টি, সেরা মহিলা কলেজ ১টি, সেরা সরকারি কলেজ ১টি, সেরা বেসরকারি কলেজ ১টি (মোট ৮টি) এবং ৭টি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে সর্বোচ্চ ১০টি করে (৭X১০=৭০) সর্বমোট ৮+৭০ = ৭৮টি নির্বাচিত সেরা কলেজকে ২০ মে ২০১৬ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারক সম্মাননা, সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি এবং ইউজিসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যাংকিংয়ে নির্বাচিত কলেজসমূহকে অভিনন্দন জানিয়ে এরূপ আয়োজনের ব্যাপারে উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, "এ ধরনের আয়োজন দেশে প্রথম। এর ফলে কলেজসমূহ তাদের স্ব স্ব অবস্থান জানতে পারবে এবং কীভাবে শিক্ষার সার্বিক অবস্থার আরোও উন্নতি করা যায় সে জন্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কলেজসমূহের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।"

র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজ এর মধ্যে ৪র্থ স্থানে, সেরা বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ৩য় স্থান দখল করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো ঘোষিত সেরা কলেজের র‍্যাংকিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও উন্নত। কলেজটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়েও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ে সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরূপ সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল বলেন, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবছরই সেরা ফলাফল অর্জন করছে।

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম

১০-১১ ডিসেম্বর ২০১৬ কলেজ কনফারেন্স হল-এ ২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রাগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ কলেজ কনফারেন্সে হল-এ ২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও প্রোগ্রাম আহবায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ।

ঢাকা কমার্স কলেজে ২ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতি: 'সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি, পরিশোধন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট (বিইডিইউ) এর সিনিয়র বিশেষজ্ঞ রবিউল কবির চৌধুরী। সৃজনশীল পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেন বাংলা বিষয়ে শামিমা আক্তার, ব্যবস্থাপনা ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে আসলাম খালেদ, মার্কেটিং ও অর্থনীতি বিষয়ে শামছুল হুদা, আইসিটি বিষয়ে রনজিত কুমার সাহা, হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে এনসিটিবি বিশেষজ্ঞ ইকরামুজ্জামান ও ইংরেজি বিষয়ে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ গৌতম রায়।

পাঠদান পদ্ধতি: 'শ্রেণি কক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পাঠদান পদ্ধতি: প্রেক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজ' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও পাঠ করেন বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মো. রোমজান আলী। মূখ্য আলোচক ছিলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান বদিউল আলম।

পরীক্ষা পদ্ধতি: 'পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজ' বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও পাঠ করেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক এস এম আলী আজম। মূখ্য আলোচক ছিলেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। উল্লেখ্য, প্রবন্ধ পাঠের সাথে কলেজে এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভিডিও প্রেজেন্টেশন করা হয়, এতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকবৃন্দের নিকট বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়।

ডেমোনেস্ট্রেশন ক্লাস: কলেজে নতুন যোগদানকৃত ২৬ জন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের উপস্থিতিতে প্রদর্শনী ক্লাস উপস্থাপন করেন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ নবীন শিক্ষকদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করিয়ে দেন।

সমাপনী অধিবেশন: ২ দিনব্যাপী ২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম এর সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১১ ডিসেম্বর ২০১৬। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান। অধিবেশনে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন প্রধান অতিথি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটি'র প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ এবং প্রোগ্রাম আহবায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ। সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

শিক্ষার্থীদের আইডি, কলম ও ব্যাগ বিতরণের মধ্য দিয়ে ১৬ জুলাই ২০১৬ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নিং বডির সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক সাদিক মো. সেলিম।

উল্লেখ্য, একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০১৬ সালের ২৬ মে। অনলাইন আবেদনে এবার প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করে। এর মধ্যে ২৭০০ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ১৮ জুন থেকে ১০ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত ভর্তি চলতে থাকে। একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয় ১০ জুলাই ২০১৬।

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রেগ্রাম

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় ১২ মার্চ ২০১৬। ওরিয়েন্টেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ড. মো. শামসুদ্দীন ইলিয়াছ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক সাদিক মো. সেলিম।

পরীক্ষার ফলাফল

এ বছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষার্থীরা কৃতিত্বের সাথে প্রায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৮ আগস্ট ২০১৬ প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ৩৪৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে। জিপিএ ৪-৫ পেয়েছে ২৩৯৯ জন এবং জিপিএ ৩.১৭ থেকে ৪ এর নিচে ১৪৭ জন। মোট পরীক্ষার্থী ২৫৬৯ জন এবং পাশের হার ৯৯.১০%।

অভিভাবক সভা

প্রতি বছরের মতো এবারও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির প্রতি পর্ব পরীক্ষা শেষে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বিশেষ কোচিং ক্লাস ও টিউটোরিয়াল ক্লাস কার্যক্রম বিষয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নৌভ্রমণ ২০১৬

২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বার্ষিক নৌভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ঢাকার সদরঘাট থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত 'সুন্দরবন-১০' লঞ্চযোগে নৌবিহারে পরিচালনা পরিষদের সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং ১২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ভ্রমণে জিবি'র সদস্য প্রফেসর মো. আবু সালেহ, প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, প্রফেসর ডাঃ এম এ রশীদ ও প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিঞা অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের নদীমাতৃক বাংলাদেশের সাথে পরিচিতিকরণ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিবছর নৌভ্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীরা পদ্মার তাজা ইলিশে রসনা বিলাস করে তৃপ্তি লাভ করে। পদ্মা-মেঘনার টেউয়ের তালে তালে শিক্ষার্থীরা নাচে-গানে ও কলকাকলিতে স্মরণীয় ও আকর্ষণীয় করে রাখে দিবসটিকে। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ ও ভ্রমণ কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল।

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬

৭-১২ মে ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ মে শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। উদ্বোধনী সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন। শিক্ষা সপ্তাহে বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ৩টি ইভেন্টে ১ম হয়েছে নুসরাত নওরীন রুম্পা (এফ ৮৪৮) এবং অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৩টি ইভেন্টে ১ম হয়েছে তানিয়া আক্তার খুশী (৩২৮২২)।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়াবিদদের সালাম গ্রহণ ও প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবু বক্কর ছিদ্দিক।

দিনব্যাপী ৩৭০ জন অ্যাথলেট বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিকেল ৪ টায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ী ক্রীড়াবিদদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা-১৬ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ ইলিয়াছ উদ্দিন মোল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর ড. মো. আশফাকুস সালেহীন এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়ার এনামুল হক বিজয়। সভাপতিত্ব করেন কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক মো. নিজাম উদ্দীন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ছেলেদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রাইজমানি লাভ করে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র শাহ মো. কামরান (রোল ৩২১১০) এবং মেয়েদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয় দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী হাফসা আক্তার শিখা ইরা (রোল ৩০৪৮৯)।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা ২০১৬

১. ব্যাডমিন্টন: (ক) ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিভাগীয় আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন মহিলা একক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিমের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী অর্পা চাকমা রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(খ) ৬ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিভাগীয় আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন টিম পুরুষ একক ও দ্বৈত প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পুরুষ এককে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রিয়াজ এবং পুরুষ দ্বৈতে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রিয়াজ ও শাকিল জুটি চ্যাম্পিয়ান হয়।

(গ) ৭ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিভাগীয় আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন টিম মহিলা একক একাদশ শ্রেণির ছাত্রী আলীন এবং মহিলা দ্বৈতে আলিন ও মীম জুটি যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. ক্রিকেট: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আন্তঃকলেজ ক্রিকেট (পুরুষ) বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিম রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩. অ্যাথলেটিকস: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ৩টি সিলভার ও ২টি ব্রঞ্জ মেডেল অর্জন করে। একাদশ শ্রেণির ছাত্র নওশাদ ও অপি পুরুষ ও মহিলা বিভাগে গোলক নিক্ষেপে সিলভার মেডেল অর্জন করে। একাদশ শ্রেণির ছাত্রী আলীন ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় সিলভার মেডেল অর্জন করে। একাদশ শ্রেণির ছাত্র অনিক চাক্তি নিক্ষেপ ও ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্রঞ্জ মেডেল অর্জন করে।

জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য

১. জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতা: ২৯ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত জাতীয় ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিমের ফিন্যান্স বিভাগের ছাত্র শাকিল ও বিবিএ (প্রফেশনাল) প্রোগ্রামের ছাত্র তানভীর 'ইপি' ও 'সেভার' বিভাগে এককভাবে রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. আন্তঃকলেজ রাগবি প্রতিযোগিতা: ২৭-৩০ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকার পল্টন মাঠে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ রাগবি ফেডারেশন আয়োজিত আন্তঃকলেজ রাগবি প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ৩য় স্থান অধিকার করে।

৩. জাতীয় বেস্‌বল প্রতিযোগিতা: ঢাকাস্থ পল্টন মাঠে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বেস্‌বল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত জাতীয় বেস্‌বল প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ ঢাকা কমার্স কলেজ টিম রানারআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৪. জাতীয় বাশাআপ প্রতিযোগিতা: বাংলাদেশ বাশাআপ অ্যাসেসিয়েশন উদ্যোগে ২৪ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জিমনেসিয়ামে অনুষ্ঠিত ৫ম জাতীয় বাশাআপ (বাংলাদেশ শারীরিক আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি-মার্শাল আর্ট) প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ৩য় স্থান অধিকার করে।

৫. জাতীয় গোজোরিও কারাতে: ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ জাতীয় গোজোরিও কারাতে চ্যাম্পিয়নশিপ ঢাকা কমার্স কলেজের প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (পরিকল্পনা) যুগ্মসচিব নারায়ন চান্দু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি আলী কবির। উভয় অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। প্রতিযোগিতায় মহিলা বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ টিমের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী সামিরা হোসেন মিলি ১টি স্বর্ণ ও ২টি সিলভার পদক অর্জন করে।

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ

১. মালয়েশিয়ায় ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ: ৫-২১ জুন ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন ও মালয়েশিয়া প্রো-ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত উচ্চতর ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ টিমের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের ৪ জন ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণার্থীরা হলো রিয়াজ, শাকিল, ঐশ্বর্য ও তন্বী।

২. বেস্‌বল প্রশিক্ষণ: ১৫ জুলাই ২০১৬ বাংলাদেশ বেস্‌বল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ঢাকা কমার্স কলেজ বেস্‌বল টিমের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন জাপানের প্রশিক্ষক হিরোকী ওয়াটানারে, আমেরিকার শনমোড়ে এবং কানাডার এরিনা।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মসূচি পালন

১. শঙ্কামুক্ত জীবন চাই: ১ আগস্ট ২০১৬ সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের অংশ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ রাইনখোলা-শিয়ালবাড়ি সড়কে 'সন্ত্রাস নয় শান্তি চাই/ শঙ্কামুক্ত জীবন চাই' শ্লোগানে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

২. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিপক্ষে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন: শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও সকল নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা-১৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আসলামুল হক এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজ ৭ আগস্ট ২০১৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন' শিরোনামে এক কর্মসূচির আয়োজন করে। জাতীয় চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে মিরপুর-১ সনি সিনেমা হল পর্যন্ত আয়োজিত এই দীর্ঘ মানববন্ধন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সকল ছাত্র-ছাত্রী।

৩. **সন্ত্রাস ও জঙ্গিবিরোধী সম্মেলন:** ২৬ আগস্ট ২০১৬ সরকারি বাঙলা কলেজে ঢাকা-১৪ সংসদীয় আসনের 'জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী নাগরিক ঐক্য' আয়োজিত সম্মেলনে আলোচনা সভায় ঢাকা কমার্স কলেজের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, মুখ্য আলোচক ছিলেন আইজিপি একেএম শহীদুল হক। ঢাকা-১৪ আসনের সংসদ সদস্য মো. আসলামুল হকের তত্ত্বাবধানে এ সম্মেলন হয়।

৪. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা সভা: ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কলেজে সন্ত্রাস ও জঙ্গি বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. সাহজাহান আলী।

দিবস উদযাপন

আন্তজার্তিক মাতৃভাষা ২০১৬ উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৬ উদযাপন করা হয়। সকালে প্রভাত ফেরিতে প্রায় ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এরপর জিবি, প্রশাসন, বিভিন্ন বিভাগ, শাখা, ক্লাব ও কোয়ার্টারের পক্ষ থেকে কলেজের শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জিবি সদস্য ও বিইউবিটি'র প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। সবশেষে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনত দিবস ২০১৬ উদযাপন

২৭ মার্চ ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৬ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সচিব, রাষ্ট্রদূত ও বিশিষ্ট লেখক আনোয়ার উল আলম। সভাপতিত্ব করেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬

২৩-২৪ মার্চ ২০১৬ কলেজে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক। চলচ্চিত্র উৎসবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'গেরিলা' ও 'আমার বন্ধু রাশেদ' প্রদর্শিত হয়।

বর্ষবরণ ১৪২৩

১লা বৈশাখ ১৪২৩ ঢাকা কমার্স কলেজের আয়োজনে 'বর্ষবরণ ১৪২৩' অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন বর্ষবরণ ১৪২৩ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম। শিক্ষক-কর্মকর্তা পরিবারের সদস্যদের পান্তাভাত খাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'ক' গ্রুপে প্রথম হয় নিহাল, ২য় মাইশা ও ৩য় জামি এবং 'খ' গ্রুপে প্রথম হয় নোরা, ২য় তাসিন ও ৩য় মাইমুনা। আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় আবাসিক শিক্ষক পরিবারের সদস্যদের সমবেত স্বরে 'এসো হে বৈশাখ' গানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কলেজের সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। এরপর সবাই মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ২০১৬

১৬ মে ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ অডিটোরিয়ামে রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী ২০১৬ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. নুরুর রহমান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের রচিত কবিতা, গান ও নাটিকা পরিবেশন করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৬তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০১৬ কলেজের নামাজ কক্ষে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৬ পালন

দোয়া মাহফিল: যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট ২০১৬ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১ম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সকালে কলেজের নামাজ কক্ষে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৭ আগস্ট ২০১৬ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আওয়ামীলীগ এর সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং বিশিষ্ট কবি, লেখক ও গবেষক ড. নূহ উল আলম লেনিন। সভাপতিত্ব করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা।

বিজয় দিবস ২০১৬ উদযাপন

পতাকা উত্তোলন: ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সকালে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর সমবেতস্বরে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ বিজয় দিবস উদযাপন ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার দেয়া মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম কে মুক্তিযুদ্ধে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপাদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। অনুষ্ঠান শেষে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

২৯ মার্চ ২০১৬ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জিবি সদস্য ও বিইউবিটি'র প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া ও প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম।

ইফতার

১০ জুন ২০১৬ ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়। ইফতারে পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ফলাহার

১০ জুন ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ বার্ষিক ফলাহার আয়োজন করে। জিবি, সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফলাহারে অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষকদের প্রকাশনা

* ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের রয়েছে অত্যন্ত মানসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভাণ্ডার। ২০১৬ সালে যেসব শিক্ষকের গ্রন্থ/উপন্যাস/জার্নাল/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তারা হলেন:

* বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহকারী অধ্যাপক মোঃ সাহজাহান আলী, মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও পার্থ বাড়ৈ এবং প্রভাষক মুক্তি রায়;

* ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. মঈন উদ্দিন আহমেদ, উৎপল কুমার ঘোষ ও খোন্দকার মো. হাদিউজ্জামান, সহকারি অধ্যাপক মোঃ কায়সার আলী, মো. জাহিদুল কবির ও সমীরন পোদ্দার, প্রভাষক রেহানা আক্তার রিংকু ও মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল;

* ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম, ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও ড. এএম সওকত ওসমান, সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সরকার, সহকারী অধ্যাপক সিগমা রহমান ও উম্মে সালমা এবং প্রভাষক ফারজানা রহমান;

* হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম ও সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ;

* মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার, সহযোগী অধ্যাপক দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, মো. শফিকুল ইসলাম, শনজিত সাহা ও মোহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম;

* ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফারহানা সাত্তার ও সহকারী অধ্যাপক শারমিন সুলতানা, মো. হাসান আলী;

* অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. ওয়ালী উল্যাহ ও সুরাইয়া পারভীন এবং সহকারী অধ্যাপক সুরাইয়া খাতুন ও আবদুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ

* পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল খালেক ও প্রভাষক সুরাইবা হক তুরাবী।

কলেজ প্রকাশনা

বার্ষিকী: প্রতিবারের মতো ২০১৬ সালেও কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়েছে।

জার্নাল: ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল, ভলিউম ৭, নং-১, ডিসেম্বর ২০১৫, ১৮ জুন ২০১৬-এ প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যান্য: এ বছর কলেজ ডায়েরি, ওয়াল ক্যালেন্ডার ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রচার

২০১৬ সালে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ সংবাদপত্র এবং কয়েকটি টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাকিংয়ে ৩ ক্যাটাগরিতে পদক পাওয়ায় এ বছর গণমাধ্যমে কলেজ সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

বনভোজন ও ভ্রমণ

শিক্ষকদের বনভোজন: জিবি চেয়ারম্যান ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক এর আমন্ত্রণে ২২ ফেব্রুয়ারি তাঁর গাজীপুরস্থ বাগানবাড়িতে কলেজের শিক্ষকবৃন্দ বনভোজনে অংশগ্রহণ করে।

কর্মচারীদের বনভোজন: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ নন্দনপার্কে কর্মচারীবৃন্দ বনভোজনে অংশগ্রহণ করে।

মালয়েশিয়া ভ্রমণ: ২৩-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান মিঞা ও মো. নাঈম মোজাম্মেল, ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এএম সওকত ওসমান, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ, মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শনজিত সাহা ও সহকারী অধ্যাপক ফারহানা আক্তার সাদিয়া মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেন। ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক মো. সোহেল রানা ১২-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন।

নেপাল ভ্রমণ: ২২-২৫ মে ২০১৬ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ ও মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন ও মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শনজিত সাহা নেপাল ভ্রমণ করেন।

দোয়া ও মোনাজাত

কলেজের সকল শ্রেণির বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা আরম্ভের দিনে কোরআনখানি দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

ডিজিটালাইজেশন

২০১৬ সাল ছিল ডিজিটাল ঢাকা কমার্স কলেজ বর্ষ বাস্তবায়নের বছর। এ বছর বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। অটোমেশন ও ওয়েবসাইট উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। এ বছর কলেজের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেসবুক পেজ উদ্বোধন: ৯ এপ্রিল ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজের ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেসবুক পেজ উদ্বোধন করেন পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ওয়েব সফটওয়্যারে 'লগইন' করে যে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সর্বদা জানতে পারে। কলেজের সকল অনুষ্ঠানের ছবি নিয়মিত ফেসবুকে পোস্ট করা হয় এবং মাত্র ৯ মাসেই কলেজের ছবির ২ লক্ষাধিক দর্শক হয়েছে। কলেজের ফেসবুক 'লাইক' সদস্য ২০ সহস্রাধিক।

২. ওয়েব পোর্টাল: ১ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ ওয়েব পোর্টাল (www.dcc-portal.com) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ ওয়েবসাইটের বিকল্প ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৩. সফটওয়্যার কর্মশালা: ১১ এপ্রিল ২০১৬ 'ওয়েব সফটওয়্যার এপ্লিকেশন' বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষকদের এতদবিষয়ে বাস্তব জ্ঞানের উদ্দেশ্যে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), কমিটির আহ্বায়ক ও ওয়েব প্রোগ্রামার।

৪. ওয়াই ফাই জোন: শিক্ষকদের নম্বর ইনপুট সহজকরণ ও প্রযুক্তি আকর্ষণ করতে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ কলেজের সকল বিভাগ ও শাখা ওয়াই-ফাই জোন করা হয়েছে।

৫. ইন্টারনেট সংযোগ ও গতি বৃদ্ধি: ২০১৬ সালে কলেজ ও কোয়ার্টারে ইন্টারনেট সংযোগ বৃদ্ধি এবং পূর্বের চেয়ে ১০ গুণ বেশি গতি সংযোগ করা হয়েছে।

৬. অনার্স শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়া সংযোগ: ২০১৬ সালে সকল বিভাগে অনার্স ১ম বর্ষের এবং বিবিএ প্রফেশনাল সকল শ্রেণিতে (১০টি কক্ষে) ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া ও মাল্টিমিডিয়া করা হয়েছে।

৭. ওয়েব সফটওয়্যারে নম্বর ইনপুট: ২০ জুন ২০১৬ বাংলা বিষয়ের শিক্ষার্থীদের ওয়েব সফটওয়্যারে পরীক্ষার নম্বর ইনপুটের মাধ্যমে শিক্ষকদের নম্বর ইনপুট কার্যক্রম শুরু হয়।

৮. স্থায়ী আই ডি তৈরি: ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ সকল বিভাগ ও শাখার এবং সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্থায়ী আই ডি নম্বর তৈরি করা হয়েছে।

৯. ওয়েবমেইল: সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তার কলেজের ওয়েবসফটওয়্যারভিত্তিক ওয়েবমেইল (ইমেইল) একাউন্ট করা হয়েছে।

১০. সফটওয়্যারে ফলাফল প্রকাশ: অ্যাকাডেমিক কমিটির প্রস্তুতকৃত ফলাফল প্রস্তুত নীতিমালার আলোকে ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ দ্বাদশ শ্রেণির ৪র্থ পর্ব পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল সম্পূর্ণ সঠিক ও দ্রুততার সাথে সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১. প্রশিক্ষণ: উচ্চমাধ্যমিক ও অনার্স ভর্তির জন্য ওএমআর ফরম সঠিকভাবে পূরণ, অনলাইন এসএমএম প্রেরণ, ডাইনামিক ওয়েবসাইটে নোটিশ ও তথ্য ইনপুট এবং প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ বিষয়ে কলেজের কর্মচারীদের ৩ বার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।।

১২. অন্যান্য: কলেজ পে-রোল, একাউন্টস সিস্টেম, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ও এইচআরএম সফটওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

নির্মাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম

২০১৬ সালে কলেজে নির্মাণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গার্ডেনিং এর ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এবছরকে কলেজের উন্নয়নের বছর বলা যায়। ২০১৬ সালে যেসব অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয় তা হলো:

১. কর্মচারী আবাসিক ভবন: ২০১৫ সালে মিরপুর নবাবেরবাগে ক্রয়কৃত নিজস্ব ২৪ শতাংশ জমিতে এবছর ২৪ জন কর্মচারী পরিবারের জন্য সেমিপাকা টিনশেড বিল্ডিং নির্মাণ, গ্যাসের লাইন সংযোগ ও পানির নলকুপ স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন করা হয়েছে।

২. লিফট সংযোজন: এ বছর অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এ নতুন লিফট সংযোজন করা হয়েছে।

৩. জমি ক্রয় ও বাউন্ডারি: মিরপুর নবাবেরবাগ প্লটের সাথে নতুন ৪ শতাংশ জমি ক্রয় ও বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

৪. আবাসিক ভবন-১: আবাসিক ভবন-১ এর বাহিরের পাশে রং করা হয়েছে।

৫. ছাত্রী হোস্টেল: রূপনগর ৬ নং রোডের ২৭ নং প্লটের বিল্ডিং-এ ছাত্রী হোস্টেল করার জন্য মেরামতের কাজ চলছে।

৬. এসি সংযোজন: অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর লাইব্রেরি শাখায় ২ টনি ৪টি, অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর নিচ তলায় ব্যাংক বুথে ১.৫ টনি ১টি ও আবাসিক ভবন-২ এর মেশিন রুমে ১.৫ টনি ১টি এসি লাগানো হয়েছে।

৭. অ্যাকাডেমিক ভবন-১: অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর প্রতি ফ্লোরের কমন টয়লেটের নির্মাণ কাজ করা, উন্নত টাইলস, স্যানেটারি পণ্য ও দরজা লাগানো হয়েছে। ১০ম তলার উত্তর পাশে হলরুমে ২টি ক্লাস রুম নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ফ্লোরের টয়লেটে মেরামতের কাজ ও টাইলস্ লাগানো হয়েছে।

৮. একাডেমিক ভবন-২: অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর ১৪তম তলায় ছাত্রী কমনরুম নির্মাণ করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর স্টিল স্টাক্চার এর লিফ্ট কোরে টাইলস্ লাগানো হয়েছে।

৯. কলেজ ক্যাম্পাস: কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরের রাস্তায় পার্কিং টাইলস্ লাগানো হয়েছে এবং গভীর নলকুপের মেশিন পরিবর্তন করে নতুন মেশিন সংযোজন করা হয়েছে।

১০. সি সি ক্যামেরা: একাডেমিক ভবন-১ এর নিচ তলা ও ২য় তলার করিডোরে এবং আবাসিক ভবনের গেটে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

১১. ডেস্ক তৈরী: এবছর বিভিন্ন ক্লাস রুমে নতুন ও পুরাতন ১২০১ টি ডেস্ক তৈরী ও মেরামত করা হয়েছে।

১২. ওয়াকওয়ে: কলেজের ভিতর ও মাঠে ওয়াকওয়ে ও গার্ডেনিং করা হয়েছে।

ছাত্রী বিষয়ক কার্যক্রম

ছাত্রীদের আচরণ তদারকি, শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ এবং ছাত্রীদের প্রয়োজনমাফিক সুবিধা দেয়ার জন্য রয়েছে ছাত্রী বিষয়ক কমিটি। ২০১৬ সালে কমিটির কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. আচরণ বিধি প্রণয়ন: কমিটির আহ্বায়ক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী সায়মা বিন্তে ফারুকী'র আহ্বানে ১২ মার্চ ২০১৬ কলেজের মহিলা শিক্ষকদের উপস্থিতিতে করফারেন্স হল-এ এক সভায় কলেজের অভ্যন্তরে 'ছাত্রীদের আচরণ বিধি' বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

২. অভিভাবক সভা: ১৫ মার্চ ২০১৬ এবং ৪ আগস্ট ২০১৬ প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়ামে দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের অভিভাবকসহ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ছাত্রীদেরকে আচরণ বিধি সম্বলিত একটি নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়।

৩. নতুন কমনরুম: ৬ মার্চ ২০১৬ ছাত্রী বিষয়ক কমিটির আবেদনের প্রেক্ষিতে ভবন-২ এর ১৪ তলায় প্রয়োজনীয় সুবিধাসমৃদ্ধ নতুন একটি ছাত্রী কমনরুম গঠন করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী কল্যাণ

ছাত্রী হোস্টেল: ২০১৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে একটি আধুনিক ছাত্রী হোস্টেল স্থাপন করা হয়েছে। হোস্টেলটিতে ৭২ জন ছাত্রীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। হোস্টেলটি সরাসরি কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে আসছে। হোস্টেলটি পরিচালনার জন্য রয়েছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও হোস্টেল সুপার মাসুদা খানম এবং সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সহকারী হোস্টেল সুপার মো. মাহফুজুর রহমান। ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার সমাধানের জন্য কলেজের নিজস্ব জায়গায় রূপনগর ৬ নং রোডে ৪ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং-এ ১২০ আসনের আরো একটি ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সেখানে আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ডাইনিং, ক্যান্টিন, কমনরুম এবং লাইব্রেরির ব্যবস্থা থাকবে। জুন ২০১৭ থেকে নতুন ছাত্রী হোস্টেলে সিট বরাদ্দ দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বেতন সুবিধা: সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় ২০১৬ সালেও মেধাবী, নিয়মিত উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিনা বেতনে ও অর্ধবেতনে অধ্যায়নের সুবিধা দেয়া হয়।

ডরমেটরি: দরিদ্র, মেধাবী এবং ঢাকায় বসবাসের সমস্যা রয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির এমন ছাত্রদের কলেজের ডরমেটরিতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ডরমেটরিতে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম ফ্রি এবং বিনা বেতনে অধ্যায়নের সুবিধা দেয়া হয়।

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

ওরিয়েন্টেশন : ১৫ ও ১৬ জুন ২০১৬ সিলেবাস ডিজাইন এর ওপর বিভাগীয় শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১. বনভোজন: ৩১ অক্টোবর ২০১৬ গাজীপুরস্থ 'আনন্দ বিনোদন পার্ক'-এ বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় সকল শিক্ষার্থীদের নিয়ে বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

২. ক্লাস সমাপনী: ক) ১০ অক্টোবর ২০১৬ সম্মান ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

খ) ২৫ অক্টোবর ২০১৬ মাস্টার্স শেষ পর্ব এর ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

৩. সেমিনারে অংশগ্রহণ: বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক, ড. এএম সওকত ওসমান ৮-৯ জুন ২০১৬ পরিকল্পনা কমিশন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

ক্লাস সমাপনী: প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।বিবিএ (সম্মান) ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

মার্কেটিং বিভাগ

১. বিভাগীয় পিকনিক: ৩১ মে ২০১৬ মার্কেটিং বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির সকল বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের গাজীপুর 'শিল্পী কুঞ্জ' রিসোর্টে পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়।

২. ক্লাস সমাপনী: এ বছর ১ম ও ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১. ক্লাস সমাপনী: ক. সম্মান ৪র্থ বর্ষের এর ছাত্র-ছাত্রীরা মিরপুর-১ এর ভিআইপি রেস্টুরেন্টে ক্লাস সমাপনী উপলক্ষ্যে নৈশভোজের আয়োজন করে।

খ. মাস্টার্স এর ছাত্র-ছাত্রীরা মিরপুর-১ এর কিয়াংসী চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ক্লাস সমাপনী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করে।

২. প্রশিক্ষণ: ক. বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আক্তার হোসেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত কারিকুলাম বিস্তরণের উপর সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

খ. বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল ৮ মে ২০১৬ শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

গ. বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক মো. হাসান আলী জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৪ সপ্তাহব্যাপী ১০১তম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

৩. কম্বল বিতরণ: ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBBA)-এর উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৬ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার কাউনিয়ার চর ও তারাটিয়া এবং কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার বরবের চর এলাকার ৩টি ইউনিয়নে দরিদ্র ও শীতার্ত নারী-পুরুষের মাঝে ৯০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। কর্মসূচির নেতৃত্বে দেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল ও FBBA সাধারণ সম্পাদক নাজিবুল হায়দার চৌধুরী। উক্ত কর্মসূচিতে সহযোগিতা করেন 'প্রজেক্ট কম্বল' নামক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও RDRS নামক এনজিও।

৪. সেমিনারে অংশগ্রহণ: বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক মো. হাসান আলী 'Fifth International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behavior Study' তে অংশগ্রহণ করেন।

অর্থনীতি বিভাগ

১. শিক্ষাসফর: অর্থনীতি বিভাগের ৫৮ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাসফর-২০১৬ সম্পন্ন করেন।

২. ক্লাস সমাপনী: ১৬ আগস্ট ২০১৬ অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীরা এবং ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা ১৫ অক্টোবর ২০১৬ ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠান করে।

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

১. কম্পিউটার সায়েন্স (সম্মান) প্রফেশনাল প্রোগ্রাম অধিভুক্তি: ৯ নভেম্বর ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি কমিটির ৭১তম সভার সুপারিশ এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেট সভার অনুমোদন সাপেক্ষে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স (সম্মান) প্রফেশনাল প্রোগ্রাম অধিভুক্তি প্রদান করে।

২. **ইফতার পার্টি:** ২১ জুন ২০১৬ বিভাগে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

৩. **ডিগ্রি অর্জন:** ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ বিভাগীয় সহকারি অধ্যাপক অনুপম দেবনাথ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে Master in Information Technology (MIT) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম এর অধীন এবছর যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় তা হলো:

১. বিভাগ পরিদর্শন: অস্ট্রেলিয়ার University of Southern Queensland এর হিসাববিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচারার ড. আফজালুর রশিদ ১১ জানুয়ারি ২০১৬ ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রেষণামূলক ক্লাস নেন।

২. শিক্ষাসফর: ১০-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিবিএ প্রোগ্রামের ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরের অংশ হিসেবে রাঙ্গামাটিস্থ সাজেক ভ্যালি, কক্সবাজার ও সেন্টামার্টিন দ্বীপ ভ্রমণ করে।

৩. ইফতার বিতরণ: ২৫ জুন ২০১৬ বিবিএ প্রোগ্রামের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মিরপুরস্থ চারটি এতিমখানার এতিমদের ইফতার বিতরণ করা হয়।

৪. রিসিপশান, গেট টুগেদার ও ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েভার প্রদান: ২০ জুলাই ২০১৬ বিবিএ প্রোগ্রামের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টারের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রিসিপশান অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের মেধাবী শিক্ষার্থীদের ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েভার প্রদান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের ৭ জন ও ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ৮ জন শিক্ষার্থীসহ মোট ১৫ জনকে ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েভার প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টাগণ, প্রোগ্রাম পরিচালক ও বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাজবিদ্যা বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজবিদ্যা বিভাগের আওতায় রয়েছে- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল ও স্নাতক সম্মান পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়।

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

২০১৬ সালে সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৬৭২ জন পরীক্ষার্থীকে ৫টি গ্রুপে অফিস পরিদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। অফিস পরিদর্শনের প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও বিএসবি গ্রুপ। ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি না করার কারণে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের ৬ জন শিক্ষকের ২ জন হিসাববিজ্ঞান, ৩ জন ব্যবস্থাপনা, ১ জন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের পাঠদান করছেন।

শাখা কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারটি সকাল ৮-৫টা পর্যন্ত বিরতিহীন খোলা থাকে। কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলেই গ্রন্থাগারের তথ্য ও রেফারেন্স সেবা পেয়ে থাকেন। ২০১৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ৪,৯৮,৩৫৮ টাকার মোট ৭৫৭টি বই ক্রয় করা হয়েছে। গ্রন্থাগারে বর্তমানে বইয়ের সংখ্য ১৯,৪২২ টি।

অফিস

কলেজ অফিস কলেজ কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রস্থল ও প্রাণকেন্দ্র। কলেজের সকল বিভাগ ও শাখার সাথে সংযোগ রেখে সামগ্রিক কার্যক্রম এবং অনলাইনে উচ্চমাধ্যমিক, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের সকল বিষয় ও বিবিএ প্রফেশনার প্রোগ্রাম ভর্তি ও চূড়ান্ত পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। অফিসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতির বিষয় অভিভাবকদের প্রতিদিন এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। সকল নিয়োগ সংক্রান্ত নথি করা। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র/সনদ/প্রত্যয়ন প্রদান বিষয়ক কাজ সম্পন্ন করা হয়। কলেজের যাবতীয় নোটিশ শ্রেণিকক্ষ, বিভাগ ও শাখায় প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের কাজ করে অফিস।

পরীক্ষা শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি নিয়মিত সৃজনশীল পরীক্ষা গ্রহণ। এজন্য রয়েছে স্বতন্ত্র পরীক্ষা শাখা। পরীক্ষা শাখা পরীক্ষা কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষা সূচি ঘোষণা, ডিউটি রেজিস্ট্রার প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রিন্ট ও প্যাকিং, নম্বর ইনপুট পারমিশন, উত্তরপত্র প্রস্তুত, উত্তরপত্র বিভাগে প্রেরণ, ফলাফল প্রস্তুত, অভিভাবক সভা আয়োজন, অভিভাবকদের এসএমএম করে ফলাফল জানানো ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকে।

প্রকৌশল শাখা

নিয়ম শৃঙ্খলা, পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ যেমন শ্রেষ্ঠত্ব বয়ে এনেছে। তদ্রুপ প্রতিষ্ঠানটির সুনাম ও খ্যাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো আকাশচুম্বী অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার ২৭ বছরে এতো বিশাল উন্নয়ন ও নির্মাণ অবকাঠামো দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিলেনি। প্রকৌশল শাখার মাধ্যমে ১১ তলা ও ১৫তলা বিশিষ্ট অ্যাকাডেমিক ভবন, ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি কোয়ার্টার ভবন, ছাত্রী হোস্টেল, প্রশাসনিক ভবন, কর্মচারী আবাসন ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

নিরাপত্তা শাখা

২০১৬ সালে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে। এজন্য ১ জানুয়ারি ২০১৬ নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং পরবর্তীতে ৬ জন গার্ড নিয়োগ দেয়া হয়। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ স্বতন্ত্র নিরাপত্তা শাখা গঠন করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা, ওয়ারলেস সেট ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে শাখার ২৫ জন কর্মী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

মেডিকেল শাখা

কলেজের ২য় তলায় রয়েছে মেডিকেল শাখা। এখানে ১ জন পূর্ণকালীন মেডিকেল অফিসার ও ১ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৬ সালে ৩২৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ ৪৩৩১ জন ব্যক্তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন।

কল্যাণ সংঘ

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বৈষয়িক কল্যাণের জন্য রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। কম্পিউটার ল্যাব পরিচালনা, শিক্ষার্থীদের ইউনিফরম সরবরাহ এবং দৈনিক টিফিন তৈরি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম কল্যাণ সংঘ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে।

ক্লাব কার্যক্রম

ডিবেটিং সোসাইটি

ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান নাঈম মোজাম্মেল, সভাপতি নাফিজ রহমান ও সাধারণ সম্পাদক সাবিহা চৌধুরী। ২০১৬ সালে ক্লাবের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. আন্তঃকলেজ বিতর্ক আয়োজন: ২-৪ জুন ২০১৬ প্রথমবারের মত ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ৩ দিনের এই আয়োজনে 'প্রাণ বিস্ক ক্লাব' পৃষ্ঠপোষকতা করে। প্রতিযোগিতায় ২৪টি কলেজের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ রানারআপ এবং ঢাকা কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ৪ জুন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর কাদার বেঞ্জামিন ডি কস্তা, বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কমার্স কলেজ গর্ভনিং বডির চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাবের মডারেটর নাঈম মোজাম্মেল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক উৎসবকে ২০১৬ সালের সেরা উৎসব হিসেবে মনোনীত করেছে।

২. ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি বিতর্ক: ৮ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত মাদকবিরোধী জাতীয় বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণ করে রানারআপ হবার গৌরব অর্জন করে।

৩. নটরডেম কলেজ বিতর্ক: ৯ জানুয়ারি ২০১৬ নটরডেম কলেজ আয়োজিত ২৭তম জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির দুটি বিতার্কিক দল যথাক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি আয়োজিত আন্তঃস্কুল-কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির ৮ সদস্যের বিতার্কিক দল অংশগ্রহণ করে।

৫. আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বিতর্ক: আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ আয়োজিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বিজয় উদযাপন অনুষ্ঠান করা হয়।

৬. বুয়েট বিতর্ক: ১৭ মে ২০১৬ বুয়েট জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ডিসিসিডিএস অংশগ্রহণ করে।

৭. গ্রিন ইউনিভার্সিটি বিতর্ক: ২৪ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ দল গ্রিন ইউনিভার্সিটি আয়োজিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

৮. সেন্ট গ্রেগরি স্কুল বিতর্ক: ২১ সপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক দল সেন্ট গ্রেগরি স্কুল কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

৯. ওমেন্স ন্যাশনাল বিতর্ক: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ওমেন্স ন্যাশনাল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ দল অংশগ্রহণ করে।

১০. ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বিতর্ক: ২৫ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ দল ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে।

১১. ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ বিতর্ক: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ঢাকা কমার্স কলেজ দল।

১২. ওরিয়েন্টেশন: ১০ আগস্ট ২০১৬ সকল নতুন সদস্যদের নিকট বিতর্ককে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ক্লাবের পূর্বের এবং বিদ্যমান বিতার্কিকগণ 'সুপারম্যান নয় ব্যাটম্যানই নতুন প্রজন্মের রোল মডেল' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী বিতর্কের আয়োজন করে।

১৩. স্টল: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অন্য ক্লাবের মতো সেখানে ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির স্টল স্থাপন করা হয়।

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ১৮ আগস্ট ২০০১ গঠিত হয়। 'সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব'- এ আন্তর্জাতিক শ্লোগান নিয়ে এবং 'জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো ও স্বাবলম্বী হও'- এ ক্লাব থিম নিয়ে ক্লাবটি প্রতি বছর বহুরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করছে। আন্তর্জাতিক এ সংগঠনটির অভিভাবকত্বে রয়েছে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন। ক্লাবের ফেসবুক পেইজ, ফেসবুক গ্রুপ ও টুইটার একাউন্ট: Rotaract Club of Dhaka Commerce College. ক্লাবটির চার্টার প্রেসিডেন্ট ও মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম এবং ২০১৬-১৭ বর্ষে ক্লাব প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং সম্মান ৪র্থ বর্ষের ছাত্র রো. নাহিদ মুন্সী ও সচিব উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রী ফারজানা ফাহা। ২০১৬ সালে ক্লাবটির কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট, ব্লাড গ্রুপিং ও ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম: বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এবং রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর উদ্যোগে ১৪ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজের সম্মুখে ৩য় ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট, ৪র্থ ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ৭ম ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। কর্মসূচি উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর সভাপতি রোটারিয়ান মো. লুৎফর রহমান। কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রোটারিয়ান প্রাক্তন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রনজিত পাল, ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রক্তদান কর্মসূচির সমন্বয়কারী শেখ মো. ফয়সল প্রমুখ।

২. বস্তিবাসী ও পথ শিশুদের নেইল কাটার বিতরণ এবং হাত ধোয়া ও নখ কাটা কর্মসূচি: ১৮ নভেম্বর ২০১৬ ইচ্ছে ঘুড়ি ফাউন্ডেশন ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ মিরপুরের শিয়ালবাড়ি বস্তিবাসী ও পথ শিশুদের নেইল কাটার বিতরণ এবং হাত ধোয়া ও নখ কাটা কর্মসূচি পালন করে। এতে ২ শ ৫০ জন দরিদ্র নারী ও শিশু উপকৃত হয়। এছাড়া নখ কাটা ও হাত ধোয়া এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বেক্সিমো ফার্মাসিটিক্যালস এর মানব সম্পদ বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আকাশ, সংগঠক ফারহানা ইয়াসমিন, ডা. সানজিদা ভাবনা, সাহিত্যিক আফরোজা শারমিন প্রমুখ।

৩. বিজয় র‍্যালি, স্বাক্ষর প্রতিযোগিতা, আলোচনা অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশ: ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব মিরপুরের ১৫টি রোটার‍্যাক্ট ও রোটারি ক্লাব 'উৎসর্গ ৭১' নামে ১৭তম রোটার‍্যাক্ট বিজয় র‍্যালি ও বিজয় উৎসব পালন করে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ মিরপুর কলেজের সম্মুখ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজ পর্যন্ত রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত বিজয় র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হলরুমে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পল্লী শিশু ফাউন্ডেশনের সিইও আব্দুস সামাদ মিঞা। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে অত্র ক্লাব ১৫তম বার্ষিক স্বাক্ষর প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

৪. আইএলও ক্যারিয়ার কনফারেন্স: ১৭-১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হল-এ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ৪র্থ ক্যারিয়ার কনফারেন্স আয়োজন করে। 'জেনারেট ইউর বিজনেস' শিরোনামে ৩ দিনব্যাপি 'উদ্যোক্তা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণের সাপোর্টার ছিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা-আইএলও এবং স্টার্ট এন্ড ইনিশিয়েট ইউর বিজনেস-SIYB। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিক এর ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি)'র অধ্যক্ষ মো. আব্দুল ওয়াদুদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল। ১৯ ডিসেম্বর সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন SIYB সিইও ফেরদৌস আহমেদ ও সহসভাপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান, ক্লাব মডারেটর এস এম আলী আজম ও অন্যান্য। উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ম্যানুয়্যাল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন SIYB প্রশিক্ষক ফরহাদ হোসেন ও জাহান রুমা আক্তার শিরিন।

৫. সাঁওতালদের সহযোগিতা: ২ ডিসেম্বর ২০১৬ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ যৌথভাবে 'হেল্প ফর সাঁওতাল' নামে গাইবান্ধায় সাঁওতালদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে।

৬. নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাজুল ইসলাম লেকচার হল-এ অত্র ক্লাব যৌথভাবে নাট্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন করে।

৭. প্রশিক্ষণ: (ক) ৫ আগস্ট ২০১৬ মিরপুর রোটারি স্কুলে অত্র ক্লাবের উদ্যোগে মাল্টিজোনাল অ্যাসেম্বলি (প্রশিক্ষণ) আয়োজন করা হয়।

(খ) ২১ অক্টোবর ২০১৬ মিরপুর লিসড্ ইন্টারন্যাশনাল কার্যালয়ে ক্লাবের ১৬তম অ্যাসেম্বলি আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক অর্থকাল সম্পাদক কবি সালাম মাহমুদ ও অন্যান্য।

৮. সেমিনার: (ক) ৩ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে রোটারি '৪র্থ নিউ জেনারেশন' সেমিনারে ৭ জন রোটার‍্যাক্ট অংশগ্রহণ করে।

(খ) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরসি মজুমদার হল-এ 'শিল্পোদ্যোগ' বিষয়ক সেমিনারে ক্লাবের ১০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে।

৯. ইফতার: ১০ জুন ২০১৬ কলেজ হলরুমে ১৫তম বার্ষিক ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়।

১০. জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ: ক্লাব সদস্যবৃন্দ এবছর রোটার‍্যাক্ট জাতীয় কনফারেন্স, অ্যাসেম্বলি, প্যাসেট্স, অভিষেক, অ্যাওয়ার্ড, পিকনিক, র‍্যালি ও রিলে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে এবং বিনোদনের মাধ্যমে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ছবি তোলা বা আঁকা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য 'আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি' নামে ক্লাবটি গঠিত হয়েছে ২০০৬ সালের ৯ জুলাই। ক্লাবের ফেসবুক পেইজ: ARTS & PHOTOGRAPHY SOCIETY (DCC). ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক শামা আহমাদ, সভাপতি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র মো. রাশেদুল ইসলাম জিহান ও সহসভাপতি মার্কেটিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র আরিফুল ফুয়াদ। ২০১৬ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. নিয়মিত ক্লাস: এ বছরে প্রতিমাসে নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

২. ফটোওয়ার্ক: ২০১৬-সালে বিভিন্ন সময়ে ৫টি ফটোওয়ার্কের আয়োজন করা হয়।

৩. আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী: ২০১৬ সালে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ২টি আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৪. শিক্ষাসফর: এবার গাজীপুরের ন্যাশনাল পার্কে ফটোগ্রাফি ট্যুরের আয়োজন করা হয়।

নাট্য ক্লাব

'নাটক হোক অসুন্দরের বিরুদ্ধে মুক্ত প্রতিবাদ' এই স্লোগানের ধারক ঢাকা কমার্স কলেজ নাট্য ক্লাব। এ ক্লাবের মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মো. জহিরুল ইসলাম হিমেল ও সভাপতি ইংরেজি বিষয়ের সম্মান ১ম বর্ষের ছাত্র সিয়াম জহির ফাগুন। ২০১৬ সালে নাট্যক্লাবের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক 'সুলতানার যুদ্ধ' মঞ্চস্থ হয় প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়ামে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন হিমেল জহির। রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে নাটক 'পুরাতন ভৃত্য'। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন হিমেল জহির। এছাড়া বার্ষিক নৌভ্রমণ ২০১৬-এ নাট্যক্লাবের শিক্ষার্থীরা মডেলিং ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে।

নৃত্য ক্লাব

প্রয়াত তৃষ্ণা গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'নব আনন্দে জাগো' স্লোগানে উদ্ভাসিত 'ঢাকা কমার্স কলেজ নৃত্য ক্লাব'। এ ক্লাবের বর্তমান মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মো. জহিরুল ইসলাম হিমেল। ২০১৬ সালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্যক্লাবের পরিবেশনা ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও প্রশংসিত। সভাপতি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ইসরাত জাহান তিথি। বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ৭২ জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত ব্যতিক্রমী ও আকর্ষণীয় সাম্পান নৃত্য দর্শক নন্দিত হয়েছে। রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে নজরুল নৃত্য 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'তে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বার্ষিক নৌভ্রমণ ২০১৬ তে ৩০ জন শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ৩ টি নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

সংগীত ক্লাব

'সূর ও সংগীতের মূর্ছনায় প্রাণবন্ত জীবন'- এই স্লোগান নিয়ে সংগীত ক্লাব নিয়মিত সংগীত আসর আয়োজন করে। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারহানা আরজুমান ও সভাপতি আসিকুল আবির। শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সপ্তাহ, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী ও নৌ-ভ্রমণসহ কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যবৃন্দ সংগীত পরিবেশন করে। ক্লাবের কয়েকজন সদস্য শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত ২ দিন ব্যাপি সংগীত বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে।

রিডার্স অ্যাণ্ড রাইটার্স ক্লাব

শিক্ষার্থীদের বইপাঠ ও লেখায় উদ্বুদ্ধ করতে গঠিত হয়েছে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স সোসাইটি। সোসাইটির মডারেটর ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল। ২০১৬ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. বই মেলা পরিদর্শন: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ক্লাব সদস্যদের নিয়ে বই মেলা পরিদর্শন করা হয়।

২. পাঠ চক্র আয়োজন: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কবি জসীম উদ্দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও কিষাণ চন্দর রচিত 'গাদ্দার' এর উপর এক পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। উক্ত পাঠচক্রে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, বিশেষ অতিথি উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম এবং সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাব মডারেটর মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল। 'গাদ্দার' এর মূখ্য আলোচক মো. সাহজাহান আলী এবং 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর মূখ্য আলোচক মীর মো. জহিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, গ্রন্থাগারিক ও সদস্য রিডার্স অ্যাণ্ড রাইটার্স ক্লাব। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্য উক্ত বই দুটির উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৩. দেয়ালিকা প্রকাশ: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে এবং ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'লাল সবুজের বাংলাদেশ' শিরোনামে দেয়ালিকা প্রকাশ করে।

৪. বই পড়া কর্মসূচি: ২৬ জুলাই ২০১৬ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচি আয়োজিত পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং সবাই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির চিত্রশালা হল-এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সাধারণজ্ঞান ক্লাব

অজ্ঞতা, অসত্য, গোড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলো-এই আদর্শ ধারণ করে ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'সাধারণজ্ঞান ক্লাব'। ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ বাড়ৈ, সভাপতি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সিফাত রাব্বানী ও সাধারণ সম্পাদক একাদশ শ্রেণির ছাত্র রফিকুল ইসলাম। সাধারণ জ্ঞান ক্লাবের সদস্যদের মেধার বিকাশ অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

আবৃত্তি পরিষদ

'অন্তর মম বিকশিত কর'- এই শ্লোগান লালন করে গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদ। পরিষদের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রেজাউল আহমেদ, সভাপতি নুসরাত নওরীণ রুম্পা ও সাধারণ সম্পাদক জান্নাত চৈতী। আবৃত্তি পরিষদ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নতুন সদস্য সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষিত হয়ে সদস্যবৃন্দ কলেজের একুশে ফেব্রুয়ারি ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপনসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করে। 'শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মিলন মেলা-২০১৬'সহ অন্যান্য জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া পরিষদের সদস্যবৃন্দ কলেজের বাইরের নানা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে।

নেচার স্টাডি ক্লাব

প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা এবং এর ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে 'ঢাকা কমার্স কলেজ নেচার স্টাডি ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'প্রকৃতি ও পরিবেশ করলে সংরক্ষণ, ভবিষৎ কর্মউদ্দীপনা হবে বর্ধন'- এই স্লোগান নিয়ে ক্লাবটি তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ক্লাবের মডারেটর সমাজবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান মাওসুফা ফেরদৌসী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ও গুরুত্ব সম্বলিত স্থান পরিদর্শন, প্রকৃতি বিষয়ক মেলা, সভা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম প্রভৃতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণের ভয়বহতা সম্পর্কে সচেতন শিক্ষার্থী গড়ে তোলা এই ক্লাবের মূল লক্ষ্য। ১৮ আগস্ট ২০১৬ নেচার স্টাডি ক্লাব শিক্ষার্থীদের নিয়ে জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০১৬ পরিদর্শন করে।

বিজনেস ক্লাব

শিক্ষার্থীদের ব্যবসায়ের বিষয়ে বাস্তব ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে গঠিত হয়েছে বিজনেস ক্লাব। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সরকার ও সভাপতি বিবিএ প্রোগ্রামের ৩য় বর্ষের ছাত্র তৌফিক মাহবুব বর্ষণ ও সাধারণ সম্পাদক রাতুল ওসমান। এ বছর ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. সেন্ট জোসেফ বিজনেস কুইজ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ সেন্ট জোসেফ কলেজে বিজনেস কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ঢাকা কমার্স কলেজ বিজনেস ক্লাবের সদস্যরা কোয়ালিফাই স্তর পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়।

২. নটরডেম বিজনেস কেস্ট: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নটরডেম কলেজ বিজনেস ফেস্ট এ ঢাকা কমার্স কলেজ বিজনেস ক্লাব অংশগ্রহণ করে হাতে তৈরি কোমল পানীয় প্রকল্পে বিজনেস সিমুলেশন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩. **কর্মশালা:** ২৬ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ বিজনেস ক্লাব 'পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এবং পাবলিক স্পিকিং' এর উপর একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। কর্মশালা উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা। অনুষ্ঠানটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস ক্লাব কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

ভাষা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ল্যাংগুয়েজ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. খায়রুল ইসলাম। ২০১৬ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. রেডিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা আয়োজিত 'ল্যাংগুয়েজ কার্নিভাল' এ অংশগ্রহণ।

২. নটরডেম কলেজ কর্তৃক আয়োজিত 'দ্বিতীয় ন্যাশনাল ইংলিশ কার্নিভাল' এ অংশগ্রহণ।

৩. এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 9th National Annual Quality Convention on Education এ অংশগ্রহণ ও Case Study Present এ পদক প্রাপ্তি।

বিএনসিসি কার্যক্রম

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়চেতা করা এবং সামরিক কার্যে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বিএনসিসি নৌউইং। বিএনসিসি'র BTFO শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক ফয়েজ আহম্মদ। ২০১৬ সালে বিএনসিসি কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. ক্যাম্প: ২০১৬ সালে ৩টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। বাইপেইলে বিএনসিসি ট্রেনিং সেন্টার ঢাকা কমার্স কলেজের বিএনসিসি প্লাটুনের ক্যাডেটবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং সফলতার সাথে ট্রেনিং শেষ করেন।

২. র‍্যাঙ্ক প্রমোশন: ১ মে ২০১৬ সালের ঢাকা ফ্লোটিলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ক্যাডেট আন্ডার অফিসার র‍্যাঙ্ক প্রদান করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুন এর ক্যাডেট নাহিদ মুন্সী কে ক্যাডেট আন্ডার অফিসার (CUO) র‍্যাঙ্ক প্রদান করা হয়।

৩. কৃতী সংবর্ধনা: ৩১ অক্টোবর ২০১৬ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় GPA-5 প্রাপ্ত ক্যাডেটদেরকে বিএনসিসি হেডকোয়ার্টার কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা প্রদান করে। ঢাকা কমার্স কলেজের ২ জন ক্যাডেট কৃতী সংবর্ধনা লাভ করে।

৪. ইফতার: ২২ জুন ২০১৬ বিএনসিসি'র ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়। ইফতারে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও বিএনসিসি'র সকল ক্যাডেট।

৫. বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ: ৯ আগস্ট ২০১৬ বিএনসিসি ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের সকল ক্যাডেটের পক্ষ থেকে সিরাজগঞ্জের অসহায় ও বন্যার্ত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

৬. শিক্ষা সফর: ১৪ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুনের ক্যাডেটবৃন্দ সিলেট সাতছড়িতে শিক্ষা সফর করে।

৭. জেলখানা পরিদর্শন: ১৪ নভেম্বর ২০১৬ বিএনসিসি আয়োজিত পুরাতন জেলখানা পরিদর্শনে ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের ক্যাডেটবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

৮. ন্যাশনাল প্যারেড: ২৪ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মহান বিজয় দিবস প্যারেড উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্যাম্পে ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের ৫ জন ক্যাডেট এবং BTFO সাব. লেফ. ফয়েজ আহমেদ অংশগ্রহণ করেন।

৯. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ : ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজের ৮ জন ক্যাডেট শৃঙ্খলার দায়িত্বে অংশগ্রহণ করে।

১০. শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন: কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জঙ্গি ও মানবতা বিরোধী আন্দোলন, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী, নবীণ বরণ, বার্ষিক ভোজ, জাতীয় দিবস উদযাপনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিএনসিসি সদস্যবৃন্দ শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১০০% ক্লাসে উপস্থিতি

উচ্চমাধ্যমিক: ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাসে শতভাগ উপস্থিত ৪৭ জন শিক্ষার্থীর শ্রেণি রোল নম্বর হলো:

হাউজ-এ: রোল- ৩২৬৩৯, ৩২৮০৫, ৩৩০০৩, ৩৩০০৭, ৩৩০৩৮, ৩৩৬৭৬, ৩৩৭৮৫, ৩৩৯৯৬, ৩৪২৩৩, ৩৪৫৩৫, ৩৪৭০৪;

হাউজ-বি: রোল- ৩২৭১৮, ৩২৭৩০, ৩২৮০৭, ৩২৯৪৩, ৩৩০৯৯, ৩৩১৪৭, ৩৩৫৮৯, ৩৩৭৩৯, ৩৪০৫৭, ৩৪৩৪৬, ৩১৫৯২;

হাউজ-সি: রোল- ৩২৭৩১, ৩৩০৩৯, ৩৩৬১৮, ৩৩৭১৪, ৩৪০০০, ৩৪৬২৯;

হাউজ-ডি: রোল-৩২৯৩৩, ৩২৯৩৫, ৩২৯৪৮, ৩৩৫৬১, ৩৩৭১৬, ৩৩৭২৬, ৩৪৭০৫;

হাউজ-ই: রোল- ৩২৭৫৪, ৩২৭৫৬, ৩৩০০৯, ৩৪৬১৬;

হাউজ-এফ: রোল- ৩২৭০৫, ৩২৯৩৮, ৩৩০০৪, ৩৩০২৪, ৩৩২৬৮, ৩৩৭৬৫, ৩৩৭৬৭, ৩৩৯৪৬;

অনার্স: ইকো-৩০০; ই-৪২৮; এ-১০৩০, এ-১০৩১; বিবিএ- ২৬৬, বিবিএ-২৮৬, বিবিএ-৩০৫, বিবিএ-৩১৩ বিবিএ-৩৩৮, বিবিএ-৩৪৯, বিবিএ-৩৬৯, বিবিএ-৩৭৬, বিবিএ-৩৮৭, বিবিএ-৪০১, বিবিএ-৪৩৬, বিবিএ-৪৪১ = ১৬ জন।

মাস্টার্স: এমএফ-৫৩২; এএম-৪০৯, এএম-৪১১ = ৩ জন।

কলেজের বাৎসরিক কর্মসূচি সামগ্রিক ও তথ্য তুলে ধরা হলো এই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে সংযোজিত সালতামামিই ঢাকা কমার্স কলেজের স্বোপার্জিত শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বকে প্রমাণ করে। ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যগাঁথা এবং নিরন্তর ও সুশৃঙ্খল কর্মধারার উষ্ণ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়েছে প্রতিবেদনে। দৃঢ় প্রত্যয়ী ও অক্লান্ত কর্মযজ্ঞ ঢাকা কমার্স কলেজের সুকীর্তি ও উন্নয়নের পথকে করেছে সুপ্রসারিত। অবিরত এ যাত্রা ক্লান্তিহীন, গতিময় ও তেজোদীপ্ত। প্রভূত উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে এই কলেজ কখনও পিছু পা হয়নি; হার মানেনি পশ্চাৎপদতার কাছে। তাই স্বীকৃত ভালোবাসায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ অভিষিক্ত ও গৌরবান্বিত। অন্তরের অন্তঃস্থলের সুগভীর ভালোবাসা আর হৃদয়ানুভূতির উষ্ণধারায় অবগাহন করুক ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের গৌরবময় ইতিহাসে যুক্ত হতে থাক নব নব সাফল্যের ধারা। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার অনন্ত, অবক্ষয় প্রতিমূর্তিতে ভাস্বর হয়ে থাক সবার অন্তরের মণিকোঠায়। ঢাকা কমার্স কলেজ ও তার পরিবারের সদস্যরা কৃতী ও কর্মে বয়ে আনুক স্বীকৃতির মুকুট, পূরণ হোক আত্মপূর্ণতার চাহিদা। উন্নয়নের ঢেউয়ে স্নাত হোক সকলের হৃদয়। সৃজনীচিন্তন আর প্রগাঢ় ভালোবাসায় ঢাকা কমার্স কলেজ হোক সকলের প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংঘ, সম্প্রীতির বন্ধন ও প্রগতির প্রদর্শক।

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটী অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হইবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।

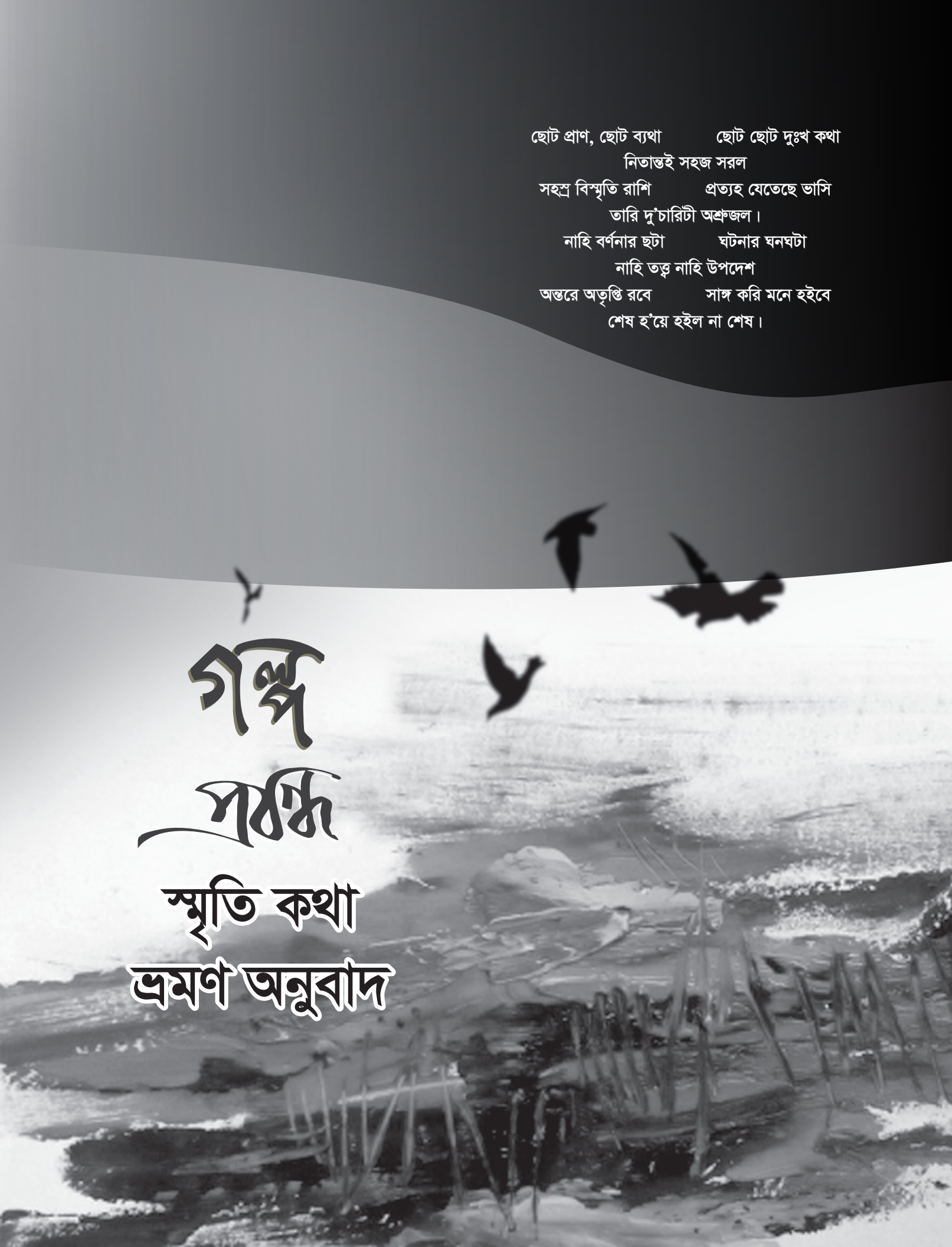

গল্প
প্রবন্ধ
স্মৃতি কথা
ভ্রমণ অনুবাদ

সূচি

- প্রসঙ্গ: ঢাকা কমার্স কলেজ ◖ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
- পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজ ◖ এস এম আলী আজম
- মহানায়ক কাজী ফারুকী ◖ মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
- উদার মনের ম্যান্ডেলা নাদিন গর্ডিমার ◖ অনুবাদ: মনসুর আলম
- ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং ◖ এস.এম. মেহেদী হাসান
- আমাদের বঙ্গবন্ধু ◖ খায়রুল ইসলাম
- আন্দোলন সংগ্রাম অতঃপর বাংলাদেশ ◖ মারুফা সুলতানা
- শেখ হাসিনা : বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার ◖ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
- A tale of atypical medical management ◖ Dr. A.K.M. Anisul Haque
- ইসলামের আলোকে অভিভাবকের করণীয় ◖ আলী আহাম্মদ
- ওরা মানুষ ◖ আনোয়ার হোসেন (নিরব)
- বহুদূর পথ চলা ◖ মুস্তাবিন নেহা
- আমড়াওয়ালা ◖ রফিকুল ইসলাম
- ৩০১৬ ◖ মানিক হোসেন (জয়)
- ঘুমাইবার টাইম নাই ◖ রবিউল আলম মুন্না
- স্তব্ধতা থেকে প্রশান্তি ◖ মাইশা রহমান
- মৃত্যু ◖ আমিনুল ইসলাম আশিক
- বিরহের আনন্দ ◖ মহসিন উদ্দিন মজুমদার
- নামহীন গল্পগুলো ◖ তাহমিনা আক্তার রিতিকা
- স্বপ্ন জয়ের প্রেরণা ◖ মেহজাবীন মীম
- কাউকে ছোট করবেন না কেউ ◖ মোঃ তৌফিক মাহমুদ
- কল্পনা ◖ মাসুকুর রহমান মিম
- বৃষ্টির দিনে নৌ-ভ্রমণ ◖ রাজন কুমার কর
- ফেলে আসা দিনগুলি ◖ মোঃ জিহাদুজ্জামান জিম
- ভয়ের নাম পরীক্ষা ◖ খন্দকার রবিউল ইসলাম
- স্বপ্নযাত্রা ◖ আবু তালহা (শিমুল)
- স্মৃতি কথা: সেই বন্ধুটি ◖ মোঃ মেরাজ হোসেন (রায়হান)
- আমি ফারাজ ◖ অভি মালাকার
- স্বপ্ন ◖ মাঈশা ফারজানা রাতা
- নিকৃষ্টের মনুষ্যত্ব ◖ মোঃ নাজমুল হোসেন
- বাবুই ◖ ইসরাত জাহান ইমা
- সাজেক টু সেন্টমার্টিন ভায়া কক্সবাজার ◖ মোঃ শামিম মোল্লা
- সুন্দরবনের একদিনের স্মৃতি ◖ আজরফ আল সামী
- রাতুলের ইচ্ছাগুলো ◖ সিয়াম সিদ্দিক রাব্বী
- রক্ত ডায়েরি ◖ রফিকুল ইসলাম

প্রসঙ্গঃ ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
অনারারি প্রফেসর, উদ্যোক্তা, সংগঠক, প্রতিষ্ঠাতা
ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষাদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃংখলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন এবং অনুশাসন। কারণ আমাদের লক্ষ্য একজন ছাত্রকে একই সঙ্গে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

শিক্ষাকার্যক্রম: ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে কলেজে ঢাকা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে বিকম পাস কোর্স চালু করা হয়। ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হতে শুরু হয় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বর্তমানে কলেজে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, মার্কেটিং, অর্থনীতি ও ইংরেজি বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির পাশাপাশি বিবিএ ও সিএসই প্রফেশনাল কোর্স-এ শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক কোর্সে যথাক্রমে ৯৯ ও ১৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শ্রেণী কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে কলেজের ছাত্র–ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৬,৫০০। প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র ৯ জন শিক্ষক এবং ১ জন অফিস কর্মচারী নিয়ে কলেজটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ১৩১ জন এবং কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা ১১১ জন। ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিষ্ঠাকাল হতে অদ্যাবধি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে কোর্সপ্ল্যান ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থীগণকে কোর্সপ্ল্যান অনুযায়ী পাঠদান করা হয় এবং সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিনমাস পর পর টার্ম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ঢাকা কমার্স কলেজকে অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করে উপকৃত হচ্ছে।

ভর্তি প্রক্রিয়া: শুরুর দিকে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে কলেজের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভর্তিচ্ছুকদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে ভর্তির জন্য চূড়ান্ত করা হতো। অতঃপর ভর্তি করানো হতো। ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোনো সুপারিশ কিংবা হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য ছিল না। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ভর্তি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী বাছাইয়ের কাজটি কেন্দ্রীয়ভাবে যথাক্রমে ঢাকা শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলন: ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন ছিল উত্তপ্ত ও কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আমরা এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শ্লোগান নিয়ে কলেজ কার্যক্রম আরম্ভ করি। আমরা বিশ্বাস করি শিক্ষার্থীগণ রাজনীতি সচেতন হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে না। তখন এ বিষয়ে অনেকের শংকা থাকলেও আমাদের অনুসরণ করে বর্তমানে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ শ্লোগানটি সাদরে গ্রহণ করছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষে রোল নং অনুযায়ী বিন্যস্থ ডেস্কে বসতে হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরে আইডি কার্ড লাগিয়ে সকাল ৭.৫৫টার মধ্যে কলেজে প্রবেশ করতে হয়। শিক্ষকগণ প্রতিটি শিক্ষার্থীকে কলেজে প্রবেশকালে তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক। কোনো কারণে কলেজে উপস্থিত থাকতে না পারলে লিখিত আবেদন করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হয়। কোনো শিক্ষার্থী কলেজের নিয়ম-শৃংখলা না মানলে এবং টার্ম পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আইডি কার্ডধারী অভিভাবক ডেকে বিষয়টি অবহিত করা হয়।

সর্বোচ্চ ফলাফল: পরিকল্পিত উপায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় উচ্চ মাধ্যমিক এবং অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের ফলাফল প্রথম থেকেই সর্বোত্তম। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের গড় হার প্রায় ৯৯% এবং অনার্স ও মাস্টার্সের গড় পাশের হার ৯৯.৯৬%। বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেধাতালিকায় এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ অধিকাংশ মেধাস্থান অধিকার করেছে।

শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রম: ঢাকা কমার্স কলেজ-এ শুধু লেখাপড়াই করানো হয় না, এখানে লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ

সাধনের লক্ষ্যে নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিকী ও দেয়ালিকা প্রকাশ, সেমিনার, বিতর্ক অনুষ্ঠান, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অনুষ্ঠান ও দিনগুলো (২১শে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস ইত্যাদি পালন, বার্ষিক মিলাদ মাহফিল, ইত্যাদি) শিক্ষাভিত্তিক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া শিক্ষাসফর, শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, বনভোজন, নৌ-ভ্রমণ, বার্ষিক ভোজ এবং ফলাহার ইত্যাদি শিক্ষানুসংগিক কার্যাবলিও নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজ একটি রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ক্যাম্পাস। এখানে কোনো ছাত্র সংসদ নেই। তবে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র কল্যাণ পরিষদ, বিএনসিসি, স্কাউট, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাভিত্তিক যাবতীয় কল্যাণকর কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। এ লক্ষ্যে কলেজ বিতর্ক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ইত্যাদি ক্লাব গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ সখ ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ক্লাবের সদস্য হয়ে মেধা পরিস্ফুটনে সক্ষম হয়।

নীতি: কলেজ পরিচালনায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। এ নীতিমালা শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া, আসনবিন্যাস, পরীক্ষাগ্রহণ ও মূল্যায়ন, শিক্ষা-সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে একইভাবে শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতির ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া কলেজের ক্রয়-নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

নির্মান ও উন্নয়ন: ঢাকা কমার্স কলেজের যাত্রা শুরু হয় লালমাটিয়াস্থ কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে ১৯৮৯ সালে। ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ধানমন্ডির রোড নং ১২ এর ২৫১ নং বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। অত:পর ১৯৯৩ সালে হাউজিং হতে ক্রয় করা হয় মিরপুরের বর্তমান অবস্থান বরাদ্দকৃত প্রায় ৪ বিঘা জমি এবং এই জমির আড়াই বিঘাই ছিল রাস্তা থেকে ২৪ ফুট নীচু একটি পুকুর। জমির এই অবস্থান দেখে অনেকেই হতাশ হয়। ১৯৯৪ সালের ০৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় নির্মাণ কাজ। Consultant হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় বাংলাদেশের বিখ্যাত Consultant firm মেসার্স শহীদুল্লাহ অ্যাসোসিয়েটকে। নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই বাংলাদেশের অন্যতম সেরা আর্কিটেক্ট রবিউল হোসেনকে দিয়ে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়। কলেজের ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা হয় মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী একটি মডেল। প্রথমেই ২১১ ফুট লম্বা এবং ৫৫ ফুট চওড়া ১১ তলা ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ১১ তলার অত্যাধুনিক এ ভবনটির প্রতি তলার Floor Space ১১৫৫০ বর্গফুট।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ প্রস্তুত করেন Structural Design- সম্পূর্ণ অসমতল ভূমিতে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ভবনটিতে ৪০ ও ৫৬ জন শিক্ষার্থীর বসার জন্য তৈরি করা হয় শ্রেণিকক্ষ। তাছাড়া বিভিন্ন বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের জন্য পৃথক রুম, লাইব্রেরি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট, কমন রুম ইত্যাদির জন্য প্রতি তলায় কক্ষ বিন্যাস করা হয়। বর্তমানে এই ভবনটি ছাড়াও ২০ তলা ২য় একাডেমিক ভবন (১৫ তলা সম্পন্ন), ৬ তলা প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ১২ তলা ২টি আবাসিক ভবন এবং ১টি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হয়। এছাড়া রূপনগরে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের জন্য ২টি ৫ কাঠার জমিও ক্রয় করা হয়েছে। অচিরেই এই প্লট ২টিতে কর্মচারীদের আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত: এ পর্যন্ত নির্মিত ভবনগুলোর Floor Space এর পরিমাণ প্রায় ৩,৬০,০০০ বর্গফুট। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, বিভাগীয় কক্ষ, শিক্ষকদের বসার কক্ষসহ বিভিন্ন কক্ষে Air Conditioner বসানোর কাজ। কলেজের বিভিন্ন ভবনে স্থাপন করা হয়েছে ৬টি লিফট। কলেজে রয়েছে ২০০০ KVA একটি বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন এবং ৫০ ও ৩১০ KVA এর দু'টি ডিজেল জেনারেটর। উল্লেখ্য জমি ক্রয়, ভবনসমূহ নির্মাণ, আসবাবপত্র, লিফটসহ সবকিছুর জন্যে ৩০/৬/২০১০ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ২১ কোটি টাকা। অডিটোরিয়াম সংলগ্ন স্থানে শিক্ষার্থী ও টিচার্স কোয়ার্টারে বসবাসকারীদের ব্যবহারের জন্য রয়েছে কলেজের প্রায় ২০ কাঠা আয়তনের একটি নিজস্ব মাঠ। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১৫৫০ টাকার তহবিল নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এযাবৎ উন্নয়ন ও অবকাঠামো বাবদ ব্যয় হয়েছে ২১ কোটি টাকা। বর্তমানে কলেজ তহবিলে জমা আছে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। প্রতি বর্গফুট মাত্র ৬০০ টাকার মত। Consultant এবং আমাদের নিজস্ব প্রকৌশল বিভাগ এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের নির্মাণ কাজ নিবিড় তত্ত্বাবধানে শ্রমিক ঠিকাদার দ্বারা কাজ করানো হয়েছে। ফলে অপব্যয় ও অপচয় কম হয়েছে। ব্যয় হয়েছে অকল্পনীয়ভাবে

কম। আর এসব কিছুই করা হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে। সরকার বা অন্যকোনো এজেন্সি হতে আমরা কোনো টাকা গ্রহণ করিনি। তবে নির্মাণ সামগ্রি সরবরাহকারী মহৎপ্রাণ শিক্ষানুরাগী কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাকিতে দ্রব্যগুলো সরবরাহ করেছেন। তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া না গেলে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ দ্রুত সম্পন্ন করা যেত না। নির্মাণ সামগ্রির মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্রয়কৃত প্রতি লটের রড, ইট ও সিমেন্ট Consultant firm এবং BUET কর্তৃক পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ঢালাই কাজের সময় মান নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত দ্রব্যের মধ্য হতে কিছু অংশ সিলিন্ডারে ভরে BUET ও Consultant firm দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালে এক পর্যায়ে কলেজের প্রকটভাবে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। তখন পরিচালনা পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণের নিকট হতে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ধার করতে হয়। নির্মাণ সামগ্রি সরবরাহকারীগণের তখন প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। এ পাওনার জন্য তারা আমাদেরকে কখনো তাগিদ দেয়নি। আমাদের সুবিধামত তাদের পাওনা টাকা অল্প অল্প করে পরিশোধ করেছি।

জাতীয় স্বীকৃতি: অবশ্য প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, উদ্যমী শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারী, সচেতন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা কমার্স কলেজ অনুসরণীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। যার স্বীকৃতি স্বরূপ কলেজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পর পর দু'বার (১৯৯৬ ও ২০০২) শ্রেষ্ঠ কলেজের মর্যাদা লাভ করে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমি শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের (১৯৯৩) মর্যাদায় ভূষিত হই। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জন করে।

বর্তমান কলেজ প্রশাসন আমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ন কাজ সম্পূর্ন করছেন এবং আরো কিছু উন্নয়ন কাজ হাতে নিয়েছেন যেমন: অডিটোরিয়ামের কাজ সম্পূর্ন করেছেন, শহীদ মিনার নির্মাণ, পাওয়ার হাউস স্থানান্তর, কর্মচারিদের জন্য গুদারাঘাটের কাছে আধাঁপাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন, রুপনগরে ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করেছেন এবং কলেজের মাঠের জন্য জমি ক্রয় করার চেষ্টা করছেন।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও হল ব্যবস্থাপনা : প্রেক্ষিত ঢাকা কমার্স কলেজ

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও
আহ্বায়ক, পরীক্ষা কমিটি, ঢাকা কমার্স কলেজ

পরীক্ষা কী?

পরীক্ষা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের শুদ্ধতার মাত্রা যাচাইকরণের প্রক্রিয়া। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো 'পরীক্ষা'। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক থেকে প্রাপ্ত পাঠ এবং গৃহে পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থীর অধীত বিস্তারিত জ্ঞান পরিমাপের সর্বজনীন ভিত্তি হলো 'পরীক্ষা'। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও অর্জিত জ্ঞান মূল্যায়নের সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত মানদণ্ড হলো পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তি, গ্রন্থের বিষয়বস্তু আয়ত্তকরণ, বাস্তব পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ ও ব্যবহারের দক্ষতা যাচাই করা যায়। শিক্ষার্থীর মেধা, মনন, ধৈর্য, গতি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি: ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। স্বঅর্থায়নে পরিচালিত, ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দুবার শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে দেশের সেরা বেসরকারি কলেজের খ্যাতি বয়ে এনেছে কলেজটি। ঢাকা কমার্স কলেজের নিরবচ্ছিন্ন কৃতিত্ব ও স্বীকৃতি এবং মনোলোভা সৌন্দর্যমণ্ডিত পাহাড়সম অবকাঠামোর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ কলেজের অবিরাম সাফল্যের উপর। শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফলের নিশ্চয়তা যেনো এ কলেজের আপন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার উষালগ্ন থেকে সফলতার রজত জয়ন্তী পেরিয়ে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত কাঠামোভিত্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যালেন্ডারভিত্তিক নিয়মিত পরীক্ষা নিয়ে থাকে। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

অকৃতকার্য হলে এমনকি অসুস্থ থাকলেও পরবর্তীতে বাধ্যতামূলকভাবে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন করা হয়।

পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য

ঢাকা কমার্স কলেজ পরীক্ষা শাখার যে সব সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয় তাহলো নিম্নরূপ:

১. পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ।
২. শ্রেণিকক্ষে পরীক্ষার সূচি ঘোষণা।
৩. পরীক্ষার উত্তরপত্র, খাম ও পরীক্ষা সরঞ্জামাদি ক্রয় বা তৈরি এবং কক্ষভিত্তিক ভাগকরণ।
৪. প্রশ্নপত্র গ্রহণ, মডারেশন, কম্পোজ, প্রিন্ট, প্যাকিং, সংরক্ষণ ও বণ্টন।
৫. কক্ষ প্রত্যবেক্ষক শিক্ষকদের এবং ফ্লোর ডিউটি কর্মীদের রোস্টার প্রণয়ন।
৬. প্রবেশপত্র প্রিন্ট এবং শিক্ষার্থী উপদেষ্টাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট বিতরণ।
৭. সিটপ্লান ও স্টিকার তৈরি ও লাগানো।
৮. পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রত্যবেক্ষকদের নিকট প্রদান, উত্তরপত্র গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ।
৯. উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির তত্ত্বীয়/সৃজনশীল উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী শিক্ষকদের তালিকা ও উত্তরপত্রের রেঞ্জ গ্রহণ ও নম্বর ইনপুটের পারমিশন দেওয়া।
১০. শ্রেণিকক্ষে উত্তরপত্র দেখানোর বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
১১. ইনপুট দেওয়া নম্বরের প্রিন্ট কপি এবং সংশোধিত নম্বরের কপি গ্রহণ।
১২. ফলাফল প্রস্তুত এবং এর কপি বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ, টানানো বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ। অভিভাবকদের এসএমএস করে ফলাফল জানানো।
১৩. অ্যাকাডেমিক কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে ফলাফল উপস্থাপন।
১৪. অভিভাবক সভা।
১৫. প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষার ডিউটি, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার বিল প্রণয়ন ও বণ্টন ইত্যাদি।

পরীক্ষা শাখার সাম্প্রতিক উন্নয়ন ও কার্যক্রম

প্রতিবছরই পরীক্ষা শাখার কোনো না কোনো ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতা, পরীক্ষা কমিটির তড়িৎ পদক্ষেপ, পরীক্ষা শাখার কর্মচারীদের প্রচেষ্টা এবং শিক্ষকমণ্ডলীর আন্তরিকতায় ২০১৬ সালে পরীক্ষা শাখার কার্যক্রমে বিস্ময়কর উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিবিপ্লব ঘটেছে। **২০১৬ সালে পরীক্ষা শাখার সম্পাদিত উন্নয়ন কার্যক্রম নিম্নরূপ:**

১. শিক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রবেশপত্রে ছবি, বিষয়ের নাম, বিষয় কোড ও বোর্ডের অনুরূপ নির্দেশাবলি প্রকাশ।
২. পরীক্ষার উত্তরপত্র, টপশিট, প্রশ্নপত্রের খাম ইত্যাদি প্রকাশনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজন।
৩. পরীক্ষার উত্তরপত্রে 'সেকশন' ঘর সংযোজন করায় খাতা সেকশনভিত্তিক ভাগকরণে কর্মচারীদের বার্ষিক আনুমানিক দেড় সহস্রাধিক শ্রমঘণ্টা লাঘব।
৪. ফ্লোর প্রতি ২ জনের পরিবর্তে ১জন পিয়নকে দায়িত্ব দেওয়ায় পিয়নদের ডিউটি সংখ্যা হ্রাস।
৫. ফ্লোর ডিউটি বিল দেওয়ায় পিয়নদের দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।
৬. পিয়নদের ডিউটি রোস্টার প্রবর্তন এবং ফ্লোরে উপস্থিত নিশ্চিতকরণ।
৭. ডিউটি রোস্টার বিবরণী প্রবর্তন।
৮. পূর্ণাঙ্গ ডিউটি রোস্টার সকল বিভাগে প্রেরণ।
৯. ডিউটিতে অতিরিক্ত শিক্ষক সংখ্যা হ্রাস কিংবা শূন্যকরণ।
১০. অ্যাকাডেমিক কমিটির সহযোগিতায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ফলাফল প্রস্তুত নীতিমালা প্রণয়ন।
১১. পরীক্ষা কমিটির সদস্য ও পরীক্ষা শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ ও বণ্টন।
১২. ১ এপ্রিল ২০১৬ থেকে পরীক্ষার রুটিন, ফলাফল, সিটপ্লান ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
১৩. জুন ২০১৬ থেকে শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ওয়েব সফটওয়্যার থেকে প্রিন্ট এর ব্যবস্থা।
১৪. ২০ জুন ২০১৬ বাংলা বিষয়ের পরীক্ষার নম্বর ইনপুটের মাধ্যমে মূল্যায়নকারী কর্তৃক অনলাইন মার্কস ইনপুট কার্যক্রম শুরু এবং উচ্চমাধ্যমিক

শ্রেণির সকল পরীক্ষার নম্বর পরীক্ষক নিজে অনলাইনে পোস্টিং করে থাকেন।

১৫. দক্ষ ডিউটি ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বোর্ড পরীক্ষার ডিউটি প্রতি বিল বৃদ্ধিকরণ।

১৬. ৯ এপ্রিল ২০১৬ থেকে শিক্ষক কর্তৃক লগইন করে ওয়েব সাইটের পোর্টালে গিয়ে যে কোনো শিক্ষার্থীর সকল পরীক্ষার নম্বর ও শিক্ষার্থী তথ্যাদি জানার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৭. শিক্ষকদের ওয়েব সফটওয়্যারে প্রবেশের জন্য ৯ এপ্রিল ২০১৬ ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রকাশ করা।

১৮. ওয়েবসাইটের ওয়েব সফটওয়্যারের বিকল্প হিসেবে অক্টোবর ২০১৬ ওয়েব পোর্টাল (www.dcc-portal.com) চালুকরণ।

১৯. শিক্ষকদের নম্বর ইনপুট সহজকরণ এবং প্রযুক্তি আকৃষ্ট করতে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ সকল বিভাগ ওয়াইফাই জোন করা।

পরীক্ষার ধরন ও উদ্দেশ্য, সময় ও মানবণ্টন এবং হল ব্যবস্থাপনা

ঢাকা কমার্স কলেজে মূলত পর্বভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য একই পাঠ বা অধ্যায়ে বার বার পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে পর্যায়ক্রমে শুদ্ধতা সর্বোচ্চকরণ।

সাপ্তাহিক পরীক্ষা: প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর ১০। সময় আনুমানিক ১০ মিনিট। পরীক্ষার বিষয় ও তারিখ কোর্স শিক্ষক নির্ধারণ করে থাকেন। এমনকি একই ক্লাসে পাঠের শেষে পরীক্ষা নেয়া যায়। পরীক্ষা শ্রেণিকক্ষেই হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী নিজ আসনে বসেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থী নিজের খাতা/কাগজে উত্তর লিখে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কম সিলেবাস বা স্বল্প সংখ্যক প্রশ্নের ওপর পরীক্ষা নেয়া হয়। সাপ্তাহিক নম্বর পোস্টিং এর জন্য সেকশনভিত্তিক শিক্ষক তালিকা বিভাগ প্রণয়ন করে এবং নম্বর পোস্টিং এর জন্য পরীক্ষা শাখা নির্ধারিত তারিখ দিয়ে পারমিশন দিয়ে থাকে। কয়েকটি পরীক্ষার নম্বর গড় করে শিক্ষক ওয়েব সফটওয়্যারে সংশ্লিষ্ট পর্বে সাপ্তাহিক গড় (WA) নম্বর পোস্টিং ও এর কপি বিভাগে জমা দিয়ে থাকেন। সাপ্তাহিক গড় নম্বর পর্বের মোট নম্বর বা সৃজনশীল নম্বরের সাথে যোগ করা হয়।

সাপ্তাহিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য: শ্রেণিতে পাঠদানের ধারাবাহিকতা রক্ষা, ক্লাসে শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিতি, নিয়মিত বাসায় পড়া, পরীক্ষা ভীতি হ্রাস, পরীক্ষার সময় সচেতনতা সৃষ্টি, প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীর মৌলিক জ্ঞান লাভ, উত্তরপত্রে যথাযথভাবে প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন ইত্যাদি।

মাসিক পরীক্ষা: মাসিক পরীক্ষার নম্বর ৩০ ও সময় ১ ঘণ্টা। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির প্রতি পর্বে ১টি বা ২টি মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে প্রতি বর্ষে সাধারণত ১/২টি মাসিক পরীক্ষা হয়ে থাকে। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বে মাসিক পরীক্ষা হয়ে থাকে এবং ৪র্থ ও ৫ম পর্বে কোনো মাসিক পরীক্ষা হয় না। মাসিক পরীক্ষার সিলেবাস বিভাগ এবং পরীক্ষার তারিখ অ্যাকাডেমিক কমিটি নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসৃত হয়। পরীক্ষা কমিটি অ্যাকাডেমিক কমিটিতে মাসিক পরীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করে থাকে। মাসিক পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সিট প্ল্যান থাকে। উত্তরপত্র পরীক্ষা শাখা সরবরাহ করে। পরীক্ষার দিন শ্রেণিকার্যক্রম বন্ধ থাকে। বিভাগীয় নির্দিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যান/সিনিয়র শিক্ষকগণ প্রশ্নপত্র মডারেশন করেন। পরীক্ষা শাখা প্রশ্নপত্র কম্পোজ, ছাপা ও প্যাকিং করে থাকে। রোস্টারভিত্তিক শিক্ষক নির্দিষ্ট কক্ষে ডিউটি করেন। মাসিক পরীক্ষা (MT_1/MT_2) এর নম্বর পোস্টিং এর জন্য শিক্ষকভিত্তিক পরীক্ষার্থীদের রোল-রেঞ্জ বিভাগ প্রণয়ন করে এবং পরীক্ষা শাখা নির্ধারিত মেয়াদে নম্বর পোস্টিং এর জন্য পারমিশন দিয়ে থাকে। পরীক্ষককে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর নম্বরে মাইনাস ওয়ান (-1) পোস্টিং করতে হয়। অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণিতে প্রতি বর্ষে সাধারণত ১/২টি মাসিক পরীক্ষা হয়ে থাকে।

মাসিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য: মাসিক পঠিত বিষয়ের উপর যাচাই ও পর্যালোচনা, বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে পরিচিতিকরণ; সকল প্রশ্নের উত্তর সমগুরুত্বে সমপরিমাণ লেখা শেখানো, হাতের লেখার গতি বাড়ানো, সৃজনশীল প্রশ্নের কাঠামো জানানো ইত্যাদি।

পর্ব পরীক্ষা: ৩ মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণিতে পর্ব পরীক্ষার নম্বর ৪০/৬০/৭০/৮০/১০০ নম্বর। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ২ বছরে ৫টি এবং অনার্স/মাস্টার্স শ্রেণিতে ১/২টি পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ১ম ও ৩য় পর্ব পরীক্ষার নম্বর ৬০ ও সময় ২ ঘণ্টা। ২য়, ৪র্থ ও ৫ম পর্ব পরীক্ষার নম্বর ১০০ ও সময় ৩ ঘণ্টা। ১ম, ২য় ও ৩য় পর্ব পরীক্ষার নম্বরের সাথে সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষার গড় নম্বর যোগ করা হয় এবং পরীক্ষার বিষয় ৭টি। ৪র্থ পর্বে ১৩ পত্রে এবং ৫ম পর্বে ৭/১৩ পত্রে পরীক্ষা হয়। ৪র্থ পর্ব পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও ফলাফল বোর্ডের অনুরূপ তৈরি করা হয়। অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির ৬০/৭০ নম্বরের জন্য ২ ঘণ্টা এবং ৮০/১০০ নম্বরের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী পরীক্ষা হয়। পর্ব পরীক্ষা মাসিক পরীক্ষার মতো পূর্বঘোষিত রুটিন ও ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী হয়ে থাকে। পরীক্ষার্থীকে সিট প্লান অনুযায়ী নির্ধারিত কক্ষে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে মাসিক পরীক্ষার মতো পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষকদের নম্বর পোস্টিং করতে হয়। পরীক্ষা শাখার নির্ধারিত তারিখে শ্রেণিকক্ষে উত্তরপত্র দেখানো হয়। পরীক্ষা শাখা সংশোধিত নম্বর পোস্টিং করে ফলাফল প্রস্তুত করে। পর্ব পরীক্ষার ফলাফল অ্যাকাডেমিক কমিটিতে অনুমোদন এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন করতে হয়।

পর্ব পরীক্ষার উদ্দেশ্য: বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের অনুরূপ প্রশ্নের ধারণা দেওয়া; নির্ধারিত সময়ে সকল প্রশ্নের উত্তর করা; বিষয়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অধ্যয়ন, দীর্ঘ সময়ে পরীক্ষা দেওয়ার শারীরিক সক্ষমতা ও মনোবল বৃদ্ধি, চূড়ান্ত পরীক্ষা ভীতি দূরীকরণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, সহায়ক ও কর্তৃপক্ষ

পরিচালনা পরিষদ: কলেজের অভ্যন্তরীণ এবং বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল বিষয়ে কলেজের পরিচালনা পরিষদ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল: অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে পরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা পরিচালনা পরিষদের সভায় জানানো হয়।

অ্যাকাডেমিক কমিটি: অ্যাকাডেমিক কমিটি অভ্যন্তরীণ মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ এবং ফলাফল পর্যালোচনা করে থাকে। এ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত অভ্যন্তরীণ কোনো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয় না।

প্রশাসন: পরীক্ষার তারিখ, ফলাফল ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল বিজ্ঞপ্তি অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) এর স্বাক্ষরসহ প্রচার ও প্রকাশিত হয়ে থাকে। পরীক্ষা চলাকালীন প্রশাসন নিয়মিত পরীক্ষা কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনা ও পরীক্ষা কক্ষ পরিদর্শন করে থাকেন। উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) বা উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পরীক্ষা আরম্ভের ১৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখায় উপস্থিত হয়ে কক্ষ প্রত্যবেক্ষক শিক্ষক ও ফ্লোর ডিউটির কর্মচারীদের রোস্টার অনুযায়ী উপস্থিতি দেখে থাকেন।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টা ও ভিজিলেন্স টিম: ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি, কলেজের বেতন ও ফিসমূহ পরিশোধ, শৃঙ্খলাজনিত বিষয় ইত্যাদি দেখে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী উপদেষ্টাবৃন্দ তাদের অধীনস্থ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার প্রবেশপত্র দিয়ে থাকেন। উপদেষ্টাবৃন্দ ভিজিলেন্স টিমের সদস্য হিসেবে পরীক্ষার হল ব্যবস্থাপনা, কর্তব্যরত শিক্ষক ও ফ্লোর ডিউটি কর্মচারীদের উপস্থিতি, পরীক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ইত্যাদি কার্যক্রম নিখুঁতভাবে পর্যাবেক্ষণ, মনিটর ও রিপোর্ট করে থাকেন।

পরীক্ষা কমিটি: শিক্ষকদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পরীক্ষা কমিটি কলেজের অভ্যন্তরীণ ও কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। কমিটি পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতি, বিধি, সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করে। পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার শীর্ষ নিয়ন্ত্রক ও সার্বিক নির্দেশক।

চেয়ারম্যান: বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ বিভাগীয় সভায় প্রতিটি পরীক্ষার সিলেবাস নির্ধারণ করেন। চেয়ারম্যান বিভাগীয় বিভিন্ন বিষয়/পত্রের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার দায়িত্ব বণ্টন করেন। অ্যাকাডেমিক কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি পরীক্ষা শাখার কাজে সহায়তাকারী হিসেবে প্রশাসন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা: ঢাকা কমার্স কলেজে যেহেতু নিয়মিত প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাই সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য রয়েছে পৃথক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। এখানে বর্তমানে ১ জন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ৩ জন পরীক্ষা সহকারী ও ২ জন পিয়ন রয়েছে।

কক্ষ প্রত্যবেক্ষকের দায়িত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়

কক্ষ প্রত্যবেক্ষক নির্দিষ্ট পরীক্ষা কক্ষের সার্বিক ব্যবস্থাপক। সুশৃঙ্খল পরীক্ষা কক্ষ মানে দক্ষ হল ম্যানেজারের পরিচয়। পরীক্ষাকালীন হল ব্যবস্থাপনার প্রধান শক্তি কক্ষ প্রত্যবেক্ষক। প্রতি ২০ থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ১ জন কক্ষ প্রত্যবেক্ষক থাকেন। কক্ষ প্রত্যবেক্ষকের দায়িত্ব, করণীয় ও বর্জনীয় নিম্নরূপ:

১. পূর্ব ঘোষিত ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী শিক্ষক পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা শাখায় উপস্থিত হয়ে দৈনিক ডিউটি রোস্টারে স্বাক্ষর করে প্রশ্ন, উত্তরপত্র ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট পরীক্ষা হলে যাবেন।

২. অসুস্থতা বা বিশেষ কারণে কলেজে কিংবা ডিউটিতে কোনো শিক্ষক উপস্থিত থাকতে না পারলে তিনি নিজে পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কের নিকট পরীক্ষা শুরুর যথাসম্ভব পূর্বেই জানাবেন।

৩. নৈমিত্তিক ছুটি অনুমোদনের পূর্বে পরীক্ষা কমিটির অনুমতি নিতে হবে।

৪. উচ্চতর ডিগ্রি, অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিদেশ ভ্রমণ বা দীর্ঘকালীন ছুটিতে গেলে ছুটি অনুমোদনের কপি অবশ্যই পরীক্ষা শাখায় দিতে হবে।

৫. ডিউটি পরিবর্তন করলেও দৈনিক রোস্টার তৈরির পূর্বে পরীক্ষা শাখায় জানাতে হবে।

৬. একই সময় ক্লাস ও পরীক্ষার ডিউটি থাকলে পরীক্ষা আরম্ভের পূর্বেই পরীক্ষা শাখায় জানাতে হবে।

৭. পরীক্ষা চলাকালীন জরুরী অবস্থা ছাড়া কোনো প্রক্সি ক্লাসে যাওয়া যাবে না।

৮. কোনো শিক্ষকের একই সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষার ডিউটি থাকলে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কক্ষ প্রত্যবেক্ষক সংস্থান করতে না পারলে উক্ত শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে অন্য শিক্ষকের দ্বারা ডিউটি ম্যানেজ করতে সহযোগিতা করবেন।

৯. পরীক্ষা শাখায় আসা ও যাওয়ার সময় প্রশ্নপত্র, টপশিট, হাজিরাপত্র, সুতা ইত্যাদি পথিমধ্যে যেনো পড়ে না যায় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

১০. পরীক্ষা শাখা থেকে প্রশ্নপত্র নিয়ে সরাসরি পরীক্ষা হলে যেতে হবে। প্রশ্নপত্র নিয়ে কোনো মতেই নিজ কক্ষে বা বিভাগে যাওয়া যাবে না।

১১. পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে অন্য কোনো শিক্ষক বা কর্মচারীকে প্রশ্নপত্র দেওয়া যাবে না।

১২. পরীক্ষা শুরুর আগে শিক্ষক পরীক্ষায় ভালো করার বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের পরামর্শমূলক কথা বলতে পারেন।

১৩. প্রশ্নপত্র দেওয়ার আগে পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার বিভিন্ন ঘণ্টার নির্দেশনা জানাতে হবে।

১৪. পরীক্ষার শুরুতেই 'প্রশ্নপত্র কঠিন' কিংবা কিছু হলে 'বহিষ্কার' করা হবে বলে 'পরীক্ষা ভীতি' দেখানো যাবে না।

১৫. প্রত্যবেক্ষক এমন আচরণ বা দায়িত্বে অবহেলা করবেন না, যাতে পরীক্ষার্থীরা অনর্গল কথা বলে, কিংবা নকলের চেষ্টা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে।

১৬. প্রতিরোধের চেয়ে প্রতিষেধক উত্তম। শিক্ষার্থী যেনো আনন্দের সাথে উত্তর করতে পারে এজন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষেই শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন। পরীক্ষা হলে কর্তব্যরত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন না করার জন্য আগেই সাবধান করবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কথা বলার বা নকল করার কোনো সুযোগ দিবেন না। নকল করার সুযোগ দিয়ে বহিষ্কার করে শিক্ষার্থীর ক্ষতি করায় কোনো বাহাদুরি নেই।

১৭. প্রত্যবেক্ষক ঘণ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র বিতরণ এবং খাতা উত্তোলন করবেন।

১৮. পরীক্ষা আরম্ভের প্রারম্ভেই পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে যারা প্রবেশপত্র আনেনি তাদেরকে পরীক্ষা শাখার মাধ্যমে হিসাব শাখায় (১০০) টাকা জমা দিয়ে পরীক্ষা শাখা থেকে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র নিয়ে আসতে হবে। কোনো মতেই প্রবেশপত্র বা অনুমতি স্লিপ ব্যতীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাবে না। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় ফি জমার রশিদ প্রবেশ পত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯. প্রবেশে পত্রের সাথে উত্তরপত্রে রোল নম্বর লেখা ও বৃত্তপূরণ সঠিক হয়েছে কিনা তা ভালোভাবে দেখে স্বাক্ষর করতে হবে।

২০. অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর খাতায় উত্তর উপস্থাপনে বড়ো ধরনের ভুল হলে প্রত্যবেক্ষক স্বল্পস্বরে তাকে সঠিক বিষয়টি জানাতে পারেন।

২১. শিক্ষক ডিউটির অধিকাংশ সময় বসে থাকবেন না।

২২. কর্তব্যরত ২ জন শিক্ষকই একই সাথে বসে ডিউটি দিবেন না। ১ জন বিশেষ কারণে কিছুক্ষণের জন্য বসলে অন্যজন অবশ্যই কক্ষে চলাফেরা করতে থাকবেন এবং দৃষ্টি সকল পরীক্ষার্থীর উপর রাখবেন। জটিল শারীরিক সমস্যার কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পরীক্ষার ডিউটি করতে অক্ষম হলে কেবল প্রশাসনের পূর্ব অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে বসে ডিউটি দেওয়া যাবে।

২৩. প্রত্যবেক্ষকবৃন্দ উচ্চস্বরে অনর্গল কথা বলবেন না।

২৪. পরীক্ষার্থীদের হঠাৎ ধমক দিবেন না।

২৫. বসে বসে অন্য কাজ করবেন না, যাতে পরীক্ষার্থীরা অসদুপায় অবলম্বন করে।

২৬. গল্পের বই বা অন্য কোনো গ্রন্থ পড়ায় মনোযোগী হবেন না।

২৭. নিজের লেখা বই বা প্রবন্ধের প্রুফ দেখায় ব্যস্ত থাকা যাবে না।

২৮. পরীক্ষা হলে চা, বিস্কুট ও অন্যান্য খাবার গ্রহণ ঠিক নয়।

২৯. ডায়াসে বা চেয়ারে বসে ঘুমানো বা তন্দ্রাচ্ছন্নভাব দেখানো ঠিক নয়।

৩০. মোবাইলের রিং সাইলেন্ট/ভাইব্রেশন দিয়ে রাখতে হবে।

৩১. পরীক্ষা কক্ষে মোবাইলে কথা বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৩২. বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পরীক্ষা কক্ষে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

৩৩. মোবাইলে ফেসবুক সার্চ বা পিকচার ও ভিডিও দেখা ঠিক নয়।

৩৪. নিজের কক্ষের ডিউটি বাদ দিয়ে পাশের কক্ষে গিয়ে গল্পকরা বর্জনীয়।

৩৫. পরীক্ষার প্রথম ঘণ্টায় শিক্ষক নিজে হলের বাহিরে যাবেন না এবং পরীক্ষার্থীদের ১ ঘণ্টার মধ্যে বাহিরে না যাওয়ার জন্য আগেই বলবেন।

৩৬. লক্ষ রাখতে হবে পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন কলম ও প্রশ্নপত্র নিয়ে যেনো ওয়াশরুমে না যায় এবং প্রশ্নপত্রে দাগ না দেয়।

৩৭. পরীক্ষা চলাকালীন একই কক্ষের একাধিক পরীক্ষার্থীকে একই সময়ে ওয়াশরুমে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৩৮. প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র দেওয়া ও উত্তোলনের সময় অবশ্যই উভয় প্রত্যবেক্ষক কক্ষে উপস্থিত থাকবেন।

৩৯. প্রত্যবেক্ষক বিশেষ কারণে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট সময়ের জন্য কক্ষের বাহিরে বা বিভাগে বা ক্যাফে-তে যেতে পারবেন। এ সময়ে অন্য প্রত্যবেক্ষক বসবেন না এবং পরীক্ষার্থীদের উপর কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। ১৫ মিনিট এর বেশি সময় কক্ষের বাহিরে থাকার প্রয়োজন হলে আগেই পরীক্ষা শাখায় জানাতে হবে।

৪০. পরীক্ষা চলাকালীন ডিউটি বাদ দিয়ে পরীক্ষা শাখায়/বিভাগে/কেন্টিনে গিয়ে অযথা আলাপচারিতা বর্জনীয়।

৪১. কোনো ভিজিটরকে পরীক্ষা কক্ষে ডেকে এনে কথা বলা যাবে না।

৪২. পরীক্ষার্থীর চাহিবামাত্র শিক্ষক অতিরিক্ত কাগজ/লুসসিট সরবরাহ করবেন; লুসসিট নেই, দেরি হবে, দেওয়া যাবে না, এতো লুস নেও কেনো, সৃজনশীলে এতো লুস দরকার নেই- এসব কথা বলা যাবে না। তবে পরীক্ষা আরম্ভের অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী লুসসিট চাইলে উত্তরপত্রে তার লেখার লাইন সংখ্যা ও অক্ষর সাইজ দেখে পরামর্শ দেওয়া যাবে।

৪৩. নির্ধারিত সময়ের আগেই পরীক্ষার্থীকে খাতা জমা দিয়ে চলে যাওয়ার চাপ দেওয়া যাবে না; বরং পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা হলে পূর্ণ সময় অবস্থানের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪৪. পরীক্ষা শাখায় উত্তরপত্র পৌঁছানোর জন্য জুনিয়র শিক্ষক সিনিয়র শিক্ষককে সৌজন্য প্রকাশ করবেন।

৪৫. পরীক্ষা শেষে পরীক্ষায় ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত কাগজপত্র পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে। রোস্টারে রোল নম্বরসহ অনুপস্থিত সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৪৬. আপনার অস্বস্তিতা, চঞ্চলতা, অন্যমনস্কতা, কর্মভারাক্রান্ততা, ব্যর্থতা, হতাশা, তাড়না, মানসিক চাপ, ক্ষুধা, দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ-শোক, রাগ-ঘৃণা ইত্যাদি যেনো পরীক্ষার্থী বুঝতে না পারে বা তা পরীক্ষার্থীর মাঝে ছড়ানো ঠিক নয়।

ফ্লোর ডিউটি কর্মচারীর দায়িত্ব

ঢাকা কমার্স কলেজ পরীক্ষা কার্যক্রমের এক সহায়ক শক্তি কর্মচারীবৃন্দ। পিয়নরা ফ্লোর ডিউটির গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকেন। পিয়নদের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

১. পিয়নদেরকে পরীক্ষা আরম্ভের পূর্বে পরীক্ষা শাখার আসন বিন্যাস অনুযায়ী কক্ষের আসন সাজাতে হয়।

২. পরীক্ষা কক্ষে প্রতিটি আসনে নির্দিষ্ট রোল নম্বরের স্টিকার লাগাতে হয়।
৩. পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে দৈনিক ডিউটি রোস্টারে স্বাক্ষর করে পিয়নকে পূর্ণসময় নির্দিষ্ট ফ্লোরে অবস্থান করতে হয়।
৪. ডিউটি চলাকালীন পিয়ন পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যতীত নিজ বিভাগে/শাখার কাজ করতে পারবেন না।
৫. চাহিবার পূর্বে পিয়নকে ফ্লোরের প্রতিটি পরীক্ষা কক্ষে গিয়ে লুসসিট, খাতা বাঁধাইয়ের সুতা ইত্যাদি পৌঁছাতে হবে।
৬. পিয়ন পরীক্ষার্থীদেরকে পরিষ্কার গ্লাসে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করবেন।
৭. ফ্লোরের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে পিয়ন ভিজিলেন্স টিমের নিকট অবহিত করবেন।

পরীক্ষার্থীদের করণীয়

যাদেরকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা কার্যক্রম তারা হলো 'পরীক্ষার্থী'। পরীক্ষার্থীদের করণীয়:

১. নিয়মিত ক্লাস ও সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা করে শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।
২. পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই পরিচয়পত্র ও প্রবেশপত্র নিয়ে কলেজে প্রবেশ করতে হয়।
৩. কোনো ব্যাগ, বই, খাতা নিয়ে কলেজে প্রবেশ করা যায় না।
৪. পরীক্ষার্থীর সঙ্গে মোবাইল পাওয়া গেলে বহিষ্কার করা হয়।
৫. পর্ব পরীক্ষার প্রবেশপত্র না নিয়ে আসলে পরীক্ষা শাখার মাধ্যমে হিসাব শাখায় ১০০ টাকা জমা দিয়ে পরীক্ষা শাখা থেকে ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র গ্রহণ করতে হয়।
৬. পরীক্ষার্থীকে যথাসময়ে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ এবং পূর্ণসময় পরীক্ষা হলে থাকতে হয়।
৭. পরীক্ষা হলে কোনোরূপ অসদুপায় অবলম্বন বা অসদাচারণ করা যাবে না।

পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রস্তাব

ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নত, সর্বজনগ্রাহ্য ও প্রশংসিত। তদুপরি সময়, পরিবেশ, প্রতিযোগী, বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের কারণে কলেজের পরীক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্নত, সমৃদ্ধ ও টেকসইকরণে নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করছি:

১. অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং কার্যকর অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
২. পর্বভিত্তিক সকল মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার রুটিন পর্বের শুরুতেই প্রকাশ।
৩. সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অভীক্ষা নিয়ে সমাধানসহ প্রশ্নব্যাংক প্রণয়ন।
৪. ডিজিটাল পরীক্ষা ব্যবস্থা তথা ডিজিটাল কলেজ বাস্তবায়নের জন্য সকল শিক্ষককে কম্পিউটার ও সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৫. অভ্যন্তরীণ পর্ব পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণীতে পুরস্কৃত করা।
৬. সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও সমাধান ওয়েবসাইটে প্রকাশ।
৭. অনলাইন সাপ্তাহিক পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন।
৮. দ্বাদশ শ্রেণির ৪র্থ পর্ব পরীক্ষার বহুনির্বাচনি অভীক্ষা বোর্ডের অনুরূপ চার সেট-এ নেয়া।
৯. উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির মতো অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির পরীক্ষার নম্বর পোস্টিং এবং সফটওয়্যারে ফল প্রকাশ।
১০. পূর্ণাঙ্গ আইটি, প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স এবং স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স সেকশন গঠন। যেখানে নিজস্ব ছাপাখানায় প্রশ্নপত্র, পরীক্ষার রুটিন, উত্তরপত্র, ওএমআর, খাম ও অন্যান্য প্রকাশনা দ্রুত, নিখুঁত ও স্পষ্ট ছাপা হবে।
১১. মাসিক পরীক্ষার সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা না থাকায় ২ সেটের পরিবর্তে ১ সেট প্রশ্ন করা।
১২. অনার্স ৪র্থ বর্ষ ও মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ইন্টার্নশিপ হিসেবে 'টিচিং অ্যাসিট্যান্ট' নিয়োগ। এদেরকে প্রভাষকদের অর্ধেক সংখ্যক পরীক্ষার ডিউটি দেওয়া।
১৩. লেকচারভিত্তিক শিক্ষকদের মাসিক পরীক্ষার ডিউটির জন্য ক্লাস বিল দেওয়া।
১৪. বিভাগীয় সেমিনার সহকারীকে প্রশ্নপত্র কম্পোজের জন্য বিল দেওয়া। বর্তমানে ১ জন সেমিনার সহকারী অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার ভার্সনসহ বার্ষিক ২ শতাধিক সেট প্রশ্নপত্র কম্পোজ করে থাকে।
১৫. অনার্স শ্রেণির সকল প্রশ্নপত্র বাংলার সাথে ইংরেজি

ভার্সন বাধ্যতামূলক করা এবং উচ্চমাধ্যমিকের মতো ভার্সন বিল প্রদান।

১৬. বেতন ও ভাতাদির মতো পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল বিল বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় বিল সরকারি নিয়ম বা হারে নির্ধারণ।

১৭. অধিক সংখ্যক ক্লাস, পরীক্ষার ডিউটি ও কর্মভার থাকায় সিনিয়র শিক্ষকদের শারীরিক অসুস্থতা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ প্রয়োজন না হলে ২৫ বছরের অধিককাল শিক্ষকতার সাথে জড়িত সিনিয়র শিক্ষকদের পরীক্ষার ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া।

১৮. মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে দেখানোর পর কলেজে ফেরত না নেয়ার নিয়ম প্রবর্তন। এতে শিক্ষার্থী পরবর্তীতে উত্তরপত্রে তার ভুল উত্তরগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

১৯. পরীক্ষা পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন।

২০. সকল শ্রেণির অভ্যন্তরীণ ও বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা কমিটি গঠন।

ছাত্র-ছাত্রীরা আনন্দ করে বলে, "ছাত্র জীবন সুখের জীবন, যদি না হয় পরীক্ষা।" শিক্ষক ও অভিভাবকরা বলেন, "ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ।" শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শিখে জীবনে অনেক বড়ো হতে চায়। তার স্বপ্ন, সাধ ও আশা পূর্ণ করতে চায়। এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা আনন্দের সাথেই ভর্তি হয় ও পাঠ গ্রহণেও শিক্ষার্থীর তেমন কষ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষার পিঁড়িতে বসতে ভীতি রয়েছে। শিক্ষক বা প্রত্যবেক্ষক শিক্ষার্থীর 'পরীক্ষা ভীতি' দূর করবেন। শ্রেণিতে পাঠকে আনন্দদায়ক ও হৃদয়গ্রাহী করবেন এবং ছলে-বলে, কলে-কৌশলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করবেন। এতদ্ব্যতীত মৌখিক পরীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্ট, কেসস্টাডি, সৃজনশীল গল্পবলা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মেধার পরিস্ফুটন ও মেধা যাচাই করা যায়। ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো সুন্দর ও উন্নত হবে এবং বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সুপারিশ ও পরামর্শে গতিশীল ও সুবিন্যস্ত ডিজিটাল পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে কলেজটি আরো সুখ্যাতি অর্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

দ্রষ্টব্য: ঢাকা কমার্স কলেজের ২০ তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২০১৬-এ পঠিত এবং প্রোগ্রামে প্রবন্ধের বিষয়ে ডকুমেন্টারি ভিডিও ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

মহানায়ক কাজী ফারুকী

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

স্বপ্ন সবাই দেখে কিছু স্বপ্নের বাস্তবায়ন সবার ভাগ্যে জোটে না। 'ঢাকা কমার্স কলেজ' স্বপ্নের বাস্তব রুপায়নের নাম। যাঁর হৃদয় জুড়ে এর রূপরেখা ছিল তিনি বাংলাদশের বাণিজ্য শিক্ষাঙ্গনের কিংবদন্তির নায়ক প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী। শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ করেই তিনি অনুভব করেন ঢাকাতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একটি বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব। অবশেষে অনেক চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে। ১৯৮৯ সালে মাত্র ১৫৫০ টাকার পুঁজিকে সম্বল করে লালমাটিয়ার, কিং খালেদ ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গনে এ কলেজের নাম ফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত হয়। যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। এস. এস. সি পরীক্ষার ফলাফলের পরবর্তী সময়ে ফারুকী স্যার আমাকে ঢাকায় আসতে বললেন। আসলাম এবং স্যারের E ৫/২ লালমাটিয়ার বাসায় উঠলাম। পরবর্তীতে কাইয়ুম স্যারসহ অন্যান্য শিক্ষক ও বেশ কয়েকজন ছাত্র বাসাটি আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করেন।

লালমাটিয়ায় "কিং খালেদ ইনস্টিটিউট" একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। স্কুল ভবনে ঢাকা কমার্স কলেজের একটি সাইনবোর্ড ছিল। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি স্কুলের হেডমাস্টার স্যারের রুমে বসা জনাব শফিকুল ইসলাম (চুন্নু) স্যার (বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রশাসন) এবং জনাব মাহফুজুল হক (শাহীন) স্যার। স্যারদের চিনেছিলাম অবশ্য পরে। স্কুল কার্যক্রম চলত ২টা পর্যন্ত এবং ৩টা থেকে রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত কলেজ এর কার্যক্রম চলত। আমি কলেজে ভর্তি পরীক্ষার জন্য তৃতীয় ফরমটি ক্রয় করি ১০০ টাকায় । কলেজে একমাত্র ষ্টাফ আলী ভাই ছাড়া আর কাউকে আমার চোখে পড়েনি। শিক্ষকগণই সকল ধরনের কাজ করছিলেন। ভর্তি পরীক্ষার দিন অন্য সবার মতো আমিও যাই পরীক্ষা দিতে। ফারুকী স্যার, কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ শামছুল হুদা স্যার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পত্রিকার সম্পাদক এম হেলাল আমাদের কক্ষ পরিদর্শনে আসেন। আমাদের রুমের তিনটি ছেলের চুল বড় দেখে ফারুকী স্যার খুব রেগে যান এবং তাদের বের করে দেন। এক পর্যায়ে বললেন, এখনই চুল কেটে আসলে তাদের

পরীক্ষা দিতে দেবেন। তারা চুল কেটে এসে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হলো। মৌখিক পরীক্ষায় ছিলেন ফারুকী স্যার, অধ্যক্ষ শামছুল হুদা স্যার, ড: হবিবুল্লাহ স্যার, আব্দুর রশীদ স্যার, এম হেলালসহ আরও অনেকে। মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হলো এবং পরের দিনই ভর্তি শুরু। আমি প্রথম ভর্তি হলাম, ফলে আমার রোল নং হয় ০১। ভর্তি ফী ছিল ১৪০০ টাকা, মাসিক বেতন ১০০ টাকা ১ম বর্ষে, ২য় বর্ষে ১৫০ টাকা। ভর্তি পর্ব শেষ। মনটা খুবই খারাপ হলো এই ভেবে যে, এই নতুন কলেজে আর কেউ ভর্তি হয় কিনা। যাই হোক, আল্লাহ সহায় হলেন, একজন ছাত্রী সহ ছাত্র-ছাত্রী হলো ৯৯ জন।

ব্যতিক্রমধর্মী এই কলেজের নবীনবরণ ছিল আরও ব্যতিক্রম। কোন গোলাগুলি নেই, নেই দলীয় আহবান, নেই উৎকট গান বাজনা। সারিবদ্ধভাবে ইউনিফম পরা, পকেটে নেমপ্লেট লাগানো, কালো জুতা পরিহিত সকল ছাত্র-ছাত্রীর সাথে আমিও ঢুকলাম। সকল ছাত্র-ছাত্রীর ইউনিফর্ম কলেজ এর প্রসপেক্টাস অনুযায়ী আছে কিনা দেখার জন্য কলেজ গেইটে শিক্ষকগণ দাঁড়ানো ছিলেন। কিং খালেদ ইনিষ্টিটিউট এর ছাদে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে নবীনবরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। দেশের অনেক নামকরা শিক্ষাবিশারদ অনুষ্ঠানে আসেন। মনে পড়ে ড. হবিবুল্লাহ স্যার বক্তব্যের প্রথমে ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, "কাজী ফারুকী যা বলে তাই করে, তার প্রমাণ ঢাকা কমার্স কলেজ, আমি ফারুকীকে 'ঘাড় ত্যাড়া ফারুকী' বলি"। প্রায় ৮/১০ বৎসর যাবৎ এ রকম একটি কলেজ করার ইচ্ছা আমাদের ছিল। বহু মিটিং করেছি; ২০ লাখ / ৩০ লাখ টাকার হিসাব করেছি, অথচ ফারুকীর কলেজের যাত্রা মাত্র ১৫৫০ টাকা দিয়ে। সৎ ও সঠিক চিন্তা-ভাবনা মানুষের থাকলে সকল কিছুই সম্ভব, ফারুকী তাই প্রমাণ করেছেন।"

এরপর মঞ্চে আসেন ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষানুরাগী জনাব আসাদুল্লাহ সাহেব (ফারুকী স্যারের শ্বশুর)। তিনি কলেজের নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে উপদেশ দেন এবং বলেন, এই কলেজের প্রসপেক্টাসে যা লিখা আছে তা বা তারও বেশি তোমাদের পালন করতে হবে। এই কলেজের ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে বলেন, এটি অনেক বড় কলেজ হবে। শুধু দেশের নয়, বিদেশের ছেলে মেয়ে এখানে পড়তে আসবে। আমি এই মহান শিক্ষানুরাগীর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শফিকুল ইসলাম স্যার, শাহীন স্যার, মজুমদার স্যার, বাহার স্যার ও আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

তুমুল করতালির মধ্যে মঞ্চে আসেন দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ সমাজ সেবক , ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্নদ্রষ্টা প্রফেসর কাজী মো: নুরুল ইসলাম ফারুকী স্যার। বক্তব্যের শুরুতে তিনি কেঁদে ফেলেন, মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জানান ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নবীনবরণ করতে দেয়ার জন্য। তিনি বলেন, "ঢাকা কমার্স কলেজে তোমাদেরকে ভর্তি করানোর জন্য তোমাদের বাবা মা এবং অভিভাবককে বিশেষ ধন্যবাদ। বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-এ চলছে মারামারি, সেশন জট এই পরিবেশে প্রয়োজন ঢাকা কমার্স কলেজের। নতুন কলেজে তোমাদের ভর্তি করিয়ে তোমাদের বাবা মা বড় সাহস দেখিয়েছে। তবে মনে রেখো, এই কলেজ তোমাদের এক একটি ফুটন্ত গোলাপে পরিণত করবে, যার সু-ঘ্রান এই সমাজ, দেশ, সারা বিশ্ব, সর্বোপরি তোমাদের বাবা মা গ্রহণ করবে।" তবে এটুকু সত্য যে, প্রথম ব্যাচের দুজন এবং বিভিন্ন ব্যাচের অনেক ছাত্র-ছাত্রী আজ এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকতা করছে। আরও বহু ছাত্র-ছাত্রী দেশে বিদেশে সুনাম এর সঙ্গে তাদের কর্মময় জীবন পরিচালনা করছে। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে একটি কলম, একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও ফাইল বিতরণ করা হয়। অধ্যক্ষ শামছুল হুদা স্যার বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। শেষে সকলকে নিমকি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তিনটি শাখায় বসানো হয় A, B এবং C। আমার রোল C শাখায় দেখে খুব রাগ হলাম এই বলে রোল ১ A শাখায় থাকার কথা। পাশে এক ছাত্র বলল, "তোমার SSC মার্ক কত?" বললাম, "৪৮০।" সে বলল যাদের নাম্বার কম তারা C শাখায় অতএব মুখ বন্ধ। আমি C শাখায় ছিলাম। যে শ্রেণীকক্ষে আমরা বসলাম এটি কেজি, ওয়ান-টুর বাচ্চাদের। লো বেঞ্চিতে বসলে হাই

বেঞ্চির উপরে আমাদের হাঁটু উঠে যেত। কলেজের টিফিন টাইম ছিল মাত্র ৩০ মিনিট। A শাখার টিফিন শেষ হলে B শাখার শুরু , B শাখার শেষ হলে C শাখার শুরু। যাতে করে ক্লাস চলাকালীন সময়ে এক শাখার ছেলেমেয়েদের সাথে অন্য শাখার ছেলেমেয়েদের দেখা হত না। টিফিনের আইটেম ছিল ক্রীম রোল, বাটার বন এবং কলা, কখনো পেটিস ও লাল চা পাওয়া যেত। টিফিন বিক্রির দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষকগণ।

শিক্ষকগণ সন্ধ্যার পর ছাত্র-ছাত্রীদের বাসায় যেতেন। সময়মতো পড়তে বসেছি কিনা বা সন্ধ্যার পর কয়টা পর্যন্ত বাইরে থাকি তা দেখার জন্য। শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যারের একটি রাজদূত হোন্ডা ছিল। সেই রাজদূত হোন্ডার আওয়াজ আজও কানে ভাসে। এই বুঝি চুন্নু স্যার দলবল নিয়ে কারো বাসায় হানা দিলেন। একবার মোহাম্মদ পুর কাটাসুর এলাকার প্রথম ব্যাচের ছাত্র (রোল-১৩) রাসেলের বাসায় গেলেন চুন্নু স্যার ও রোমজান স্যার। দুষ্ট রাসেল বাসায় থেকে স্যারদের কলিং বেল এর আাওয়াজ পেয়ে বলে উঠে, "মাফ করেন ভিক্ষা নাই।" নাছোড়বান্ধা শিক্ষকগণ বাসায় ঢুকলেন এবং রাসেলকে শাস্তি দিলেন। যদিও পরবর্তীকালে এই স্যারদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপথগামী রাসেল প্রথম বিভাগে পাস করে।

প্রথম ব্যাচে যারা ভর্তি হলাম তাদের প্রায় সকলের মতামত ছিল- নতুন কলেজ আসব-যাব, আড্ডা মারব। কিন্তু কলেজের সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা এবং টার্ম পরীক্ষা দিতে দিতে বেশ দিশেহারা হয়ে উঠলাম। কলেজের কোন ছাত্র-ছাত্রীর ফলাফল খারাপ হলেই সেরেছে। এবার বাবা মা বা অভিভাবক হাজির করা, স্ট্যাম্প এ দস্তখত, নয়তো ভর্তি বাতিল বা AC অথবা TC যার প্রমাণ ভর্তিকৃত ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী হতে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ৬১ জন শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া। মানে ৩৮ জন শিক্ষার্থী TC পায়। ১৯৯১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাশের হার ১০০% এবং মেধাস্থান ২য় ও ১৫ তম।

শুরু থেকেই আমাদের কলেজে শিল্পকারখানা পরিদর্শন, বনভোজন, নৌভ্রমণ ও সুন্দরবন ভ্রমণের মতো নানা শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছিল। মিরপুরের বি. আই. এস. এফ. কারখানা পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে কারখানা পরিদর্শন শুরু হয়। পরবর্তীতে নবাব আব্দুল মালিক জুট মিল পরিদর্শন করি। কারখানায় বিভিন্ন কাঁচামাল হতে কিভাবে পণ্য উৎপাদিত হয় তা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের প্রথম বনভোজন হয় ন্যাশনাল পার্ক গাজীপুর, দ্বিতীয়টি হয় কোর্টবাড়ি, কুমিল্লা। এই পিকনিকে ছাত্ররা পাহাড়িদের সাথে মারামারি করে। প্রিয় কাইয়ুম স্যার এই মারামারিতে পড়ে ছাত্রদের বাঁচান। স্যার মাথায় প্রচন্ড আঘাত পান। এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে ফারুকী স্যার কয়েক গাড়ী পুলিশ এনে আমাদের উদ্ধার করেন।

সকল ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে সদরঘাট হতে লঞ্চে নৌ বিহার নামে ইলিশ ভ্রমণ হয়েছিল। এ ভ্রমণের ইলিশ ভাজা ও খিচুড়ির কথা আজও ভুলতে পারিনি। সকালে রওয়ানা হয়ে চাঁদপুর পর্যন্ত গিয়ে আবার সদরঘাটে ফিরে আসা। নদীমাতৃকদেশের গ্রাম, ইলিশ মাছ ধরা কাছ থেকে দেখা এই ভ্রমণের উল্লেখযোগ্য দিক। সে বছর সুন্দরবণ ভ্রমণে প্রায় ৭ দিনের সফর ছিল। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে শীতের কাপড় , বিছানা, প্লেট, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং নিজস্ব পানি নিতে হত। এত আনন্দদায়ক ও নিয়মতান্ত্রিক ভ্রমণ জীবনে সকলের ভাগ্যে হয় কিনা জানি না। সুন্দরবনের বিভিন্ন লেক দিয়ে আমাদের লঞ্চ যাবার সময় দুটি কুমিরের দেখা পাই। এ দৃশ্য দেখে সকল ছাত্র-ছাত্রী লঞ্চের নিচতলা থেকে দ্রুত উপরে ওঠার জন্য সিঁড়িতে ভিড় জমায়। ঐ ভ্রমণে আমাদের লঞ্চ বঙ্গোপসাগরের অথৈ পানিতে চলে যায়। কোন দিক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, ফারুকী স্যার নামাজে বসে যান। প্রার্থনা করেন সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য পরে একটি মাছ ধরা নৌকার সাক্ষাৎ পেলাম এবং একজন মাঝিকে নিয়ে আমাদের গন্তব্যে পৌছলাম।

কাজী ফারুকী স্যারের নেতৃত্বে ২য় বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে আমি, শফিকুল ইসলাম চুন্নু স্যার, ঢাকা কলেজ এর হাফিজ ভাই এবং শাহীন স্যার ঢাকার বিভিন্ন অলি গলিতে ঢাকা কমার্স কলেজের ভর্তি বিজ্ঞপ্তির পোস্টার লাগানো, বিল বোর্ড দেয়া এবং জুমার নামাজ এর দিন বিভিন্ন মসজিদে লিফলেট দিতে বের হতাম। পোস্টার লাগানোর ময়দা ফারুকী স্যারের সহধর্মিণী কাজী শামছুর নাহার ফারুকী তৈরি করে দিতেন। সন্ধ্যাবেলা ফারুকী স্যার মিটিং ডাকতেন। কোন এলাকা বাকি আছে তা আলোচনা করতেন। তিনি বিভিন্ন মহল্লায় ঘুরে দেখতেন পোস্টার

লাগানো হয়েছে কিনা, কখনো বলে ফেলতেন, পুরাণ ঢাকার অমুক গলিতে লাগানো হয়নি। একবার আমি ও হাফিজ ভাই পোস্টার লাগাতে গিয়ে ইডেন কলেজ এর গেইট এ ভুলবশত একটি রাজনৈতিক দলের পোস্টারের উপর ঢাকা কমার্স কলেজের পোস্টার লাগিয়ে ফেলি। এতে উক্ত দলের কর্মীরা আমাদের ওপর চড়াও হয়। বেশ কয়েকদিন আমি ও স্যারেরা পোস্টার লাগিয়ে, ফারুকী স্যারের বাংলা বাজার কাজী প্রকাশনীতে রাত্রে ঘুমাতাম যেহেতু সকালে আবার ঐ এলাকায় যেতে হবে।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলেজ ধানমন্ডিতে স্থানান্তরিত হয়। এতে কলেজের পরিসর বৃদ্ধি পায়। নিচতলায় কলেজ চলত; দোতলায় চুন্নু স্যার, মজুমদার স্যার, রোমজান স্যার ও কাইয়ুম স্যারসহ কয়েকজন ছাত্র থাকত। মনে পড়ে পাশের বাড়ীর কাঁঠাল, বাড়ীর মালিক খালার আম ও ডাব এবং সামনের বাড়ির জামরুল ফল, তারা দেখিয়ে দেখিয়ে খেতো। আমাদের অনেক লোভ হতো তাই অনেক চেষ্টার পর রাতের আধারে ফল সংগ্রহ করে বিশাল ঝামেলায় পড়ে যাই। আমার TC হবার উপক্রম হয়। স্যারদের দয়ায় বেঁচে যাই। বিষয়গুলো শ্রদ্ধেয় কাইয়ুম স্যার এখনো ভুলেন নি। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রিয় ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করে বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত আছি। আমার সম্মানিত শিক্ষকগণ, সহকর্মীরা আমাকে খুবই আদর করেন। তবে এখনো অস্বস্তি বোধ করি সম্মানিত শিক্ষকদের সামনাসামনি বসতে। প্রথম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়ে মন খুব খারাপ করেছিলাম, কারণ পরীক্ষার সময় সবার সামনে বসতে হতো, কিন্তু আজ সেই একই কারণে খুবই গর্ববোধ করছি।

মানুষ জীবনে দুবার জন্ম নেয়। পৃথিবীতে ভূমিষ্ট করে তাকে প্রথম জন্ম দেয় পিতা মাতা। আর দ্বিতীয় জন্ম হয় যখন সে আলোকিত হয় শিক্ষার আলোকে। সেই শিক্ষা যদি হয় সুশিক্ষা তবে তা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে এক অনন্য উচ্চতায়, সাফল্যের এক উজ্জ্বল শিখরে। ধন্য ঢাকা কমার্স কলেজ, প্রত্যয়ী শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে , ধন্য সকল শিক্ষার্থীগণ ঢাকা কমার্স কলেজের পরশ পাথরের ছোঁয়ায়, ধন্য আমি ইতিহাসের অংশ হয়ে।

উদার মনের ম্যান্ডেলা
নাদিন গর্ডিমার

অনুবাদঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

নেলসন রোলিহলাহলা ম্যান্ডেলার মতো পথপ্রদর্শককে একই সময়ে, জন্মসূত্রে একই দেশে পাওয়া বিরাট সৌভাগ্যের কথা। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষেরা এরকম বড় এক সৌভাগ্যের ভাগীদার। তাঁর মতো মানুষের বন্ধুত্ব পাওয়া মানেই বড় কিছু পাওয়া। ১৯৬৪ সালে রিভোনিয়া বিচার প্রক্রিয়া চলাকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়; সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক আচরণের দায়ে তখন তাঁর বিচার চলছিল। যে দিন তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয় সেদিন আমি আদালতে উপস্থিত ছিলাম।

১৯৭৯ সালে *বার্গার্স ডটার* নামে আমি একটি উপন্যাস লিখি। উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বিপ্লবীদের সন্তানদের জীবন। তাদের জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল তাদের পিতা মাতাদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং সার্বক্ষণিক জেলহাজতের হুমকি। প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তবে আমি জানি না, কীভাবে যেন গোপনে বইটি রোবেন দ্বীপের জেলখানায় নেলসন ম্যান্ডেলার হাতে পৌঁছে যায়। ক্ষুধার্ত পাঠক বলতে আমার মতো মানুষের কল্পনায় যতটা ধরা সম্ভব তিনি ঠিক ততটাই একজন ক্ষুধার্ত পাঠক ছিলেন। বইটি সম্পর্কে তিনি আমাকে গভীর বোধগম্য পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন একটা চিঠি লিখেছিলেন।

এমনকি যখন জনসমক্ষে তাঁর কোনো খবরাদি পাওয়া যেত না, তিনি কী ভাবছেন, বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা কী– সে সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবর না জানলেও যখন তিনি আমাদের মাঝে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন, সে সময়ে জনসমক্ষে দেয়া তাঁর মতামত ও বক্তব্য আমাদের সঙ্গেই থাকত। তিনি বলতেন, 'দেয়াল কখনও জেলখানা হয়ে থাকতে পারে না।' তাঁর মতো প্রাণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের মানসিক শক্তিকে বর্ণবাদী প্রহরায় আটকে রাখা যায় না। তাঁর অনুপস্থিতিতেও আমরা তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তির ছোঁয়া অনুভব করতে পারতাম। সে সময়ে আমি ম্যান্ডেলার কাছাকাছি থাকতে পেরেছি। এজন্য জর্জ বিজোসকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। এই

উল্লেখযোগ্য মানুষটি শুধু ম্যান্ডেলার আইনজীবিই ছিলেন না। তার চেয়ে আরো অনেক ঘনিষ্ঠ একজন মানুষ ছিলেন তিনি। এমনকি প্রত্যন্ত রোবেন দ্বীপেও তিনি ম্যান্ডেলার নৈকট্যে ছিলেন।

১৯৮৫ সালে বর্ণবাদী প্রেসিডেন্ড পি ডাব্লিউ বোথা স্বাধীনতার প্রস্তাব দেন। তবে প্রস্তাবের সঙ্গে জুড়ে দেন, ম্যান্ডেলাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সব ধরনের সহিংসতা পরিহার করতে হবে। ম্যান্ডেলার উত্তর তাঁর পক্ষে তাঁর কন্যা জিন্দজি সোয়েটোর বিশাল স্টেডিয়ামের জনসমক্ষে পড়ে শোনান, 'তিনি সহিংসতা পরিহার করতে পারেন। ইচ্ছে করলে তিনি বলতে পারেন তিনি বর্ণবাদকে ছুড়ে ফেলে দেবেন। তিনি জনগণের সংগঠন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারেন। কিন্তু যখন আপনি আমি, মানে জনসাধারণ, স্বাধীন নই তখন আমি কোনো রকম প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, দিব না।'

তাঁর তখনকার স্ত্রী উইনি মাদিকিজেলার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ভালোবাসা ম্যান্ডেলা গোপন করে রাখতে পারতেন না। খুব কড়া নিয়ম মেনে তবেই উইনি ম্যান্ডেলাকে দেখতে যেতে পারতেন। অবশেষে ১৯৮২ সালে রোবেন দ্বীপ থেকে কেপ টাউনের আরেকটা জেলখানায় আনা হয় ম্যান্ডেলাকে। সেখানে রাখা হতো সাধারণ আইন কানুন অমান্যকারী অপরাধীদের। সর্বশেষে ১৯৯০ সালে ম্যান্ডেলাকে মুক্ত অবস্থায় উইনির সঙ্গে হাতে হাত রেখে বের হয়ে আসতে দেখা যায়।

ভিন্ন ধরনের বাস্তববাদী প্রেসিডেন্ট ডি ক্লার্ক ১৯৯০ সালে বুঝতে পারলেন, বর্ণবাদ তখন খরচ হয়ে যাওয়া এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং তিনি এএনসি-এর মিত্র এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। বাকি সব রাজনৈতিক বন্দিদেরও মুক্তি দেন।

জর্জ বিজোস আমাকে জানান, সদ্যোকারামুক্ত ম্যান্ডেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। জর্জের কথা আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। লেখক হিসেবে আমার একটু গর্বের ব্যাপার ছিল বলেই আমি ভাবলাম, মহান ম্যান্ডেলা বোধহয় *বার্গার্স ডটার* উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলতে চান। কয়েক দিন পরই আমি তাঁর সঙ্গে জোহানেসবার্গে দেখা করতে যাই। সে সময় আমাদের সামনে আর কেউ ছিলেন না। তিনি আসলে আমার বই সম্পর্কে কথা বলেননি, বরং তাঁর মুক্তির প্রথম দিনে আবিষ্কৃত তথ্যটি নিয়ে কথা বলেন। তিনি আবিষ্কার করেন, উইনি ম্যান্ডেলার একজন প্রেমিক আছে। ছয় বছর পরে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। তার আগে এই তথ্যটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। আমি এ যাবৎ এ ব্যাপারে কারো কাছে কোনো কথাই প্রকাশ করিনি। কারণ আমি বিশ্বাস করি তাঁর আত্মত্যাগের গভীরতা, তাঁর বেঁচে থাকার দুঃসাহসী শক্তির প্রকাশ– এগুলো শুধু তাঁর রাজনৈতিক মূল্যবোধের জন্যই ছিল না, তাঁর জীবনযাপনের ধরনটাই ছিল অন্য সবার স্বাধীনতার জন্য।

পরের বছরই দ্য কনভেনশন ফর ডেমোক্র্যাটিক সাউথ আফ্রিকা (সিওডিইএসএ)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নামক একটা জায়গায়। কিন্তু এএনসি-এর অংশগ্রহণকারীদের জন্য আরো একটু বেশি গোপনীয় জায়গার দরকার ছিল। ম্যান্ডেলার সর্বোচ্চ নেতৃত্বে সভায় জীবন মরণ টানাটানি ধরনের যুক্তিতর্কের অবতারণা হওয়ার দরকার ছিল। ম্যান্ডেলাও সবার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। জনগণের শক্তি বলতে যা বোঝানো হয় সেটাই ছিল তখন পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তাপুষ্ট ও অস্ত্রসজ্জিত বর্ষণবাদের বিরুদ্ধ পক্ষ। এএনসি ছাড়াও লড়াইয়ের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আরো ছিল সাউথ আফ্রিকান কমিউনিস্ট পার্টি, দ্য প্যান আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেস এবং ইনকাথা ফ্রিডম পার্টি। কীভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় সে ব্যাপারে প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ মতামত ছিল। সব সংগঠনের সদস্যের নিজেদের মধ্যে গোপনে দেখা করার জন্য নিরাপদ জায়গা খুঁজতে হতো যাতে ডি ক্লার্কের আড়ি পাতা লোকদের থেকে দূরে থাকা যায়। এএনসির একজন সদস্য জোহানেসবার্গের উপশহরে শ্বেতাঙ্গদের এলাকায় সেরকম নিরাপদ একটা বাড়ি খুঁজে পেলেন। সে বাড়িটা আমার স্বামী রিনহোল্ড কাসিরার এবং আমার। অবশ্য সেখানে আলোচনায় আমরা সক্রিয় ছিলাম না। কী আলোচনা হচ্ছে আমি অবশ্য কান পেতে শোনার চেষ্টাও করিনি। আমি শুধু বারান্দায় চায়ের ট্রে নিয়ে যেতাম। তাঁদের সব সংগঠনের সদস্য আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার সভা করেছেন। তবে ম্যান্ডেলাকে শুধু একবার দেখেছিলাম। খোদ সিওডিইএসএ-এর এরকম গোপন বৈঠক প্রক্রিয়া পুরোপুরিই সংশ্লিষ্ট বর্ণবাদীদের কানে তুলে দেয় কারা যেন। সংবাদপত্রে তাদের কাজকর্মের চুলচেরা বিশ্লেষণও হয়। কিছু কিছু আফ্রিকান্স ভাষার পত্রিকাও এরকম বিশ্লেষণের কাজ করে। বর্ণাবদী নেতাদের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার কারণে গোটা কর্মপ্রক্রিয়াকেই গিলে খেতে হয়, কিংবা কমপক্ষে হজম করে যেতে হয় তাঁদের।

ম্যান্ডেলা তখনও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী কিংবা যারা সংগ্রামে রত ছিলেন তাদের কাছে এরকম বিশাল প্রতিমায় পরিণত হননি। কিছু কিছু আফ্রিকান্সভাষী এখন বর্ণবাদী শাসনের নিন্দা করেন। কিন্তু তারা তখন স্বস্তি পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, বিরুদ্ধ শক্তিগুলোর মাঝে সমঝোতা হবে এবং পৃথিবীব্যাপী বর্ণবাদের প্রতি মানুষের নিন্দামন্দ কমে আসবে।

মান্ডেলা পাথরে খোদাই করা কোনো মূর্তি নন। তিনি রক্তমাংসে গড়া একজন দীর্ঘদেহী মানুষ। তাঁর কষ্টভোগ তাঁকে প্রতিশোধপরায়ণ করেনি, বরং তাঁকে আরো বেশি মানবতাবাদী করেছে, এমনকি যারা বর্ণবাদের জেলখানা তৈরি করেছে তাদের প্রতিও। দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ সাধারণ মানুষকে যারা নিজের দেশের স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে বেষ্টনীর বাইরে রেখেছে তাদের সঙ্গেও ম্যান্ডেলাকে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে দেখা গেছে।

সিওডিইএসএ চলা অবস্থায় উভয়পাক্ষিক আলোচনার গতি কমে আসে। এরকম একদিন যে ভবনে আলোচনা চলছিল তার প্রবেশপথে পুলিশ এবং একদল উগ্র চরমপন্থী বর্ণবাদী সমর্থকদের মধ্যে চলমান উত্তেজনার হুমকিতে আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক মাস পরে সিওডিইএসএ অচলাবস্থায় পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এর সবচেয়ে বড় অর্জন হলো নতুন সংবিধানের দিকে রাস্তা পাকা করা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় সব মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৯৩ সালে তাঁকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদানের খবরে আমরা খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের আনন্দে ভাটা পড়ে গিয়েছিল যেহেতু নোবেল কমিটি এফ ডাব্লিউ ডি ক্লার্ককেও এই পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাঁদের দুজনের জন্য অসলোতে একটাই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। জর্জ বিজোসসহ আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম ম্যান্ডোলার সফরসঙ্গী হতে। আরো কয়েকজন এএনসি নেতাসহ আমরা ম্যান্ডেলার সঙ্গে নরওয়ে ভ্রমণে অংশ নিই। তাঁকে সম্মান গ্রহণ করতে দেখার মতো অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয় আমাদের।

পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর আমাদের আরেক ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। মাদিবা (ম্যান্ডেলা) এবং আমরা, তাঁর সফরসঙ্গীরা যে হেটেলে উঠেছিলাম সে হোটেলের ব্যালকনিতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ম্যান্ডেলা নিজেও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। দেখলাম হোটেলের সামনে মানুষের বিশাল ভীড় জমে গেছে। স্ক্যান্ডিনেভীয় এলাকার মানুষ ছাড়াও আরো অন্যান্য এলাকার মানুষও আছে মনে হলো। তারা সবাই এএনসির মুক্তি সংগ্রামের গান গেয়ে ম্যান্ডেলাকে নিয়ে উৎসব করছে। জর্জ এবং আমি খেয়াল করলাম, পাশেরই আরেকটা ব্যালকনিতে ডি ক্লার্ক এবং তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। তারপরে যা ঘটল তার জন্য আমাদের কিছুই করার ছিল না। ডি ক্লার্ক এবং তাঁর স্ত্রী নিচে রাস্তায় আনন্দের গান গাইতে থাকা মানুষদের দিকে কিছুক্ষণ পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থেকে হোটেলের রুমের ভেতরে চলে গেলেন। ডি ক্লার্ক কি বুঝতে পেরেছিলেন জনতার আনন্দ আর গানের উদ্দিষ্ট তিনি নন?

ম্যান্ডেলার জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমি মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। জোহানেসবার্গের বিত্তবান উপশহরে অবস্থিত বিরাট, রুচিশীলভাবে সাজানো আরামদায়ক বাড়িটাতে দেখা করতে গিয়ে জর্জ এবং আমি তাঁর সঙ্গে সকালে নাস্তা করতাম। বার্ধক্যের কারণে ঘুম থেকে তিনি একটু দেরিতে উঠতেন। কাজেই আমাদের খাবারকে সরাসরি সকালের নাস্তা না বলে শেষ সকালের খাবার বলা যায়। বাড়ির কর্তা হিসেবে তাঁর জন্য টেবিলের নির্দিষ্ট যে চেয়ারটা ছিল সেটাতেই তিনি বসতেন। পাশেই রান্নাঘর; সেখানে যারা কাজ করত তাদের সঙ্গেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল দেখতাম। তারা সাধারণ খাবারের বেশ কয়েক পদ সামনে এনে রাখলে তিনি বেছে নিতেন এবং আরো কিছু বলার থাকলে বলতেন। সকালের ওই খাবারই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাবারের সময় এবং ওই সময়ই সাধারণত লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন তিনি।

খাবার পর আমরা সবাই বসার ঘরে চলে যেতাম। সেখানে ম্যান্ডেলা একটা বিশেষ চেয়ারে বসতেন। মাঝে মধ্যে তিনি একটুখানি ঝুঁকে এসে জর্জের হাত ধরতেন। জর্জ তাঁর বিচারের গোটা সময় ধরেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং শুধু আদালতে নয় অন্যান্য পরিস্থিতিতেও তাঁর পাশে ছিলেন। প্রথমে আমার হাত তাঁর দীর্ঘ আঙ্গুলঅলা লম্বা হাতে নিয়ে স্বাগত জানাতেন। এরপর এএনসির কমরেডরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে জেলখানায় ছিলেন কিংবা বাইরে ছিলেন তাঁদের সবার কথা জিজ্ঞেস করতেন। আরো বিভিন্ন খবরাখবর জানতে

চাইতেন জর্জের কাছে। জর্জের কথার প্রেক্ষিতে তিনি কখনও কখনও হেসে উঠতেন কিংবা চিন্তামগ্ন মন্তব্য করতেন।

ম্যান্ডেলা সম্পর্কে সর্বসাধারণ্যে যে জিনিসটির অনুপস্থিতি রয়েছে সেটি হলো, তাঁর তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধি এবং রসবোধ। যে কোনো পরিস্থিতিকে তিনি মুহূর্তে হাস্যরসে ভরিয়ে দিতে পারতেন। ১৯৯৮ সালে তিনি গ্রাসা ম্যাশেলকে বিয়ে করেন। গ্রাসা ম্যাশেল মোজাম্বিকে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মোজাম্বিকের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সামোরা ম্যাশেলের বিধবা স্ত্রী ছিলেন। সামোরা ম্যাশেল বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। শোনা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ সমর্থকদের কারণে বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। সুতরাং গ্রাসা ম্যাশেল দুজন প্রেসিডেন্টকে বিয়ে করেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা এবং অভিনন্দন পর্ব শেষ হলে ম্যাশেল ঘোষণা দেন তাঁর নামের ম্যাশেল অংশটি তিনি রেখে দিতে চান। এর প্রেক্ষিতে ম্যান্ডেলার কাছে তাঁর অনুভূতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, 'বাঁচা গেছে, তাঁর নামের অংশ আমার নামের সঙ্গে গ্রহণ করতে হচ্ছে না।'

মানুষকে বুঝতে পারার যে গভীর ক্ষমতা তাঁর ছিল সেটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একবার তাঁর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। আমার সামনেই তাঁর মেয়ে জিন্দজি ঢুকলেন। উইনি ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাঁর দুজন মেয়ের মধ্যে ছোটজন হলেন জিন্দজি। বাবা মেয়ে উভয়েই একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। ম্যান্ডেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কী খাবেন। উত্তরে মেয়ে অনুতাপের সঙ্গে বললেন, তাঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মা গাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। মাদিবা ঘাড় মাথা উঁচু করে বাইরে তাকিয়ে মেয়েকে বললেন, 'যাও, ওঁকে নিয়ে এসো।' কয়েক মিনিটের মধ্যে উইনি এসে রুমে ঢুকলেন। তাঁর মুখে হাসি ছড়িয়ে আছে, তিনি এখন ম্যান্ডেলার স্বাগত মেহমান; ম্যান্ডেলার জেল জীবনের গোটা সময়, বিচ্ছেদের সময় এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁরা একজন আরেকজনের জীবনের অংশ হয়েছেন অব্যর্থ ভালোবাসায়।

[নাদিন গর্ডিমার (১৯২৩- ২০১৪) দক্ষিণ আফ্রিকার কথাসাহিত্যিক। তাঁর লেখায় নৈতিকতা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ বিশেষ স্থান পেয়েছে। তিনি ১৯৯১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।]

ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং

এস.এম. মেহেদী হাসান

ফ্রিল্যান্সিং কি?

পরিবর্তনশীল এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের এই সময়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অস্থিরতার কারণে অর্থনৈতিক সম্ভাবনা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে বেকার সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশও এই পরিস্থিতির শিকার। যার ফলে বেকার যুবকদের পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মানুষ জীবনের প্রয়োজনে বিকল্প আয়ের পথ খুঁজছে। এই সুযোগে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং শব্দটি বাংলাদেশের মানুষের মাঝে দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং হয়তো ভবিষ্যতে আরও করবে। কিন্তু আসলে কি এই ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং?

ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং শব্দের মূল অর্থ হল মুক্ত পেশা। অর্থাৎ মুক্তভাবে কাজ করে আয় করার যে পেশা তাকেই আসলে ফ্রিল্যান্সিং বলা হয়। আর একটু সহজ ভাবে বললে, ইন্টারনেটের ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের কাজ করিয়ে নেয়। নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কাউকে দিয়ে এসব কাজ করানোকে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং বলে। যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে দেন, তাঁদেরকে বলা হয় ফ্রিল্যান্সার ।

ফ্রিল্যান্সিং কেন?

ফ্রিল্যান্সিং এর বেশ কিছু সুবিধার মধ্যে অন্যতম আপনার কোন নির্দিষ্ট কোন সময় নাই। ইচ্ছামত সময় বের করে নিয়ে কাজ করা সম্ভব পড়াশুনায় বা অফিসের তেমন ক্ষতি হয় না । অনেকটা নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে আপনি কখন কাজ করবেন বা কখন করবেন না। বাসায় বসে কাজ করুন। বাইরে বের হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। হরতাল আপনার কাজে কোন বাধা প্রদান করবে না খোলা থাকবে আপনার অনলাইন মার্কেট প্লেস । শিক্ষাগত যোগ্যতা বা বয়সের গণ্ডি নেই।

বিশ্বাস, ধৈর্যশীলতা, সততা, আত্মবিশ্বাস–এই চারটি গুণ যার মধ্যে আছে সেই কেবল অনলাইনে আয় করার জন্য সমর্থ হবেন।

ফ্রিল্যান্সিং এর কাজের মধ্যে আপনি যে কোন একটি বেছে নিতে পারেন-যেমন: কনটেন্ট রাইটার, ওয়েব ডেভলপার, এফিলিয়েট মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং, পরামর্শদাতা, ওয়েব ডিজাইনার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার এবং এরকম অসংখ্য কাজের মধ্যে যে কোন একটাতে যেটা আপনার ভাল লাগে।

ফ্রিল্যান্সিং কোথায় শিখবেন?

অনেক ট্রেনিং আছে যেখান থেকে আপনি শিখতে পারেন এছাড়াও গুগোল বা ইউটিউব থেকে বেসিক ধারণা নিতে পারেন।

মিরপুরেই রয়েছে একটি ভাল মানের আইটি ট্রেনিং সেন্টার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আইটি নামের এই প্রতিষ্ঠান এ রয়েছে দক্ষ ফ্রিলান্সার রা যাদের মাধ্যমে আপনি ট্রেনিং নিয়ে নিজেই হতে পারেন একজন সফল ফ্রিলান্সার।

ইনডিপেনডেন্ট আইটি এর অফিসিয়াল পেজ

https://www.facebook.com/independentit/

ইনডিপেনডেন্ট আইটি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

http://independent-it.com/

আমাদের বঙ্গবন্ধু

খায়রুল ইসলাম

সহকারি অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সবে মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ করেছি। তখন কতইবা বয়স আমার। দশ কিংবা এগারো। দেশ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি শব্দগুলো তখনও ধোঁয়াশাই আমার কাছে। ধোঁয়াশা থাকবেই না বা কেন? কেউ তো এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলেনি কখনও। আবার নিজ থেকে আগ্রহী হয়ে ওঠার বয়সও না এটা। বাবার কাছ থেকে যে শুনবো? তাও অসম্ভব। সে তো অনেক আগেই পাড়ি জমিয়েছেন অনন্তের পথে।

তবে বরাবরের মতো এখানেও আমি নিজেকে কিছুটা ভাগ্যবান মনে করি। জন্মের পর থেকেই আমি আমাদের ঘরে একজন গৃহশিক্ষককে দেখে আসছিলাম। সে মূলত আমি সহ আমার বড় বেশ কয়েক জন ভাই-বোনের শিক্ষা গুরু ছিলেন। তাঁর কাছেই আমার আদর্শ লিপির হাতে খড়ি। তাঁর কাছেই ছিল আমার যত আবদার। তাঁর কাছেই আমার জাতি, জাতীয়তাবোধ, দেশ, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথম পাঠ। বেশ মনে আছে, মাধ্যমিকের ক্লাস কেবল শুরু করেছি। একদিন ক্লাসে একজন স্যার যার নামটা সঠিক মনে নেই তবে সম্ভবত অনিল কুমার স্যার হবেন, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলছিলেন। নতুন স্কুল, নতুন ক্লাস, নতুন শিক্ষক, নতুন সহপাঠী ইত্যাদি কারনে স্যারকে প্রশ্ন করে আর একটু বুঝে নেওয়ার মতো সাহস দেখাতে পারলাম না। তবে ভেবে রাখলাম, বাড়িতে গিয়ে আমার সব সমস্যার সমাধান সিরাজুল হক স্যারের শরণাপন্ন হবো। যেই চিন্তা সেই কাজ। বাড়িতে স্যারকে পাওয়া মাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করে বসলাম। স্যারও যথারীতি খুব যত্নের সাথেই আমাকে বিষয় গুলো বুঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। জাতি, জাতীয়তাবোধ, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়গুলো ততোটা না বুঝলেও দেশ, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু ইত্যাদি বিষয় মনে বেশ দাগ কেটেছিল। বিশেষকরে একটি স্বাধীন দেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর যে ত্যাগ ও বিসর্জন তা আমাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিলো। কিন্তু বয়স স্বল্পতা কিংবা অন্য যে কোন কারণই হোক না কেন এর তীব্রতা আমি তখন অতোটা টের পাইনি। প্রাকৃতিক নিয়মে বয়স ও বিবেচনা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে একটু একটু করে অনুভবে জায়গা করে

নেয় এই মহীরুহসম মানুষটি যার জন্মই আমাদের সবার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশটির জন্মের কারণ।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক উত্থান এবং প্রজ্ঞা বিষয়ক ইতিহাস নির্ভর বা বিশেষণধর্মী বিষয়গুলি ছাপিয়ে যে বিষয়টি আমার ছোট প্রাণকে নিয়ত নাড়া দিত তাহলো, একজন মানুষ কতটা আবেগি হলে, কতোটা দেশ, দেশের মানুষ, স্বাধীনতা ইত্যাদির একনিষ্ঠ ভক্ত হলে, চিন্তায় ও কাজে কতটা সৎ হলে, ব্যক্তিগত জীবনে কতটা সাহসি হলে তার পক্ষে একটা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য এই মহাকাব্যিক ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব। জীবন চলার পথে আমি নিজেকে বারবারই এই প্রশ্ন করেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি পরিচিত অনেকের সাথে কথা বলে। সন্তোষজনক জবাব মেলেনি। জবাব মিলবেই বা কীভাবে? আমাদের চাওয়া আর বঙ্গবন্ধুর চাওয়ায় যে আকাশ সম তফাৎ। আমাদের চিন্তা আর বঙ্গবন্ধুর চিন্তার মধ্যে যে যোজন যোজন পার্থক্য। আমরা সাধারণেরা যখন নিজেকে নিয়ে ভাবী, নিজের একান্ত পরিজনদের নিয়ে ভাবী, বড়োজোর পরিজনদেরকে ছাপিয়ে আশপাশের দু-চার জনকে নিয়ে ভাবী, তখন এই মহান ব্যক্তির ভাবনায় ছিল সমগ্র বাংলা ও বাংলার গরিব, দুখী ও অধিকার বঞ্চিত মানুষেরা। শুধুই কি ভাবনা? ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য অবলীলায় নিয়েছেন জীবনের ঝুকি এবং করেছেন নিরলস পরিশ্রম।

এই মহান মানুষটি হঠাৎ করে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন তা কিন্তু মোটেইনা। তিনি রাজনীতির বিপদসঙ্কুল মাঠ থেকে উঠে আসা এক লড়াকু সৈনিক। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের অনেক আগেই মুসলিম লীগের হয়ে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তান অর্জনের লড়াইে শামিল হয়েছিলেন। হোসেন শহিদ সোহওয়ার্দি তাঁকে যেমনি স্নেহ করতেন তেমনি তাঁর উপর অনেক নির্ভরও করতেন। বঙ্গবন্ধুরও ছিল সোহরাওয়ার্দির প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়া কালিন সময়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে সোহরাওয়ার্দির সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে গড়ে উঠে গভীর সখ্যতা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ ঘটে তাঁর জন্মস্থান গোপালগঞ্জেই। যাহোক, পাকিস্তান অর্জনের পর সহসাই যখন বাঙালীর স্বপ্ন ভঙ্গ হতে শুরু করে বঙ্গবন্ধুও আর বসে থাকেননি। আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেন নতুন করে। প্রথম দিকে স্বায়ত্তশাসন এবং পরবর্তীতে স্বাধীন দেশের দাবী। অবশেষে অনেক ত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে ১৯৭১ এর ১৬ ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জন। এরই মাধ্যমে বাঙালীর ইতিহাসে যুক্ত হল একটা যুগান্তকারী ঘটনা। এটাই এই ভূখন্ডের হাজার বছরের ইতিহাসে প্রথম ঘটনা যখন আমাদের দেশের শাসনভার আমাদের হাতেই আসলো। আমরা বাঙালীরাই দায়িত্ব নিলাম আমাদের ভালো-মন্দ ও ভূত-ভবিষ্যতের। নিঃসন্দেহে যে কোন জাতির জন্য এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। আর বাঙালীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনের অনুঘটক হয়ে থাকলেন, আমাদের প্রাণের মানুষ বঙ্গবন্ধু।

ভাবুনতো একজন মানুষ কখন এমনি করে নিজেকে ঢেলে দিতে পারে? নিশ্চিত ভাবেই সে যখন আর দশজন থেকে আলাদা, যখন মানুষের দুঃখ-কষ্টে তার প্রাণ অন্য যে কারো চেয়ে বেশি ব্যথিত হয়। জানি কখনও কখনও কোন কোন মানুষ ক্ষমতার মোহেও এটা করে থাকে। সম্ভবত, অধিকাংশ জনই তাই করে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে এটা যে একেবারেই অমূলক তা তাঁর জীবনাচার লক্ষ্য করলে খুব সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া একাত্তরের সাতই মার্চের ভাষণেও বিষয়টি স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। বক্তৃতার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন- "আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমার দেশের মানুষের অধিকার চাই।" তাঁর জীবনাদর্শের মূল জায়গাটাই ছিল গণমানুষের মর্যাদা ও অধিকার। ১৯৭৪ সনে জাতি সংঘে দেওয়া ভাষণেও তিনি এই অবস্থান আবারও পরিষ্কার করেন এভাবেঃ "একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবনের অধিকার অর্জনের জন্য বাঙালী জাতি বহু শতাব্দি ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে।" মূলতঃ তাঁর তাঁর ধ্যান-জ্ঞানই ছিল, মানুষের মুক্তি ও সম্মানজনক জীবন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাঁর ছিল প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। এই মহা মানবের জীবনব্রতই ছিল, যে কোন মূল্যে গণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তাদের মুখে হাসি ফুঁটানো।

বলতে পারেন এত সাধারণ, সাবলিল ও আড়ারম্বরহীন জীবন যাপন করেছেন ক' জন বিশ্বনেতা? খুব বেশী নেতা কি পাবো যারা নিজের উপরে, নিজের দেশের মানুষের উপরে এতোটা আস্থা রেখেছেন? দেশের মানুষকে সকল প্রকার আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বৈষম্য থেকে মুক্ত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছেন। বিশ্ব ইতিহাস ঘাঁটলে দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্টের আব্রাহাম লিঙ্কনদের মতো গুটি কতক নেতাই সম্ভবত এই কাতারে থাকবেন।

ব্যক্তিগত জীবনেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন সম্পূর্ণ স্বজন বৎসল মানুষ। সন্তান, সহধর্মিণী, বাবা, মা ও পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি তাঁর ছিল সীমাহীন মমতা। রাজনৈতিক যক্কি-ঝামেলা ও গ্রেফতানি পরোয়ানা মাথায় নিয়েও তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভোলেননি তাঁর পরিজনদের। গ্রেফতানি পরোয়ানা মাথায় নিয়েই তিনি একবার হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে বৈঠক করার জন্য লাহোরে গিয়েছিলেন। ভেবে রেখেছিলেন দেশে ফিরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু তাঁর মন চলে গিয়েছিলো বাড়িতে- মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে। পরিকল্পনা করেছিলেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে যে করেই হোক একবার বাড়িতে যেতেই হবে। এই মানুষ গুলোকে একবার দেখতেই হবে। সে খুব ভালো করেই জানতো, একবার জেলে ঢুকিয়ে দিলে আবার কবে ছাড়া পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন- "মন চলে গেছে বাড়িতে। কয়েকমাস পূর্বে আমার বড় ছেলে কামালের জন্ম হয়েছে, ভালো করে দেখতেও পারিনি ওকে। হাচিনা তো আমাকে পেলে ছাড়তেই চায়না। অনুভব করতে লাগলাম যে, আমি ছেলে মেয়ের পিতা হয়েছি। আমার আব্বা ও মাকে দেখতে মন চাইছে। তাঁরা জানে লাহোর থেকে ফিরে নিশ্চয়ই একবার বাড়িতে আসবো। রেণু তো নিশ্চয়ই পথ চেয়ে বসে আছে। সে তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে, কিন্তু কিছু বলেনা। কিছু বলেনা বা বলতে চায়না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে।"(অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১৪৬)। এমন সরল স্বীকারুক্তির বাইরেও তাঁর পারিবারিক ছবি গুলি খুব সহজেই বলে দেয় যে কতো মমতাময়ী বাবা ছিলেন তিনি। পরিবার কিংবা দেশ তথা দেশের মানুষ কোনটিই তাঁর কাছে উপেক্ষার ছিলোনা। জীবন চলার পথে এমন চমৎকার ভারসাম্য করে চলতে পারা মানুষ খুব বেশি দেখা যায়না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে অনন্য, তিনি যে অসাধরন। একজন বাবা হিসেবে তিনি হতে পারেন আমাদের মতো হাজারো বাবার অনুপ্রেরণা।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরও যে প্রশ্ন গুলো আমাকে কিশোর বয়সে সদা তাঁড়িয়ে ফিরত তাহলো, বঙ্গবন্ধু কি একটা ঘটনা মাত্র? তিনি কি সময়ের স্রোতে ভেসে আসা আর দশটা নামের মতো একটা নাম মাত্র? তিনি কি সময়ের সৃষ্টি? নাকি নিজেই সময়ের স্রষ্টা? সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে বেড়ে ওঠা একজন মানুষকে যখন দেশ ও জাতিকে নিয়ে এভাবে ভাবতে দেখি তখন তাঁর সম্পর্কে কিছু কৌতুহল তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। তিঁনি দেশকে নিয়ে ভেবেছেন। দেশ, জাতি ও জাতিয়তাবোধের যে অনুভূতি আমরা তাঁর মাঝে দেখি সেটা তিনি তাঁর পরিবার থেকে পেয়েছেন তাও নয়। এটা একান্তই তাঁর নিজস্ব। এটা তাঁর জন্মগত। তবে তাঁর বাবা এবং পরিবাবের অন্যরা কখনোই তাঁর পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ইতিমধ্যেই বলেছি, বাংলাদেশের জন্য সংগ্রামের আগে তিনি সংগ্রাম করেছেন পাকিস্তানের জন্য। তিনি যুদ্ধ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকার ও মর্যাদার যুদ্ধ। সে যুদ্ধে জয়ী হলেন। কিন্তু অচিরেই সব কিছু মরীচিকা হয়ে গেলে তাঁকে যুদ্ধে নামতে হয় বাঙালীর জন্য, বাংলাদেশের জন্য। আমাদের জন্য। নিরন্তন সংগ্রামের পথে তাঁকে ত্যাগ করতে হয় জীবনের আরাধ্য সব সুখ-শান্তি। তিনি লিখেছেন- "ছেলে মেয়েদের জন্য একটু বেশি মায়া হয়ে উঠেছিল। ওদের ছেড়ে যেতে মন চায় না, তবুও তো যেতে হবে। দেশ সেবায় নেমেছি, দয়া মায়া করে লাভ কি? দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসলে ত্যাগ তো করতেই হবে। এবং সে ত্যাগ চরম ত্যাগও হতে পারে।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-১৪৬) ত্যাগ স্বীকারের এ রূপ মানসিকতাই তাঁকে করেছিলো আপোষহীন, অদম্য এবং অনবদ্য। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা ও বাঙালীর মুক্তির জন্য অনস্বীকার্য।

আমাদের অনেকেরই জানা আছে যে কতো বছর বয়সে বঙ্গবন্ধু প্রথম জেলে গিয়েছিলেন। মাত্র উনিশ। এমন বয়সের একটা ছেলে যখন তাঁর মায়ের আঁচলের কাছাকাছি থাকার কথা, যখন তাঁর জগত সংসারের জটিল বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে না পারার কথা, তখনও সে ভীষণ প্রতিবাদি। স্রোতে গাঁ ভাসিয়ে দেয়া আর দু-চার জন মানুষের মতো নন তিনি। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর ছিল স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও স্পষ্ট জীবনবোধ। পরবর্তীতে গণমানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে এই মহান ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে তেরো বছর নয় মাস জেল খেঁটেছেন। তিনি বেঁচেছিলেন পঞ্চান্ন বছর কয়েক মাস। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ এক শুভক্ষণে তাঁর জন্ম। আর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গুটি কতক স্বার্থান্ধ, পথভ্রষ্ট আর্মি অফিসারের হাতে তিনি শহিদ হন। এই ক্ষণজন্মা মানুষটির জীবনের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময়ই কেটেছে জেলে। তিনি হাসি মুখে এগুলো মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিণীসহ পরিবারের অন্য সদস্যরাও। কেউ কখনো তাঁর পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়নি। দেশের জন্য এটা শুধু বঙ্গবন্ধু না পুরো বঙ্গবন্ধু

পরিবারের মহান ত্যাগ। অন্য অনেক নেতার মতো তিনি কি পারতেন না পাকিস্তানিদের সাথে আঁতাত করতে? তিনি কি পারতেন না নিজের আখের গুছিয়ে নিতে? তিনি আসলেই পারতেন না। তিনি পারবেনই বা কিভাবে? তিনি যে বঙ্গের বন্ধু। তিনি যে বঙ্গের মানুষের সুখ-দুখের সাথী।

তাঁকে দেখে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে জীবন গুঁটিয়ে রাখার নয় বরং জীবনের সার্থকতা একে অন্যের জীবনের মাঝে খোঁজা। এমন আবেগ, ত্যাগকে ভক্তিভরে স্মরণ করলেও মন ভালো হয়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান কালিন সময়ে ওঁদেরকে কতো সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে পালন করতে দেখেছি প্রেসিডেন্ট ডে এবং মারটিন লুথার কিং ডে। শুরুতে ওঁরা জাতির জন্য সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর এবং অসাধারণ কর্ম সম্পাদনকারী রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মানার্থে এক একটা দিন উৎযাপন করতো। সভা, সমাবেশ, আনন্দ মিছিল, আলোচনা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তাঁরা দিনটি পার করতো। ঐ দিনগুলোতে আবার সরকারি ছুটিও থাকতো। শপিংমল এবং রেস্তোরায় বিশেষ ছাড়ে জিনিস পত্র ও খাবার পাওয়া যেত। এখনও সবই আছে। শুধু বিভিন্ন দিনের পরিবর্তে একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে নেয়া হয়েছে যেদিন সবাইকে একসাথে স্মরণ করা হয়। আর সে দিনটি হল ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সোমবার। এ দিনটি মূলত আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের জন্ম দিন। একই ভাবে মারটিন লুথার কিং ডে উৎযাপিত হয় জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সোমবার। এদিনটিও মূলত লুথার কিং-এর জন্ম দিন। নিশ্চিতকরেই এই কৃতজ্ঞতাবোধ ও সে মাফিক মহানদের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার ফলেই আমেরিকা হল আজকের বিশ্বের এক নম্বর দেশ। কিন্তু আমরা বাঙালীরা এতোটাই অকৃতজ্ঞ যে, আমাদের মহান নেতা যার সুবাদেই আজকের আমাদের স্বাধীনতার সুখ, যার সুবাদেই বিশ্বের বুকে স্বতন্ত্র পরিচয় তাঁর শাহাদাৎ বার্ষিকীর ছুটির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করি। তবে আমি যুবকদেরকে নিয়ে খুবই আশাবাদী, ওরা শুধু দিনটাকে স্মরণই করবেনা, এই মহান মানুষটির আদর্শকে ওদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করবে। কেন করবেনা? নিশ্চয়ই করবে। ওরাতো খুব ভালো করেই জানে, বিনয় আর কৃতজ্ঞতাই একটি সমাজ ও একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল শক্তি।

বঙ্গবন্ধুর সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, ভালো থাকা না থাকা মিশে গিয়েছিলো বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখের হাসি, অন্তরের প্রশান্তি, আর্থিক সঙ্গতি, সামাজিক নিরাপত্তা ও সম্মান জনক জীবন যাত্রার মাঝে। তাইতো তিনি মিশে আছেন আমাদের অস্তিত্বের সাথে। আর থাকবেন নাই বা কেন? একবার ভাবুনতো বাংলাদেশ আজও পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান বলেই পাকিস্তানে বিদ্যমান সব ধর্মীয় উগ্রবাদ, হানাহানি এবং সীমাহীন প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আমাদের নিত্য সঙ্গী। মসজিদে যাবেন নামাজ পড়তে ফিরবেন লাশ হয়ে। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। ঘটছে হর হামেশাই। আপনার দেশে কোন বিদেশী ক্রিকেট কিংবা হকি দল আসছেনা। হোম গ্রাউনড হিসেবে লজ্জাকর ভাবে ব্যবহার করছেন অন্য দেশের মাটি। কূটনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন, পরিত্যক্ত এক দেশ। ধর্মীয় মৌলবাদ ও জাতিগত সংঘাতে জর্জরিত এক দেশ। এমন দেশ যেখানে কোন স্বস্তি নেই। এমন দেশ যে কোন স্বপ্ন দেখায়না, শুঁনায়না কোন আশার বানী। আমি বলছি না আমাদের দেশে কোন সমস্যা নেই। নিশ্চয়ই আছে। তবে পাকিস্তানের মতো ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার মতো না। তাছাড়া ভাষা নিয়ে নেই কোন কাড়াকাড়ি। চাকুরী কিংবা ব্যবসা- সব ক্ষেত্রে আমাদেরই নিয়ন্ত্রণ। নেই কোন অযাচিত খবরদারি। এসবই সুখময়। এ সবই পরম আরাধনার। এ সবই জীবনের দাবি। আর এ সব কিছুর কারিগর হলেন সর্বকালের সেরা বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

কিশোর বয়সে গৃহ শিক্ষকের কাছ থেকে যে বঙ্গবন্ধুকে চিনেছিলাম সে বঙ্গবন্ধু হৃদয়ের কোনে আজও অমলিন। আজও চোখে ভাসে স্যারের সেই উৎসাহ ভরা মুখ খানা ও কৃতজ্ঞ চোখ দুটি যা আমাকে প্রায়শই মনে করিয়ে দেয়, ব্যক্তিগতভাবে এবং জাতিগতভাবে আমাদের কে অবশ্যই বঙ্গবন্ধুকে এবং তাঁর সীমাহীন অবদানকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ও গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হবে। আমাদের কর্মকান্ডে দেশ ও জাতি নিয়ে তাঁর চিন্তা ও উদ্যোগের প্রতিফলন থাকতে হবে। মাঝে মাঝেই ভাবী, বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে চেনানোর কি কিছু আছে? ইতিহাস ঘেঁটে ঘেঁটে অনেক তথ্য-উপাত্ত বের করে তাঁর অবদান প্রমাণের কি কিছু আছে? নিঃসন্দেহে তিনি থাকবেন আমাদের মেধায় ও মননে। তিনি থাকবেন আমাদের স্বাধীনতায় ও সার্বভৌমত্বে। তিনি থাকবেন ষোল কোটি মানুষের হৃদয়ে। তিনি থাকবেন আমাদের অস্তিত্বে, আমাদের স্বাতন্ত্রে। তিনি থাকবেন অনাগতদের ভাবনায় ও কর্মে।

আন্দোলন সংগ্রাম অতঃপর বাংলাদেশ

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), সমাজবিদ্যা বিভাগ

ইতিহাস ঐতিহ্য শব্দগুলোর সাথে মিশে আছে অতীতের সুদীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম, বীরত্ব আর জয় পরাজয়ের বিবর্তনের কথা। পরিবর্তন সময়ের নিয়ম। হাজার বছর আগের বাংলা আর আজকের বাংলা তথা বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। তাই বলে কি আজ এই দিন বদলের সময়ের তরুণ সমাজ অস্বীকার করতে পারবে বাংলা আর বাঙালির ইতিহাসকে? উত্তরটা যে কোন মূল্যেই না; কেননা হাজার বছর আগের বাঙালির আর আজকের বাঙালির মাঝে কেবল একটি বিষয়ই অপরিবর্তিত থেকে যাবে আর সেটি হল দেশপ্রেম। যেটি বীর বাঙালির আন্দোলন, সংগ্রাম আর বিজয়ের মূলমন্ত্র। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজকের এই বাংলাদেশে দেশপ্রেম হল সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত, বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি স্তম্ভ। যার ভিত্তি রচনা করেছিল হাজার বছরের সাহসী বাঙালিরা আর সেই পথ ধরে আজ আমরাও দীক্ষিত। বাঙালির সেই সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আশা করছি আগামী প্রজন্ম, আমাদের তরুণ সমাজ, আমাদের আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক নিজের শিকড়কে জানবে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালির উন্নয়নে তথা বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী দুঃশাসন আর তারও আগে প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসন হতে মুক্ত হবার জন্য বাঙালি জাতি বিভিন্নভাবে লড়াই সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করেছে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে নয় মাস ব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। পিছনে ফেলে এসেছে হাজার বছরের ইতিহাস। ভারতবর্ষে ২০ শতকের পূর্বে যে ভূ-খণ্ড বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল, প্রাচীনকালে তার কোন নির্দিষ্ট নাম বা কোন নির্দিষ্ট আয়তন ছিলনা। এমনকি বাংলা কখনও স্বাধীনও ছিল না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজবংশ যেমন- গুপ্ত, পাল, সেন এবং খিলজীদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ১৫২৬ সালে ভারতের শাসন ক্ষমতা যখন মুঘলদের হাতে চলে যায় তখন বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং বাংলা, সুবা বাংলা নামে পরিচিতি পায়। মুঘল শাসনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসকদের দূর্বলতার সুযোগে প্রদেশ সমূহ স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা শুরু করে। বাংলার মুর্শিদকুলী খান প্রথম স্বাধীন নবাবী আমল প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর নবাব সিরাজউদ্দোলা বাংলার মসনদে বসেন মাত্র ২৩ বছর বয়সে। তবে তিনি বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সিংহাসনচ্যুত হন। ক্ষমতায় আসেন লোভী মীর জাফর। যদিও মূল ক্ষমতাটি থাকে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের উপর।

১৭৬৪ সালে দেওয়ানী লাভের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে ব্রিটিশরা তাদের অবস্থান তৈরি করতে থাকে। ভারতবর্ষের এত বিশাল সম্পদ, সুলভে পাওয়া কাঁচামাল এবং সহজে কম পয়সায় শ্রমিক খাটানোর সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ শুষে নেবার জন্যই ইংরেজরা এদেশে আগমন করে এবং ফিরে যাবার আগে শাসন এবং শোষণ করে যায় দীর্ঘ প্রায় ১৯০ বছর। ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন শাসন করার যে পরিকল্পনা তাদের ছিল সেখানে একমাত্র বাধা ছিল বাঙালি জাতি। যারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে অগ্রসর, সাহসী, সমাজ সচেতন ও শিক্ষিত শ্রেণি। বাঙালি বলতে মূলত বাংলা ভাষাভাষিদের বিশেষ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের বোঝানো হতো। তারা কোন বিশেষ একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিল না। সে কারণেই ব্রিটিশরা ধর্মকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যায়। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে যায়। যদিও বিদ্রোহটি সফল হতে পারেনি। তবে এর মাঝে যে ভারতবাসী স্বাধীন হবার বীজটি বুনেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সময়ের প্রয়োজনে ভারতবাসীর অধিকার আদায়ের প্রশ্নে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়। যেটি আজকের ভারতের সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস। এই সংগঠনটিও ভারতীয় মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। যেজন্য ১৯০৬ সালে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিমলীগ। বাংলা ভাষাভাষিদের নিয়ে গড়ে ওঠা বাঙালি জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ব্রিটিশ কর্তৃক ১৯০৫ সালে ভঙ্গভঙ্গ করা হয়। ১৮৫৪ সালে বাংলা (পূর্ব + পশ্চিম), বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে গড়ে ওঠা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ভেঙ্গে শুধুমাত্র পূর্ববাংলা ও আসামকে নিয়ে সে বাংলা বিভাগ করা হয়। সেই নতুন

বাংলা প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকাকে। ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে পূর্ববাংলার বাঙালিরা ভবিষ্যত উন্নতির স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। যদিও সেই স্বপ্নটি ১৯১১ সালে বাতিল করা হয় বিভিন্নমুখী আন্দোলনের চাপে পড়ে। তবে কংগ্রেসের উচ্চবর্ণের কিছু উগ্রবাদী হিন্দু নেতৃবৃন্দের অবস্থানটি যে অনেক বড় ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছিল সেটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। বঙ্গভঙ্গ বাতিল হওয়ার ফলাফল স্বরূপ ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে দুই বাংলার মাঝে বিভক্তরেখা তৈরি হয়ে যায়।

১৯১১ সালের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান এবং পশ্চিম বাংলার বাঙালি হিন্দুরা আর এক পতাকার নীচে মিলিত হতে পারেনি। দুই অংশের মাঝে বিশ্বাস ও আস্থার জায়গায় ব্যবধানটি কেবল বাড়তেই থাকে আর এভাবেই ভারতবাসী ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার দারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্ব অংশের বাঙালিয়া কেবল বঞ্চিত আর অবহেলিত হয়েছে, যা তাদেরকে প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছে। এই প্রতিবাদী চেতনাই তাদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। সময় এবং ঘটনার ধারাবাহিকতায় হিন্দু মুসলমানদের মাঝে আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাসের কারণে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল একই রকমভাবে বাঙালি ও অবাঙালিদের (পাকিস্তানী) মাঝেও দূরত্ব তৈরি হয়। যদিও উভয়ই ছিল মুসলমান। পূর্ববাংলার বাঙালিরা বরাবরই অধিকার বঞ্চিত। এই অধিকার বঞ্চনার জায়গা থেকে তারা অধিকার সচেতন হয়ে ১৯৪০ সালে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগের (মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬) নেতা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (উল্লেখ্য তখন ভারতবর্ষ ১১টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ছিলেন বেঙ্গল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের বিষয়টি উল্লেখ ছিল। অথচ ১৯৪৭ সালে ১৪ এবং ১৫ আগস্ট মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তথাকথিত দ্বি-জাতি (ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতি) তত্ত্বের ভিত্তিতে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়- পাকিস্তান ও ভারত। ভারতের ক্ষমতা গ্রহণ করে ভারতীয় কংগেস এবং পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করে মুসলিম লীগ। এভাবেই পূর্ব বাংলার বাঙালিরা স্বাধীন হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। তবুও বাঙালি দমে যায়নি, কারণ বাঙালি হচ্ছে বীরের জাতি। সে লড়াই করেই সফলতা অর্জন করেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা মূলতঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীরকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল। সেখানে পূর্ববাংলাকে অন্তভূক্ত করা হয়নি। এমনকি পাকিস্তান নামকরণটি চৌধুরী রহমত আলী নামক যে পাঞ্জাবী ছাত্রটি করেছিলেন সেই নামকরনেও পূর্ববাংলার কোন অস্তিত্ব ছিলনা। অথচ কায়েমী স্বার্থে অন্ধ তৎকালীন মুসলিম লীগের অবাঙালি পাকিস্তানবাদীদের কারসাজিতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক ১৯৪৭ সালে উত্থাপিত সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবকেও উপেক্ষা করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যে রাষ্ট্রের সাথে কেবল ধর্ম ছাড়া তার ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সভ্যতার কোন মিল নেই। তার উপর রয়েছে প্রায় ১২০০ মাইলের ব্যবধান।

তাই দেখা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পাকিস্তানবাদীদের পূর্ববাংলাকে শাসনের নামে শোষণ এবং কালক্রমে তা তীব্র আকার ধারণ করে মৃত্যুর মিছিলে পরিণত হয় গোটা বাংলাদেশ। এইভাবে পাকিস্তানবাদীদের স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষায় বাঙালি জাতি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আঞ্চলিক শোষণ ও শ্রেণি শোষনের নিষ্পেষণে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির মধ্যে জেগে ওঠে জাতীয়তাবাদী জাগরণ। এই জাগরণ পর্যায়ক্রমে তীব্রতর হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে জেগে ওঠে বঞ্চিত নির্যাতিত মানুষের একটি দেশ বাংলাদেশ।

ইংরেজদের কাছ থেকে যারা ১৯৪৭ সালে শাসনভার গ্রহণ করে তাদের সাথে সাধারণ মানুষের একটা ব্যবধান থেকে যায়। এদেশের মানুষেরা সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা চেয়েছিল। যে স্বাধীনতায় তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে। অর্থাৎ তারা পেট ভরে খেতে পারবে, মোটা কাপড় পরতে পারবে, তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষার সাথে সাথে বিকাশ লাভ করবে। কিন্তু তার কিছুই হলনা। দেখা গেল ধর্মীয় কারণে গড়ে ওঠা স্বাধীন পাকিস্তান সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণই বয়ে আনেনি বরং তারাই লাভবান হলেন

যারা ছিলেন একসময় ইংরেজদের দোসর। এরাই অতীতে সাধারণ মানুষের উপর চালিয়েছিল অত্যাচার, নির্যাতন। এই শাসক শ্রেণির অর্থাৎ মুসলিম লীগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াল স্বাধীনতাকামী কিছু মুক্তিপাগল বাঙালি, যারা একসময় পাকিস্তান সৃষ্টিতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

সময়ের প্রয়োজনে পূর্ব বাংলার কিছু সাহসী, সচেতন এবং প্রগতিশীল মানুষের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার বিখ্যাত রোজ গার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ নামক দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটে পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দেবার মাধ্যমে দলটি একটি অসাম্প্রদায়িক রুপ লাভ করে নাম হয় আওয়ামী লীগ। এই দলের নেতৃত্বেই অনেক ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই ১৯৫৫ সালে আরো একটি বেদনাদায়ক ঘটনার অবতারণা হয় পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জীবনে। সেটি হল প্রাচীনকাল থেকে ১৯৪৭ এ দেশ বিভক্তির পরেও অর্থাৎ ১৯৫৫ পর্যন্ত আমাদের এই অংশটি বাংলা নামেই পরিচিত ছিল। অথচ কায়েমী স্বার্থবাদী পাকিস্তানপন্থীরা আমাদের বাংলা নামটি কেড়ে নিয়ে ১৯৫৫ সালে এর নামকরণ করে পূর্ব পাকিস্তান।

আওয়ামী লীগের যে সব নেতৃবৃন্দের হাত ধরে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্নটি দেখতে শুরু করেছিলেন তারা হলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবুর রহমান, খান সাহেব ওসমান আলী, এম মনসুর আলীসহ আরো অনেকে। শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৪৯ সালে শেখ মুজিবের মত একজন তরুণ সেনানী যিনি সাংগঠনিক পদ পাবার পর এমনকি আগেও বাংলার শোষিত, নির্যাতিত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের অধিকারের কথা বলেছিলেন বলেই তিনি সমগ্র বাঙ্গালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টায় পরিনত হন। তিনি তাঁর মেধা, সততা, যোগ্যতা, দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার অন্তরালে মূলত তার অতুৎজ্জ্বল দেশপ্রেমই মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পর স্বাধীন পাকিস্তানী শাসক চক্রের শোষণ, নির্যাতনের-বৈষম্য ও শিকার হতে হতে বাঙালি জাতি সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ কখনও ভোগ করতে পারেনি। এ কারণেই স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয় বিদ্রোহী এ জাতি রুখে দাঁড়ায় সকল অনাচার, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। শুধুমাত্র আন্দোলন শব্দটিতে এর পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় না বরং এর সাথে মিশে আছে বাঙালি জনসমাজের আত্মত্যাগ, সংযম ও বীরত্বের এক অপূর্ব ইতিহাস। পাকিস্তানী বেনিয়াশক্তির সকল ধরণের অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে বাঙালি জাতি নিজের বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করে আদায় করে ভাষার অধিকার। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতি ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে যায় একটি সাহসী এবং সংগ্রামী জাতি হিসেবে। বাঙালির এই বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ শে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পৃথিবীর সকল ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী এই দিনে নিজ নিজ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে বাঙালি জাতির অবদানের কথা স্মরণ করে। পৃথিবীতে বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা নিজের রক্ত দিয়ে ভাষার অধিকার ছিনিয়ে এনেছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছে। ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকৃত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা শহীদ মিনার আজও আমাদের যেকোন ক্রান্তিকালে আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

পূর্ববাংলার বাঙালিদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি গৌরবগাঁথা হলো ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে সমগ্র পূর্ববাংলার জনগন শোষক সম্প্রদায়ের ঘাঁটি মুসলিম লীগকে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে পরাজিত করে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা যুক্তফ্রন্ট। এ নির্বাচনের পর মুসলিমলীগ আর কখনও পূর্ববাংলায় মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এই নির্বাচনের মূলমন্ত্র ছিল ২১ দফা ভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার। যেখানে মুক্তিকামী জনতার প্রাণের দাবিগুলি তুলে ধরা হয়, যে কারণে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং শেরে বাংলার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। এই সরকারের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী ছিলেন ৩৪ বছর বয়সী শেখ মুজিবুর রহমান। তবে ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে আটকে এই সরকারকে ৫৬ দিনের বেশি ক্ষমতায় থাকতে দেয়া হয়নি। এই অন্যায় আচরণের কারণে পূর্ববাংলার জনগন তার ন্যায্য অধিকার

থেকে আবারও বঞ্চিত হল। এইভাবে ১৯৫৪ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের ইতিহাস হচ্ছে গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, স্বার্থান্বেষী, আমলা, মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতিদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের পেছনের দরজা দিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্ষমতার মঞ্চে অবতীর্ণ হন জেনারেল আইয়ুব খান।

আইয়ুব খান রাজনীতিবিদদের সবসময় প্রতিপক্ষ ভাবতেন। ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় এসে পূর্ববাংলাকে নেতৃত্বশূণ্য করতে বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের দমনের জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন নির্যাতনমূলক আইন দ্বারা হয়রানিমূলক মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা ও তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এমনকি জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে তার অবৈধ ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কিছু তাঁবেদারী মানুষকে ভোটের অধিকার দিয়েছিলেন। এভাবে নানামুখী গণবিরোধী সিদ্ধান্তের কারণে পূর্ববাংলার জনগণ আবারও প্রতিবাদী হয়ে উঠল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬২ সালে পূর্ববাংলার সমগ্র ছাত্র সমাজ শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে রুখে দিয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের অপচেষ্টাকে। সারা পূর্ববাংলা তখন আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত। এই সময় আওয়ামীলীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১ মার্চ ১৯৬৬ এ আওয়ামীলীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং নির্যাতিত, বঞ্চিত মানুষের বাঁচামরার লড়াই হিসেবে ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ছয়দফা কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল- পাকিস্তানকে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় আনা যাতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে প্রদেশগুলোর পূর্ণক্ষমতা থাকবে। ছয়দফা কর্মসূচি প্রচারিত হওয়ার পরপর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং জনগণ এ কর্মসূচি সমর্থন করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান বলেন, ৬ দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা বাঙালির রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি নির্ধারণ করে। জনগণের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ এবং সমর্থনে ছয়দফা কর্মসূচি বাঙালির মুক্তিসনদে পরিণত হয় এবং শেখ মুজিব হয়ে ওঠেন মুক্তিকামী জনগণের প্রতীক।

বস্তুত ১৯৬৬ পরবর্তী বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসন ভিত্তিক আন্দোলন, ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিজয় তথা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে উৎসাহ যুগিয়েছিল ছয়দফা ভিত্তিক স্পৃহা। ছয়দফা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী জাগরণ দমনের জন্য আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করেন ১৯৬৮ সালে। এটি যে একটি মিথ্যা ও প্রতারণার মামলা ছিল সেটি প্রমাণ হয় এবং শেখ মুজিব জেলখানা থেকে মুক্তি পান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত হবার পরেই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) এক গণ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় ১৯৬৯ এর ২৩ ফেব্রুয়ারি। ঐদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইতোমধ্যে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় স্বৈর সামরিক শাসক আইয়ুব খান এবং তার শাসনকে নির্মূলের লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমাজ ১১ দফার দাবিতে এক নজিরবিহীন গণআন্দোলনের সূচনা করে। এ আন্দোলন সময়ের প্রয়োজনে বিপ্লবের পর্যায়ে পৌঁছে। ১১ দফা দাবি অচিরেই শুধু ছাত্রদের নয় আপামর জণগণের মাঝে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। ডাকসুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার মাধ্যমে ছাত্রদের ১১ দফা ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ গণ-বিস্ফোরণের তীব্রতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান (যিনি ৬৯ এর গণ অভূত্থানের প্রথম শহীদ, যাকে স্বরণ করে আসাদ গেটের নামকরণটি করা হয়), মতিউর রহমান, আগরতলা মামলার বিচারাধীন আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী গণ-অভ্যুত্থানকালীন সময় অর্থাৎ ১৯৬৯ এর জানুয়ারি মাস থেকে ২৫ মার্চ ১৯৬৯-এ আইয়ুবের বিদায় পর্যন্ত প্রায় ২০৫ বা তারও অধিক জনকে হত্যা করা হয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমাজের দূর্বার গণ-অভ্যুত্থানের কারণেই আইয়ুব খানের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে ২৫ মার্চ ১৯৬৯ -এ। দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর পর তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। প্রকৃতপক্ষে ৬৯-এর গণ আন্দোলনই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

আইয়ুব খানের বিদায়ের পর ১৯৬৯ -এর ২৫ মার্চ ক্ষমতায় আসেন আরেকজন সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ -এর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' হইবে"। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণের পর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে বহু আকাঙ্ক্ষিত সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী একটি স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল ৬ দফা ও ১১ দফা। যার প্রতি এদেশের জনগণ পূর্ণ সমর্থন জানায়। যা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকচক্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করতে থাকে। ফলে সমগ্র পূর্ববাংলাব্যাপী গণ-অসন্তোষ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে।

মার্চের ঐ উত্তাল দিনগুলিতে ২ মার্চ ১৯৭১ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ দেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র পূর্ব বাংলাব্যাপী ৩ মার্চ থেকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন যা ২৫ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরই ধারাবাহিকায় ৭ মার্চ ১৯৭১ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। ঐদিন বাঙালি জাতির এক অমর কবি, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর মুক্তিকামী জনতার সামনে প্রায় ১৯ মিনিটের এক মনোমুগ্ধকর ভাষণ দেন। যে ভাষণ জনগণকে মুক্তির নেশায় উজ্জীবিত করল। তিনি তাঁর ভাষণে জাতির স্বাধীনতার জন্য করণীয় বার্তাটিও দিলেন। সে বার্তায় সমগ্র জাতি দিক নির্দেশনা পেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তির সংগ্রামে।

পাকিস্তানী বাহিনী মুক্তিপাগল জনতাকে দমনের জন্য সকল ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং নিরীহ, নিরস্ত্র বাঙালির উপর ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে যে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল ইতিহাসে সেটির সাংকেতিক নাম ছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণাটি দিলেন ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা বাণীটি সন্নিবেশিত রয়েছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র" শীর্ষক ১৫ খণ্ড বিশিষ্ট গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে।

অবশেষে স্বাধীনতার মূল মন্ত্রণা পেয়ে বাঙালি তাদের সাহস, মনোবল ও আত্মত্যাগের মহিমা নিয়ে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৯ মাস লড়াই সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে ছিনিয়ে এনেছিল লাল সবুজের পতাকা। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলা নামের একটি দেশ, বাঙালিদের একমাত্র দেশ বাংলাদেশ তার অবস্থান করে নিয়েছিল। আর সমগ্র বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছিল শেখ মুজিব নামক এক মহামানবের হাত ধরে অসম সাহসী এক অপরাজেয় বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ, আবারও প্রমাণিত হল বাঙালি কখনও পরাভব মানে না।

শেখ হাসিনা : বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
গ্রন্থাগারিক

গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ ও অবিচল সংগ্রামে আস্থার প্রতীক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । তিনি জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করে একুশ শতকে সম্মানজনক ও মর্যাদাকর পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতির পরম সৌভাগ্য, তাঁর সংগ্রামী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে জাতির জনকের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বে সমগ্র জাতি আজ নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও প্রেরণায় জেগে উঠেছে। তিনি আমাদের গৌরব, বাঙালির অহংকার, দেশের উন্নয়নের একমাত্র কাণ্ডারি।

২০০৯ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচিত সরকার জনগণের বিপুল প্রত্যাশা পূরণে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খোদ বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বাংলাদেশ পৌঁছে গেছে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে। সর্বকালের সকল রেকর্ড ভেঙে সরকারি তহবিলে এখন জমা আছে ৩২.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (ডিসেম্বর, ২০১৬), যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় ১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৫-০৬) থেকে বেড়ে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দাঁড়িয়েছে ৩৪.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২১ সাল নাগাদ ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের সঠিক মুদ্রানীতির ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারে টাকার অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে। ২০১২ সালে ডলার প্রতি টাকার দর ছিল ৮৫ টাকা তা ২০১৭ সালে এসে দাড়িয়েছে ৭৯.৮৫ টাকা। আইএমএফের দেয়া তথ্যের আলোকে সিএনএন মানিগ্রাম প্রস্তুতকৃত তালিকায় দ্রুততম প্রবৃদ্ধি ও আকারের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (WEF) প্রকাশিত 'সুষম প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০১৭' সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত (৬০ তম) - পাকিস্তানের (৫২ তম) উপরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ (৩৬ তম)। পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি (PPP) বিবেচনায় বর্তমানে ৩৪ তম স্থানের অধিকারী বাংলাদেশ আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের ২৩ তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকেও ছাড়িয়ে যাবে। এশিয়া প্যাসিফিকের ১৬টি দেশের মধ্যে সিসিআই (কনজ্যুমার কনফিডেন্স ইনডেক্স)–এর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ১৬.৯ শতাংশ। দারিদ্র্যসীমার হার দ্রুত কমছে, ৪১.৫ শতাংশ (২০০৫-০৬) থেকে হ্রাস পেয়ে এখন তা ২২.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মূল্যায়ন– বিশ্বমন্দা পরিস্থিতিতেও অর্থনীতির সূচকগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। এ দেশে দারিদ্র্য কমছে ব্যাপক হারে। এখন সময় এসেছে উচ্চাভিলাষী হওয়ার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.১ শতাংশ, মুদ্রাস্ফীতির হার ৫.০৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১৪৬৬ মার্কিন ডলার (ডিসেম্বর, ২০১৬)। ফলে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ এখন নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে।

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন আলাদা করা যায় না। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের সুযোগ করে দেয়া। সেই লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার রাজনীতি, গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন সকল ক্ষেত্রেই দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ পত্রিকা ইকোনমিস্ট প্রকাশিত ডেমোক্রেসি ইনডেক্স-২০১৬ প্রতিবেদনে ১৬৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪ তম। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য প্রায় সকল সূচকেই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্সে ২০১৫-এ ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৪ তম। এই সূচকে ভারতের অবস্থান ১০৮ তম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিশু মৃত্যুর হার, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার, ড্রপ-আউটের হার প্রভৃতিতে বাংলাদেশের এই অগ্রগামিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ভারতের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও তজ্জনিত জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্ব সচেতনতা সৃষ্টি ও মোকাবিলার প্রস্তুতি সংক্রান্ত তৎপরতার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা UNEP (United Nations Environment Programme) কর্তৃক চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ পুরস্কারপ্রাপ্ত হন। অধ্যাপক কৌশিক বসু বাংলাদেশকে

পরবর্তী 'উদীয়মান বাঘ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন– পরিসংখ্যানের দিক থেকে বাংলাদেশ যতটুকু এগিয়েছে দেখা যাচ্ছে, বাস্তবপক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়েছে।

শিক্ষার আধুনিকায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তির হার ৯৭.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে ২০.০৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দেশে শিক্ষিতের হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ৩১ হাজার ১৩১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট মডেম ও সাউন্ড সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নে যুগোপযোগী কারিক্যুলাম প্রবর্তন করা হয়েছে। গত সাত বছরে প্রায় ৩১ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে ২২৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ১ হাজার ১শত ২৮টি বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল, দাখিল মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে ১ জানুয়ারিতে বই দেয়া সরকারের একটি বিশাল সাফল্য।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে বাংলাদেশ কৃষিখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৪র্থ মৎস উৎপাদনকারী দেশ এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয়। বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় ৪ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। সরকার উৎপাদনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই খাতে প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রস্তাব করা হয়েছে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মঙ্গা দূর হয়েছে। ফলে উত্তর বঙ্গের নীরব দুর্ভিক্ষ এখন আর নেই। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী ও দূরদর্শী এ সকল পদক্ষেপের ফলে খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, কৃষিখাতে এখন রপ্তানিযোগ্য খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।

শেখ হাসিনা সরকারের সবচাইতে বড়ো সাফল্য যুদ্ধাপরাধের বিচার ও বিচারের রায় কার্যকরের ঘটনা। প্রবল পার্শ্বচাপ উপেক্ষা করে জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লা, কামারুজ্জামান, আলী আহসান মুজাহিদ, মতিউর রহমান নিজামী এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ফাঁসির রায় কার্যকর করার ঘটনা দেশকে কলঙ্কমুক্ত করেছে।

সারা পৃথিবীব্যাপী জঙ্গিবাদের যে উত্থান চলছে বাংলাদেশেও তার ঢেউ লেগেছে। সরকার এ ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করে কঠোর হস্তে উদ্ভূত পরিস্থিতি সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছে যা জনমনে গভীর স্বস্তি আনয়ন করেছে। জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের এ সকল বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

যানজট নিরসনে উড়াল সেতু ও মেট্রোরেল নির্মাণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নয়ন, রেল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, নৌরুটের উন্নয়নসহ ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে সরকার। বহুল আলোচিত পদ্মাসেতুর মূল কাজের উদ্বোধন নিঃসন্দেহে এ-সরকারের একটি বড়ো সাফল্য। পদ্মাসেতুর মূল পাইলিং ও নদী শাসনের কাজ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, সকল সমালোচনা, সকল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে অবশেষে দেশের দীর্ঘতম সেতুটির (৬.১৫ কিলোমিটার) বাস্তবায়নের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। ইতোমধ্যেই সেতুর এক-চতুর্থাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে পুরো কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন– 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। বিশেষ করে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর মতো অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু করে বাংলাদেশ নিজস্ব উন্নয়নের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।'

শেখ হাসিনা সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনা ও পররাষ্ট্রনীতির গতি- প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের অবস্থান যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শাণিত হয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে গর্ববোধ করার সুযোগ রয়েছে। বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুবিধ অর্জনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারত ও মিয়ানমারের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে চলমান সমুদ্রসীমা বিরোধের ঐতিহাসিক সমাধান, এলডিসিভুক্ত ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের নেতৃত্ব প্রদান, ঢাকায় প্রথমবারের মতো ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের বৈঠক আয়োজন, জঙ্গিবাদ-বিরোধী কঠোর অবস্থান, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় রেকর্ডসংখ্যক পদে নির্বাচন, বাংলাদেশ ভারত স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়নের চুক্তি স্বাক্ষর, ঢাকায় বিমসটেকের

সচিবালয় স্থাপন, এএসইএম (এশিয়া-ইউরোপ মিটিং)-এর সদস্যপদ লাভ, বিশ্বশান্তি রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অব্যাহত অবদান রাখা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ, জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, অভিবাসী বাংলাদেশিদের মেশিন রিডেবল পার্সপোর্ট প্রদান, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের সহায়তা লাভ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি। নতুন মিশন খোলা ও সফর বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে আফ্রিকার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের নিদর্শনস্বরূপ ২৭টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বহুমাত্রিক কূটনৈতিক তৎপরতায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্টতা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অধিকতর দৃশ্যমান করে তুলেছে।

শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ৩১ জুলাই ২০১৫ ছিটমহল বিনিময় শুরু হলে দীর্ঘ ৪১ বছর পর ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ৩০ জুন ২০১৫ বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ এবং জটিল একটি স্থলসীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির মুখ দেখে। বাংলাদেশের ভিতরে থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহলের ১৭ হাজার ১৬০ একর ভূমি এখন বাংলাদেশের, এর ৩৭ হাজার বাসিন্দারাও বাংলাদেশের নাগরিক। অন্যদিকে এর মধ্যে দিয়ে ভারত পেল সে দেশের মধ্যে থাকা ৫১টি ছিটমহলের ৭ হাজার ১১০ একর ভূমি, যার ১৪ হাজার বাসিন্দা এখন ভারতীয়। এর মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘ ৬৮ বছরের বঞ্চনার অবসান হয়। এখন সেখানে আর পরাধীনতার গ্লানি নেই, চলছে উন্নয়নের জোয়ার।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে সরকার। আওয়ামী লীগ সরকার বিগত আট বছরে বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩ হাজার ২৬৮ মেগাওয়াট (২০০৯) থেকে বর্তমানে ১৫ হাজার ৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছে (ডিসেম্বর,২০১৬)। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

স্বাধীনতার পর আমরা জ্বালানির জন্য তেলের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। খাদ্যশস্যের পর জ্বালানি তেল ছিল বাংলাদেশের মূল আমদানি পণ্য। আমাদের মোট আমদানি বাজেটের অধিকাংশই চলে যাচ্ছিল এটি আমদানি করতে। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশ তাদের জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য বহু বছর ধরে কাজ করছে। ২০১০ সালে জাইকার সহায়তায় পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি সেক্টর মাস্টার প্লান তৈরি করে জ্বালানি বৈচিত্র্যের দিকে যাত্রা শুরু হয়। ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের জন্য ৫০ শতাংশ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র , ২৫ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ নিউক্লিয়ার ও অন্যান্য সূত্র থেকে আহরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য প্রধান শক্তির উৎসগুলো নিশ্চিত করার জন্য একটি সমুন্নিত জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিবেশ তৈরি করতে বিভিন্ন নীতিমালা গঠন করেছে এবং সময়োপযোগী পরিবর্তনও গ্রহণ করছে। মহাজোট সরকারের নির্বাচনি ইস্তেহার ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রের অন্তত ২০৪ টি সেবাখাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংযুক্ত হয়েছে – যা পূর্বে ছিল না এবং জনগণ প্রত্যক্ষভাবে এর সুফল পাচ্ছে। ৫২৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮২০০ ই-পোস্ট অফিস থেকে জনসাধারণকে ২০০ রকম সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০৯ টি উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত দেশের মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩.০২ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬.৩৯ কোটিতে পৌঁছেছে। টেলিডেনসিটি প্রায় ৮৩.০৯ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি প্রায় ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২৫ হাজার ওয়েব সাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল তথ্য বাতায়ন চালু হয়েছে যা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় এর দূরদর্শী ও সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশের প্রযুক্তি খাত। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা পরবর্তী কোন সরকারি উদ্যোগের এত দ্রুত বাস্তবায়ন এবং গ্রহণযোগ্যতা

চোখে পড়েনি। ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক একাধিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের এ উদ্যোগের স্বীকৃতিও দিয়েছে। International Telecommunication Union (ITU) বাংলাদেশকে "ICT Sustainable Development Award'' প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছে। আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তিনটি ক্যাটাগরিতে WITSA Global ICT Excellence Award 2014 লাভ করে।

১১ নভেম্বর ২০১৫ রাজধানীর হোটেল সোনরগাঁওয়ে বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয়। ২০১৭ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করছে সরকার। এটি হবে মূলত একটি সম্প্রচার এবং যোগাযোগ স্যাটেলাইট। ইন্দোনেশিয়া থেকে তাজিকিস্থান পর্যন্ত এই স্যাটেলাইটটির আওতা থাকবে। এর মধ্যে অনেক দেশেরই নিজস্ব স্যাটেলাইট নেই। এসব দেশ আমাদের এই স্যাটেলাইট থেকে সেবা নিতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এ বাবদ প্রতিবছর ১১২ কোটি টাকার ওপরে খরচ করছে। এই পুরো টাকাটাই বিদেশে চলে যায়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটির মাধ্যমে এসব সেবা দেওয়া যাবে।

বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে সম্পদের পরিমাণ সীমিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার দ্বারপ্রান্তে এবং এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে। ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে ধারাবাহিক গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তাই বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে। মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এবং ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে ও বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার আরো সতর্কতা ও সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাক, দেশবাসির মনে আজ এই কামনা জাগ্রত।

A tale of atypical medical management

Dr. A.K.M. Anisul Haque

Dhaka Commerce College, an institution of excellence in commerce, established a medical center to provide health care to the students according to the need. Although many students come to medical center with common symptoms, atypical cases also arise and create much concern. It is difficult for only medical management to solve the problem in time. An initiative by medical center requires cooperation and involvement from many stakeholders, e.g. health care provider, care seeker, guardian or parents and student advisor. At least a triangular arrangement can be the basis for understanding issues and solving it promptly without hazards. Students remain at the apex of the triangle whereas care provider and student advisor create the base. Some of the facts we have experienced in medical care may be interesting tales to us.

At least three students have been attended with difficulty in breathing and cramping of extremities. They created much concern in the classroom. After attending the students were found to have neither respiratory symptoms, nor cardiac symptoms. Next medical measure was the referral service. But this was stressful, especially for students, guardian and other stakeholders. Also, referral may prove unnecessary sometimes. Yet without referral, risk remains.

Triangular management, if functions properly, may be effective to reduce concerns in such cases. If there is no previous appearance of symptoms, the causes of such illness may be attributed to the age related factors, e.g. addiction to drugs, unusual e-

chatting habit, malingering to achieve something. Full coordination of triangle can alleviate the suffering of the students.

Another type of concerning case is students with severe chest pain. The patients complain that the pain is shifting toward the head, abdomen and extremities and occurring synchronously. No physical signs are observed. Sometimes insertion of oxygen tube nasally improves situations temporarily. But symptoms shift and may reappear. At times, it is incumbent for us to take the student home. What should be done?

Sometimes students come to medical center for assistance after mishaps. They might appear with bandages in parts of the body and ask for rest advisement from the care provider. Although, this may be a manipulative measure for availing leaves, a medical service provider still needs to handle such matters with empathy and judge the gravity of the issue. Counseling with caution may be effective in some cases.

In medical terminology, syncope indicates a transient loss of consciousness due to some reasons known and unknown. Students who experience such type of unconsciousness in classroom terrify everyone present there. Often the situation occurs due to attending classes without breakfast or lunch. Besides, due to rigid discipline, food cannot be supplied from canteen without permission during class time. In such cases, students seek cooperation from medical center. Proper understanding among the members in triangle can play an important role to address such cases. Parents need to take care of their children's food habit.

Students who fail to concentrate in classes and feel drowsy occasionally seek medical advice for rest. It was once found out that a student had passed sleepless nights to attend his mother at hospital bed. It was a great consideration that could not be neglected. Such lack of night sleep may be addressed by advising to take rest in the medical center. In one case, a student fell into deep sleep in the center. What are the alternative solutions in such cases?

In many treatments, in time antibiotic dose intake or anti-asthmatic inhalation is necessary. But the students may forget to carry the prescribed medication in the college. Medical center has limitations to allow students to go outside campus during class. Such cases raise an important ethical and humanitarian concern. Emergency drugs should be made available in pharmacy nearby campus.

A proper nutritional base is critical to adolescent health care, which deserves sympathetic and caring attitude from the health care provider. But, that alone is not sufficient to ensure the well-being of the students. A coordinated approach is essential in order for the students to feel homely in the educational institution. Is there any better alternative of triangular medical management models? We should start re-thinking about it.

ইসলামের আলোকে অভিভাবকের করণীয়

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

ভূমিকা: অভিভাবক শব্দটি সর্বজন পরিচিত। স্রষ্টা মানুষকে তাঁর বান্দা বা গোলাম বানিয়ে তাকে খলিফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়ে অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে কোন না কোন ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব পালনের জন্যই দুনিয়ায় প্রেরণ করছেন। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যত উপায় ও উপকরণ প্রয়োজন এ সবের শিক্ষাই দিয়েছেন মানব জাতির গাইড বুক পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে। কোরআনের ঘোষণা, "মানুষ ও জীন জাতিকে শুধু আল্লাহর ইবাদত করতে অর্থাৎ আদেশ-নিষেধকে মানতেই সৃষ্টি করেছি"-সূরা: যারিয়াত-৫৬। আর পরীক্ষা স্বরূপ কর্ম সম্পাদনে দিয়েছেন ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বাধীনতা। স্রষ্টা প্রদত্ত মহামূল্যবান এ নিয়ামত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-বিবেচনাকে মানুষ সঠিকভাবে ও সঠিক পথে কাজে লাগায় কিনা? নাকি কর্মের স্বাধীনতার সুযোগে মানব জাতির চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকায় পড়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে দুনিয়ার পুরো বা আংশিক জীবন কাটিয়ে দেয়, এটা যাচাই করাই মানুষের ঈমানের পরীক্ষা। কোরআনের ঘোষণা, "আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতগুলো মানুষ গুনে শেষ করতে পারবে না"-সুরা: ইব্রাহীম-৩৪। কোরআনের ঘোষণা, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"- সুরা: তাকাসুর-৮। মানুষ ও জীন জাতিকে স্ব-স্ব ভাল বা মন্দ কাজের প্রতিফল স্বরূপ পরকালে স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত স্থান জান্নাত বা জাহান্নাম এর অধিবাসী হতে হবে। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামের আলোকে অভিভাবকের করণীয় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অভিভাবক মাতা-পিতা: প্রতিটি মানব শিশু জন্মকালে অন্য সকল প্রাণির শিশুর তুলনায় সবচেয়ে অসহায়, অবুঝ ও দুর্বল থাকে। এমনকি নিজ খাদ্য গ্রহণ, পায়খানা-প্রস্রাবসহ, ন্যূনতম সুবিধা-অসুবিধা, ভাল-মন্দ কিংবা আত্মরক্ষার সামান্যতম শক্তি বা সামর্থ এসব কিছুই কোনো মানব শিশুর থাকে না। শিশু নিজে খেতে পারার আগ পর্যন্ত মূলত গর্ভধারিনী মা-ই তার অভিভাবক। তবে পরবর্তীতে ক্ষেত্র বিশেষে ও পর্যায়ক্রমে অন্যরা পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে তার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধাকের দায়িত্ব পান। এ ধারাবাহিকতাই আজকের শিশুরা হবেন তাদের সন্তানের প্রথম অভিভাবক। যেমন অভিভাবক ছিল তাদের মাতা-পিতা।

অভিভাবকের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য: প্রত্যেক অভিভাবকের মূল দায়িত্ব হল, তাঁর অধীনস্থকে পরবর্তী সময়ের জন্য একজন আদর্শ ও দায়িত্ব সচেতন অভিভাবক হিসেবে গড়ে তোলা। যেহেতু আজ যিনি অভিভাবক, বিগত দিনে তিনিই ছিলেন আরেকজন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে। কিংবা আজকের অধীনস্থের ওপরই অর্পিত হবে তার পরবর্তী প্রজন্মের অভিভাবকের দায়িত্ব। একেই কবির ভাষায় বলেছেন, **'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'**। সুতরাং পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে উত্তম অভিভাবক গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণই হবে প্রত্যেক অভিভাবকের মূল দায়িত্ব। তবেই আগামীর সমাজ হবে উত্তর মানব সমাজ।

আল্লাহর অভিভাবকত্বের স্বরূপ: আল্লাহ পাক স্রষ্টা হিসেবে সামগ্রিকভাবে সকলের অভিভাবক হলেও যারা নিজ স্রষ্টাকে একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ বা হুকুমকর্তা বা অভিভাবক না মানার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহও তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নেন না। একথা অনেক মানুষই জানে না। তিনি কেবল তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলদেরই দায়িত্ব নেন। কোরআনে এরূপ বিপরীত ধর্মী দুই ধরণের লোকের কথা এবং পরকালে তাদের পরিনামসহ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। কোরআনের ঘোষণা, **"আল্লাহ ঈমানদারগণের ওয়ালী (এক বচন) বা অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর অবিশ্বাসীগণের অভিভাবক হলো আওলিয়া (বহু বচন)। এরা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা হবে অনন্তকালের জন্য দোযখের আগুনের অধিবাসী। (সূরা : বাকারা-২৫৭)।"**

নীতি নির্ধারণে অভিভাবকের করণীয়: কোন মানুষ প্রকৃত অভিভাবক নয়, মূলত সবাই স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িকভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। এ দায়িত্ব পালনে কোরআনে ইসলামের দু'টি নীতির উল্লেখ আছে, **(১) "যারা কুফুরীর নীতি গ্রহণ করেছে- এ কথা মনে করে যে, আমাকে (আল্লাহকে) ছেড়ে তারা আমার বান্দাদেরকে**

নিজেদের কর্মসম্পাদনকারী (অভিভাবক) বানিয়ে নিবে। এসব কাফিরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছি"। (২) "অবশ্য যেসব লোক ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের মেহমানদারী করার জন্য ফেরদাউসের সু-সজ্জিত বাগান রয়েছে- কাহাফ- ১০২ ও ১০৭)।" এজন্য অভিভাবক ও তাঁর অধিনস্থদের কর্মফল নীতি নির্ধারণ অনুযায়ীই হবে পরবর্তী অবস্থান ।

শয়তানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: শয়তানের প্রকৃত নাম আজাজিল। তার পিতার নাম খবীস ও মাতার নাম নীলবীজ। সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। জ্বিন অর্থ লুকায়িত থাকা। জ্বিন আগুনের তৈরি। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, শয়তান মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান অর্থ অদৃশ্য বা প্রচ্ছন্ন শক্তি, এজন্য তাকে মানুষ চোখে দেখে না। ইবলিশ অর্থ হতাশাগ্রস্থ বা অযৌক্তিক যুক্তি দাতা। তার অযৌক্তিক যুক্তিই তাকেই পরিশেষে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। শয়তান ধোঁকা দিতে ও প্রতারণা করতেই একই মানব-মানবীর কাছে বার বার ফিরে আসে এজন্য তাকে খান্নাছ বলে। কোরআনের ১০০ স্থানের ১ স্থানে খান্নাছ, ১১ স্থানে ইবলিছ ও ৮৮ স্থানে শয়তান নামে আছে। তার বৈশিষ্ট্য সে গর্ব , অহংকারী ও হিংসুক প্রকৃতির।

অভিভাবকসহ সবার ভাবা উচিত মানুষ কী মরণশীল?: প্রিয় পাঠক, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে প্রত্যেকেরই অনুভব হবে যে, মরণ অর্থ যদি বুঝি, মরণ মানে একবারেই শেষ, সে অর্থে কোন মানুষ মরতে পারে না কিংবা মরা সম্ভব নয়। যেহেতু মানুষের দেহের মৃত্যু হলেও আত্মা অবিনশ্বর বা অমর। যেমন: কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শেষে তার ফলাফলের জন্য একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবশ্যই অপেক্ষা করতে হয়। প্রকাশিত ফলাফলের প্রাপ্ত গ্রেড বা মানের ভিত্তিতেই প্রত্যেকের পরবর্তী অবস্থান নির্ধারিত হয়। মানব জীবনও ৬টি স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তর থেকে মানুষ পরবর্তী স্তরে স্থানান্তর বা ইন্তেকাল করে মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ: কোন মানুষের মৃত্যু সংবাদ প্রচারের সময় এ কথা বলে না যে, অমুকে **মরে** গেছে, বলা হয় অমুকে **ইন্তেকাল** করেছেন। অর্থাৎ ইন্তেকাল শব্দের অর্থই স্থানান্তর হওয়া বা পূর্বের অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থায় চলে যাওয়া। সে হিসেবে মানব জীবন ৬ স্তরে ৫ বার ইন্তেকাল করে। ১ম স্তর রুহের জগৎ থেকে ২য় স্তর মাতৃগর্ভে ১ম বার ইন্তেকাল বা স্থানান্তরিত হয়। এস্তরে দুনিয়ায় জীবনে কর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে দেহ বা Body Stracture গঠন শেষে ৩য় স্তরে অর্থাৎ দুনিয়ায় স্থানান্তর হয় যা ২য় বার ইন্তেকাল। এই স্তরের কর্ম শেষে কর্মফল প্রকাশের অপেক্ষার জন্য ৩য় বার ইন্তেকাল বা মৃত্যুর মাধ্যমে ৪র্থ স্তর হল কবর জগত বা অন্তবর্তীকালীন সময় যা চলবে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত। ৫ম স্তর হাশরের মাঠে উঠানো ৪র্থ বার ইন্তেকাল। সবশেষে ৬ষ্ঠ স্তরে দুনিয়ার কর্মের ফলাফলের ভিত্তিতে ৫ম বার ইন্তেকালই চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত বা জাহান্নামে বাসস্থান হবে। এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় আসলে মানুষের শারীরিক মৃত্যু দেখা গেলেও এটা আত্মার মৃত্যু নয়। আত্মা থেকে দেহ পৃথক হওয়া মাত্র। এই স্তরে স্থানান্তরিত হওয়াকেই মৃত্যু বলা হয়।

ইসলামে অভিভাবকের জবাবদীহিতা অনন্ত জীবনব্যাপী: মানুষ মানুষের ওপর সাময়িক তত্বাবধায়ক বা অভিভাবক হিসেবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক যে পর্যায়েই দায়িত্ব পালন করুক, সব ক্ষেত্রেই রয়েছে জবাবদীহিতা। যিনি যে মানের বা স্তরের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তাকে সে মানের জবাবদিহিই করতে হয়। কারো দায়িত্ব অবহেলার কারণে কেহ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। যে স্রষ্টা সব বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক তাঁর কাছে কত কঠোর জবাবদিহি করতে হবে, তা কি আমরা ভেবে দেখছি? প্রত্যেক দায়িত্বশীলের অধীনস্থ সকলেই তাঁর আহাল। এ বিষয়ে কোরআনের ঘোষণা, ''হে ঈমানদারগণ নিজেকে ও তোমার আহালকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" সূরা: আত তাহরীম-৬। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে ঈমান ও সৎ কাজের সমন্বিত ফলই পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির একমাত্র সহায়ক হবে। যিনি নিজেকেসহ তার আহালকে স্রষ্টার সন্তোটির আলোকে দুনিয়াতে গড়তে পারবেন, তিনিই আখেরাতের অনন্ত জীবনে জাহান্নামের আগুন থেকে নিজকে ও তাঁর আহলকে বাঁচাতে পারবেন। তাঁরই দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন সফল ও সার্থক। আর যিনি তা পারবেন না তার ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে কিছুটা সফলতা দেখলেও চিরস্থায়ী জীবনে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে অভিভাবকের দায়িত্বের প্রভাব শুধু দুনিয়ায় নয়, বরং অনন্ত জীবনব্যাপী।

অভিভাবকদের জন্য কোরআনের শিক্ষা: কোরআনের প্রথম পাঁচ আয়াতে দুবার মানব জাতির উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে "পড় (জেনে বুঝে জ্ঞান অর্জন কর) তোমার রবের নামে যে রব (মানব জাতিকে) সৃষ্টি করেছেন"- সুরা: আলাক। অর্থাৎ কোরআনের শুরুতেই আল্লাহর নামে জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ আছে। কোরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে দু'টি সূরার নাম **'মানব জাতি'** যেমন: ১। সূরা: দাহর/ইনসান ২। সূরা: নাস, এ ৩টি শব্দের অর্থই মানব জাতি। যে কেউ এ সূরা দু'টির অর্থসহ স্ব-স্ব মাতৃভাষায় অধ্যয়নে বিস্তারিত জানতে পারেন। ঈমানের ঘোষণা দিয়ে ইসলামে প্রবেশকারীই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুসলিম হয়। দুপাশে কাঁটাযুক্ত সরু পথ দিয়ে সাবধানে হাঁটার ন্যায়, আল্লাহর ভয়ে ইসলামী সীমার মধ্যে থেকে অতি সতর্কতার সাথে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করার চেষ্টায়রতরাই মুত্তাকী বা পরহেযগার বা প্রকৃত মুসলিম। এ মুত্তাকীদের সাফল্যের কথাই কোরআনের বিভিন্ন স্থানে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। ইহা (কোরআন) সেই কিতাব যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কোরআন থেকে একমাত্র সঠিক পথের নির্দেশনা পাবেন কেবল মুত্তাকীগণই (বাকারা- ২ ও ৩)। কোরআনের আরেক নাম ফোরকান। ফোরকান অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের মানদন্ডই কোরআনের শিক্ষা। মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য এ মানদণ্ডেই নিহিত।

ঈমামগণ উত্তম অভিভাবক: সাধারণত খোদার ভয় ও পরকাল ভীতি ন্যূনতম পর্যায়ে বিদ্যমান থাকা ইমানদারগণই মসজিদে নামাজ আদায় করেন। এ সময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যবসায়িক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় কাজ সাময়িকের জন্য বিরত রেখে মসজিদ যান। তখন মনটা স্বভাবতাই নরম থাকে কোরআন ও হাদীসের কথা শুনার চিন্তা মাথায় থাকে। অত:পর অযুর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে মহান স্রষ্টার কাছে হাজির বা সাক্ষাৎ এর উদ্দেশ্যে ঈমামের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যসহ বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে ঈমামের নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে আত্মসমর্পণ অবস্থায় নামাজে দাঁড়ায়, তারপর সম্মিলিতভাবে মাথা নত করে রুকু আদায় করেন, সর্বশেষ সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান মাথা ও কপালকে সর্বনিম্ন স্থান মাটিতে মিশিয়ে সম্মিলিতভাবে স্রষ্টার কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। অবশেষে শান্তি ও কল্যাণ কামনায় ডানে ও বামে সালাম বিনিময়ে নামাজ শেষ করেন। এমনিভাবে প্রতিদিন পাঁচবার ঈমাম সাহেবের সান্নিধ্যে নামাজী বা মুকতাদীগণ আসেন। এ সময় ঈমামগণ একটু সময় নিয়ে সংক্ষেপে সামান্য কথা বলতে চাইলে, মুকতাদীগণ আন্তরিকভাবে শুনার জন্য স্বভাবত আগ্রহী থাকেন। আসলে ঈমামগণই উত্তম অভিভাবক।

সন্তানের সফলতা বা ব্যর্থতাই মাতা-পিতার মূল বিষয়: আল্লাহ পাক যাদেরকে সন্তানের মাতা-পিতা করেছেন তারাই বুঝেন সন্তানের প্রতি মায়া-মমতা কী। সন্তান হওয়ার পর সন্তানের ভবিষ্যত ঘিরেই শুরু হয় নানান পরিকল্পনা। কিভাবে সন্তানকে উন্নত মানের লেখাপড়া করাবেন, কিভাবে উন্নত ক্যারিয়ার গঠন করাবেন। ভবিষ্যতের জন্য কি অর্থ সম্পদ রেখে যাবেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব নিয়েই থাকে যত ভাবনা। অনেকে মূলত দুনিয়ার সীমাবদ্ধ জীবন নিয়েই ভাবেন সন্তানের ভবিষ্যত। তবে এমনও হয় মাতা-পিতার আগেই কখনও কোন সন্তান আসল ভবিষ্যতের জায়গায় চলে যায়। এ থেকেই অভিভাবকের চিন্তা করা উচিত আসল ভবিষ্যত এ দুনিয়া নয়। যেহেতু মাতা-পিতা সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক হলেও মালিক নয়। সেহেতু মালিক শুধু তিনিই যিনি এ সন্তান সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং স্রষ্টা হিসেবে তত্ত্বাবধায়কের মালিক যিনি, তার সন্তানের মালিকও তিনিই। মাতা-পিতা এখানে সন্তানের প্রকৃত মালিকের নির্দেশ মত দেখা শুনা করার তত্ত্বাবধানকারী মাত্র। ঠিক মালিকের ফুল বাগানের মালীর মত। মালিকের নির্দেশ মত মালী যদি ফুল বাগানে ফুলের সঠিক যত্ন নেন, মালিক তখন মালীকে পুরস্কৃত করেন। আবার যত্নের অবহেলায় ফুলের ক্ষতি হলে মালীকে মালিকের কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হয়। সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক তদ্রুপ। আজকের ফুটন্ত ফুল যেমন আগামীকাল বাসি হয়ে যায় বা ঝরে যায়। মালীর প্রকৃত কাজ হলো আজই, আগামী দিনের জন্য ফুলের নতুন কলি সৃষ্টি করা, যা আগামীকাল ফুটে উঠবে। মাতা-পিতাসহ সকল স্তরের তত্ত্বাবধায়করূপী অভিভাবকগণ মিলে আসুন আমরা আমাদের স্ব-স্ব সন্তানের বাগানকে ভবিষ্যৎ কল্যাণে স্রষ্টার পছন্দ মতো করে সাজাইতে সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

একজন ফুল বাগানের মালিক চান, বাগানের তদারককারী মালীও ভাল থাকুক আর বাগানের ফুলও যথার্থভাবে ফুটে উঠুক। মালিক কখনও চাননা, বাগানের ফুল ক্ষতিগ্রস্থ

হউক, তার কারণে মালীও ক্ষতিগ্রস্থ হউক। এজন্য মালিক বার বার মালীকে সতর্ক করে থাকেন। মালিকের সতর্ক অনুযায়ী চললে যেমন মালীরও লাভ, তেমনি ফুলের জন্মও সার্থক। তার উল্টো হলে মালীরও ক্ষতি আর ফুলেরও ক্ষতি। এজন্য উভয়ের সাফল্যই প্রকৃত সাফল্য।

অভিভাবকগণের জবাবদিহিও এককভাবে: প্রত্যেক মানুষ তার স্রষ্টা বা মালিকের গোলাম হিসেবে তাঁর কাছে থেকে দুনিয়ার কর্মক্ষেত্রে আসার সময় জন্ম লগ্নে একান্ত একাকী অবস্থায়ই আসেন। আর কর্ম সম্পাদন শেষেও মালিকের কাছে মৃত্যুর মাধ্যমে একাই ফিরে যান। বর্তমান অভিভাবক হউক কিংবা আগামী প্রজন্মের অভিভাবক হউক সকলেই দুনিয়ার কর্ম ক্ষেত্রের হিসেব দেয়া কিংবা ফলাফল পেতে মালিকের বা মহান বিচারকের কাছে জবাবদিহির লক্ষ্যে সাক্ষাতের জন্য তাকে একাই হাজির হতে হবে।

অভিভাবকের মৌলিক করণীয়: মানব জাতির চিরশত্রু শয়তান সার্বক্ষণিক চেষ্টা করে মানুষের অন্তরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এর উল্টো দিকে কার্যকর রাখতে। প্রতিটি কথা ও কাজেরই শুভ, কল্যাণকর ও আলোকিত দিক এবং এর বিপরীতে অশুভ, অকল্যাণকর ও অন্ধকার দিক রয়েছে। মানুষ শয়তানের প্রভাবে স্বভাবত অন্ধকার দিকে ঝুঁকতে চায়। এ থেকে বিরত রাখার মৌলিক কিছু করণীয় তুলে ধরা হল:

১। যে স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নির্দেশিকায় প্রদত্ত জ্ঞান ব্যতীত কখনই সঠিক জ্ঞান অর্জন হবে না বিধায় এর সুযোগ সৃষ্টি করা। যাতে অজ্ঞতার অন্ধকারের না পড়ে তারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

২। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও দক্ষ শিক্ষকই পারেন কেবল প্রকৃত জ্ঞানের শিক্ষায় আগামী প্রজন্মের জন্য আদর্শ অভিভাবক গড়ে তুলতে। কারণ শিক্ষকদের পরামর্শ তথা শিক্ষাকেই শিক্ষার্থীগণ প্রকৃত মূল্যায়ন করে।

৩। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট, ফেসবুক ও মোবাইল এর অপব্যবহারে নৈতিক অবক্ষয়ের আশঙ্কা দুরীকরণে চেষ্টা করা। যেহেতু প্রত্যেক কল্যাণকরের মাঝে অকল্যাণকর বিষয় লুকিয়ে থাকে।

৪। সহপাঠী ও সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব যেমন অতীব প্রয়োজন, তেমনি এদের সংস্পর্শে আবার অধঃপতনের আশঙ্কারোধেও সচেতন থাকা। এজন্য প্রকৃত ভাল বন্ধুর অনুসন্ধান করেই সাথী হিসেবে নির্বাচন করা।

৫। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, আকাশ সংস্কৃতিক আগ্রাশন ও কুশিক্ষার প্রভাবে প্রতি নিয়তই সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধিকে রোধ করা। কারণ এসব কুসংস্কারের প্রভাবেই কোমলমতি সন্তানগণ প্রভাবিত হবে পারে।

প্রতি স্তরের অভিভাবকের উচিত সর্বক্ষেত্রে এসব সমস্যা দুরীকরণে চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

উপসংহার: যেহেতু কোন মানুষ পূর্ব থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানে না ভবিষ্যতে সে কখন কোন অবস্থায় কোন স্তরে কার বা কাদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন। সেহেতু স্বভাবতই বলা যায়, মানুষের স্রষ্টাই প্রত্যেকের ভবিষ্যত পরিকল্পনাকারী। তাই মুলত স্রষ্টার নির্দেশে আদিষ্ট হয়ে অন্যের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। সেক্ষেত্রে মানুষের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত গাইড বুক কোরআন অধ্যয়নের মাধ্যম ছাড়া জীবন পরিচালনার শিক্ষা অর্জনের বিকল্প নেই।

আসুন, আমরা আমাদের উপর অর্পিত অভিভাবকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আল্লাহর সন্তোষ্টির লক্ষ্যে সর্বদা চেষ্টা করি। তা না হলে আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রকৃত মালিকের কাছে দায়ী হিসেবে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

গল্প

ওরা মানুষ

আনোয়ার হোসেন (নিরব)
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪৩১৩

কলেজে যাওয়ার জন্য একদিন বাসস্ট্যান্ডে দাড়িয়ে আছি। হঠাৎ পিছনের পকেটে টান অনুভব করলাম। ঘুরে দেখলাম এক পিচ্চি ছেলে আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করার জন্য চেষ্টা করছে। কাঁচা হাতের কাজ। ধরে ফেললাম আমি ছেলেটাকে। ধরা পড়েও ছেলেটার যেন কোন ভয় নেই। আমার দিকে নির্বিকারভাবে তাকিয়ে থাকল। আমি ব্যাপারটা খুব হাসিখুশিভাবে উপভোগ করছিলাম। হঠাৎ আমাকে বলল, "এখন আমাকে মারবেন? না মারলে ছাইড়া দেন। অন্যজনের পকেট মারার চেষ্টা করি। সক্কাল থেইকা কিছু খাই নাই। পকেট না মারলে খামু কী?"

আমি সত্যি না হেসে পারলাম না। ছেলেটাকে খুব ভালো লেগে গেলো। বললাম, "ক্ষুধা লাগলে আমার কাছে চাইলেই তো পারতিস, পকেট মারতে গেলি কেন? আমি না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সবাইতো তোকে ছেড়ে দিবে না।" পিচ্চি বলল, "চাইলে কেউ দেয় না।" আমি আর কথা বাড়ালাম না। এমনিই কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটাকে হঠাৎ টাকা দিয়ে বিদায় জানালাম। সময়ের পরিক্রমায় ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ পরের ঘটনা। একদিন দুপুর বেলায় কোচিং এ যাওয়ার সময় বাসস্ট্যান্ডে গেলাম বাসে উঠার জন্য। দেখলাম সেখানে খুব ভিড়। ব্যাপারটা কী জানার জন্য ভিড় ঠেলে একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা পিচ্চি ছেলেকে একজন লোক খুব মারছে। একটু ভালো করে তাকাতেই বুঝতে পারলাম এই সেই ছেলেটি। যে আমার পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। আমার সাথে তিনজন বন্ধু ছিল। আমরা সবাই মিলে লোকটাকে থামালাম। দেখলাম ছেলেটার অবস্থা বেশ খারাপ। লোকটা ছেলেটাকে অনেক মেরেছে। ছেলেটার মাথা ফেটে অঝোরে রক্ত পড়ছে। বাম হাত ভেঙে গেছে। শরীরের বিভিন্ন স্থান কেটে গেছে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমি বললাম, "ভাই, এরকম ছোট বাচ্চাকে কেউ এইভাবে মারে?" লোকটা বলল, "আরে ভাই বইলেন না। এগুলো সব নেশাখোরের দল। নেশার টাকা জোগাড় করার জন্য এগুলো সব খারাপ কাজ করে। এগুলোর মইরা যাওয়াই ভালো।" লোকটার কথা শুনে আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেলো। পরে আমরা বন্ধুরা মিলে ছেলেটাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে গেলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে কচি ছেলেটাকে আর বাঁচানো গেলো না। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। সমাজের যারা নির্দয় ধনী তাদের জন্যই কত প্রাণ এ রকম নীরবে ঝরে যাচ্ছে। আমরা যারা প্রতিদিন ডাইনিং টেবিলে বসে মাংসের কচি হাড় চিবোই তারা কি কখনও ভাবি রাস্তার পাশের এই পথশিশুদের কথা? মরে যাওয়ার সময় শিশুটির কি প্রচণ্ড অভিমান হচ্ছিল আমাদের এই সমাজের প্রতি। সমাজের মানুষের প্রতি? তার কি নীরব প্রশ্ন ছিল না- কেন সমাজ তার মতো একটি কঁচি প্রাণকে দুনিয়াতে বাঁচতে দিলো না।

এখনও ছেলেটার সেই নিষ্পাপ চেহারা ভুলতে পারিনি আমি। যখনই বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াই তখনই অপেক্ষা। কখন আমার পিছনের পকেটে টান পড়বে। আমি ঘুরে তাকাবো আর দেখবো ছেলেটা বলছে, "এখন কি আমারে মারবেন? না মারলে ছাইড়া দেন।"

গল্প

বহুদূর পথ চলা

মুস্তাবিন নেহা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫১৩৫

শুরুটা আজ হয়নি। কিন্তু যে সময়কালে শুরুটা হয়েছিল সে মুহূর্তটা আজও স্মৃতিকাতর। জীবনের বৃহৎ প্রাণ্ডুলিপির এই ক্ষুদ্র পাতায় অজস্র স্মৃতিবিজড়িত, আনন্দমুখর এবং মনোমুগ্ধকর অদৃশ্যমান বিষয়াদি রয়েছে। কিন্তু এই পাতার সমগ্রটা যে শুধু আনন্দের মধ্যেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা বললে হয়তো ভুল হবে। কেননা প্রত্যেক বিষয়েই সুখ-দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান। আমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পথগুলো মোটেও সহজসাধ্য নয়, আর না কোনোদিন ছিল। তবে যদি এটা বলি যে সবটুকু পথ জটিল বা বাধা দ্বারা বেষ্টিত ছিল তাহলে তা ভুল হবে। কারণ সুখ-দুঃখ, সহজবোধ্যতা-জটিলতা এ সকল বিষয় একে অপরের পরিপূরক। একটি বিহনে অন্যটি অসহায়, একটি না থাকলে অন্যটির অস্তিত্ব হালকা হয়ে যায়।

আজও মনে আছে, শৈশবকালের সেই স্মৃতি ঝলসানো মুহূর্ত যখন আমি বহু প্রতীক্ষার পর আড়াই বছর বয়সে আমার বাবার দর্শন লাভ করি। মুহূর্তটা আমাদের উভয়ের জন্যই তীব্র আবেগপূর্ণ ও মনছোঁয়া ছিল। আজও আমার

মনে আছে, আমার মায়ের আমাকে নিয়ে সেই ছোট ছোট পুতুল নিয়ে খেলা করা। আমার একটু একটু মিষ্টি কথায় তাঁর আমাকে বুকে জড়ানো। মনে আছে- আমার ছোট ছোট ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে বাবা-মায়ের প্রাণপণ প্রচেষ্টাগুলো। ছোটবেলায় সেই চকোলেট কিনে দেওয়ার আবদার, খেলনা কেনার জন্য প্রবল অস্থিরতা, শুক্রবার আসলেই সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবারের ফরমায়েশ এবং ভাল ফলাফলের বিনিময়ে উপহার দিতে হবে। মা-বাবা হতে এরূপ প্রতিশ্রুতি আদায়- এ সকল মুহূর্ত আজও আমার স্মৃতিতে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু স্মৃতি এমনও আছে যেগুলো ভোলা যায় না। এমনকি সেগুলো স্মৃতির ঝাপসা প্রতিফলনও চোখের সামনে ভেসে উঠলে অশ্রু ঝরে যায়। এখনও কোনো শিশুকে তার বাবার হাত ধরে স্কুলে যেতে দেখলে চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না। কেননা, বাবা প্রবাসে কর্মরত থাকায় আমি এ সকল মুহূর্ত খুব কমই পেয়েছিলাম। আর আবদারগুলো তো আমি মোবাইলে জানিয়েই পরিস্থিতির সাথে আপোষ করে নিতাম। কিন্তু বাস্তবতাটা কি এতটাই সরল? মোটেও না। আমার মুখের সর্বপ্রথম ডাক ছিল "বাবা" কিন্তু সেই প্রথম ডাক শোনার জন্য বাবা এখানে ছিলেন না। আমার জন্মের পরবর্তীতে তার প্রথম দেশে পদার্পণ বহুল সামগ্রীর (উপহারের) সমাবেশ ছিল। এতে যদিও আমি কিছু বুঝিনি যে কোনটা কী তবুও আমোদে আত্মহারা ছিলাম। কখনও ভাল ফলাফলের সংবাদ বাবাকে ফোনে জানালে আমি আর বাবা দু'জনেই আমোদকে ধরে রাখতে পারতাম না। কিন্তু দু'জনেই দু'জনের সেই আমোদিত মুখশ্রী দেখতে ব্যর্থ হতাম। বাবা আমায় অনেক ভালোবাসেন- একথা তিনি প্রতিনিয়ত জানাতেন এবং আমিও স্বপক্ষে উত্তর দিতাম যে "I love you too papa" কিন্তু আমার শৈশবকালের কিছু কিছু মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত থাকায় আমি যেমন ব্যথিত ছিলাম, তার চেয়ে সহস্র গুণে ব্যথিত ছিলেন আমার বাবা। বাবা যেদিন দেশে ফিরতেন সেদিন তো আমার আবেগের অন্ত নেই। অশ্রু-হাসি সবকিছু একই মুখশ্রীতে প্রস্ফুটিত থাকত। আর তখন আমি বাবার হাত ছাড়তাম না। এমনকি তার কোলে আমার মাথা রাখার স্থানও আমি কাউকে দিতে আপত্তি জানাতাম। মাও আমাকে অনেক স্নেহ করেন, মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসেন। যদি আমি বলি যে আমার মা এবং বাবা দু'জনের স্নেহ আমি আমার মার কাছ থেকে কিছুটা বেশি পেয়েছি, তবে তা ভুল হবে না। জীবনের স্মৃতিকাতর এসকল মুহূর্তগুলো সারাজীবনব্যাপী আমায় আঁকড়ে রাখবে। তবে জীবন তো এখানেই থমকে যায় না।

আজ যথেষ্ট বড় হয়েছি। বাবা মার কাছে যদিও আমি এখনও তাদের সেই ছোট্ট 'নীলা'- কিন্তু তাদের সেই বেলী ফুলের সুবাশ যে পৃথিবীতেও ছড়াতে হবে। পৃথিবীকে সেই বেলী ফুলের মর্ম বোঝাতে হবে, সফলতার দ্বারে পৌঁছাতে হবে- এ লক্ষ্যকে আমার বাস্তবায়ন করতেই হবে। যে পথ বহু পূর্বে শুরু করেছিলাম তাতে নতুন অধ্যায় শুরু করার সময় চলে এসেছে। জানিনা সময়টা কতদূর প্রশস্ত করা যাবে। যাবে কি না! কিন্তু আমি থমকে দাঁড়াবার নয়। কেননা বাবা মা আমাকে সবসময় বলেন যে, "তুমি তোমার পক্ষে উদ্যোগ নাও, সফলতা তোমায় অবশ্যই খুঁজে নিবে।"

গল্প

আমড়াওয়ালা

রফিকুল ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৭৯০

বাবার ডাকে ঘুম থেকে উঠলাম। বাবা আমার রুমে পত্রিকাটি রেখে বললেন নাস্তার জন্য নিচে যেতে। বাবা একজন রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। যাবতীয় কাজেই তাঁর শৃঙ্খলা মেনে চলা চাই। তাই পত্রিকা পড়েই আমাকে দিন শুরু করতে হয়। আমি পত্রিকা পড়ে স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে নিচে গিয়ে নাস্তা করে বাবার সাথে গাড়িতে উঠি। আমি বাসে উঠি বাবা তা কখনই পছন্দ করেন না। আর তাই যাওয়া আসাতে সবসময় বাবা আমাকে নিয়ে যান। তবে বাড়িতে আসার সময় বাবার জন্য ২০ মিনিটের মতো অপেক্ষা করতে হয়। তাই স্কুল ছুটির পর কখনো বন্ধু ও কখনো একা একা বসে বাবার জন্য অপেক্ষা করি। একদিন বন্ধুরা কেউ না থাকায় এক আমড়াওয়ালার কাছ থেকে আমড়া কিনে খাচ্ছিলাম ও বাবার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। তার মুখ থেকে বের হওয়া প্রথম কথাটি ছিল 'মামা কী কারো জন্য অপেক্ষা করতাছেন?' তখন আমি তাকে বাবার কথা বললাম। সে আর কোন কথা না বলে আমড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লোকটি চিকন ও হালকা খাটো ছিলেন। মুখে গোঁফ ও মাথায় প্রচুর চুল ছিল, যা সে তেলে চুবিয়ে মাঝ বরাবর সিঁথি করে রাখতো। লম্বা শার্ট ও লুঙ্গি পরতো ও কোমরে

গামছা বেঁধে রাখতো। গলায় আল্লাহ্ লেখা তাবিজ ছিল। সেদিনের পর থেকে প্রায়ই তার সাথে স্কুল ছুটির পর কথা হতো। তার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছিলাম। তার বাবা মারা যাবার পর তার গ্রামের চেয়ারম্যান তাদের সব জায়গা জমি দখল করে নেয়। এখন তাদের কাছে বাড়ির ভিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। তার পরিবারে বৃদ্ধা মা ও স্ত্রী রয়েছে। তার একটি এক বছরের মেয়েও আছে। পেটের দায়ে ঢাকায় এসে ছোটো খাটো কাজের সাথে আমড়া বিক্রি করে সে। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার কারণে বন্ধুদের একদিন খাওয়াতে হয়েছিল। ছুটির পর আমড়াওয়ালার কাছে যাওয়ার পর সে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, "মামা আপনার মুখে এত খাবার লেগে আছে কেন?" 'ভালো ফলাফল করে বন্ধুদের খাওয়াতে গিয়েছিলাম, তখন একজন মজা করে লাগিয়ে দিয়েছে।' সেদিন সে আমাকে দুটো আমড়া দিয়ে বলেছিলো যে এটা যেন আমি উপহার হিসেবে গ্রহণ করি। ভালো ফলাফল করার জন্য দিয়েছিল। আমি খুশি হয়ে নিয়েছিলাম। এভাবেই তার সাথে আমার দেখা ও কথা হতো।

সেদিন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। সঙ্গে ছাতা ছিল তাই তা নিয়ে স্কুলের গেটের বাহিরে আসি। দেখি সেই আমড়াওয়ালা মামা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমড়ার চামড়া ছিলে যাচ্ছে। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে এতো বৃষ্টিতে কেন কাজ করছে। সে মুখ তুলে বলেছিল যে তার মায়ের খুব অসুখ। ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে হবে। তার জন্য ৭,০০০ টাকা লাগবে। তার মা তখন বরিশালের কোনো এক হাসপাতালে ভর্তি ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার কাছে কত টাকা আছে?" সে বললো, "আমি অনেক কষ্টে ৪,৫০০ টাকা জমাইছি। এখন কী করমু বুঝতাছি না।" সে ঐদিন কাঁদছিল কিন্তু বৃষ্টির পানির কারণে তার চোখের পানি বোঝা যাচ্ছিল না। আমি বাড়ি ফেরার পথে বাবাকে সব বললাম। পরের দিন আসার সময় বাবা আমার হাতে ২,৫০০ টাকা দিয়ে বলেছিলেন তা আমড়াওয়ালাকে দিতে। ২,৫০০ টাকার সাথে আমি আমার জমানো আরো ৫০০ টাকা মিলিয়ে তাকে দেই। প্রথমে সে নিতে না চাইলেও আমি তাকে দিয়ে বলি, "এটা তোমার মায়ের জন্য। এখন গ্রামে গিয়ে মাকে সুস্থ করে তোলো।" টাকাটা নিয়ে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। আর আমাকে অনেকবার ধন্যবাদ জানায়। তাকে সাহায্য করতে পেরে খুবই ভালো লেগেছিল।

পরের দিন ভোরে স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে পত্রিকা হাতে নিয়ে নাস্তার জন্য বসতেই একটি খবরের দিকে চোখ পড়ে। সেখানে লেখা ছিল যে ঢাকা-বরিশাল এর একটি লঞ্চ ঢাকা ছেড়ে বরিশালে যাওয়ার পথে রাতে ঝড়ের কবলে পড়ে বিশাল পদ্মায় ডুবে গিয়েছে।

তাঁরপর থেকে আমড়াওয়ালাকে আর কখনোই স্কুলের বাহিরে আমড়া বিক্রি করতে দেখি নি। আমি ঐ স্কুল হতে এস.এস.সি পর্যন্ত ছিলাম। কিন্তু তার সাথে আর কখনোই দেখা হয় নি।

কল্প কাহিনী

৩০১৬

মানিক হোসেন (জয়)
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬১৮২

হঠাৎ সাকিবের ঘুম ভেঙে গেল। দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটির দিকে তাকাতেই সেটা বলে উঠলো রাত ১২টা বেজে ১২ মিনিট ১২ সেকেণ্ড, ৩০১৬ সাল।

এই সময়ে ঘুম ভাঙাকে সাকিবের কাছে কিছুটা বিরক্তিকর মনে হলো। না কোনো কারণ ছাড়া তার ঘুম ভেঙে যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। ঠিক কোন কারণে ঘুম ভেঙে গেল তা নিশ্চিত করতে পারল না সাকিব। অস্বাভাবিক! হ্যাঁ! অস্বাভাবিক একটি শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেছে। এতটুকু মনে হলো সাকিবের। সাকিব আলো জ্বালানোর মনস্থ করলো। কিন্তু কী আশ্চার্য! ঠিক তখনই ঘরটি আলোকিত হয়ে উঠলো। মজার বিষয় হচ্ছে সাকিবের ঘরে আলো জ্বালানোর জন্য সাধারণ কোন বাতি নেই। সিস্টেমটি একটু মজার বটে। যদিও এ পদ্ধতিটি সাকিবের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। সাকিবের ঘনিষ্ট বন্ধু শিহাবের। সিস্টেমটি হচ্ছে ওয়ালের ভেতরে এক কর্নারে লাইট এমনভাবে সেটিং করা হয়েছে যে ঘরের সিলিংয়ে স্থাপিত এক দর্পণে সেটি ফোকাস করে। এর ফলে ঐ দর্পণে আলো প্রতিফলিত হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বাইরে থেকে এ আলোর উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। এর অন ও অফের সিস্টেমটিও ভিন্ন ধরনের। শুধু আলো জ্বালানোর ইচ্ছা করলেই আলো জ্বলে আর বন্ধ করার ইচ্ছে হলেই নিভে যায়। সাকিব আইটি স্কুল অব গ্রেট

বাংলাদেশের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সামনে স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা। হাতে তাই একদম সময় নেই। এদিকে তাকে আবার জ্বালানীবিহীন মেশিন তৈরির কাজটা দ্রুত শেষ করতে হবে। কারণ বর্তমানে প্রায় সবধরনের গাড়িই জ্বালানি হিসেবে পানি ব্যবহার করছে। আর এভাবে যদি কিছুদিন চলতে থাকে তবে এমন একদিন আসবে যেদিন পৃথিবীতে খাওয়ার পানিটুকু পাওয়া যাবে না। তাই যত দ্রুত সম্ভব তাকে এ মেশিন উদ্ভাবন করতেই হবে। ঘর আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে সাকিব দেখতে পেল তার সুবোধ বালকের মতো চির অনুগত রোবটটি মেঝেতে পড়ে আছে এবং ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। এবার সাকিবের ঘুম ভাঙার কারণটি বুঝতে একটুও দেরি হলো না যে, তার প্রিয় এ রোবটটি তাকে কোন কারণে ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিল। এ কারনে সে যখন "স্যার" বলে ডাক দেবে ঠিক সে সময় তার অসময়ের ঘুম ভাঙানোর ভয়ে রোবটটি কেঁপে উঠে এবং মেঝেতে পড়ে যায়। আর তার এ পড়ে যাওয়ার শব্দে সাকিবের ঘুম ভেঙে যায়। সাকিব মুখে বিরক্তিভাব প্রকাশ করলেও মনে মনে তার প্রিয় রোবটের মনিবনিষ্ঠা ও দায়িত্বানুভূতি দেখে খুশি হয়। তারপর দরদভরা কণ্ঠে অথচ দৃঢ়ভাষায় বলে, What happened? রোবটটি জবাব দিলো Sorry Sir! মঙ্গলগ্রহ থেকে একজন লোক এসেছেন, আপনার সাথে দেখা করতে চান। 'কোথায় তিনি?' 'তিনি আপনার জন্য ছাদে অপেক্ষা করছেন।' 'তুমি দ্রুত তার নিকট যাও এবং বল আমি শিগগিরই আসছি।' ইতঃপূর্বে অনেকেই মঙ্গলগ্রহ থেকে সাকিবের সাথে ফোনে কথা বলেছে, কেউ কেউ তার মেধা ও বিভিন্ন আবিষ্কারের জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার সাথে দেখা করার জন্য ইতঃপূর্বে কেউ আসেনি। দেখা করার ঘটনা এটিই প্রথম। তবে সাকিব মনে মনে খুশি হলেও নিজে গেল না। তারই তৈরিকৃত স্বীয় আকৃতির রোবটটিকে আগন্তুকের কাছে কথা বলার জন্য পাঠালো এই বলে যে, সাকিব ঘরের মধ্যে থেকে আগন্তুকের সাথে কথা বলবে আর সাকিবসদৃশ রোবট শুধু মুখ নাড়বে। কথামতো সাকিবসদৃশ রোবট ছাদে গেল। আর তাকে দেখে আগন্তুক চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে অপরিচিত ভাষায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে কী কী যেন বলল। সাকিব কিছুই বুঝতে পারল না। তার অনুগত রোবটটি পাশেই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ আগন্তুকের ভাষাকে অনুবাদ করে দিল। অনুবাদের ভাষাটা এ রকম- 'আমার চরম সৌভাগ্য যে আজ আমি আপনাকে প্রত্যক্ষ করছি। আজ আমার জীবন ধন্য হলো।' আগন্তুক আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, সাকিব তাকে ধন্যবাদ দিয়ে থামিয়ে দিল। এবার সাকিব বুঝতে পারল আগন্তুক কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তার কাছে আসেনি। তাই আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলো- 'বলুন কোন মহান উদ্দেশ্যে এ অধমের ঘরে আপনার পদার্পণ?'

আগন্তুক সাকিবের কথার ধরন দেখে মনে সাহস পেলেন। ভাবলেন, আমরা মঙ্গলগ্রহবাসী তাঁকে যেমনটা ধারণা করি তার চেয়ে ইনি হাজারগুণ ভালো। এরপর আগন্তুক তার আগমনের উদ্দেশ্যটা জানালেন। বললেন, 'আমাদের গ্রহরাজ আপনার সাথে দেখা করতে চান। এ জন্য তিনি আমাকে দিয়ে আপনাকে একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন।' আগন্তুক একটি চিঠি হস্তান্তর করলেন। সাকিবসদৃশ রোবট তাকে অভিনন্দন জানাল এবং এই বলে আশ্বস্ত করল যে অনতিবিলম্বে কোনো একদিন সে মঙ্গলগ্রহে যাবে এবং গ্রহরাজের আমন্ত্রণ রক্ষা করবে। আগন্তুক ভীষণ খুশি হয়ে বিদায় নিল।

গতরাতে ভালো ঘুম না হওয়ায় সাকিব ঘুমে মগ্ন ছিল। এমন সময় সাবিহা ঘরে প্রবেশ করে বলল, 'ভাইয়া, তুমি এখনও ঘুমে? আমরা তো রেডি।' সাবিহা সাকিবের ছোট বোন ক্লাস ওয়ানে পড়ে। সে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরই পুরস্কারস্বরূপ তার দাদা তাকে সাইবেরিয়াতে পুকুর দেখাতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। আজ সেই নির্দিষ্ট দিন। সাকিব দ্রুত রেডি হয়ে দাদার সাথে প্লেনে উঠলো। দাদা সাকিব ও সাবিহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের আজ অনেক মজার কথা শুনাব। তবে কথাগুলো কিছুটা দুঃখেরও। দেখ! আজ আমাদের একটি পুকুর দেখার জন্য সুদূর সাইবেরিয়া যেতে হচ্ছে। অথচ আমাদের দেশে এক সময় বড় বড় অসংখ্য নদী ছিল, খাল ছিল, বিল ছিল। হাওড়-বাওড় ছিল। আর পুকুরের তো কোন হিসাবই ছিল না।' সাকিব চাতক পাখির মতো দাদার দিকে চেয়ে আছে। কল্পনার রাজ্যে এক হাজার বছর আগের বাংলাদেশকে দেখার চেষ্টা করছে। আর সাবিহা তো দাদার এক হাত ধরে এমনভাবে চেয়ে আছে যেন এক জীবন্ত মূর্তি। দাদা বললেন, 'আমরা যেখানে বেড়াতে যাচ্ছি এক সময় সেখানে মানুষ যেত না। সেটা ছিল বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চল। শুধু পাখ-পাখালিদের বসবাস ছিল সেখানে।' তারপর দাদা প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি জান

কীভাবে বাংলাদেশ বিশেষ পরাশক্তিতে রূপান্তরিত হলো?' তারা জবাব দিল না। দাদা বললেন, 'তাহলে শোন! আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগে তৎকালিন বিশ্বে বাংলাদেশের তেমন প্রভাব ছিল না। বিশ্বের বাকি দেশগুলো বাংলাদেশকে একটি জনবহুল দরিদ্র দেশ হিসেবে অবজ্ঞা করতো। আর বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলো বাংলাদেশকে নামে মাত্র সাহায্য দিত এং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতো। অন্যদিকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী দেশগুলো বাংলাদেশকে কোন পাত্তাই দিত না। সীমান্ত এলাকায় কারণে অকারণে বাংলাদেশিদের পাখির মতো গুলি করে মারা হতো। দুঃসময় চিরকাল স্থায়ী হয় না। দুঃখের পরেই সুখ আসে। বাংলাদেশিদেরও তাই হলো। দেশের মধ্যে অনাচার অত্যাচার অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেল। জুলুম-নির্যাতন ও খুনা-খুনিতে দেশের মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষের দেশে বেঁচে থাকা যখন দায় হয়ে দাঁড়াল ঠিক তখনই ঘটনাক্রমে এক তরুণ শাসক ক্ষমতায় এলেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি অভিনব কাজ করলেন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক শ্রেণি ও পেশার মানুষের সাথে পৃথকপৃথক ভাবে বৈঠক করে সকল সমস্যা ও সম্ভাবনা জেনে নিলেন। তিনি সবাইকে একটি বছর সৎভাবে জীবনযাপন করার অনুরোধ করলেন। জনগণ খুব খুশি হলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো নিজেরা সৎভাবে চলবে এবং অন্যদের সৎভাবে চলতে বাধ্য করবে। এভাবে দেশ খুব ভালোভাবেই চলতে লাগলো। দেশে মারামারি-কাটাকাটি কোনো কিছুই রইলো না। এ দিকে প্রধানমন্ত্রী দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সকল শ্রেষ্ঠ মেধাবীকে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করলেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী দেশের চরম দূরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের জন্য কিছু করার বিনীত অনুরোধ করলেন। শীর্ষ মেধাবীরা খুব খুশি হলেন এবং নিজের দেশের জন্য কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউশন ও একটি আইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে, যেখানে দেশের শীর্ষ মেধাবীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবন করবেন। শুরু হলো গবেষণা। কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন নিত্যনতুন জিনিস তৈরি করতে শুরু করলেন। এসব জিনিস দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে লাগলো। এদিকে আইটি স্কুলটি খুব অল্প দিনে এতই মর্যাদা পেল যে বিভিন্ন দেশের শীর্ষ মেধাবীরা এখানে পড়াশোনা করতে পারাকে সৌভাগ্য হিসেবে বিবেচনা করতো। খুব অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের মানুষ একটি সুশিক্ষিত জাতিতে পরিণত হলো। দেশের মানুষ সৎভাবে চলার কারণে কোনো অনাচার দেশে থাকলো না। দেশের অর্থনীতি দিন দিন ভালো হতে লাগলো। এভাবে একজন সৎ শাসকের কল্যাণে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পরাশক্তি হয়ে উঠলো।' সাকিব ও সাবিহা এতক্ষণ দাদার মুখে জন্মভূমির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস শুনছিল। তারা যে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে সাকিবের সেদিকে খেয়ালই নেই। তার চিন্তাজগতে জন্মভূমির অতীত ইতিহাস দোল দিচ্ছে। সাকিব নিজেই অনেক গুরুতর বিস্ময় নিয়ে গবেষণা করছে। তার প্রদত্ত অনেক জটিল তত্ত্বের খ্যাতি আজ বিশ্বজুড়ে। কিন্তু আজকে দাদার মুখে শোনা জন্মভূমির প্রাচীন ইতিহাস সবকিছু গোলমাল করে দিল।

তাহলে কী অতীতে এমনই ছিল বাংলাদেশ? তারপর কি কোনো সৎ ও বুদ্ধিমান শিশুর জন্ম হয়নি বাংলাদেশে? আমাদের মতো কিশোররা তখন কী করেছিল? তখনকার মানুষই বা কী কাজ করতো? সাকিবের মনে হাজারো প্রশ্ন। মাথাটা ক্রমশ গরম হচ্ছে। কিন্তু কোনো জবাব মিলছে না। অবশেষে দাদাকে জিজ্ঞাসা করে সাকিব, 'দাদা সে সময় যদি আমাদের জন্ম হতো তবে কি আমরাও তাদের মতো হতাম?' 'না!' দাদা উত্তর দেন। তবে? সাকিব পাল্টা প্রশ্ন করে 'জ্ঞানী, গুণী, সৎ, বুদ্ধিমান ছেলেরা কোনো কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তারা সকল দেশের সকল জাতির, সকল যুগের। একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক দেশকে কী দিতে পারলো তার হিসাব করে, দেশ তাকে কী দিল তা নয়।' দাদা উত্তর দেন।

সাকিব এবার এক হাজার বছর আগের স্বদেশের একজন কিশোরের ছবি কল্পনা করে। আর মনে মনে বলে 'সে সময় যদি আমার জন্ম হতো!'

গল্প

ঘুমাইবার টাইম নাই

রবিউল আলম মুন্না
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৮৩৪

হ্যাংলা-পাতলা ছোটোখাটো মানুষ শাজাহান। থুতনির দিকে সরু হয়ে মুখমন্ডলে উঁচু চোয়াল দুটোই চোখে লাগে সবকিছুর আগে। চোখের দৃষ্টি এমন, যেন বিপদে পড়েছে। এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। কিন্তু সে অবকাশ তার নেই। রাত দেড়টায় ঢাকার কাওরান বাজারে কারও কাঁদারও সময় থাকে না। ট্রাক, লরি, রিকশাভ্যান, হরেক রকমের কৃষিপণ্যের স্তুপ, শশব্যস্ত দুহাতি মানুষের ছোটাছুটি, গলাফাটানো হাঁকডাক, আর মাঝে মধ্যে পিলে-চমকানো বিকট শব্দে বেজে ওঠা ট্রাকের ভেঁপু। সব মিলিয়ে এক বিপুল বিশৃঙ্খল কর্মযজ্ঞ। সারাদেশ থেকে বিশাল বিশাল ট্রাক-লরি বোঝাই হয়ে আসে শাকসবজি, ফলমূলসহ জমি, পুকুর ও খামারে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তার সবই। রাত ১০ টার পর থেকে শুরু হয় সেগুলোর (ট্রাক-লরির) আসা। তারপর রাতভর চলে মাল খালাস, বহন ও বেচাকেনা।

কর্মচাঞ্চল্যে ঘর্মাক্ত এই কাওরান বাজারে সড়কের এক পাশে শাজাহানের ছোটো দোকান। চা, সিগারেট, পান, পাউরুটি, টোস্ট বিস্কুট, কেক, পেটিস, কলা- দুটি হাতে এত কিছু সরবরাহ করতে করতে হাঁপিয়ে ওঠে সে। ঘামে ভিজে সপসপ করছে তার পরনের ময়লা জামা, ঘাম গড়িয়ে পড়ছে চিবুক বেয়ে। মাথার ওপরে জ্বলন্ত বিজলিবাতির আলোয় চকচক করছে তার ঘামে ভেজা কপাল। এরকম একজন ব্যস্ত মানুষের সঙ্গে গল্প শুরু করতে যাওয়া উচিত হবে কি না, আমি ভাবি। শাজাহান এক খদ্দেরের জন্য চা বানাতে বানাতে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী দিব, ভাই'? আমি সুযোগ পেয়ে বলি, 'গল্প করতে চাই আপনার সঙ্গে'।

'গল্প'? শাজাহান হাসে। আমি তাকে কলেজের ছাত্র পরিচয় দিয়ে বলি যে তার কিছু গল্প আমি ইতোমধ্যে জানি। জানি যে, সে ইমনের বাবা।

ইমনের সঙ্গে আমার দেখা ও গল্প হয়েছে দুদিন আগেই। ওর বয়স ১৩। বাবার এই দোকানে সারাদিন সেই থাকে। সন্ধ্যাবেলা বাবা এসে দোকানে বসলে ইমন বাসায় চলে যায়। বাবা সারা রাত দোকান চালিয়ে সকাল আটটা-নটার দিকে যখন বাসায় ফিরে যায়, তখন এসে বসে।

আমি প্রশ্ন করলাম 'ইমনকে স্কুলে দেননি কেন'?

জবাবে সে বলে, "দিছিলাম ভাই, কিন্তু হে লেখাপড়া করে না, খালি গুলি খেলে। কত পিটাইছি। মাস্টারগো কাছে গিয়া কইছি, আমার পোলাডারে মানুষ কইর‍্যা দেন। মাস্টাররা কয়, আমাগো বাপেরও ক্ষমতা নাই তোমার পোলারে মানুষ করার। ওর লেখাপড়া হইত না।"

'ছেলে-মেয়ে কজন'?

'চারটা পোলা।'

'চারটাই? মেয়ে নাই?'

'আহা আহা! ভাই, কইয়েন না! প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে শাজাহান, প্রথম বাচ্চাডাই ছিল মাইয়া। বাইচা থাকলে আইজ মাইয়া বিয়া দেওন লাগত। ১৮ বছর হইতো বয়সে, আহারে ..... !'

তার এই আর্তনাদ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মেয়েটা মারা গেছে কীভাবে?

টাইফয়েড জ্বরে। বুজবারই পারি নাই, ভাই! মাত্র ৯ মাস হইছিল। কেটলি থেকে ছোট্ট কাপে চা ঢালতে ঢালতে মুখে মেয়ের শোকের আর্তনাদে আফসোস করে শাজাহান। তার পর বলে, 'ও ভাই, মাইয়াডা হইছিল, আর আমার জীবনটা ঝলমলা হইয়া উঠছিল। যেখানে হাত দিছি, সফল হইছি। মাইয়া মরল আর আমার দুর্দিন আরম্ভ হইল।

'আর কোনো মেয়ে হয়নি'?

না ভাই, আর হয় নাই। আমি মাইয়া চাই, আর আল্লায় খালি পোলা দেয়। শাজাহানের বয়স এখন ৩৯। বাড়ি চাঁদপুর। সে ১১ বছর বয়সে তার বড়ো মামার সঙ্গে ঢাকায় এসেছে; মামারও চায়ের দোকান ছিল। তারপর একদিন আরও একটা দোকান হয়েছিল, এই কাওরান বাজারেই। কিন্তু কী কারণে সেটা রাখতে পারেনি, তা সে আমাকে বলে না। বলে যে ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল; তারপর বিক্রমপুরে বিয়ে করেছে। সেখানেই নানা রকমের কাজ করেছে প্রায় ১০ বছর।

'রিকসা চালাইছি, কামলা খাটছি, মাটি কাটছি, কত কিছু যে করছি তার হিসাব নাই। তারপর অসুখে পড়লাম। মাথা ঘুরায়, সারা গা বিষ করে, শরীলে কোনো বল পাই না। চার মাস কিছুই করতে পারি না।'

মাস দুয়েক হলো সে আবার পেট চালানোর জন্য কাওরান বাজারে এসে দোকান খুলেছে। 'মাসে আয় কত হয়?' এই প্রশ্নের জবাবে সে হতাশভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টায়, বলে ১০-১১ হাজার টাকা। বেজার কণ্ঠে বলে- কাওরান বাজারে ব্যবসার খরচ মেলা। প্রতিদিন অন্তত তিনটি পক্ষকে মোট ১০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে আরও ১৫০ টাকা।

বউ আর দুই ছেলেকে নিয়ে থাকে বেগুনবাড়ি। বাসা ভাড়া বাবদ খরচ চার হাজার। বাকি দুই ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে চাঁদপুরে দাদা-দাদির কাছে। সেখানে তারা স্কুলে পড়ে। সেই জন্য আবার মাসে তিন হাজার টাকা খরচ পাঠাতে হয়।

এই সময় রোদে পোড়া শরীর, কঞ্চির মতো লম্বা ও চিকন এক নারীর উদয় হলো। তার ময়লা শাড়ির আঁচলে জড়ানো কিছু সবজি। শাজাহানের পেছনে রাখা লম্বা বেঞ্চের পাশে এক বস্তার ভেতরে সেগুলি ঢুকিয়ে রেখেই চোখের পলকে আবার ছুটে যায় বাজারের দিকে। শাজাহান আমাকে বলে,
'ওইডা আমার বউ'।
'এখানে কী করে'?
'তরকারি টোকায়'।
'সব সময়'?

'হ, ভাই, তারপর এই তরকারি শাজাহান ও তার বউ বাজারে বিক্রি করে জীবিকার সন্ধান করে। আমি শাজাহানকে জিজ্ঞাসা করি তার বউ আবার কখন আসবে। শাজাহান বলে, তার কী ঠিক আছে? কিছু পাইলে রাখতে আইব। না পাইলে সারা রাত বিছড়াইতে থাকব'।

আমি শাজাহানকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনারা ঘুমান কখন'?

সে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বলে, খোদা আমাগো চোখ থেকে ঘুম লইয়া লইছে। বাসায় যাইতে যাইতে সকাল ১০টা-১১টা বাইজ্যা যায়। আইজকা বাসায় গেছি দুপুর ১২টায়। প্রায় চারডা মাস হইছে শান্তিমতন ঘুমাইতে পারি না।
দোয় কইরেন ভাই, পোলাগুলান বড়ো হওয়ার আগে যেন মইরা না যাই!'

গল্প

স্তব্ধতা থেকে প্রশান্তি

মাইশা রহমান
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫০৭৪

আজ কলেজ থেকে বের হবার পর একটি ঘটনা হলো। এক বৃদ্ধ, মুখমণ্ডল দাড়িতে ভরা। রোগা শরীর। দেখলে মায়া জাগে। একটি রিকশা চালাচ্ছে। আমাদের কলেজের সামনে যে ঢালু জায়গা তা দিয়ে রিকশা চালাচ্ছিল। ঢালু হওয়ায় গতি বৃদ্ধি পায়। উনি সেই গতি সামলাতে পারেনি। রিকশার চাকা এক তরুণের পায়ে লেগে গিয়েছে। সে তরুণটি ব্যথা পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে তরুণটি বৃদ্ধ রিকশা চালককে যা করল তা নাইবা বলি। এই হচ্ছে তরুণটির মহান মানবিকতা!

কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে মনের ভিতর কেমন জানি মোচড় দিয়ে উঠলো। যখন ভিড় কমলো, তখন সেই বৃদ্ধটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, "আপনি ঠিক আছেন তো?" কিন্তু তার চোখ হতে নিঃসৃত অশ্রুবিন্দু আমাকে বাধা প্রদান করে।

কলেজ থেকে এলাম বাসায়। সব সময় বাসায় ফিরে পড়তে বসি আমি, কারণ সন্ধ্যা হয়ে যায় তাই। কিন্তু আজ পড়তে বসিনি। কারণ ভাল লাগছিল না। তাই আমার রুমের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছিলাম। মসজিদের সামনে একটি রিকশা থামল। রিকশাওয়ালা অতিশয় বৃদ্ধ। মনে পড়ে গেল সেই বিকেলের কথা। রিকশা থেকে একজন তরুণ নামল। বৃদ্ধটিকে তার প্রাপ্য ভাড়া দিয়ে সে চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। তাকাল তার দিকে, মানিব্যাগ থেকে আরো কিছু টাকা বের করে সে বৃদ্ধটির হাতে দিল। তারপর বৃদ্ধটির কাঁধে হাত রেখে দুই বার হাত নাড়ালো। এরপর চলে গেলো।

এই হলো এই তরুণটির মানবতা!

বিকেলের ঘটনা আমাকে করেছে স্তব্ধ, আর সন্ধ্যাবেলারটি এনে দিলো প্রশান্তি...।

গল্প

মৃত্যু

আমিনুল ইসলাম আশিক
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪০৩৬

ধান কাটা প্রায় শেষের দিকে। সকলেরই উঠোন আজ ফসলে পরিপূর্ণ। মুখে হাসি ফুটেছে বহু কৃষকের পরিবারের। সদ্য কাটা ধান আর বাতাসে সুদিনের ঘ্রাণ, যেন সকল পরিশ্রমের কথা ভুলিয়ে দেয়। সারি সারি পাকা ধানের গাদাগুলো যখন মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন কৃষকের মনে কষ্ট হয় না মোটেও। বরং সারা গায়ে খড়ের ছিটেফোঁটা মেখে যেন নিজেকেও এরই অংশ বানাতে চায় সবাই। গৃহিণীরা আজ বড্ড ব্যস্ত। ধান ভানতে হবে যে.. সে ধান আবার সেদ্ধ করে শুকাতেও হবে। ওদের জীবনটা এভাবেই শুরু, এভাবেই কাটে....

কিন্তু, সকলের জীবনটা একইভাবে কাটে না। সকলের ঘরেই আজ সদ্য কাটা পাকা ধান উঠেছে... শুধু যার ঘরে এখনও ধান এসে ওঠেনি, সে হল কদমালি। তাছাড়া উঠবেই বা কী করে? ধান কেটে, বেঁধে, মাড়াইয়ের পর.. সে তার পারিশ্রমিক পাবে। তারপর যদি মহাজন উপরি হিসেবে কিছু দয়ার ভিক্ষা দেন.. তবেই না!!

সকাল থেকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর, ৩৭ বছর বয়সী কদমালি সন্ধ্যা বেলায় অনেকটাই ক্লান্ত। কিছুক্ষণ আগে গাজি বাড়ির কত্রী এসে পান্তা দিয়ে গেছেন। তাই খেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে দেহে। এখন অপেক্ষা শুধুই পারিশ্রমিকের।

বাড়ির মেঝেতে বসে বসে কদমালির কপালে চিন্তার ছাপ ফুটে ওঠে-ছেলেটার বয়স এবার ১৫ বছর হল, স্কুলের গণ্ডির একদম শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে সে... এবার? সামনে কী হবে? সেও কি তারই মত অন্যের জমি চাষ করে যাবে সারাজীবন? ক্ষুধার তাড়নায় বিসর্জন দেবে তার নিজের ভবিষ্যৎ?

আর মেয়েটা? তার বয়সও যে ১২ ছুঁই ছুঁই। কী হবে তার? তার বিয়েও কি হবে তারই মত কোনো ভূমিহীন কৃষকের সাথে? সমাজ যাকে 'কামলা' নামেই চেনে? আর তার বউ আমেনার মত তার মেয়েটাও কি লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করে বেড়াবে? ভাবতে ভাবতে চোখ ভিজে ওঠে কদমালির।

সহসা বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন...
-কি মিঞা, বাড়ি যাবা না?
-পোলাপান গুলান সব না খাইয়া রইছে... খাওন না লইয়া, ক্যামনে যাই?
-ক্যান, খাওন নাই বাড়িত?
-ক্যামনে থাকে কন? কামাইয়ের মানুষ একজন, তয়.. খাওনের মুখ তো তিনখান।
-খাওন লইয়া যাইও। জমিলারে কইতাছি। আর এই লও তোমার ট্যাকা।
-গাজি সাব, ট্যাহা...

-বুঝছি, হুনো ২ দিন কিন্তু তুমি কাম করছো আধা বেলা.. ওই ট্যাকা কাইট্টা রাখলাম। লেনদেনের বেলায় কিন্তু বাপু, আমি খুব কড়া মানুষ.. বুইজ্জা লইও। পূর্ণ পারিশ্রমিক পায়নি সে। এই ঘটনা আজ নতুন নয়। প্রায়ই এমনটা ঘটে থাকে। তবু যা পায়, তাতেই খুশি থাকতে হয় কদমালি'র মত ভূমিহীন কৃষকদেরকে। কারণ, পৃথিবীটা দুর্বলের জন্য বড্ড নিষ্ঠুর জায়গা। কে জানে? প্রতিবাদ করতে গেল যদি আবার হিতে বিপরীত ঘটে?

যাক সে কথা, গত রাতের কিছু খাবার দিয়ে গেছে... ওদের কাজের মেয়ে জমিলা। এতে আজকের রাতটা বোধ হয় কেটে যাবে। কদমালি খেয়েছে কিছুক্ষণ আগেই, সে নিজে আজ রাতে আর না খেলেও চলে যাবে।

বাড়ির পথে পা বাড়ায় কদমালি, এবার ঘরে ফেরার পালা। পথ চেয়ে বসে আছে কয়েকজোড়া নিষ্পাপ চোখ। তাদের মনে হয়ত তেমন বড়ো কোন আশা নেই, হয়ত তাদের আশা শুধুই ওই মানুষটিকে ঘিরেই। যে তাদের অন্ন জুগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। কী হবে ওই নিষ্পাপদের ভবিষ্যৎ? তার নিজের মতই?

এসব কথা ভাবলেই আতকে ওঠে কদমালির মন। না না, কিছুতেই না...। প্রয়োজনে সে তার নিজের জীবনটাই দিয়ে দেবে, তবুও তার সন্তানদের জীবনটা নিজ হাতে গড়ে দিতে চায় সে। অনেক স্বপ্ন দেখে কদমালি, তার মেয়ের বিয়ে হবে একদিন... অনেক ধুমধাম করে দেবে মেয়ের বিয়ে। আর বর? সে তো অবশ্যই রাজপুত্র হতে হবে। যে ঘোড়ায় চড়ে আসবে।

আর, তার ছেলেটা একদিন মস্ত মানুষ হবে। তার ওই ছোট্ট কুটিরটাকে, একটা মস্ত দালানে রূপ দেবে সে। একদিন সব দুঃখ ঘুচে যাবে কদমালির। তার ছোট্ট কুটিরটার অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে সে। ওই তো আলো দেখা যাচ্ছে। এখনই বোধ হয়, ছোট্ট রাজকন্যাটা তার কোলে ছুটে আসবে। বাবার গলা জড়িয়ে সে অভিমান দেখাবে।

হ্যাঁ, এইতো বাড়ি এসে গেছে সে। পা বাড়ালো বাড়ির দরজার দিকে... হঠাৎ কী যেন একটা কামড় দিল পায়ে। চিৎকার দিয়ে পা জড়িয়ে ব্যথায় বসে পড়ল কদমালি। পায়ের ক্ষতটা দেখে বুঝতে আর বাকি রইল না কোনো কিছুই... সাপে কেটেছে তাকে।

ওইতো দেখা যাচ্ছে আমেনা ছুটে আসছে তার দিকে, সাথে আছে ছেলে-মেয়ে দুটোও। কিন্তু ছুটে আসার দৃশ্যটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কদমালির চোখে। বোঝাই যাচ্ছে যে, মৃত্যু ঘটছে তার। এ মৃত্যু কি শুধুই তার শরীরের? নাকি তার স্বপ্নগুলোরও?

গল্প

বিরহের আনন্দ

মহসিন উদ্দিন মজুমদার
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৭৩৯

খুব সকালে যারা ঘুম থেকে ওঠে তাদের ভোরলি বলা হয়। সূর্য যখন কালো মেঘের আস্তরণকে চিরে পৃথিবী রাঙায় কতই না সুন্দর লাগে দৃশ্যটি। হাজার তারার মাঝে চন্দ্র দেখার চেয়ে মাঝে মাঝে আমার এই দৃশ্যটি দেখতে বেশি ভালো লাগে।

মিরপুরের একটি দোতলা বাসায় আমার বেড়ে ওঠা। ছোট বেলা থেকেই আমি মা ঘেঁষা। বাবা ব্যবসায়ের কাজে ব্যস্ত, তাই বাজার থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত মা'ই করেন। আর বাসার কাজ তো আছেই। বাবাকে সকালে মাঝে মাঝে দেখি আবার দেখিওনা। কারণ বাবার কর্মস্থল কাওরান বাজারে। তাই জ্যাম থেকে মুক্তি পেতে সকাল ছ'টায় রওনা হন আর ফেরেন রাত বারোটায়। এসেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। কারও সাথে কথা বলার বিন্দুমাত্র শক্তি তার থাকে না। তাই বলা যায় একটি বাবা হারা অনাথের মতই আমার বেড়ে ওঠা।

আমি আমার বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা নেই বললেই চলে। দশম শ্রেণি পর্যন্ত মা আমায় স্কুলে নিয়ে যেতেন। কতই না ভালো লাগত তখন। স্কুলে যাওয়ার বেলায় মার কাছে নানা রকম বায়না ধরার মজা এখন বুঝতে পারছি। মাও তার সাধ্যমত আমায় দিতে চেষ্টা করেছেন। মাঝে মধ্যে হয়ত শাসনও করেছেন। আজ হাসপাতালের রংহীন বিছানায় শুয়ে শুধু ছেলেবেলার ঘটনা মনে পড়ছে।

মাত্র কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার দেখে গেছেন। মা তো আমার পাশে ২৪ ঘন্টাই বসে আছেন। শুধু চোখের পানি ফেলেন। এমন হলে কি কোনো ছেলের মন ভাল থাকে? কেন যে মা বোঝেন না। কথা বলার শক্তি নেই, তাই তো মনে মনে সব বলতে হচ্ছে- না হলে আজ মাকে কতই না কথা বলতাম। আজকাল বাবাকেও খুব বেশি দেখতে পাই আমি। দিনে তিনি কমপক্ষে ১০/১২ বার আমায় দেখতে আসেন। এখন মনে হচ্ছে স্কয়ার হসপিটালের তৃতীয় তলায় যদি সারাজীবন থেকে যেতে পারতাম।

এসএসসি শেষ করে যখন কলেজে ভর্তি হই, নিজের মনে তখন কতই না আনন্দ ছিল। ভালো ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি ছিল স্কুলে। তাই কলেজেও ভর্তিতে তেমন কোনো ঝামেলা হল না। বিনা ঝামেলায় কলেজে ভর্তি হওয়ায় আমার মনে খুব আনন্দ ছিল। কিন্তু সে আনন্দে কিছুটা ভাটা পড়ে গিয়েছিল, কারণ মা আর আমায় কলেজে দিতে আসবেন না। আমি নাকি বড়ো হয়ে গিয়েছি।

কলেজে অনেক বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় ঘটে। নুতন বন্ধুর সাথে কলেজে আড্ডা দেয়া শুরু করি। মজাই লাগত আমার। মাঝে মাঝে কলেজ ফাঁকি দিয়ে দূরে ঘুরতে যাওয়া, মেয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া প্রায় নিয়মিত হয়ে যায় আমার। আমার সাথে প্রায় সব বন্ধুই সিগারেট খেতে শুরু করে। কিছু বন্ধু সবসময় আমাকে সিগারেট সাধত। প্রায়ই বলত, "নে বন্ধু খা, আলাদা ভাব আছে।" সখের বসে প্রথম প্রথম ২/১টা টান দিতাম। আস্তে আস্তে তা নিয়মিত হয়ে গেল। কিছুদিন পর দেখলাম এক বন্ধু কিশের যেন পাতা কেটে সিগারেটের মুখে ঢুকাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলে কিছু বলত না, শুধু হাসত, খুব জানার ইচ্ছে থেকে একদিন ওর পিছু নিলাম। দেখলাম এক চায়ের দোকান থেকে কী যেন নিল। ও চলে গেলে আমিও নিতে গেলাম। ৫০ টাকা দেওয়ার পর উনি আমাকেও কিছু পাতা দিলেন। আমি ওটা নিয়ে আমার বন্ধু অমিতের কাছে গেলাম। কারণ আমি যাদের সাথে মিশতাম তাদের মাঝে অমিত সবচেয়ে বেশি খারাপ ছিল। ও আমাকে শেখালো

কীভাবে এই পাতা, মানে গাঁজা খেতে হয়। আস্তে আস্তে আমি গাঁজায় আসক্ত হয়ে গেলাম।

বেশ কিছুদিন পর আমি হঠাৎ বাসার ড্রইংরুমে ঘুরে পড়ে যাই। হসপিটালে নিয়ে আসলে আব্বু আম্মু জানতে পারেন আমার ক্যান্সার হয়েছে এবং আমি ---------। জীবনের প্রতিটা মূহুর্তে আমি বাবাকে কাছে পেতে চাইতাম। আজ যখন বাবাকে কাছে পাচ্ছি তখন আমি হসপিটালের বেডে শুয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছি। হাতে পায়ে শক্তি নেই যে একবার বাবাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরব- বলব "বাবা, ও বাবা! আমি তোমার সন্তান নই? কেন তুমি আমার সাথে কথা বল না? কেন তুমি দুরে দুরে থাক?" হসপিটালের আলোগুলো চোখে লাগছে। একটু ঘুমানো দরকার। কিন্তু চোখ বন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না। হয়ত এই আমার শেষ ঘুম। "বাবা বড়ো ভালবাসি তোমায়"।

গল্প

নামহীন গল্পগুলো

তাহমিনা আক্তার রিতিকা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪৯৫১

(১)

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তিশা। আশে পাশে তাকিয়ে নিল। না, কেউ নেই। আবার হাঁটতে শুরু করল সে। স্পষ্ট মনে হতে থাকলো পিছু পিছু কেউ আসছে। আবার থমকে দাঁড়িয়ে আশেপাশে দেখে নিল সে। নাহ, কেউ নেই। বেশ কয়েকদিন আগে একটা ছেলে তাকে খুব উত্ত্যক্ত করত। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে তাকে থামিয়ে কথা বলতে চাইত। পাশ কাটিয়ে চলে গেলে পেছন থেকে খারাপ কথা বলত। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে তিশা তার বাবাকে বলে দেয়। বাবা আর কয়েকজন লোক নিয়ে ছেলেটিকে শাসায়। তারপর থেকে ছেলেটিকে আর দেখা যায়নি। কিন্তু এরপর থেকে শুরু হয়েছে অন্যরকম একটা ভয় আর দুশ্চিন্তা। প্রতিদিন স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে চলতে গেলে মনে হয় কেউ তার পিছু পিছু আসছে। তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সারাক্ষণ মনের মধ্যে চাপা একটা ভয়। আজকেও তেমন হচ্ছে। আবার হাঁটতে শুরু করল তিশা। হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল মুখোশ পরা একটা ছেলে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পকেট থেকে ছুরি বের করে সে বসিয়ে দিল তিশার বুকে। তিশার আর কিছু মনে নেই। তার চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্ধকার হতে আরো অন্ধকার হতে থাকলো।

(২)

শহরের বড়ো সড়কের পাশে রহিম মিয়ার দোকান। আশেপাশে আরও অনেকে তার মতো সবজি, ফল, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে। যে সড়কটির পাশে তাদের বাজার, সেটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। প্রায়ই সেখান দিয়ে বড়ো বড়ো বাস, ট্রাকগুলো বিপজ্জনকভাবে ছুটে যায়। নিত্যদিনের মতোই দোকান খুলে বসেছিল রহিম মিয়া। সকাল সকাল তখনও তেমন একটা লোকজন আসা শুরু করেনি। একজনকে কিছু জিনিস বিক্রি করে টাকা নিয়ে গুনে রাখতে গিয়েছিল রহিম মিয়া। এমন সময় বাতাসে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট উড়ে গিয়ে পড়ল একেবারে সড়কের মাঝে। পঞ্চাশ টাকা রহিম মিয়ার কাছে অনেক টাকা। সে দ্রুত গিয়ে টাকাটি তুলতে যায়। সড়কের একপাশে থেকে একটা ট্রাক ভয়ংকরভাবে ছুটে আসছিল তা সে খেয়াল করেনি। হঠাৎ লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেল। কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ট্রাকের ধাক্কায় সে ছিটকে সড়কের এক পাশে পড়ে যায়। আশেপাশের লোকজন ধাওয়া করে ট্রাকটিকে থামাতে যায়। কিন্তু ট্রাক ডাইভার ট্রাক আরও জোরে চালিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ওদিকে মুহূর্তের মাঝেই শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল রহিম মিয়ার। তার রক্তাক্ত দেহটি সড়কের এক পাশে পড়ে থাকে।

(৩)

হাত থেকে "ঝনঝন.." করে দুটি গ্লাস পড়ে গেল। ভয়ে বরফের মতো জমে গেল ১২ বছরের রাজু। সে যেখানে কাজ করে সেখানে সামান্য কারণে তাকে প্রচুর গালিগালাজ আর মারধর করা হয়। আর আজকে একটা নয়, একসঙ্গে দু-দুটো গ্লাস ভেঙে ফেলেছে সে। চোখে যেন সরষে ফুল দেখতে পায় রাজু। গাস ভাঙার শব্দে দৌড়ে আসে গ্যারেজের মালিক ফরিদ আর তার সহকর্মী জুয়েল। মুহূর্তে চোখে আগুন জ্বলে উঠে দুজনের। রাজুর চুলের মুঠি ধরে টেনে গ্যারেজের পেছনে নিয়ে এলো দুজনে। রাজুর অনেক অনুনয়-বিনয় আর কান্নাকাটিতেও এতটুকু মন গলেনি তাদের। তারা রাজুকে কাছের একটি গাছের সাথে বাঁধে। আর শুরু করে বেত আর লাঠি দিয়ে অসহনীয় মার। রাজুর আর্তচিৎকার যেন তাদের ভেতর তৃপ্তি এনে দেয়। প্রায় বিশ মিনিট পর তারা রাজুকে ছেড়ে দেয়। রাজুর শরীর নিস্তেজ হয়ে গ্যারেজের পেছনে পড়ে থাকে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে থাকলেও রাজুর উঠে বসার শক্তিও হলো না। ফরিদ আর জুয়েল গ্যারেজ বন্ধ করে একপর্যায়ে চলে গেল দুজনের কেউই রাজুকে আর দেখতে আসেনি। ধীরে ধীরে রাজু তারপর উঠে বসলো।

ঠিক করে ফেললো এখানে আর নয়, পালাতে হবে। কোনমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাজু। তারপর যতোটা দ্রুত সম্ভব হাঁটতে শুরু করল। সরে যেতে থাকল জায়গাটি থেকে। পায়ে কোথায় জানি চোট লেগেছে। পা টেনে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তাতে কিছু করার নেই। তাকে চলতে হবে। গন্তব্য, তার জানা নেই। কিন্তু জানা আছে তাকে চলতে হবে...।

আত্মকথা

স্বপ্ন জয়ের প্রেরণা

মেহজাবীন মীম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৮০৫

"উদ্ভাসিত আলোর মাঝেই দেখ তোমার মুখ;
জীবন মানেই সংগ্রাম, আর বিজয় মাসেই সুখ।"

পড়ন্ত বিকেলে রক্তিম আভা মাখিয়ে, সূর্যটি হেলে পড়তে চাইছে যখন, স্কুল প্রাঙ্গণে সবাই বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়েছে তখন। আজ আমার মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট পাওয়ার দিন। মনের মাঝে ভীষণ ভয় কাজ করছিল সকাল থেকে। কী হবে আমার রেজাল্ট ? স্বপ্নজয়ের পথে, সাফল্যের হাতছানি দিয়ে বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়বো, নাকি হেরে গিয়ে বিছানার মাঝে মুখ লুকিয়ে কাঁদবো। শত ভয় কাটিয়ে, অজানা এক অস্থিরতা নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে ছুটে গেলাম। গিয়েই দেখি আমার মত শত শত পরীক্ষার্থী আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে। বহু লোকের শত ভিড় ঠেলে নিজের রোল নম্বরটি খুঁজতে লাগলাম। এক শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনা কাজ করছিল মনের মাঝে। বহু কষ্টে নিজের রোলটি খুঁজে পেয়ে যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। আমি জিপিএ-৫ পেয়েছি। সফলতার প্রান্তে, খুশির উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে করতে লাফাতে ইচ্ছে হচ্ছিল তখন। কিন্তু তবুও এক ভয়। সব বিষয়ে A+ থাকবে তো!

বর্তমান যুগ তো ইন্টারনেটের। হাতে এনড্রয়েড ফোনটিও ছিল তখন। ফোনটি হাতে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে বসেই খুঁজতে শুরু করলাম নিজের রেজাল্ট। পাই না, পাই না, করতে করতে বহু সময় শত অস্থিরতায় কাটিয়ে অবশেষে এলো সেই মুহূর্ত। আহ! কি শান্তি। আমি সব বিষয়ে A+ পেয়েছি। বিজয়ের আনন্দে, খুশিকে ধরে রাখতে না পেরে নিজের অজান্তেই চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগলো। সব বিষয়ে A+ পেয়েছি শুনে মনের আনন্দে বাড়ির সবাই মিষ্টি বিলাতেও শুরু করে দিল। সবার মাঝেই বিজয়ের আনন্দ।

কিন্তু হঠাৎ মনে পড়লো, একজনকে তো সুখের খবরটি জানানেই হলো না। একটি কোনো নম্বরে বার বার ফোন করে চলেছি। কিন্তু ওপাশ থেকে কেউ ধরছে না। এক বার না, দুই বার না, শতবার চেষ্টা করেও যখন ফোনে কাউকে পেলাম না, তখন সফলতার এত খুশির মাঝেও যেন খানিক বিষাদের ছায়া নেমে এল। আমার সফলতার পথে, স্বপ্ন জয়ের পথে, যিনি প্রতিটি মুহূর্ত ছায়ার মতো আমার পাশে থেকে প্রেরণা দিয়ে গেছেন, ভাঙা স্বপ্নকে জোড়া লাগাতে শিখিয়েছে, জীবন সংগ্রামে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছেন, তাকেই আজ আনন্দের ভাগটি দিতে পারলাম না! তিনি আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষক মোঃ মাহবুবুর রহমান শাকিল। তিনি আমার ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন।

অল্প বয়সে প্রাণপ্রিয় ব্যক্তি বাবাকে হারিয়ে, বাবার দেখানো বড় মানুষ হওয়ার, বহুদুর যাওয়ার স্বপ্নগুলো ধোঁয়াশা হয়ে উঠছিল যখন, জীবন সংগ্রামে এগুতে গিয়ে বারবার পিছিয়ে পড়ছিলাম যখন, তখন ছায়ার মত আবির্ভূত হয়ে শাকিল স্যার যেন আমার জীবনকেই পাল্টে দিল। গানের ছলে, ছন্দের তালে তালে, ম্যাজিকের মত করে যে ইংরেজি শেখা যায় জানতামই না। বরাবরের মতই ইংরেজিতে খুব কাঁচা ছিলাম আমি। আস্তে আস্তে কৌতুকে ভরা স্যারের হাস্যরসে জমজমাট ক্লাসগুলো এত ভাল লাগত যে, ইংরেজিকেও ভালবাসতে লাগলাম ধীরে ধীরে। ক্রমাগত উন্নতি হতে লাগলো আমার। শুধু 'ইংরেজিই' না সব বিষয়ে পড়ার আগ্রহ ও কোটি গুণে বেড়ে গেল। স্যার নিমেষ মাঝেই যেন সবাইকে আপন করে ফেলতেন। সবার যত সমস্যাই থাকুক না কেন, স্যার হাসিমুখে ধৈর্য্য নিয়ে কত সহজে তা সমাধান করতেন, বলাই বাহুল্য। যতবারই স্যারকে কোন না কোন সমস্যা দেখিয়েছি, স্যার কোনদিনও ফিরিয়ে দিত না, তার যত ব্যস্ততাই থাকুক আর যত কষ্টই হোক না কেন। ধীরে ধীরে ছাত্র শিক্ষকের মাঝে নিবিড় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রগতির পথে ধাবিত করতে, সর্বক্ষণ প্রেরণা দিয়ে যেতেন আমাকে। স্যার আমাকে শিখিয়েছেন,

"উদ্ভাসিত আলোর মাঝেই দেখ তোমার মুখ ;
জীবন মানেই সংগ্রাম, আর বিজয় মাসেই সুখ।"

আমার ভীষণ প্রিয় উক্তি এটা। স্যার আরো বলতেন, "বিশ্বাস রেখো বুকের ভেতর, প্রত্যয় অনুভবে, স্বপ্ন জয়ের যুদ্ধে এবার সফল তুমিই হবে।" সেই থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আমাকে। বাবার দেখানো ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগল। জীবনে বড় হয়ে মানুষের মত মানুষ হওয়ার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে লাগলাম। আজকের এই সাফল্য তারই ফল। আজ সত্যিই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জীবন সংগ্রামে সাধনা করলে সফলতা আসবেই।

প্রিয় শাকিল স্যার, জানি আপনি আজ আমাদের থেকে বহুদুরে চলে গেছেন। দিন বদলে গেছে, প্রকৃতিও রং বদলে গিয়েছে। শুধু রয়ে গেছে কিছু স্মৃতি, কিছু ভালোলাগা মুহূর্ত। আপনি যেখানেই থাকুন, খুব ভাল থাকুন। স্বপ্ন জয়ের প্রেরণাপুরুষ হিসেবে আজীবন শ্রদ্ধা করব আপনাকে। খুব ভালবাসি আপনাকে। অনেক, অনেক!

মনের গভীরে গিয়ে কথাগুলো যখন ভাবছিলাম, তখন আচমকা এক ধাক্কায় যেন চেতনা ফিরে পেলাম। বন্ধুরা আমাকে বলছে, কি করছিস এখানে একা একা। আজ আমাদের সাফল্যের দিন। চল আনন্দ করি। ওহ্, ভুলেই তো গিয়েছিলাম। বিজয় মানেই তো সুখ, খুব আনন্দ করলাম স্কুল প্রাঙ্গণে। ব্যান্ডের তালে তালে, রং নিয়ে মাখামাখি করে কত মজা করলাম। তখন হঠাৎ মেঘ ডেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগলো। স্কুল থেকে বেরিয়ে বৃষ্টিভেজা পিচঢালা পথের উপর দিয়ে হাঁটছি, রাস্তার এদিক সেদিক তাকাচ্ছি বারবার। ইস! এবার যদি স্যারের সাথে দেখা হয়ে যেতো। তখন আনন্দে চিৎকার করে বলতাম, "বিশ্বাস রেখেছি বুকের ভেতর, প্রত্যয় অনুভবে, স্বপ্ন জয়ের যুদ্ধে আমায় সফল হতেই হবে।"

কাউকে ছোট করবেন না কেউ

গল্প

মোঃ তৌফিক মাহমুদ
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৯৮৫

একটা গল্প যেটা আপনার জন্য নাও হতে পারে। ফারহান নামের একটা ছেলে খুব ছোটবেলায় যখন সে তার বাবার হাত ধরে হাঁটতো, যখন সে তার পছন্দের জিনিসটা বা তার চাহিদা আবদার করছিল ঠিক ঐ মুহূর্তেই ছেলেটা তার বাবাকে হারায় চিরদিনের মত। কোন চাওয়া পাওয়া, আশা-ভরসা সব কিছু যেন জীবন থেকে চলে গেল। দুঃখি মা যে কিনা প্রতি মুহূর্তে পার করে দিচ্ছে তার হারানো স্বামীর জন্য; যে সারা জীবনের জন্য ওপারে চলে গিয়েছে। ছেলেটা ঢাকায় থাকতো। হঠাৎ তার বাবা মারা যাওয়ায় তার মায়ের আর ঢাকায় থাকা হয় না। চলে যায় গ্রামে। ছেলেটা স্কুলে পড়তে তখন। স্কুলের কথা চিন্তা করে তাকে থাকতে দেওয়া হয় তার এক ফুফুর বাসায়। তাকে সেখানে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় প্রতি মুহূর্তে।

অনেক বড় একটি পরিবার তারা। কিন্তু ছেলেটার জায়গা হয়েছিল একটা স্টোররুমে। স্টোররুমের একটা কোণায় ছোট একটা পড়ার টেবিল আর একটা পুরোনো খাট। যখন ছেলেটা একটা সিদ্ধান্ত নেয়, খুব ভাল একটা রেজাল্ট করতে হবে তার মায়ের জন্য। মা অনেক দুরে থাকে। একা একা অনেক কান্না করতো মায়ের জন্য। রাত ২টা, ৩টা, ৪টা পর্যন্ত পড়ালেখা করতো। পড়ালেখা শেষ হলে যখন ঘুমাতে যেত। ঘুমতো আসতো প্রতিদিন তার চোখের পানি দিয়ে। এসএসসিতে খুব ভাল একটা ফলাফল করতে হবে তাকে এবং সে করলো। বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলেটা খুব ভাল একটা কলেজে পড়বে। 'নটরডেম কলেজ' বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রতিটা মুহূর্তেই কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে ঐ কলেজে চান্স পাওয়ার জন্য। মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ হয়ে চান্স পেয়ে যায় সে। দুই বছর পার করার পর যখন সে এইচএসসি পরীক্ষা দিবে ঠিক সে মুহূর্তে তার মায়ের বড় ধরনের অসুখ হয়। তার মায়ের অপারেশনের জন্য বড় অঙ্কের টাকা চলে যায় তার পরিবার থেকে। ঐ ছেলেটার জীবন আরো কঠিন হয়ে পড়ে। ঢাকায় থাকাটা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়। হয়ে যায় অনেক কষ্টের কারণ। মা টাকা পাঠাতে পারছে না। কি করবে? এইচএসসি পরীক্ষা ছেড়ে দিবে তা তো সম্ভব না। একটা টিউশনি করতো সে। যখন ঐ ছাত্রের মা তার সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারলো তখন তার পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন ফি'র সম্পূর্ণ খরচটা সে দিলেন। ছেলেটাকে বাসায় থাকতে দিল। দিল তাকে আশ্রয়। পরীক্ষা দিল ঐ বাসায় থেকে। পরীক্ষা যখন শেষের দিকে তখন সে বুঝতে পারল আসলে একটা মানুষের সাহায্য কয়দিন নেওয়া যায়। সব বন্ধুদের অনুরোধ করে একটা চাকরির জন্য। সব বন্ধুদের অনুরোধ করে একটা সাহায্যের জন্য। একটি কিছু করার জন্য। একটা বন্ধু তাকে ইন্টারন্যাশনাল কল সেন্টারে ট্রাই করার

জন্য রেফারেন্স করে। ছেলেটা চিন্তা করলো- যদি পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আসে সেটা অনেক কিছু। ঐ কোম্পানীতে সে যায় এবং তাকে বলা হয় তুমি যদি তিনটা প্রোডাক্ট সেল করতে পার তাহলে তোমার চাকরি হবে। তোমার বেতন হবে ১০ হাজার টাকা। অফিস টাইম রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত। প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল ছেলেটা সেল করতে পারছে না। ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ দিন গেল তখনও সেল করতে পারলোনা। সেই সফটওয়্যারটির আসলে কোন দরকারই ছিল না। মিথ্যা কথা বলে ভুল বুঝিয়ে আমেরিকা ও কানাডাতে সেল করতে হবে। যখনি সে কাউকে কল করত তখনি কারো না কারো সমস্যা থাকতো। ছেলেটা না মিথ্যা কথা বলে সেল করত, না ফোন কেটে দিত। তারপরও চেষ্টা করে যাচ্ছিল কোন অপশনতো নেই এরকম করতে করতে ২৪ দিন হয়ে গেলো। ছেলেটা চোখে মুখে অন্ধকার দেখা শুরু করলো। তার কাছে আর কিছু করার নেই। নেই কোনো চাওয়া-পাওয়া, নেই কোনো আশা, নেই কোনো ভরসা। কারণ ঐ কোম্পানী থেকে তাকে কোন টাকা দিচ্ছে না। জমা টাকা ছিল তার কাছে হাজার খানেক। টাকা শেষ হয়ে যাচ্ছিল। পকেটে অল্প কিছু টাকা ছিল শ'খানেক। ২৪ দিনের মাথায় ঐ কোম্পানীর ম্যানেজার আসলো। এসে সবাইকে দাড়াতে বললো। ঐ দিন কোম্পানীতে ৩৫ জনের মত লোক ছিলো। ম্যানেজার ছেলেটিকে ডাকলো। সবার সামনে বলল, "তোমাকে দিয়ে হচ্ছে না তুমি বের হয়ে যাও।" সবার সামনে তাকে অপমান করল। তোমার এই দক্ষতা কোন কাজে লাগবে না। তুমি মানুষের মন জয় করতে পারনা, কোনো দক্ষতা নেই। একটা মানুষকেও ঠিক করতে পারছ না। তোমার এই কণ্ঠ দিয়ে এই কথা দিয়ে কিছুই হবে না। দেখ কোন বোবার চাকরি পাও কিনা। এটা বলে কোম্পানীর সবার সামনে অপমান করে তাকে বের করে দেয়া হলো। অফিসটা ছিল বাংলামটর। রাত সাড়ে বারোটার সময় পকেটে মাত্র ৬০ টাক নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বাংলামটর থেকে ফার্মগেট। দুচোখে অশ্রু ঝরছে আর ঝরছে। চোখ দিয়ে যখন অশ্রু ঝরছিল তখন চোখ বন্ধ করে ভাবছিলো, আসলেই কি আমার দক্ষতা নেই। আমি কি সারাজীবনের জন্য হেরে গেলাম। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ছেলেটা হাঁটা শুরু করলো আর বার বার চিন্তা করছে আসলেই কি আমার কথা কেউ শুনবে না। হাঁটতে হাঁটতে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় চলে যায়। পরের দিন বাসা থেকে বের হল না! বের হল তার পরের দিন। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে আর ভাবছে আসলেই কি আমার কোন দক্ষতা নেই। আমি কি সারাজীবনের জন্য হেরে গেলাম। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ছেলেটা হাঁটা শুরু করলো। আর বার বার চিন্তা করছে আসলেই কি আমার কথা কেউ শুনবেনা। হঠাৎ একটা লেকের সাথে হাটতে গিয়ে সে ধাক্কা খায়। ঐ ব্যক্তিকে সে বলে Sorry। সেই লোক তার দিকে তাকিয়ে থাকে তার কণ্ঠ শুনে এবং তাকে সে বলল, "তুমি কি কর?" সে তার কাহিনী বলল। তারপর ঐ লোক তাকে তার একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়ে অফিসে তার সাথে দেখা করতে বলে। ছেলেটি তার সাথে অফিসে গিয়ে দেখা করে। অফিসটা ছিলো রেডিও স্টেশন এবং সেখানে RJ হিসেবে কাজ করা। আজ সে তার যোগ্যতা ভয়েস দুটো দিয়েই জয় করে চলছে মানুষের মন। আজ সে বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় RJ। আজ হাজার মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষ তার কণ্ঠে শুনে আর সেই ছেলেটা হল RJ ফারহান। কোম্পানির ম্যানেজার বলেছিল তুমি কাউকে কনভেন্স করতে পারবে না। কিন্তু আজ সে হাজার হাজার মানুষকে কনভেন্স করছে। আজ সে পুরো মানুষের মন জয় করে চলছে। কাউকে কেউ কোনদিন ছোট করবেন না। কারণ আপনি নিজেও জানেন না যে, আগামীকাল কে কোথায় যাবে। কে কি করবে। কি হবে। তাই কেউ কাউকে কোনদিন ছোট করে দেখবেন না। ছোট করবেন না দয়া করে।

গল্প

কল্পনা

মাসুকুর রহমান মিম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৭১২

আমি মানুষটা কল্পনাবিলাসী। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতে হয়। যেমন- আমি জানি না, জানবো না কোনো দিন মায়ের কোলে মাথা রাখলে কেমন সুখ লাগে! ইট-কাঠের এ শহরে প্রায় রাতেই আমার সময় মতো ঘুম আসে না। অগত্যা বিছানায় গড়াগড়ি। নিরূপায় আমি কল্পনায় মনের ক্যানভাসে আঁকি মায়ের মায়াবী মুখ। মনে মনে মা বানাই! তারপর! তারপর সে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাই। আর মাও আমার চুলে হাত বুলিয়ে দেয় চরম মমতায়। কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যিই

আমার চোখে নামে সাত রাজ্যের ঘুম। কিন্তু সবচেয়ে মজার ও রহস্যময় ঘটনা ঘটে সেবার। সেদিন আমি উল্লাপাড়া যাচ্ছিলাম বড় ভাইয়ের বাসায়। গাড়িতে ছিল প্রচণ্ড ভিড়, গরমে প্রায় অতিষ্ট। শুরু হলো মাথাব্যথা, অস্বস্তি। উপায়! উপায় খুঁজে পেলাম, আশ্রয় নিই কল্পনায়। মনে মনে বাম হাতে এক চিমটি লবণ ও ডান হাতে একটা লেবু নেই। তারপর খাওয়া শুরু করি। অবাক কাণ্ড! মাথাব্যথা উধাও! হঠাৎ পাশের সিটের মুরব্বির মতো দেখতে যাত্রী জিজ্ঞেস করেন, 'বাবা, তোমার কাছে লেবু হবে! বড্ড মাথা ধরেছে।

ভ্রমণ বৃষ্টির দিনে নৌ-ভ্রমণ

রাজন কুমার কর
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৮৫৪

ছোটবেলার চাঞ্চল্যকর দিনগুলির কথা প্রায়ই মনে পড়ে। কত না মধুর ছিল দিনগুলি। মাঝে মাঝে ভাবি আবার যদি ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারতাম, তাহলে কত না আনন্দ পেতাম। যাই হোক, এবার একটি ছোটবেলার স্মৃতির কথা বলি। আমি তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম। বন্ধুরা মিলে একদিন পরিকল্পনা করলাম নৌকা দিয়ে ঘুরতে যাবো। দিনক্ষণও ঠিক করে ফেললাম। মোটামুটিভাবে সব কিছুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে বাঁধা দিল। সকাল হতে টিপটিপ করে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে যাচ্ছে কিন্তু বৃষ্টি থামছিল না। প্রায় ৩টার দিকে আমরা সব বন্ধুরা মিলে গ্রামের স্কুলের বারান্দায় একটা মিটিং এ বসলাম। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো আজকে ভ্রমণ হবেই। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমরা তিনটা ছাতা জোগাড় করলাম। সাথে নিলাম বিভিন্ন শুকনা খাবার। যেমন- বাদাম, মুড়ি, চানাচুর, মটরভাজা ইত্যাদি। আরো নিলাম সোহেলদের গাছের পেয়ারা। তারপর প্রায় বিকেল ৪টার দিকে আমরা ভ্রমণের যাত্রা শুরু করলাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালের ভিতর দিয়ে ঘুরতে লাগলাম। সাথে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল। আমরা ছাতা মাথায় দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি থেমে গেল এবং আকাশও পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা ঘুরতে ঘুরতে বিলের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। চারদিকে শাপলা ফুল ফুটে রয়েছে। পশ্চিম দিকে আকাশে সূর্যের লাল রেখা ফুটে উঠছে। প্রকৃতির অন্যরকম রূপ সেদিন দেখেছিলাম। তারপর প্রায় সন্ধ্যার দিকে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

স্মৃতি কথা ফেলে আসা দিনগুলি

মোঃ জিহাদুজ্জামান জিম
শ্রেণি: বিবিএ প্রফেশনাল, রোল: ৫৪৮

ছোট্টবেলার দিনগুলি কত না রঙিন ছিল। বন্ধু বান্ধবদের সাথেই হই হুল্লোর, মারামারি আর একটুতেই মান অভিমান। সব যেন আমার স্মৃতির পাতায় ডায়েরী হয়ে আছে। আমি শুধু সেই সময়ের বাস্তব চিত্রটা আমার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে চাচ্ছি। বাকিটা উপলব্ধি করা আপনাদের ব্যাপার।

সে সব কথা ভাবতেই মনটা কেন জানি এলোমেলো হয়ে যায়। আবার যদি দিনগুলো ফিরে পেতাম। কিন্তু তা কি আর সম্ভব। স্মৃতিগুলো আজও তাড়া করে তাইতো আজ খুব বেশি মনে পড়তেই লিখতে বসা। আপনারা হয়তো একটু বিরক্তিবোধ করছেন। আমার মনে হয় আপনারা যারা এখন আমার লেখা পড়ছেন তারা শিরোনামের চেয়ে সারসংক্ষেপটুকু খোঁজার বেশি চেষ্টা করছেন। করাই স্বাভাবিক, কার না জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু সবাই ভুলে গেলেও আমি আমার অতীতের স্মৃতিটুকু ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি আমার সেই ছোটবেলার বন্ধুদের। তাইতো মান্নাদের সেই বিখ্যাত একটা গানের দু'এক চরণ মনে পড়ে গেল-

'কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই
আজ আর নেই...।"

এখনও অতীতের দিনগুলো স্বপ্নের মতই চোখের সামনে ভেসে বেড়ায় সারাক্ষণ। আনুমানিক ২০০২ সালের দিকে যখন একটু বুঝতে শিখেছি সব। ঠিক সেই সময় কেজি স্কুলে ভর্তি হলাম। খুব বেশি দুরে স্কুল নয়। মাত্র দেড় কি.মি.। আমাদের বাড়ি থেকে সোজা পশ্চিম থেকে পূর্বে বাজারটা অতিক্রম করে ঠিক হাসপাতালটার পরেই রাস্তার বাঁ পাশে সগৌরবে ২০-২৫ বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলটি।

সেই কাকডাকা ভোরে কাক আর সারস পাখির চেঁচামেচি

শেষ হতে না হতেই মা ডেকে দিত বাবু ওঠ, তোমার স্কুল যাবার সময় হয়েছে। কোনমতে হাত মুখ ধুয়ে রেডি হতে না হতেই বাড়ির গেটটাতে কড়া নড়ে উঠতো। তখন বোঝার আর বাকি থাকে না যে, আমার স্কুলের ভ্যান গাড়ি এসেছে। তারপর আবার ১/২ মিনিট দেরি হলেই সেই ভ্যানওয়ালা কাকু ডেকে বসতো ও বাবু, বাবু, স্কুলে যাবে না তুমি? জলদি আসো। সময় নেই। তারপর মা তাড়াহুড়ো করে আমাকে একটুখানি নাস্তা খাইয়ে ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে ভ্যানে চড়িয়ে দিত। সকাল ৮টা থেকে আমাদের স্কুল শুরু হত এবং ১১.৩০ মি. স্কুল ছুটি হতো। আমি তখন পড়তাম নার্সারীতে। ভালোমত ইংরেজি বুঝতাম না। আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতেন রহমত স্যার। দেখতে যেমন রাগি ছিলেন, তেমনি পড়া না পারলে বেদম পিটুনি দিতেন। খুব ভয়ে ভয়ে কাটত তার ক্লাসগুলি। স্কুল ছুটি দিতে একটু বিলম্ব হলেও আমাদের ক্লাস থেকে বের হতে দেরি হতো না। স্কুল থেকে বের হবার পর আমরা ছেলে-মেয়েরা ভ্যানগাড়িতে পছন্দমত বসবার জায়গা বেছে নেবার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। তারপর ভ্যানওয়ালা কাকু এসে যার যার বাড়িমতো পৌঁছে দিত। বাসায় পৌঁছামাত্র স্কুলের পোশাক পরিবর্তন করেই এক দৌড়ে বাসার পিছনে বেশ বড়-সড় পুকুরটাতে গোসল করতে নামতাম। রোজ স্কুল ছুটির পর আমি, তায়েফ আর রোগা-পটকা চেহারার বাসুদা একসাথে যেতাম পুকুরের স্বচ্ছ পানিগুলো ঘোলা করার জন্য। কিন্তু যারা পুকুরে কাপড় পরিষ্কার করার জন্য আসত; কিছুক্ষণ পর পরেই আমাদের এক পাড় থেকে পুকরের অন্য পাড়ে তাড়িয়ে দিত। সাথে মুখে যা ইচ্ছা তাই গালিগালাজ করত। একটু পরেই আমাদের সাথে যোগ দিত গ্রামের অন্য সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। তাদের উদ্দেশ্যও ছিল আমাদের ন্যায়। অন্যদের কাজে বাধা সৃষ্টি করা। তারপর একটু বেশি দেরি হলেই মা বকাবাকি আরম্ভ করত। ফলে মনটা ভার করে পুকুর থেকে উঠে যেতাম। মাঝেমধ্যে যদি জ্বর, সর্দি লেগে যেতো তখন মা বলত, দেখলি তো সারাদিন পুকুরে ডুবাডুবি করিস এখন কেমন লাগছে। তারপর আমি বলতাম আর কোনদিন তোমার কথার অবাধ্য হবো না। দু'একদিন পরেই ঠিক আগের মতই। কে শুনে কার কথা। আমি, তায়েফ আর বাসুদা আবারও একসাথে হতাম আর খেলাধুলায় মেতে থাকতাম। আমাদের আড্ডা জমত আমাদের বাড়ির পাশের বড় পুকুরটাকে ঘিরেই আর খুব বেশি দুর হলে পবন বাবুদের কাচারি বাড়ি। সেখানে মাঝে মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতাম। আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরটার একটু বর্ণনা দেওয়া ভালো। সেটা এমন একটা পুকুর যাকে ঘিরে আছে আমার শৈশবের স্মৃতিটুকু আর আছে গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বজন হারানোর কিছু বেদনা। পুকুরের চারপাশে ছিল বিশাল বিশাল চারটি পাড়। যেখানে গ্রামের সাধারণ মানুষকে দাফন করা হতো। বিশেষ করে যাদের বাড়ির ভিটা ছাড়া আর কিছুই নেই। চাচা মামাদের থেকে শোনা অনেক কাহিনী শুনেছি এই পুকুরকে নিয়ে। যা মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে।

আমি যখন ছোট, পাশের গ্রামের এক দাদুর কাছ থেকে শোনা, প্রায় ৪০ থেকে ৫০ বছর আগে এই পুকুরটা ছিল নাকি এক হিন্দু পরিবারের। তখন সেটা আর পুকুরের মত ছিল না। ছিল একটা ডোবার ন্যায়। তার এক পাশে ঘন জঙ্গল ঘিরে হিন্দুদের বাড়ি। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই সেখানে নেমে আসত ছিপছিপে অন্ধকার। সাপ পোকামাকড়ের ভয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা তো সেখানে যেতোই না। শুধু মাঝারি থেকে বুড়ো বয়সের মানুষেরা ভরদুপুরে সেখানে যেত খড় সংগ্রহ করতে।

সেই মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন এক লোকের কাছে খুব কম মুল্যে হিন্দু পরিবারটি পুকুরটি বিক্রি করে কলকাতায় চলে যায়। তারপর আর তাকে কোনদিন এদেশের মাটিতে পা রাখতে দেখেনি কেউ। বর্তমানে সেই পুকুরটি আগের মত মানুষের ভয়ের কারণ নয়। রীতিমত বসতি গড়ে উঠেছে পুকুরটিকে ঘিরে। খুব ছোট্টবেলায় দেখেছি পুকুরের পূর্বকোণের দিকে ছোট একটা কলার বাগান কেটে বসতি গড়তে বাসুদাদের। তারপর থেকেই তার সাথে বন্ধুত্ব। বাসুদা ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। সারাদিনে তার পরিবারের সদস্যরা নানান কাজে ব্যস্ত থাকত। কেউ গাছের ছাল ছড়াতো, কেউ বা আবার ছাগলের জন্য খড় সংগ্রহ করতে আমাদের গ্রামের পাশের বিলটাতে যেত। তার বাবা ইট ভাঙতো আর তার মা মানুষের কাঁথা বুনে দিত। বিকাল হলেই দেখা যেত সেই ৭০ বছর বয়সী বুড়ি কোন এক গাছের নিচে আপন মনে কাঁথা বুনছে। তবে তার ছেলে বাসুদা খুব রসিক ছিল। যদিও আমাদের থেকে ৩-৪ বছরের বড় ছিল। খুব সহজেই আমাদের বন্ধুদের মন জয় করে নিয়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে এসেই আমরা তার কাছে নানা রকম বায়না নিয়ে হাজির হতাম। তারপরেও তিনি

বিরক্ত হতেন না মোটেও। আমার আবার পরিত্যক্ত সিগারেটের খোলস দিয়ে ঘিরনী বানিয়ে নেবার খুব শখ ছিলো। আর আমার বন্ধু তায়েফও মাঝে মধ্যেই ঘুড়ি

বানিয়ে নিত। তবে সে জন্য বাসুদাকে আমরা অবশ্য মাঝে মধ্যে দু'এক টাকা করে দিতাম ও কিছু খাবার জন্য। নিতে না চাইলেও জোর করেই দিতাম। হঠাৎ একদিন শুনি কি যেন একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। আমরা মাঝে মধ্যেই তাকে দেখতে যেতাম। রোগে শুকিয়ে আরও কাঠ হয়ে গেছে। দেখলেই খুব মায়া হয়। তার মা বলেছে রোগটা নাকি অনেক ছোট থেকেই। অনেক চিকিৎসা করেছে কোন লাভ হয়নি। শুধু পেটে ব্যথা বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে। সেদিন ছিল শনিবার, বাসুদার অবস্থা ছিল একদম যায় যায় অবস্থা। একটু পর পরেই তার মা বাসু বাসু বলে চিৎকার করে উঠতো। সব খাওয়া দাওয়া সেদিন নাকি বন্ধ করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে চেঁচামেঁচি আর শোকবিলাপ বেড়ে গেলো। সে দৌড়ে তাদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যায়। মা তার মাথাটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে কলমা পড়তে থাকে। তার কিছুক্ষণ পরেই বাসুদা চলে যায় না ফেরার দেশে। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আমরা বন্ধুরা সেদিন। তারপর বুঝলাম এটাই প্রকৃতির নিয়ম ও রীতি। এর ব্যতিক্রমও ঘটবেনা কোনদিন। একদিন না একদিন বাসুদার মত মাটির নিচে চলে যেতে হবে আমাদের সবাইকে।

গল্প

ভয়ের নাম পরীক্ষা

খন্দকার রবিউল ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৯০৫

আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি বার দেখা স্বপ্নগুলো হলো- পরীক্ষা দিচ্ছি; কিন্তু লিখতে পারছি না। কিংবা আমি অনেক দেরি করে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেছি।

আমার খাতা কেড়ে নিচ্ছে কিন্তু লেখা শেষ হয়নি। অথবা পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হয়েছে আর আমি কাঁদছি। কষ্টে ছটফট করতে করতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি আবিষ্কার করি, এটা বাস্তব নয় স্বপ্ন। সন্দেহ নাই যে, এগুলো আমার দুঃস্বপ্ন।

যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই আমার কাছে ভয়াবহ একটি যন্ত্রণার নাম পরীক্ষা। পরীক্ষার এই ভয়াবহতা আজও আমাকে আক্রান্ত করে। ঠিক সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে পারবো তো? প্রশ্ন কমন পড়বে তো? পরীক্ষা খারাপ হবে না তো? সব উত্তর লেখার জন্য যথেষ্ট সময় পাবো তো? এমন হাজারটা প্রশ্ন প্রত্যেক পরীক্ষার সময়ই আমার মাথায় ঘুরপাক খায়। পরীক্ষা নামের ভুত মাথায় চেপে বসে থাকে।

পরীক্ষার ফল ভাল করতে হবে, এটাই প্রত্যেকটা শিক্ষার্থীর স্বপ্ন। তাই ফল ভাল করার জন্য তাদের চেষ্টার কোনো কমতি থাকে না। সে কারণেই বিশাল সিলেবাস বুঝে বা না বুঝে আয়ত্ত করার একটা চেষ্টা চলে। আমিও এই চেষ্টাকারীদের একজন। আমার ইচ্ছা করে সেরা ফলটি আমার ঝুড়িতেই থাক। ফেল করলে আমারও খারাপ লাগবে।

এই পরীক্ষার কারণেই একই শ্রেণিতে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরী হয়। পাশে বসা বন্ধু পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে আর সে নিজে ফেল করেছে, তাহলে তার কতটা খারাপ লাগে এবং নিজেকে কতটা ছোট মনে হয় তা শুধুমাত্র সেই বোঝে। তাই বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য শিক্ষা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা চলে, যা সুশিক্ষিত হয়ে ওঠার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বলেই আমার ধারণা।

আমরা যদি নিজের আগ্রহ থেকে শিখতে পারি তাহলে যে জ্ঞান অর্জন করতে পারব, গৎবাঁধা কিছু বিষয় আর পড়া বুঝে ওঠার আগেই পরীক্ষার তোড়জোড় আমাকে সেই জ্ঞান দিতে পারে না। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া এসব পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান আমরা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগাতে পারি খুব কম। এর সিংহভাগই আমাদের কাজে লাগে না।

আমার মতে শিক্ষা হওয়া উচিত এমন, আমরা যেন আমাদের শিক্ষার পাশাপাশি তার প্রয়োগেরও সুযোগ পাই এবং আমাদের অর্জিত জ্ঞানটুকু সঠিক ব্যবহার করতে পারি। অন্যদিকে আমাদের এই নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার ফলে আমাদের সুশিক্ষিত হওয়ার পথে যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, তা দূর করা সম্ভব শুধুমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পরীক্ষার বদলে স্বেচ্ছায় শেখার আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে।

প্রবন্ধ

স্বপ্নযাত্রা

আবু তালহা (শিমুল)
শ্রেণি: সম্মান (ইংরেজি) ১ম বর্ষ, রোল: ৫৫৮

খুব কম মানুষই আছে যারা স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে না। স্বপ্ন হলো সফলতার প্রধান দুয়ার। তুমি যদি সফল হতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। তুমি যদি স্বপ্ন না দেখ তাহলে তুমি সফলতা থেকে বঞ্চিত হবে। পৃথিবীতে যত বড় বড় সফল ব্যক্তি রয়েছেন তাদের সফলতার পিছনে রয়েছে স্বপ্ন। স্বপ্ন পুরণের জন্য তারা পারি দিয়েছেন অনেক দুর্গম পথ। তাই তুমি যদি বড় কিছু হতে চাও তাহলে আগে তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন সেটা নয় যেটা দেখার পর তুমি বসে থাকবে, স্বপ্ন সেটাই যেটা তোমাকে ছুটতে বাধ্য করবে। স্বপ্নকে সফল করতে তিনটা জিনিসের প্রয়োজন-প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প ও কঠিন প্রিশ্রম। স্বপ্নকে পূরণ করতে হলে তোমাকে সকল বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। স্বপ্ন পূরণে বাঁধা আসবেই, তার জন্য থেমে গেলে চলবে না। একটা বিল্ডিং এর নিচতলা থেকে উপরতলায় যেতে অনেকগুলো সোপান অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো লক্ষ্যে পৌছানোর এক-একটি ধাপ। প্রতিটা স্বপ্নের আছে অনেকগুলো সোপান। সেই সোপানগুলোতে রয়েছে তোমার মতো অসংখ্য স্বপ্নযাত্রী। ভয় পেলে! ধুর বোকা, তোমার আছে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ় সংকল্প আর অসীম সাহস। বুক ভরে অক্সিজেন নাও আর পা ফেলো পরের সোপানে। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখবে তুমি তোমার স্বপ্নকে ধরে ফেলেছ। হ্যাঁ, তুমি সফল হয়েছো তোমার দৃঢ়চিত্ত মনোভাব, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, কঠিন পরিশ্রম আর অসীম সাহসের জন্য। স্বপ্ন দেখে শুধু বাজপাখির ক্ষিপ্রতার সহিত এগিয়ে যেতে হবে। আমি বলছি তুমি সফল হবে, তোমার স্বপ্ন পূরণ হবেই হবে।

স্মৃতি কথা

স্মৃতি কথা: সেই বন্ধুটি

মোঃ মেরাজ হোসেন (রায়হান)
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৮০৯

হয়ত সেই ঘটনাটি বহুদিন আগের, যখন আমি ক্লাস সেভেনে ছিলাম তখন আমি পড়তাম ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে। এটি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীর আর্মি একাডেমির কাছে। সেই জায়গাটি খুবই সুন্দরণ কলেজটি ছিল চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে ঘেরা পাহাড়ের ঢালে। সেখানে ব্যাপক শৃঙ্খলা ও আদেশ মান্য করতে হয়। শৃঙ্খলা ও আদেশ ভঙ্গ করা মানেই শাস্তি। একদিন আমাদের ক্যাডেটদের নিয়ে ক্যাম্প ম্যারাথন দৌড় হচ্ছিল, সেখানে আমরা সব ক্যাডেটরা ছিলাম। দৌড়টা হচ্ছিল দলে দলে। প্রতি দলে চারজন করে ছেলে। দৌড়টা হচ্ছিল পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে ঘেরা পাহাড়ের ঢালে, মানে ক্যাডেট কলেজের পাশে। অবশেষে আমাদের দলের দৌড় শুরু হয়। আমরা চারজন শৃঙ্খল স্বরূপ দৌড়াতে থাকি। কিন্তু পথের দূরত্ব অনেক বেশি ও লম্বাপথ আবার মাথার উপরে সূর্যের তাপ। অবশেষে আর পারছিলাম না আমরা চার বন্ধু। অতঃপর আমাদের মাথায় একটি বুদ্ধি এলো যদিও বুদ্ধিটা ফাঁকি বাজির বুদ্ধি। দৌড়ের রাস্তা কমাতে আমরা চারজন সহজপথে অর্থাৎ ঢালের পাশে জঙ্গলের ভেতর শটকাট রাস্তা নিয়েছিলাম, যদিও এটি অন্যায় ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের একটি অংশ। কিন্তু আমরা কি করব? আমরা যে ছোট, আর পারছিলাম না দৌড়াতে। কিন্তু দৌড় না দিলে যে শাস্তি পেতে হবে। অবশেষে আমরা চার বন্ধু আমি, রনি, সাজিদ ও রিসাদ বনের ভেতরের শটকাট দিয়ে লুকিয়ে ঝোপ ঝাড়গুলো পার করছি দ্রুত। বনটি অনেক ঘন ও অনেক লতা পাতায় জড়ানো ঝোপ। সেখানে চিতা বাঘের ভয়ও আছে ব্যাপক। তবুও আমরা সেই সহজ শটকাট পথে চলছিলাম। ঝোপটি শেষ হতে না হতেই একটি ঘটনা ঘটল; রনির কাঁধে একটি বিষাক্ত সাপ কামড়ে দেয়। আমরা তিন জনেই বিপদে পড়ি ও ভয় পাই। রনি অসুস্থ হয়ে পড়ে, ওকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে আসি। পরে আমাদের অন্য ক্যাডেট বন্ধুরা ও স্যারেরা রনিকে ধরে CMH-এ ভর্তি করে। মাত্র সাত ঘন্টা পর ঘটল খারাপ ঘটনাটি। হারাতে হলো আমাদের সেই বন্ধুকে। সে আমাদের ও তার নিজের মায়ের কোল ছেড়ে চলে গেছে বহুদূরে। এর দুদিন পরে ক্যাডেট কলেজের স্যারেরা প্রচুর

শাস্তিও দেয়। অবশেষে ক্যাডেট কলেজ হতে বের করে দেয়া হয় আমাদের তিন বন্ধুকে এবং টি.সি নিয়েও চলে আসতে হয়। আমাদের সেই ছোট্ট ভুলের জন্য হারালাম একজন বন্ধুকে এবং হারালাম একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজও মনে পড়ে সেই দুঃসময় ঘটনা, আর মনে পড়ে সেই বন্ধুটিকে ...।

কলাকাহিনী

আমি ফারাজ

অভি মালাকার

শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৮৫৫

ছোট্ট বেলায় দুই বন্ধু আর এক ভালুকের গল্প শুনেছিলাম। মায়ের মুখে শোনা সেই গল্প আবারও মনের মধ্যে ফুটে উঠলে মনে হয় যেন আমি সার্থক।

খুব ছোট্টকাল হতেই আমার দুই বন্ধু ছিল। অবিন্তা এবং তারিশি। সেই তখন থেকেই একসাথে পড়াশুনা চলছে। একসঙ্গে দীর্ঘদিন পড়াশুনার সুবাদে আমাদের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের এক অটুট বন্ধন। আমি আমার মাকে প্রায়ই বলতাম, 'আমি এমন কিছু করব যে, সারা বিশ্ব আর দেশ চমকে যাবে।" হাত খরচের টাকাটুকু জমিয়ে তিনটি দরিদ্র শিশুর আহার যোগাতাম, তবুও অনাহারে থাকতে দিতাম না।

১ জুলাই কথা ছিল তিনজনই গুলশানের হলি আর্টিজানে দেখা করব। যেমন কথা তেমন কাজ। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আমরা জঙ্গীদের দ্বারা জিম্মি হই। নিছক কিছু বিদেশিকে হত্যা করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। তাই তারা আটককৃত অনেকের সাথেই আমাকেও ছেড়ে দিতে চাইল। আমি গেলাম না, কেনই বা যাব? আমার বন্ধুতো ওদের হাতে, ওদের ছেড়ে যাই কীভাবে? আমি বললাম, আমার দুই বন্ধুর কি হবে? তারা বলল, তারিশি ভারতীয় এবং অবিন্তা মার্কিন নাগরিক হওয়ায় তাদের হত্যা করা হবে। আমিও তাদের ছেড়ে যেতে নারাজ। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি যেন আর নেই। এটাই হয় আমার শেষ নিশ্বাস।

ঘটনার পরদিন ঘটনাস্থলে তারিশি ও অবিন্তার সঙ্গে ফারাজের লাশ পাওয়া যায়।

হ্যাঁ মা, আমি পেরেছি। সারাবিশ্ব আজ আমার দিতে তাকিয়ে রয়।

গল্প

স্বপ্ন

মাঈশা ফারজানা রাতা

শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫২৬৭

নিস্তব্ধ আকাশ!
নিস্তব্ধ চাঁদ!
শান্ত পানি!

এমন সুখকর সময় কয়জনই বা পেয়েছে? তা জানি না, এবং জানতেও চাই না। ছোটবেলা থেকে আমার কিছু স্বপ্ন ছিলো। মেয়ে বলে কতো স্বপ্ন নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। পূর্বের সেই স্মৃতি আর মনে করতে চাই না, সব সময়ের মতো এই স্বপ্নটিও স্বপ্নই রয়ে গেলো। ও হ্যাঁ! আমি তো কিছু একটা বলছিলাম, হা হা আমিও না শুয়ে আছি। বিছানায় নয় নৌকায়। জোৎস্না রাত। আর আমি নদীর মাঝে এই নৌকাতে। মনে পড়ে গেলো, পুরোনো স্মৃতি। যা স্মৃতিই থাক। এই আপন ভোলা মনে, কিছু একটি মনে পড়ে গেলো। তাই তো, আমি তো একা নই এখানে, কোনো এক পরিচিত আপন মানুষটির কোলে মাথা দিয়ে যে শুয়ে আছি তা তো ভুলেই গেছি। হ্যাঁ। আমি তার কথাই বলছি। নামহীন মানুষটির। সবসময় আমি কল্পনার সাগরে ভাসতে ভালোবাসি। এমন এক রাতে নদীতে খোলা আকাশে নিচে শুয়ে এমনি এক কল্পনার সাগরে ভাসছিলাম। হঠাৎ সে আমার চুলগুলো আলতো করে ছুয়ে দিলো, আমি বলে উঠলাম, কিছু বলবেন? সে বলল, চুলগুলোকে যে আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু, ছোটো কেনো? যত্ন করতে পারো না? ঠিক আছে, এখন থেকে আমি যত্ন করব। তার এই কথা শুনে কিছু একটা বলতে গিয়েও বললাম না কেন যেনো কিছুক্ষণ পর আনমনে একটি শব্দ বের হলো, ওহ! তখন মেঘগুলো আকাশে চাঁদের সাথে খেলা করছিল। শুনতে পেলাম। কিছু একটা শুনতে পেয়ে আমার খেয়ালি ভাবটি কেটে গেলো। সেই মানুষটি আমার এতটাই কাছে যে তার নিশ্বাস এর শব্দ শুনতে পচ্ছিলাম। তার দিকে তাকালাম, চেহারা অস্পষ্ট। তাও অবাক হয়ে দেখছি। আমার চাহনি দেখে সে হেসে ফেলল। হাসি! অনেক ছেলের সাথে মিশেছি। কিন্তু, কোনো ছেলের হাসি যে এতটা সুন্দর হতে পারে তা আমার কাছে অকল্পনীয় ছিলো। আবার হাসি! আমি তো আছি থাকবো, এভাবে দেখার কিছু নেই। আমার চির অপেক্ষমান দিনটি আজ এলো। ধন্যবাদ লালি, ঘুমটি ভেঙে গেলো, ভোরের আলো মাত্র ফুটতে শুরু

করেছে। ইস! আর একটু হলেই তার চেহারা দেখতে পারতাম। স্বপ্নের কথা মনে পড়ে খুশি হলেও সারাদিন মন খারাপ ছিল। সেই মানুষটি নামহীনই রয়ে গেলো, তাকে কোনো নামই এই পর্যন্ত দিতে পারলাম না। জানতাম এটি স্বপ্ন। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো, আজ আমি বাস্তবতার ভিড়ে কাহিল।

গল্প

নিকৃষ্টের মনুষ্যত্ব

মোঃ নাজমুল হোসেন
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৯২৯

গোধূলি বিকেল। পশ্চিম আকাশে তখনো সূর্যের লাল আভা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। দিন-রাত্রির এ সন্ধিক্ষণে বাস থেকে নেমে পাকা সড়ক ছেড়ে গ্রামের কাঁচারাস্তায় পা রাখতেই শিহরণ অনুভূত হলো। আর তার সাথে সাথে পুরোনো এক অবিচ্ছিন্ন অতীত মনে পড়ে গেল।

হাঁটতে হাঁটতে আমার গ্রামের সেই বটগাছ তলার সামনে এসে গেলাম। সেখানে প্রথম আমার সাথে ওর দেখা হয়। ও খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। আমি ওকে পানি দিয়েছিলাম। আর এভাবেই শুরু হয়েছিল ওর আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

আমি শহরে থাকি। গ্রামে খুব একটা যাওয়া হতো না। তবে ওর সাথে বন্ধুত্ব হবার পর সুযোগ পেলেই গ্রামে চলে যেতাম। আর অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আমি গ্রামে গেলেও যেখানেই থাকতো আমার কাছে চলে আসতো। কারণ আমি যে তার সবচেয়ে ভাল বন্ধু। ও সব সময় আমার সাথে থাকতো। আমরা একসাথে খেলতাম, দৌড়াতাম, চা খেতাম, ও কিন্তু চা খেতে পারতো না। আমি ওকে চা খাওয়া শিখিয়ে দিয়েছি। ওর সাথে আমার সম্পর্কটা দিনকে দিন মন থেকে অধিকতর দৃঢ় হচ্ছে। ঠিক সেই সময় আমার এক জরুরি কাজের জন্য ঢাকায় ফিরে আসার প্রয়োজন পড়ে। আমি ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু ও হয়তো আমাকে বিদায় দিতে পারলো না। তাইতো দুই কিলোমিটার পর যখন চোখ মুছতে মুছতে পেছনে তাকালাম তখন দেখি ও আমার সাথে সাথেই আসছে। আর ওর চোখ থেকে পানি পড়ছে। আমি ওকে চলে যেতে বললাম, কিন্তু ও আমার কথা না শুনে এবার আমার সামনে সামনে হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ এক চোর আমার হাতের ব্যাগ নিয়ে দৌড় দিল। আমি সাহায্যের জন্য লোকজন ডাকলাম কিন্তু কেউ চোরটাকে ধরতে সাহায্য করলো না। কিন্তু আমার বন্ধু বসে থাকতে পারলো না। ও চোরটাকে ধরে কামড়ে দিলো আর আমার ব্যাগটা নিয়ে এলো। কিন্তু একেই কি বলে নিয়তির লেখন না যায় খন্ডন। যেসব লোকগুলো আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না তারাই আবার চোরের হাত কামড়ানোর দায়ে আমার বন্ধুকে মারতে শুরু করলো। কিন্তু ততক্ষণে আমার বাস ছেড়ে দিয়েছে। আমি শুধু বাস থেকে বন্ধুর আর্তনাদ শুনছি। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। বন্ধুর চোখের করুণ চাহনি আমায় হয়তো বলতে চেয়েছিল, "আমাকে বাঁচাও বন্ধু, আমাকে বাঁচাও", তারপর...।

তারপর আমি আর কিছু জানি না। বাস স্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছিল বহুদুর। আর আজ দীর্ঘ ১০ বছর পর হাঁটতে হাঁটতে যখন আমার এই কুকুর বন্ধুর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তখন নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার চাচাতো ভাই এর কাছে শুনেছি, আমার বন্ধুকে নাকি ওরা ওই দিন মেরে ফেলেছিল। আমার জন্য আমার চাচাতো ভাই সেদিন আমার প্রিয় এই কুকুর বন্ধুটিকে কবর দিয়েছিল। যাতে করে আমি এসে ওকে এইভাবে দেখতে পারি। ও একটা নিকৃষ্ট প্রাণি হয়ে যে বন্ধুত্ব কিংবা যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছে তা হয়তো আমি মানুষ হয়েও দেখাতে পারিনি। শুধুমাত্র আমি না, আমার মানুষ বন্ধুরা এবং সেইদিন যারা ওকে মেরে ফেলেছিল তারা কেউ-ই দেখাতে পারবেনা। কিন্তু এখন আত্মকেন্দ্রিকতার কারণে আমরা সেই শ্রেষ্ঠত্বের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। যা কোনো দিনও কোনো মানুষের কাম্য হতে পারে না।

গল্প

বাবুই

ইসরাত জাহান ইমা
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩০৮৩

মাথাটা ঝিম ধরে গেছে। চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছে। দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। নাকের উপর চশমাটা ধরে রেখে আর কোনো লাভ নেই। নোনাজলে চোখের কোণ ভর্তি হয়ে আসছে। বাধ্য হয়ে চশমাটা এবার খুলে রাখতে হলো আফতাব সাহেবকে। চেয়ারে হেলান দিয়ে একমাত্র মেয়ের কথা ভাবছিলেন তিনি। মেয়ের মায়াবী চোখ দুটিতে যেন পৃথিবীর সব ভালোবাসা সঞ্চারিত ছিল। আদুরে

মেয়েটিকে ডাকতেন 'বাবুই' পাখির নামে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন বাবুই এসে বাবার হাঁটুতে মাথা রেখে আধশোয়া হয়ে বসলো। বললো, "বাবা একটা গল্প বলোনা, ছোট বেলায় যেমন বলতে ওই যে, ব্যাঙেগর সর্দি!

একি! তুমি ভুলে গেছো? থাক, বলতে হবে না। 'বাবুই, তোর আমার উপর খুব অভিমান নারে!

বাবা বললো।

না, তো বাবা, আমি তো সবচাইতে বেশি ভালোবাসি তোমাকে। হ্যাঁ, মা'র চাইতে বেশি।

তুই খুব কষ্ট পেয়েছিস? খুব বকেছিলাম যে তোকে।

'তুমি আমার ওপর এতই অভিমান করেছিলে যে, আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছো পর্যন্ত! তুমি তো জানো বাবা, তোমার সাথে কথা না বলে আমি থাকতে পারি না- বাবুই বললো। বলতে বলতে বাবুই'র গাল গড়িয়ে পানি পড়লো। বাবা, আমি তো প্রতিবারই প্রথম হই, এবার না হয় একটু খারাপ হয়েছে। তাই বলে তুমি এতো রাগ করে থাকতে পারলে।

আফতাব সাহেবের বুক বেদনায় ভরে গেল। বললেন, বাবুই তুই আমাকে একা রেখে চলে গেলি ক্যানো?

বাবা, তুমি বড্ড বোকা!

তুমি বলতে না- আমি তোমার বুদ্ধিমতি মেয়ে। আমি জানি, তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেলে, তুমি আর আমার উপর রাগ করে থাকতে পারবে না। দেখছো, আমি ওপরে চলে যাওয়ার পর তুমি ঠিকই আমার জন্য খুব কেঁদেছো। বলো বাবা, আমি না তোমার বুদ্ধিমতি মেয়ে।

আর জানো। এখানে আমার মতো অনেক বাচ্চা আছে। এখানের বাচ্চাদের কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, শোক নেই। সবাই সব সময় আনন্দে থাকে।

আফতাব সাহেবের কণ্ঠ জড়িয়ে আসলো। তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। (বাবুই আবার কল্পনায় মিশে গেল) রাহেলা বেগম ঘরে প্রবেশ করতেই দেখলেন, তার স্বামী চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর থেকেই মানুষটার এই অবস্থা। ফুটফুটে মেয়েটার নিষ্পাপ মুখটার কথা মনে পড়তেই তিনিও কান্না দমিয়ে রাখতে পারলেন না।

ভ্রমণ কাহিনি

সাজেক টু সেন্টমার্টিন ভায়া কক্সবাজার

মোঃ শামিম মোল্লা

শ্রেণি: ডিবিএ, রোল: বিবিএ- ৩১৯

ভ্রমণ এমন একটি শিল্প, যা মানুষের প্রফুল্ল করে, নিঠুর হৃদয়ে প্রেম জাগায়, মনোরাজ্যের আয়তনকে প্রশস্ত করে। সর্বোপরি মানবতাকে জাগ্রত করে। আসলে ভ্রমণ যেন এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করা সম্ভব। ভ্রমণ পিপাসু লোকদের জন্য আমার একটি সামান্য খোলা। চিঠি আসুন, দেখুন, আমার বাংলা কত সুন্দর! ঐ যে হাজারো লেখক, কবির কলমের আঁচড়ে লেখা একটি শব্দ 'সোনার বাংলা' সেই সোনার বাংলার সাথে নিজেকে পরিচিত করতে হলে অবশ্য-ই আপনার বাংলার অপরূপ লীলাভূমি দেখতে হবে। তখন বলবেন, আসলে-ই সোনার বাংলা। আর এই সোনার বাংলার সাথে নতুন করে পরিচিত হবার জন্য, আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং সবার প্রিয় বি.বি.এ ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ড. কাজী ফয়েজ স্যারের উদ্যোগে একটি স্টাডি টুরের আয়োজনে আমরা বি.বি.এ ৪র্থ সেমিস্টার ও ২য় সেমিস্টার প্রথমবারের মত সাড়া দেই। এই স্টাডি টুরে আমাদের পরিকল্পনা ছিল প্রথমে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার পাহাড় ঘেরা সাজেক ইউনিয়ন, তারপর কক্সবাজার হয়ে টেকনাফ থেকে নৌপথে সেন্টমার্টিন ভ্রমণ। ভ্রমণের সময়সীমা পাঁচ দিন। যে স্টাডি টুরে একদিকে গিরিপথ অন্যদিকে সমুদ্র-সৈকতে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ আছে, সেই সফর যে অনাবিল আনন্দ নিয়ে আসবে তা আমার বিশ্বাস ছিল। আর আমি জানতাম পাহাড় মানুষের মনকে বিশাল করে আর সাগর-সমুদ্র করে প্রশস্ত। তাই যখন আমার মনকে বিশাল আর প্রশস্ত করার অফার এলো আমি আর কিছু চিন্তা করলাম না, ভ্রমণের প্রস্তুতি নিলাম। ভ্রমণের দিন-তারিখ ঠিক করা হলো। আমরা সবাই যে যার মতো পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। যথারীতি আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত দিন আসলো (১০, ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। ঢাকা কমার্স কলেজের সামনে সুজন নামের একটি বাস থামলো, যে বাসটি হবে আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। যথাসময়ে ভ্রমণ পিপাসু ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের সামনে জড়ো হতে লাগলো। একটি উৎসবমুখর পরিবেশের আভাস পাওয়া গেল। ঘুড়ি আর ফানুস হাতে নিয়ে এলো আকিব। কিছুক্ষণের মধ্যে

এক এক করে সবাই কলেজের সামনে এসে হাজির হলো। চারদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ভাব। রাত ৮ টার মধ্যে সবাই বাসে উঠলাম। আমরা ছিলাম ৪৫ জন। আমাদের এই ট্যুরটি সঠিকভাবে পরিচালনা করে ট্যুরিজম কোম্পানি হ্যাভেনটাচ্। এছাড়া অভ্যন্তরীণভাবে টুরের বড়ো একটা দায়িত্ব ছিল ৪র্থ সেমিস্টারের বি সেকশনের সি.আর বর্ষণের কাঁধে। এই ছিল আমাদের ট্যুরের নকশা। যথাসময়ে কলেজের সামনে থেকে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে ছুটে চললো সুজন নামের বাসটি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাসটি শহর ছাড়িয়ে গ্রামের বুকে হারিয়ে গেল। চারদিকে মাঠের পর মাঠ, তারপর নদী, আবার মাঠ আর লোকালয়। এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বুকে অবগাহন করে আমরা মেতে উঠলাম। শুরু হল গানের কলি খেলা। ছাত্ররা একপক্ষ আর ছাত্রীরা অন্যপক্ষ। কয়েক ঘন্টা চলা এই গানের মহাযুদ্ধের ফল প্রকাশ করলেন ফয়েজ স্যার। যে ফল সকলের অনুকূলে-ই ছিল। উচ্ছ্বসিত প্রাণ, লক্ষ্য মেঘের দেশ সাজেক ইউনিয়ন আর কণ্ঠে গান। কী চমৎকার এক আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। দেখতে দেখতে রাত গভীর হতে লাগলো। তখন রাত ১২.১০। পথটা কম নয়। সকলের মাঝে একটু ক্লান্তি ভাব আসলো। কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুঝা আর কি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে খাগড়াছড়ি ঢোকার পথে বুঝতে পারলাম পার্বত্য জেলা কি জিনিস। বাস চলছে আর বুক থর থর করছে। তখন ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ৩.৩০টা বাজে। আমার ঘুম আসছিল না। ভয়ানক রাস্তাটা ভাল ভাবে অনুভব করছিলাম। বাসটা শুধু দুলছিল। কী দূর্গম পথ! যাই হোক তার মধ্যেও একটা আনন্দ আনন্দ ভাব ছিল। ভোর ৪.০০টার দিকে আমরা খাগড়াছড়ির বাস স্টেশনে পৌছাই। সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষায়। সকাল হতে-ই আমরা খাগড়াছড়ির শাপলা চত্বরে এসে পৌছালাম। মনটানা হোটেল এন্ড কাবাব ঘর থেকে সকালের নাস্তাটা করে-ই আমরা চান্দের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করলাম। ভেবে একটা প্রশান্ত ভাব আসছিল যে গন্তব্য আর বেশি দূরে নয়। তখন কে জানত এই দিঘিনালা উপজেলা থেকে সাজেক প্রায় ৩.০০ থেকে ৩.৩০ ঘন্টার পথ। একে একে তিনটি চান্দের গাড়ি আমাদের অভিমুখে এসে থামল। শুরু হল নতুন অভিযান। আমরা দিঘিনালা উপজেলার আঁকাবাঁকা পথে ছুটে চলছি। দেখতে দেখতে আমরা এসে পৌছালাম দীঘিনালা আর্মি চেকপোস্টে। জেনে রাখা ভাল, বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলাই বাংলাদেশ আর্মির আন্ডারে। আর এই সকল চেকপোস্টে নিজের পরিচয় ও নির্দিষ্ট কাগজ-পত্র দেখাতে হয়। দ্রুতবেগে ছুটে চলছে গাড়িগুলো। ভয় আর ভালো লাগার মিশ্রণে এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করলাম পাহাড়ের মুগ্ধতা। অবাক নয়নে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এতদিন কোথায় ছিলাম? আর এখন কি দেখছি? সাজেক না আসলে হয়তোবা ভাবতেই পারতাম না পাহাড়ের মুগ্ধতা? কতটুকু আনন্দ দেয় পাহাড়। এই বাইশ বছরের জীবনে, আমার দেখা সবকিছুকে ছাড়িয়ে, স্মৃতির পাতায় এই ট্যুরটি স্থান লাভ করবে, তা আমি ভুলেও ভাবিনি। তবে যা ভেবেছি এর চেয়ে কয়েক হাজার গুণ পেয়ে আনন্দের আর সীমা রইল না। গাড়ি যত সামনে যাচ্ছিল, আনন্দের সীমা ততই বাড়ছিল। আমরা প্রায় মাঝপথে। এখন বাঘাইছড়িতে। চান্দের গাড়ি ছুটেই চলছে। কি ভয়ঙ্কর ভাবুন একটু, একবার ৭০-৮০ ফুট নিচে নামছে আবার ৯০-১০০ ফুট উপরে উঠছে। বুঝতেই পারছেন গাড়িটি উপরে-ই উঠছে। লক্ষ্য সাজেকের সেই সর্বোচ্চ চূড়া কংলাক পাহাড়। চারপাশে অন্তহীন পাহাড় আর পাহাড়। আর অল্পকিছু জনবসতি ছাড়া আর কিছু-ই দেখা যয় না এখানে। আমরা কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম আরেকটি আনন্দ দেওয়ার মতো যা আমাদের রীতিমত অবাক করলো। পাহাড় ঘেরা এই লোকালয়ে বসবাসরত মানুষগুলো আমাদের হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছিল। ছেলেমেয়ের দলের এই অবিশ্বাস্য শালীনতা দেখে আমরা রীতিমত অবাক হই। আর আনন্দে আবারও মনটা ভরে উঠে। একদিকে পাহাড় দেখার আনন্দ, অন্যদিকে ঐ পাহাড়ে বসবাসরত শিশুদের ঝলমল চোখ আর কচি হাতে অভিবাদনের দৃশ্যটি কখনো ভুলার নয়।

কিছুক্ষণ পর আমরা ঐ পাহাড়ে বসবাসরত সুবিধা বঞ্চিত পবিত্র শিশুগুলো যারা না পায় অন্ন, না পায় বস্ত্র, না পায় চিকিৎসা, আর তাদের শিক্ষা। ওদের সেই লজ্জাকে সম্মান করে বুঝতে পারলাম আমাদের সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। আর বাপ্পি বলে উঠলো দোস্ত ওরা আসলে কিছু চায়। তখনি আমরা বুঝতে পারলাম আসল রহস্য। কিন্তু আমরা তখন অপ্রস্তুত ছিলাম। দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। যাই হোক আমরা এখন টাইগারটিল চেক পয়েন্টে। দেখতে দেখতে আমরা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে

মাসালং আর্মি ক্যাম্পে এসে পড়লাম। এটা-ই শেষ আর্মি ক্যাম্প। বুঝতে-ই পারছেন, (১১, ফেব্রুয়ারি ২০১৫) এখন বেলা ১.০০টা বাজে প্রায়। আমরা ইতিমধ্যে সাজেকের রুইলুই পাড়ায়। সমতল থেকে এই পাড়ার উচ্চতা ১৮শ ফুট। এটাই সাজেকের প্রথম পাড়া। এটি লুসাই জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পাড়া। আমরা এখানেই থাকব। কিছুক্ষণের মধ্যে রিসোর্ট বুকিং করা হয়ে গেল। আমরা যে যার মত রুম বেছে নিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। তারপর লাঞ্চ করতে গেলাম। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে আমরা রুইলুই পাড়ায় একটু হাঁটা-হাঁটি করলাম। আমরা আবারো আরেকটি নতুন মিশনের দিকে মনোনিবেশ করলাম। হ্যাঁ। আমরা কংলাক পাহাড় জয়ের উদ্দেশ্যে আবারও সামনে এগিয়ে চললাম। সাজেকে কংলাক পাহাড়ই সবচেয়ে উচু পাহাড়। আমরা রুইলুই পাড়া থেকে চান্দের গাড়ি নিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। সামনের পুরো রাস্তাটা এখনো পাকা হয়নি। তাই রাস্তাটা ভয়ানক লাগছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা কংলাক পাহাড়ের নিচে এসে পৌছালাম। শুরু হলো পাহাড় চড়ার অভিযান। এক এক করে আমরা সবাই পাহাড়চারী হয়ে উঠলাম। মজার ব্যাপার আমি ৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে কংলাক পাহাড় জয় করলাম। হাসবেন না। আর এখানে এসে জানতে পারলাম এই কংলাকের উচুতেও একটা পাড়া আছে। কংলাক থেকে ভারতের লুসাই পাহাড় দেখা যায়। আমরা ফেরার সময় সাজেকের হেলিপ্যাডে কিছু সময় পার করলাম। এই হেলিপ্যাড থেকে চারদিকে একবার তাকালে নিঃসন্দেহে আপনার মনটি ভাল হয়ে যাবে। প্রকৃতি প্রেমীদের কাছে মনে হবে চারিপাশে স্বর্গোদ্যান বিরাজ করছে। সাজেকের আরেকটি মজার ব্যাপার আর প্রধান আকর্ষণ হলো এখান থেকে মেঘ ছোঁয়া যায়। আশা করতে পারেন মেঘকে স্পর্শ করবেন। তবে পূরণ হবে কি না তা সময়ের উপর নির্ভর করে। আমরা ৬.৩০টার মধ্যে রুইলুই পাড়ায় ফিরে আসলাম। আমরা রাতের খাবার শেষ করে যে যার মত ঘুমানোর জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। এই সারাদিনের মধ্যে এটাই একটা সুযোগ ক্লান্তি কাটিয়ে নিজেকে পরবর্তী অভিযানের জন্য চাঙ্গা করার। (১২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬) সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম। কিছু আদিবাসীর সাথে কথাও হলো। কিছুক্ষণের জন্য সাজেকের বৃষ্টিও আমাদের আলিঙ্গন করলো। দেখতে দেখতে আমাদের সাজেক থেকে বিদায় নেয়ার সময় এসে গেল। মন কিছুতেই মানতে চাইছিল না। সাজেককে সালাম জানিয়ে ১০টার দিকে আমরা আবারও চান্দের গাড়িতে চড়ে বসলাম। এবার আমরা আর ভুল করলাম না। সুবিধা বঞ্চিত পাহাড়ি শিশুদের যদিও আমাদের দামিদামি গিফট দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আমরা কিছু চকলেট কিনে নিলাম। এসব চকলেট যদিও ওদের জন্য অতি সামান্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও আমরা আমাদের মনের প্রশান্তির জন্য আর দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ওদের চকলেট দিলাম। দেখতে দেখতে আমরা সাজেক ইউনিয়ন ছাড়িয়ে, বাঘাইছড়ি ছাড়িয়ে, রাঙ্গামাটি ছাড়িয়ে আবারও খাগড়াছড়িতে। চান্দের গাড়ি ছেড়ে আবারও আমরা বাসকেই বেছে নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। খাগড়াছড়িতে এই শাপলা চত্বর থেকে কক্সবাজারের দূরত্ব কম নয়। প্রায় ১১-১২ ঘন্টার পথ। এত দূরের পথটা দেখতে দেখতে কেটে গেল। (১৩, ফেব্রুয়ারি ২০১৬) রাত ১২.০৮টায় আমরা পৌছালাম কক্সবাজারের এ্যালবাট্রস হোটেলের সামনে। এ্যালবাট্রসে রাতটি পার করে সকাল ছয়টার মধ্যে এ্যালবাট্রস হোটলের সামনে থেকে আমরা আমাদের শেষ মিশনের উদ্দেশ্যে আবারও সুজন বাসকেই পথের সঙ্গী করলাম। মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে আমরা টেকনাফ পৌঁছে গেলাম। জাহাজের টিকেট সংগ্রহ হয়ে গেলে আমরা একে একে সবাই জাহাজে উঠে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহাজ সেন্টমার্টিনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। জাহাজ ছুটে চলছে নাফ নদীর বুক চিরে। একদিকে বাংলাদেশ আর অন্যদিকে মিয়ানমার। আর তার মাঝে আমরা একদল স্বাধীনচেতা ভ্রমণ পিপাসু ব্রহ্মচারী। জাহাজ যখন নাফ নদী ত্যাগ করে সাগরে পতিত হলো তখন চারপাশে অথৈ জল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আর যখন দেখা গেল তখন নিমিষে-ই বুঝতে পারলাম আমরা দারুচিনি দ্বীপ আর নারিকেল জিঞ্জিরা খ্যাত সেন্টমার্টিনের অতি নিকটে। হ্যাঁ। আমরা পৌঁছে গেলাম। আমরা এখন সেন্টমার্টিন। টমটম গাড়িতে চড়ছি। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের রিসোর্টটির উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যে আমরা ড্রিম নাইট রিসোর্টের সামনে। এখানেই আমরা থাকবো। তখন বেলা প্রায় ১টা বাজে। অপু ভাই রুম বুকিং করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর দুপুরের লাঞ্চের আয়োজন করা হলো। এই আয়োজনে ফ্লাইং ফিশ ছিল প্রধান আকর্ষণ। খাবারের কাজটি শেষ করে আমরা আর থামলাম না। নেমে গেলাম লবনাক্ত নীল পানির বুকে। এখানে কক্সবাজারের মতো

ঢেউ গুলো তত বড় নয়। তাই আমরা বন্ধুরা মিলে অনেক দূর পর্যন্ত গেলাম। চরম একটা রোমান্টিক ফিল আসলো। আমরা এই লবণ পানির মিলনস্থলে অনেকটা সময় পার করলাম। তারপর রুমে আসতে আসতে বিকাল হয়ে গেল। এখানে ভাড়ায় সাইকেল পাওয়া যায়। আমি বিকালে সাইকেল ভাড়া নিলাম। সাইকেল চালাতে চালাতে আমি সূর্যাস্তের অপেক্ষায় ছিলাম। আমরা যে রিসোর্টে ছিলাম এখান থেকেই সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্যটা সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। তাই সূর্যাস্তের দৃশ্যটা দেখতে আর ভুল করলাম না। সন্ধায় বন্ধুরা মিলে সেন্টমার্টিনের পাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কিছুদূর যেতে না যেতে সেন্টমার্টিনে বসবাসরত নুড়ি বিক্রি করে এমন কিছু ছেলের সাথে দেখা হল। তাদের কাছ থেকে আমি গান শুনলাম। সেখানকার আঞ্চলিক গান শুনে মন ভরে গেল। তারপর ফিরে এলাম রিসোর্টে। সন্ধ্যা ৭টা বাজতে না বাজতে লোকগানের আয়োজন করা হল। আর এর মাঝে চলল বার্বিকিউ পার্টির আয়োজন। আরো করা হলো ক্যাম্প ফায়ার। অসাধারণ একটা রাত কাটছিল। লোকগান ও বার্বিকিউ পার্টি শেষ করতে করতে রাত প্রায় ১২টা। যাই হোক আনন্দের কমতি ছিল না। সবাই যার যার মত ঐ রাতে ঘুমের দেশে চলে গেল।

পরদিন সকালে স্যার আমাদের ছেঁড়াদ্বীপ নিয়ে গেলেন। আমরা বড় একটি ডিঙিতে করে ছেড়াদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমরা ১০.৩০টার মধ্যে ছেঁড়াদ্বীপ পৌঁছে গেলাম। ছেঁড়াদ্বীপ একটি জনশূন্য দ্বীপ। এই দ্বীপ পর্যটকদের মন আকৃষ্ট করে ফেলে। এই দ্বীপটি প্রবালের গালিচায় ঘেরা একটি দৃষ্টিনন্দন স্থান। এখানে কিছু কেয়া গাছ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এই ছেঁড়াদ্বীপ-ই দক্ষিণে বাংলাদেশের সর্বশেষ স্থান। যদিও দ্বীপটি জনশূন্য বলে, আমরা ঐখানে গিয়ে জানতে পারি, এখানে একলোক বছরে দুই মাস বাস করে। এই দ্বীপের বিস্তৃত প্রবাল পর্যটকদের মন জয় করার দাবীদার। আমরা ১২টার মধ্যে আবারও ছেঁড়াদ্বীপ ত্যাগ করে, প্রায় ১টার মধ্যে রিসোর্টে ফিরে আসলাম। শুরু হলো বিদায়ের পর্ব। আমরা লাঞ্চ করে আমাদের ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে সেন্টমার্টিনের নৌঘাটে জাহাজের অপেক্ষায়। তখন বেলা ৩টা। আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে জাহাজে, তারপর সেই সুজন বাসে, অনেকগুলো জেলা পাড়ি দিয়ে, নদী, মাঠ, লোকালয় পার হয়ে, টানা উনিশ ঘণ্টাকে জীবনের খাতা থেকে মুছে ফেলে (১৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৬) বেলা ১০.৩০টায় ঢাকা কমার্স কলেজের সামনে এসে পৌছাই। ভ্রমণ এখানেই শেষ। কিন্তু আমার স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে থাকবে এই ট্যুরটি। হয়ত ঐ ১৯ ঘন্টা জীবন থেকে মুছে যাবে, তবে মুছা যাবে না সাজেক, সেন্টমার্টিনের একটুকরো স্মৃতি। যা আমাকে প্রথমবারের মতো অনেকখানি প্রফুল্ল করেছিল। ভালবাসা জাগিয়েছিল। ভালবাসা জাগিয়েছিল দেশের প্রতি আর দেশের মানুষের প্রতি। সেই পাহাড়ের শিশুদের কচি হাত আর সেন্টমার্টিনের ৪-৫ বছরের ইব্রাহিমের গান ভুলতে দিবে না ১০,১১,১২,১৩,১৪ এই তারিখগুলোও। ঐযে আমার ফেইসবুক ফ্রেন্ড রবিন ব্যানার্জি, যিনি কলকাতার একজন ভালো ছড়াকর ও অসম্ভব ভাল একজন ফটোগ্রাফার। তার সেই ফটোগ্রাফিতে ফুটে উঠা ভারতকে দেখে আমি একদিন ভাবতাম ভারত যাব। ভারতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখব। আমি সত্যি বলছি, এই শখ আর নাই। বাংলার এই একলক্ষ সাতচলিশ হাজার পাঁচশত সত্তর বর্গকিলোমিটারের, ৭০২ বর্গমাইলের সাজেকে যা দেখিছি, আর ৮ বর্গ কিলোমিটারের সেন্টমার্টিনে যা দেখিছি, তাতে যত দিন বাঁচব এই স্টাডি ট্যুরের কথা অন্তরের স্বর্ণেমোড়া অন্দরমহলেই থাকবে। যেখানে বিশ্বের অন্য কেনো স্বর্গোদ্দানের প্রবেশ নিষেধ।

সুন্দরবনের একদিনের স্মৃতি

স্মৃতি কথা

আজরফ আল সামী
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬১৪২

এখন রাত ২টা বেজে ২০ মিনিট ঘড়ির কাটায়। আমি ঢাকাতে নতুন এসেছি কলেজে পড়ার জন্য। আজ এক মাসের বেশি সময় হতে চলল আমার কলেজ জীবন। কলেজ থেকে নতুন বছরের ম্যাগাজিন বের হবে। আমি সেখানে নিজের লেখা দেওয়ার জন্য লিখতে বসেছি। হঠাৎ মাথায় এল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এক ভ্রমণ কাহিনি। যেটা আমার মনে এখনো দাগ কেটে রেখে দিয়েছে।

আমি তখন ছোট নই, কেবল মাত্র ভাল-মন্দ তফাৎ বুঝতে শিখেছি, এমনটাও নয়। আমি তখন ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নতুন ভর্তি হয়েছি। বছরের শুরু, মনের ভেতর একটু অন্যরকম ভাব। কারণ প্রাথমিক জীবনের লেখাপড়া শেষ করেছি। প্রায় প্রত্যেক বছরের শুরুতে কোথাও না কোথাও পিকনিকে

যাই। সেবারও বাবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের কুয়াকাটায় পিকনিকে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে বার কোন এক বিশেষ কারণে পিকনিকে কুয়াকাটার পরিবর্তে সুন্দরবনে হবে বলে ঠিক হল। আমি তবুও অনেক খুশি হলাম। কারণ যার কথা সারাজীবন শুনি, পত্রিকা ও টিভিতে যার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখি, বইতে গল্প পড়ি আর এরকম জায়গায় যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আর এজন্য ভেতরে অনেক আনন্দবোধ হচ্ছিল।

পিকনিকের দিন:

ঠিক সকাল ৬টায় আমাদের বাস ছাড়ল। আমি মহা আনন্দে ছিলাম। সারারাত ঘুমাতে পারিনি সুন্দরবন দেখার জন্য। বেলা ১১টার দিকে আমরা মংলা পোর্টে পৌঁছে গেলাম।

নাস্তার পর্ব শেষ করার পর আমরা মংলা পোর্টের ট্রলার ঘাটে গেলাম। এর পর ট্রলার ভাড়া করে 'পশুর' নদী দিয়ে চলা শুরু করলাম। ট্রলার থেকে দেখতে পেলাম নদীর ভেতরে অনেক বড় বড় চর জেগে উঠেছে। সেখানে আবার অনেক গোষ্ঠীর বাসস্থান গড়ে উঠেছে। এদের দেখলেই বুঝা যায় যে এরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির। কারণ এক এক চরের মানুষের চেহারা এক এক রকম। এরা সবাই গরিব। তবে একটা কথা মনে হতে লাগল যে, "বন্যা হলে এরা এখানে থাকবে কি করে?"

যাক, ৩০ মিনিট পর আরও কিছু জিনিস আমার চোখে পড়লো। যা আমার জানা ছিল না যে, আমি দেখার সুযোগ পাব। সেগুলো ছিল কিছু মালবাহী জাহাজ, জাহাজ আমি আগে কখনো বাস্তবে নিজের চোখে দেখিনি। তাই আমি খুব আনন্দ পেলাম। এসব জাহাজ অনেক বড় হয়, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব।

ঠিক এক ঘণ্টা পর আমরা সুন্দরবনের ভেতরে এক স্থানে পৌঁছালাম। সেখানে একটি চিড়িয়াখানার মত পরিবেশ তৈরি করেছেন সুন্দরবন বিভাগ। ঢুকে দেখি সেখানে হরিণ, বানর, অজগর, কুমির রাখা রয়েছে। কিন্তু কোন বাঘ দেখতে পেলাম না। আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল। কারণ আমি মনে করতাম সুন্দরবনে গেলে আঁকা ছবির মত সুন্দরবনে এরকম দৃশ্য সহজেই দেখা যায়।

এরপর গেলাম কাঠের তৈরি সরু পথ ধরে সুন্দরবনের ভেতরের দিকে। পথগুলো মাটি থেকে একটু উপরে তৈরি করা হয়েছে। পথ ধরে যাবার সময় সুন্দরবনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য দায়ী 'ম্যানগ্রোভ' বনের সেই বিখ্যাত 'গজারী' 'সুন্দরী' গাছের মত অনেক গাছ দেখলাম। নিচে মাটির দিকে লক্ষ করে দেখি অনেক গাছ এর অঙ্কুর হয়েছে। বাবা বলল, এখানে সামান্য জায়গাতেই শিকড় থেকে অঙ্কুর আকারে নতুন গাছের জন্ম হয়। কিছুক্ষণ ঘুরার পর ফেরার সময় চলে আসল। ট্রলারে উঠে ফেরার পথে এবার নতুন এক চমক পেলাম, "একদল মাওয়ালি' কে দেখলাম। এরা এখন ট্রলারে করে বিভিন্নভাবে সুন্দরবনের ভেতর ঢোকে এবং মধু, গোলপাতা ও কাঠ সংগ্রহ করে। এরা খালি গায়ে লুঙ্গি পরে থাকে ও মাথার পেছনে মানুষের মুখের আকৃতির বিভিন্ন মুখোশ পরে।

বিকাল ৪টায় মংলা পোর্টে ফেরত আসলাম। সবাই একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ ঘুরাফেরা করলাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে 'টুরিস্ট' আসে।

আমি একজন জাপানি ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। সে এখানে 'টুরিস্ট' হিসাবে এসেছেন। আমি কথা বলার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখি তাকে দেখার জন্য স্থানীয়রা ভিড় জমিয়েছে। এজন্য আমি আর তার সাথে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। সারাদিন পর বিকাল ৫টার দিকে আমরা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

এটা আসলেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটা ভ্রমণ ছিল। স্বপ্নে দেখা সুন্দরবন না দেখতে পেলেও আমার মন খারাপ হয়নি। কারণ আমি যা দেখেছি তা আমার কাছে ছিল একটি সুন্দর ও অসাধারণ অভিজ্ঞতার দৃশ্য।

কল্প কাহিনী

রাতুলের ইচ্ছাগুলো

সিয়াম সিদ্দিক রাব্বী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪৩৮৪

অনেকদিন আগের কথা। সেসময় পৃথিবীতে জ্বিন জাতির বসবাস ছিল। তাদের জীবনযাপন আর আমাদের জীবনযাপন ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের সকল প্রকার কাজ সম্পাদন হত যাদুর মাধ্যমে, তাই তাদের কাজ করার জন্যে তেমন কষ্ট করতে হতো না। তারা 'ছু-মানতার-ছু' বললে খাবার হাজির হয়ে যেতো আবার কোনো জায়গার নাম বলা মাত্রই সেখানে পৌঁছে যেত। আমরা যেটা আশা বা কল্পনা করি যে আমাদের জীবন যাপন যদি যাদুর মতো এমন সহজ সরল হতো সেটি অনেক পূর্বে জ্বিন জাতির ছিল। এভাবেই জ্বিনদের দিন যাচ্ছিল যাদুর মাধ্যমে সকল ধরনের কাজ সম্পাদন হয়ে যেতো। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি জ্বিন ছিল, যে যাদুর ব্যবহার করত না। শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে সকল কাজ সম্পাদন করত। তাই তাকে নিয়ে অন্য জ্বিনেরা ঠাট্টা ও হাসাহাসি করতো। তারা বলতো, "তুমি কী বোকা! দেখ, আমাদের দিকে। আমরা বলামাত্রই যে-কোনো কাজ করে ফেলি আর তুমি সেই কাজ কতো সময় অপচয় করে সম্পাদন কর। তুমি একটা বোকা জ্বিন (হাঃ হাঃ হাঃ)।" তখন সেই জ্বিনটি বলল, "এক সময় আসবে যখন যাদু বলতে কিছুই থাকবেনা। তাই আমি তখন টিকে থাকার জন্যেই যাদুর ব্যবহার না করে শ্রমের মাধ্যমে কাজ করছি। তাছাড়া আমার নিজের কাজ নিজেই করতে ভালো লাগে।" তার কথাটি বাকি জ্বিনেরা মূল্যায়ন করলো না এবং আবার বোকা জ্বিন বলে অন্য জায়গায় চলে গেল। জ্বিন জাতির একটি বিশেষ দিবস রয়েছে। যেই দিবসে তাদের বছরের কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়। যে যত যাদুর ব্যবহার করে যত বেশি কাজ সম্পাদন করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। একে একে সকল জ্বিনের পর্যবেক্ষণ করে দেখা হচ্ছে। বিচারপতি হিসেবে একজন জ্বিনের বাদশাহ রয়েছেন। সর্বোচ্চ যাদু ব্যবহারকারী জ্বিনকে চিহ্নিত করা হল। সেই জ্বিনটি অনেক স্বাস্থ্যবান, স্বাভাবিক নড়াচাড়া করতে পারে না। কারণ সে সকল কাজ যাদুর মাধ্যমে করেন। সর্বশেষে কম যাদু ব্যবহারকারী জ্বিনের প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। তখন উপস্থিত সকল জ্বিনগুলো হাসাহাসি করছে। বিচারপতি জ্বিনের বাদশাহ রায় দিচ্ছেন, "তুমি জ্বিন জাতির অংশ, তুমি যাদুর ব্যবহার মোটেই করোনা। তুমি যাদুর অসম্মান করছো। এটি আমাদের জ্বিন জাতির জন্যে অপমানজনক। তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। একটি কাঁচের বোতলে জ্বিনটিকে বন্দি করে তাকে অনেক দূরে মাটির অনেক গভীরে পুঁতে রাখা হল। সে সময় জ্বিনটি একটি প্রতিজ্ঞা করল, "আমি যদি কোন সময় কারো সাহায্যে মুক্তি পাই তাহলে আমি আমার যাদুর ক্ষমতা ভালো কাজে ব্যবহার করব।"

পর্যবেক্ষণের দিনটি শেষ হলো। কিছু বছর পর জ্বিন সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। যাদু ব্যবহার করতে করতে সবাই অলস এবং শরীরের আকার আকৃতি ওজন বৃদ্ধি পেয়ে গেল। তাছাড়া যাদুর মাধ্যমে এসে অন্যের ক্ষতি করতে লাগল। যাদু করে অন্য জ্বিনকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সবাই ক্ষমতাবান হতে চাচ্ছে। এভাবে জ্বিনদের মধ্যে অনেকগুলো দল হয়ে গেল এবং দলগুলোর মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি শুরু হল। তখন জ্বিন জাতির বাদশাহ সকল জ্বিনের যাদুর ক্ষমতা নিয়ে নিলেন এবং উপরের আদেশ অনুযায়ী সকল জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করে দিলে। কিন্তু বন্দি অবস্থায় শক্তিপ্রাপ্ত জ্বিনটি গভীর মাটির নিচে রয়ে গেল। পৃথিবীতে এখন কোন জাতি/প্রাণী বা কোন কিছুই নেই। কিন্তু কয়েক হাজার বছর পর পৃথিবীতে একটি বিশেষ জাতির আবির্ভাব হলো আর সেই জাতিটি হচ্ছে মানবজাতি। তাদের কোনো যাদুর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তার থেকে মূল্যবান একটি বিশেষ উপাদান দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে "বুদ্ধি আর বিবেক"। এই জাতি সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎবাণী দেওয়া হয়েছে। "মানবজাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি, অনেক উন্নত জাতি এবং এই জাতি অনেক বোকা জাতি। এই জাতি তারা তাদের নিজেদের নিজেরাই ক্ষতিসাধন করছে এবং নিজেদের কারণেই তারা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" আরো তিন হাজার বছর পর মানবজাতির বিস্তার হলো। এখন পৃথিবী মানবজাতির দখলে।

জ্বিনটি এখনো বন্দি অবস্থায় আছে।

তখন একটি পরিবারে তিন সদস্য ছিল। স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের ছেলে রাতুল। রাতুলদের পরিবার সুখী ও ছোটো পরিবার ছিল। সব ঠিকঠাকভাবেই চলছিল। হঠাৎ রাতুলের মার ক্যান্সার রোগ হয়ে যায়। রাতুলের বাবার ছোটো করে একটি ব্যবসা ছিল, সেখান থেকেই তাদের পরিবার কোনমতে চলে যেত। রাতুলের নানা তার মায়ের জন্য কিছু জমি দিয়ে গিয়েছিল। সেই জমি বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গেল তা দিয়ে কয়েকমাস চিকিৎসা খরচ চালিয়ে

যাচ্ছিল। কিন্তু টাকা শেষ চিকিৎসাও শেষ। শেষ পর্যন্ত রাতুলের মা তাদেরকে রেখে না ফেরা দেশে চলে গেলেন। তারপর থেকে রাতুলের জীবন অন্যরকম হয়ে গেল। তার বাবা কয়েক মাস পর আবার আরেকটি বিবাহ করলেন। রাতুল এই পরিবারের কোনো সদস্য কিনা তা বুঝা খুবই মুস্কিল। বাবা তার কোনো খোঁজ খবর রাখত না। আর সৎ মা রাতুলকে দুই চোখে দেখতে পারত না। রাতুলের পড়ালেখা খারাপ হয়ে গেল। বেশিরভাগ সময় সে অমনোযোগী থাকে। একা একা থাকে। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশে না। বাসায়ও বেশি থাকে না। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। একদিন রাস্তায় এক তরুণী মেয়েকে এলাকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির ছেলে বিরক্ত করছিল। রাতুল বাধা দিতে যাওয়ায় ছেলেটি রাতুলকে খুব মার দিলো এবং মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় যে, "মেয়েটিকে রাতুল বিরক্ত করছিল।" ব্যাপারটি নিয়ে বাসায় নালিশ আসল। বিদ্যালয়ের পড়ালেখায় ভালো করছে না এই নালিশটিও আসলো। তবে সৎ মা রাতে রাতুলের বাবা আসা মাত্রই বাড়িয়ে বাড়িয়ে রাতুলের ব্যাপারে নালিশগুলো বলল। সেদিন রাতুলের বাবা তাকে অনেক মারে এবং অনেক বকা দেয়। কিন্তু রাতুল কোনো প্রতিবাদ করেনি। শুধু কান্না করছিল। আজ তার মা বেঁচে থাকলে এই সব নালিশ কিছুই বিশ্বাস করতো না। সেই রাতে রাতুল বাসা থেকে বেরিয়ে একটি দিঘির পাড়ে গিয়ে বসে। রাতুলের যখন মন খারাপ থাকে তখন সে এই পাড়ে এসে সময় কাঁটায়। তার জীবন আর ভালো লাগছে না। মানসিক চাপে সে আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। সে দিঘির পানিতে নেমে কিছুদুর হাটার পর পায়ে কিছু একটা অনুভব করল। সে নিচে হাত দিয়ে একটি বোতল উঠাল। বোতলটি অন্যান্য বোতলের তুলনায় আলাদা। বোতলটি আরবি শব্দ খোদাই করে লেখা। কৌতুহলবশত রাতুল বোতলটির ঢাকনা খোলা মাত্রই চারদিকে ধোয়ায় ভরে গেলো। একটি বিকট হাসির শব্দ আসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই রাতুল দেখতে পেল একটি জ্বিন। জ্বিনটি বলল, "বন্ধু তুমি আমাকে ৯ হাজার ৯০ বছর পর আমাকে মুক্তি দিয়েছো। আমি তোমার কী উপকার করতে পারি বলো।" রাতুল তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে জ্বিনের কথাগুলো শুনছিল। তারপর জ্বিনটি আবার জিজ্ঞেস করল, "বন্ধু আমি তোমার কী উপকার করতে পারি?" কিছু সময় পর রাতুল বলল, "আমি আমার মাকে চাই। আমি একজন ডাক্তার হতে চাই এবং একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। যেখানে মানুষের চিকিৎসায় কোনো খরচ লাগবেনা।" তারপর জ্বিন বলল, "তোমার টাকা, পয়সা, বাড়ি, গাড়ি এসব কিছুই লাগবে না" রাতুল মাথা নেড়ে না জবাব দিল। জ্বিন তার কথা শুনে অনেক বিস্মিত এবং আনন্দিত হলো। জ্বিনটি তার উপকার করবে তেমন কোনো যাদু ছাড়া। ক্ষেত্রবিশেষে যাদু ব্যবহার করবে। জ্বিনটি তার মায়ের রূপ ধারণ করল এবং রাতুলকে সমস্ত পরামর্শ দিলো। ভালোমতো পড়ালেখা করতে হবে। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে।

রাতুল পড়ালেখায় মনযোগ দিতে লাগলো এবং সে ভালো ফলাফলও করলো। একদিন রাতুল আর জ্বিনটি রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছিল, তখন ঐ ছেলেটি যে মেয়েদের বিরক্ত করতো তাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য জ্বিনটি ছেলেটির বোনের রূপ ধারণ করে। কিন্তু ছেলেটি বুঝতে পারলো না। ছেলেটি যখন বিরক্তিকর কথা বলা শুরু করলো মেয়েটি (জ্বিনটি) ঘুরে দাঁড়াল আর ছেলেটির মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। কারণ সে দেখতে পেলো তার আপন বোনকে। এরপর থেকে ছেলেটি আর এমন বাজে কাজটি কোনদিন করেনি।

অন্যদিকে রাতুল তার পড়ালেখা ভালোমতো চালিয়ে যাচ্ছে। পড়ালেখায় জ্বিন তাকে কোনো যাদুর সাহায্য করেনি। শুধু খরচ দিয়েছে। এভাবে রাতুল তার পড়ালেখা করে ডাক্তারি ডিগ্রি অর্জন করে একজন ভালো ডাক্তার হয়ে গেল। তখন জ্বিনটি বড়ো করে একটি সুন্দর হাসপাতাল বানিয়ে দিলো। সেখানে রোগীরা আসে, চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে যায় এবং তার জন্য কোনো খরচ দিতে হয় না। তারপর রাতুল হাসপাতালটি তার মায়ের নামে পরিচালিত করতে থাকে। তখন রাতুলের সাথে প্রেম হয়ে যায় এক সুন্দরী ডাক্তারের সাথে। তারা দুইজন হাসপাতালটিতে নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে পরিচালিত করতে লাগল এবং জ্বিনটি হাসপাতালের জন্য আর্থিকভাবে সাহায্য করতে লাগলো। অবশেষে জ্বিন বাদশাহ জ্বিনের কর্মকাণ্ড দেখে খুশি হয়ে তাকে ডাক দিল এবং জ্বিনদের বাদশাহ পদে নিয়োগ দিল। তবে প্রয়োজনে রাতুলের সাথে দেখা করতে আসতো। এভাবেই রাতুলের ইচ্ছাগুলো পূরণ হয়।

স্মৃতি কথা

রক্ত ডায়েরি

রফিকুল ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৭৯০

২৮ মার্চ, ১৯৭১ দিনটা ছিল শনিবার। নদীর পাশেই আমাদের বাড়ি। সকাল সকাল এখানে পাখির চেঁচামেচি ছাড়া আর তেমন কিছুই শোনা যায় না। তবে আজ ঘুম থেকে উঠতেই বাহিরে কিছুটা কোলাহল শুনতে পেলাম। নিমের তৈরি মেছওয়াকটি মুখে দিতেই ছোট ভাই শাওন এর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। ওর বয়স মাত্র এক। দরজা খুলে বের হতেই দেখি মতিন চাচা দ্রুত হেঁটে নদীর দিকে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ও মতিন চাচা, এত্ত সকালে কই যাও? মতিন চাচা হাঁটতে হাঁটতে উত্তর দেয়, "নদীর ধারে লাশ আইছে। লাশ!" শুনে আমিও তার পিছু নিলাম। গিয়ে দেখি লাশটি একটি যুবকের। বুকে তিনটি ছিদ্র ছিল। যা দিয়ে তখন আর রক্ত ঝরছিল না। লাশটি অনেকটাই ফুলে গিয়েছিল। পরে আমরা এলাকাবাসি মিলে তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করি। মাওলানা সাহেব বললেন, "দেশের অবস্থা বেশি ভাল না। শুনলাম পাকিস্তানি মিলিটারি নাকি ঢাকায় রাইতের আন্ধারে হামলা কইরা অনেক মানুষ মারছে।" তখন আমার ৭-ই মার্চের ভাষণের কথা মনে পড়ে। এভাবে ১৫ দিন কেটে যায়। নদী দিয়ে প্রায়ই লাশ ভেসে আসতো। আমি সেদিন বাড়ির জমিতে কয়েকটি গাছ লাগানোর জন্য গর্ত করছিলাম। মা এসে বলল, "বাবা, আমি বাজারে যাইতাছি। আইজকা গুঁড়া মাছের চরচরি রানমু।" আমি বলতে চেয়েছিলাম যে মা তুমি থাকো আমি যাই। তার আগেই মা বলেছিল যে আমার হাতে মাটি, তাই আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পরে আর আমি কথা বাড়াইনি। মা চলে গেল। ছোট ভাইয়ের জন্মের দুই মাস আগেই বাবা মারা যায়। তারপর থেকে মা নিজেই কষ্ট করে আমাদের লালন পালন করছেন। আমার বয়স মাত্র ১৭। কাজ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মা দেয়নি। মামা বলেছিল তাদের সাথে থাকতে। কিন্তু মা রাজি হয়নি। হঠাৎ ছোট ভাইয়ের কান্নার শব্দ পেলাম। নিজেকে পরিষ্কার করে ওর সাথে খেলা করতে লাগলাম। দেড় ঘন্টা হয়ে যায় কিন্তু মা ফিরে আসে না। আমি বের হয়ে বাজারের দিকে যেতে লাগলাম। কিছুটা যেতেই দেখি বাজারের দিক থেকে ধোঁয়া আসছে। দৌড় দিলাম। মনটা জানি কেমন করছিলো। বাজারে গিয়ে দেখি চারদিকে আগুন এখনো জ্বলছে। মতিন চাচা তার পোড়া মুদিদোকানের সামনে বসে আছে। চারদিকে অনেক লাশ। চোখভরা পানি নিয়ে আমি পাগলের মতো মাকে খুঁজছিলাম। মাকে পেলাম। কিন্তু মাকে তখন আর চেনার উপায় ছিল না। হাতের বালা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, এই হলো আমার মা। তখন আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মা বলে চিৎকার করে কান্না করতে লাগলাম। বুঝতে আর কিছু বাকি থাকলো না। মিলিটারি আমাদের গ্রামে এসে পড়েছে। যারা মারা গেছে তাদের সবার দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়া তখনো বন্ধ হয়নি। লাশ দাফনের পর মতিন চাচা চিৎকার করে বলতে লাগলো, "অনেক হইছে, আর না। ওগোরে আমাগো দেশ থেইকা তাড়াইতে হইবে।" উপস্থিত অনেকেই তার সাথে সম্মত হলো। কিন্তু তখনো প্রশ্ন একটা। আমরা এ কাজ কীভাবে করবো? মাওলানা সাহেব বললেন, "আমি শুনছি বিরুলিয়াতে (পাশের গ্রাম) নাকি একদল যুবক জানি কইথেইকা আইছে। নাম হইলো 'মুক্তিবাহিনী'। ওরা নাকি পাকিস্তানী মিলেটারির বিপক্ষে যুদ্ধ করে। আমরা ওগো কাছে যাইতে পারি।" মতিন চাচা বললো, "তাইলে আইজ রাইতে আমরা ঠিক করমু কে কে যাইবো।" আমরা মোট বার জন যেতে রাজি হলাম। আমাকে প্রথমে নিতে চায়নি। কারণ আমি ছোট। তবে পরে রাজি হয়। যাত্রার সময় নির্ধারণ করা হয় পরের দিন রাত ১১টায়। আমি আমার ছোট ভাইকে মামার বাসায় দিয়ে আসতে যাই। মামা ছিল না তখন। তাই মামিকে সব বলে মতিন চাচার বাড়ি ফিরে আসি। সেখানে দুপুরের খাবার খেয়ে রাতের জন্য অপেক্ষায় বসে থাকি। রাতে নৌকায় আমরা নদী পার হয়ে ঐ বাহিনীর কাছে যাই। তাঁরা আমাদের সাদরে আমন্ত্রণ জানায়। আমাদের প্রশিক্ষণ পরের দিন থেকেই শুরু হয়। অস্ত্রের প্রশিক্ষণ পাবার পর ঐ ছিদ্রের কথা বুঝতে পারলাম। এখনো মা ও ছোট ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। আমি ছোট বড় অনেক মিশনেই গিয়েছি। জয়ের সাথে যোদ্ধাদের হারানোর বেদনাও ছিল। হঠাৎ একদিন গোপনসূত্রে খবর এলো যাত্রীবাহী লঞ্চে করে অনেক সৈন্য গ্রামে আসবে আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। দিন ছিল একটি, কিন্তু মিশন দু'টি। আমাদের সংখ্যা ছিল ১৬ জন। পাকিস্তানীদের ঘাঁটি ও সৈন্য ভরা লঞ্চ দু'টিই গুড়িয়ে দিতে হবে। আমাদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হলো। একটিতে

১০ ও অপরটিতে ৬ জন। ১০ জনের বাহিনী ঘাটিতে হামলা করবে ও অপর বাহিনী লঞ্চে। আমি ও মতিন চাচা ৬ জনের বাহিনীতে। আমাদের অস্ত্র ও টাইম বোমা দেয়া হলো। রাত আটটায় আমাদের মিশন। নদীতে একটি চর ছিল। আমাদের কাজ ছিল চর হতে সাঁতরে লঞ্চে বোমা রেখে আসা যা তার ২ মিনিট পর বিধ্বস্ত হবে। সূর্যাস্তের সময় আমরা নদী দিয়ে চড়ে যাচ্ছিলাম। ঐ অপরূপ সৌন্দর্যের কথা ভাষায় প্রকাশের মতো নয়। সবাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। এখন ৭টা বাজে। মতিন চাচা সবাইকে সাহস দেয়ার জন্য বিভিন্ন কথা বলছে। আমি ও মতিন চাচা সহ আরও দুজন লঞ্চের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাকি দুজন চরেই থাকবে।

অপর পৃষ্ঠায় যাবার পর দেখি তা ফাঁকা, পুরো ডায়েরি খুঁজেও আর একটি শব্দ খুঁজে পেলাম না। জানার জন্য প্রচুর আগ্রহ হলো। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে? হঠাৎ শুনতে পেলাম বাবা কাকে যেন সালাম দিল। বাহির হয়ে দেখি একজন বৃদ্ধলোক বাবাকে বলছে, "কিরে শাওন অনেকদিন পর গ্রামে আসছিস।" বাবা বললেন, "ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আসা হয় না মতিন চাচা।" নাম শুনতেই আমার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। বাবার ফোন বেঁজে উঠলো। সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ডায়রিটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐদিন চরে কী হয়েছিল?" মতিন দাদু যা বলেছিল তা আমার ভাষায় ছিল এই রকম, "আমরা ৮টা বাজার কিছুক্ষণ আগেই দেখলাম লঞ্চ এসে গেছে। লঞ্চের উপর হতে এদিক ওদিক আলো ফেলা হচ্ছে। আমরা কচুরিপানার ভেতর মাথা লুকিয়ে সাঁতরিয়ে লঞ্চের কাছে গিয়ে মেগনেট এর সাহায্যে টাইম বোমাগুলো লাগিয়ে দেই। ফেরার পথে আমাদের কাছে কচুরিপানা ছিল না। তাই ওদের আলো আমাদের উপর পড়তেই ওরা আমাদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। শফিকের পিঠে গুলি লাগা সত্ত্বেও ও সাঁতরাতে থাকে। বাকি দুইজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। শফিকের পিঠে দেখলাম দুইটি বুলেট বিদ্ধ হয়েছে। পাড়ে এসে ও কাতরাতে কাতরাতে বলছিল যে, ওর ব্যাগটি যেন ওর বাড়িতে পৌছে দেয়া হয়। এটি বলার পরে কিছুক্ষণ ও চুপ থাকে। পরে ওর চোখ নড়া বন্ধ হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছিলাম যে ও আর নেই। পরে ওকে শহিদের মর্যাদায় ওর মার পাশেই কবর দেয়া হয়। আর ও মারা যাবার পর ওর ব্যাগে হাত দিয়ে ডায়রি বের করার সময় তাতে আমার হাতের রক্ত লেগে যায়। যদিও এখন তা দেখলে বোঝা যায় না।" পরে আমি ও বাবা চাচু ও দাদুর কবরস্থান জিয়ারত করে বাড়ি ফিরে আসার সময় আব্বুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা আব্বু, তুমিও কী ঐ 'রক্ত ডায়েরি' পড়েছ?" আব্বু হালকা হেসে শুধু একটি শব্দ করেছিল 'হুম্'।

... সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি...

সূচি

- ঢাকা কমার্স কলেজ ◖ হাবিবা আক্তার মনি
- মাতৃভূমির প্রতি ◖ মোঃ মেহেরাজ হোসেন
- হে মুজিব ◖ নাইমুর রহমান রিজভী
- ঢাকা কমার্স কলেজ ◖ সানজিদা আক্তার সূচনা
- আমার স্বাধীনতা ◖ মুক্তা আক্তার
- কষ্টের আলাপন ◖ স্বাধীন বড়ুয়া নিশু
- প্রাণের বন্ধু ◖ মেহজাবীন মীম
- মায়ের হাসি ◖ আফজাল হোসেন
- ব্যর্থ কবি ◖ রুকাইয়া ফেরদৌস
- দিকভ্রান্ত পথিক ◖ আবু তাহের মুহাম্মদ মছিহ্
- শুধু তোমারই অপেক্ষায় ◖ মোঃ ইমরান হোসেন
- বেড নম্বর ২১৭ ◖ খন্দকার রবিউল ইসলাম
- দাদার গল্পে '৭১' ◖ আব্দুলাহ্ আল বাকি (জুয়েল)
- জীবন সংগ্রাম ◖ শাহরিয়ার রহমান শাকিব
- জীবনের সুখ ◖ ফাতেমা-তুজ-জোহরা
- এখনই সময় ◖ মোঃ আলভি ইসলাম
- 'ম' ◖ মোঃ আবু হুরায়রা আল শিহাব
- অন্তর আলো ◖ মোঃ সাঈদ ইকবাল
- আশীর্বাদ ◖ মোঃ রেজুয়ান আহমেদ
- জীবন গল্প ◖ মোঃ এহসান আলী
- পতন ◖ তানজিলা আক্তার জিনিয়া
- একলা আমি ◖ শাহরোজ আলম
- কষ্ট ◖ আফজাল হোসেন
- একুশের পথে ◖ মাঈশা ফারজানা রাফা
- বাংলা ভাষা রেখো ◖ মোঃ আজরফ আল সামী

ঢাকা কমার্স কলেজ

হাবিবা আক্তার মনি
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫০৩৩

অর্ধপূর্ণ বিদ্যা আমার,
পূর্ণ করিতেই তোমার তরে আসা,
শিক্ষা আমার পূর্ণ চাই
তাই ভেবে,
তোমার দাওয়ায় পা খানি মোর রাখা।
মানুষ গড়ে, পশুত্ব সরে।
এইতো তোমার শিক্ষা প্রদান,
জীবের তরে শ্রেষ্ঠ
তুমি, মনুষ্যত্বের বিদ্বান।
বিবেক জাগাও, চিন্তা জাগাও,
জাগাও তোমার মন;
সমাজ থেকে দেশ গড়ো
থাকো জাগ্রত সারাক্ষণ।
বাড়ি নয়, গাড়ি নয়,
শিক্ষাই মেরুদণ্ড;
দেশের তরে জাতির তরে
জ্ঞানই উৎকণ্ঠ।
শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড
ইহাই তোমার মূলমন্ত্র;
মানুষের মধ্যে মন জাগিয়ে
তৈরি করো মনুষ্যত্বের যন্ত্র।
এই সবই তো দান করো
সব কৈশোরের মাঝে,
শিক্ষা তুমি ছাড়িয়ে দাও
নানান রকম সাজে।
সাধন তুমি করিয়া ছাড়ো
পূর্ণ থেকে শেষ
তারই অপর এক নাম
"ঢাকা কমার্স কলেজ"।

মাতৃভূমির প্রতি

মোঃ মেহেরাজ হোসেন
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬০৫৩

ভালোবাসি তোমায়, ওগো মাতৃভূমি
আমার বুকে আঁকা আছে, তোমার একটি ছবি।
শতাধিক আছে দেশ, এই অপরূপ ভুবনে
তুমিই সবার অধিক সুন্দর, বুঝাব কেমনে?
অপরূপ রূপে তুমি সজ্জিত হলে
মহান স্রষ্টার এই বিশ্বনিখিলে।
ছায়াসুনিবিড় ছোটো ছোটো গ্রাম, রাখালের খেলাগেহ
তোমার সৌন্দর্য এড়াতে পারবে, এমন যে নাই কেহ।
অবারিত মাঠ আছে তোমার বুকে, অনেকখানি জুড়ে
রাখাল মাঠের পাশে বসে বাঁশি বাজায় নিজের সুরে।
তোমার মাঠে মাঠে ছাগ, মহিষ, ধেনু
পারি না প্রশংসার সীমন্তে পঁহুছিনু।
নদীর ঝলমল জল, ছলোছলো বয়ে
পথ না জেনে সে, বয়ে যায়, নিরুদ্দেশ হয়ে।
নিশীথে, গগনে যেন তারার নাহি শেষ
মনে হয়, তারার অলংকার আর গগন বুঝি কেশ।
তোমার চাঁদ নিত্য স্নিগ্ধ, তোমার আকাশ নিত্য প্রসন্ন
প্রাচুর্যে, সৌন্দর্যে সব কিছুতেই তুমি পরিপূর্ণ।
আমি জানি, তোমার রয়েছে গভীর ভালোবাসা মোদের জন্য
তোমার আঁচলের পরশ পেয়ে, থাকি মোরা সদা সুখে আচ্ছন্ন।
তোমার বুকে বসবাসরত মানুষগুলো সহজ-সরল বড়ই
তোমাকে কতইনা ভালোবাসে তারা, তা বুঝাইবে কেমনে?
ভালোবাসবেইতো! কেননা তুমি করো না তাদের দুঃখী
কাউকে তুমি নিরাশ করো না, রাখো সদা সুখী।
মুগ্ধ আমি তোমার প্রতি, এসব দেখে
ভালোবাসা পেতে চাই তোমার কাছ থেকে।
অমর নয় কেউ এই নশ্বর পৃথিবীতে
পারি যেন আমি, তোমার বুকে মরতে
এ আমার অনেক দিনের বাসনা
পূরণ করবে তুমি, এ আমার কামনা
আমার পুণ্যকর্ম যেন, মৃত্যুর আগে যেতে পারি তোমার স্মরণে রেখে
তাহলেই আমার চাওয়া পাওয়া শেষ হবে তোমার কাছ থেকে।

হে মুজিব

নাইমুর রহমান রিজভী
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬৯২১

হে মুজিব
ইতিহাসের সেই রক্তঝরা, আগুন জ্বালা দিনগুলিতে
হয়তো আমি ছিলাম না।
কিন্তু আমার আত্মার একাত্মতা মিশে ছিলো তোমার বজ্রকণ্ঠে।

হে মুজিব
কে বলে তুমি অবর্তমান
এখনো তোমার বজ্র ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনি
তোমার দ্রোহী শিখায় প্রদীপ্ত হই।
তোমার তর্জনীতে এখনো জেগে ওঠে বাংলাদেশের প্রাণ
তোমার আবক্ষ সমুদ্রসম বিশালতার কাছে নতজানু হই
আমার রক্তের শিরায় সদা বয়ে চলে তোমার ধ্বনি তরঙ্গ।

হে মুজিব
তুমি নিপীড়িত মানবের মুক্তির দিশা
বাঙালি জাতির সূর্য সন্তান
মহাকাব্যের অপরাজিত বীর
লক্ষ কোটি আর্ত মানুষের বিপ্লবী মন্ত্র
তুমি আমার কবিতার পাতা
আমার চেতনার চূড়ায় বসে থাকা এক জ্যোতিষ্মান সূর্য।

হে মুজিব
তুমি আজ সূর্য সবুজ পতাকার অবিনাশী চেতনার সুর
তুমি আজ আবার বুকের পাথার ঘিরে রাশি রাশি শাপলার মুখ
তুমি আমার সংবিধান
তুমি আমার অভিধান
তুমি আমার ছোট্ট মানচিত্র।

ঢাকা কমার্স কলেজ

সানজিদা আক্তার সূচনা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫১৬১

ঢাকা কমার্স কলেজেতে পড়ি,
ভবিষ্যতের জীবন মোরা
এইখানেতে গড়ি।
ভাই বোনের মতো সকল ছাত্র-ছাত্রীরা
পিতৃতুল্য স্যার,
মনে আদর মুখে শাসন
পড়ান চমৎকার।
অনেক বড়ো ছাত্র জীবন
নেইকো জানার শেষ,
সেই জীবনটাই রপ্ত করি
এই কলেজে বেশ।
স্যার যখন পড়াতে আসেন
সতর্ক চোখ কান
এত সুন্দর পড়ান তারা
রেজাল্টাই তার প্রমাণ।
এখান থেকে গড়ব মোরা
জ্ঞানের গভীর ভিত।
সব পরীক্ষায় এগিয়ে যাব
আমরা তো নিশ্চিত।
জ্ঞানের আলো জ্বালতে মনে
এই কলেজে এসো।

আমার স্বাধীনতা

মুক্তা আক্তার
শ্রেণি: বিবিএ (অনার্স) ১ম বর্ষ
রোল: এ-১৩৯৪

তেপান্তরের প্রান্তরে
গাইবো গান আনমনে
দেখবো আমি পল্লীবালা
ছুটে বেড়াবো সারা বেলা।
ভিজবো আমি বৃষ্টিতে
তুলবো ফুল সেই সাথে
মাছের সাথে পুকুরেতে
কাটবো সাঁতার ডুবেডুবে।
বন্য ফুলের সুবাস নেব
গন্ধে গন্ধে মন ভরাবো,
গাঁথবো মালা সেই ফুলের
পরবো গলায় নিজেই নিজের।
কমবে আলো নামবে আঁধার
শুরু হবে সন্ধ্যে বেলার
জ্বলবে জোনাক ঝোপের পাশে
তারা জ্বলবে তারই সাথে
দেখবো বসে নদীর ঘাটে।
আঁধার হবে গাঢ়
দিন পোহাবে আমারো।

কষ্টের আলাপন

স্বাধীন বড়ুয়া নিশু
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬৪৯৫

মাঝে মাঝে কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করে,
মনে কী যেন একটা বিষ সর্বদা নড়ে।
মুখে ভাষা নেই
নেই কোনো কথা,
কী যেন একটা ব্যথা
কী যেন একটা কথা
মনে সর্বদা নড়ে।
তারই ধারাতে নয়নে অবিরাম অশ্রু ঝরে,
আজও রাতে মা শুধু তোর কথা মনে পড়ে।
কেন চলে গেলি ওই অচিনপুরে?
চেষ্টা হাজারেও বাঁচাতে পারলাম না তোরে।
একলা থাকি মোর মনের মতন,
মনেরি বদ্ধ ঘরে।
অর্থ ছিলো না মোর,
বিত্ত ছিলো না মোর,
এখন আমি বিত্তবান
কেউতো মাকে ফিরিয়ে আন।
জানিতো মা ভালো করে,
আসবি না তুই আর কখনও ফিরে।
মাগো তোর স্মৃতিগুলো রেখেছি যতন করে,
সুদূরের দক্ষিণা হাওয়ায়
তোর গন্ধ মিশ্রিত রুমালটি আজও ওড়ে।
ছেলেবেলার সেসব স্মৃতি
মোর আজও মনে পড়ে।
তবুও আসিস মা তুই ফিরে,
মোর মনের এ দুয়ারে,
যেমনি পাখিরা সাঁঝে ফিরে তাদের নীড়ে।

প্রাণের বন্ধু

মেহজাবীন মীম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৮০৫

বন্ধুত্ব মানেই বিশ্বাস, বন্ধুত্ব মানেই সুখ,
বন্ধুত্ব মানেই ভরসা, আর বন্ধুত্ব মানেই প্রেম।
বন্ধুত্ব মানেই দুজনের মাঝে নিবিড় প্রাণের বন্ধন,
বন্ধুত্ব মানেই অভিমান করে নিঝুম নিরালায় ক্রন্দন।

তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, আমার চলার পথের সাথী,
তোমায় আমি জীবনভর বড্ড ভালোবাসি।
বন্ধু তোমার সুখের দিনে দুজনে একসাথে হাসি,
বন্ধু তোমার দুঃখের দিনে হাত বাড়িয়ে পাশে থাকি।
তোমার আমার বন্ধুত্ব ছিল প্রাণের চেয়েও খাঁটি,
যত ঝড় আসুক, যত বাধা পড়ুক, নড়বেনা সেই খুঁটি।

বন্ধু, তোমার মনে পড়ে কি, সেই পুরনো দিনের কথা?
স্মৃতির পাতায় ভরে উঠেছে মোদের জীবনগাঁথা।
সেই ছেলেবেলায়, স্কুল পালিয়ে, চলে যেতাম বহু দূরে
সাঁঝের বেলায়, বাড়িতে ফিরে, বকা খেতাম সুরে সুরে।
অভিমান করে, আড়ি কেটে দিয়ে, দূরে সরে যেতে যখন,
মন খারাপ করে, তোমার পথ চেয়ে, বসে থাকতাম তখন।
ক্লাসের মাঝে দুষ্টুমি করে, কাটাতাম সারাটিক্ষণ,
মনে পড়ে কি তোমার, সেই পুরনো দিন, সেদিনের সেই ক্ষণ?
দুজন দুজনের প্রাণের বন্ধু ছিলাম, ভাবিনি তো কোনোদিন,
স্কুল জীবন শেষে তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবো বহুদিন।
থাকো তুমি যদিও, আজ বহু দুরে,
মনে পড়ে তোমায়, আজ প্রতি ক্ষণে।
দূরের শহর থেকে, প্রবাসের পাঠ শেষে, ফিরবে কবে বাসায়?
পথ চেয়ে বসে আছি আমি তোমার আশায়।
সুখে থেকো, ভালো থেকো, করি কামনা,
দূরে আমি আছি বলে ভুলে যেও না।

মায়ের হাসি

আফজাল হোসেন
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭৫৬০

জন্ম দিয়ে মাগো আমায় করলে অনেক ঋণী,
জানি এ ঋণ শোধ হবার নয় কখনো কোনো দিনই।

তোমার চরণ তলে মাগো আমায় দিও ঠাঁই,
তোমার কোলেই জন্ম নেব যদি হাজার জনম পাই।

অজান্তে মনের ভুলে যদি কষ্ট দেই,
হাজার বার তোমার পায়ে পড়ে যেন ক্ষমা চেয়ে নেই।

তোমার মতো এমন করে ভালোবাসবে না কেউ,
তুমি চোখের আড়াল হলেই জাগে বুকে কষ্টের ঢেউ।

চাইনা হতে রাজা বাদশা চাইনা শত শত দাসি,
কোটি টাকার চেয়েও দামি মায়ের এক ফোঁটা হাসি।

দিকভ্রান্ত পথিক

আবু তাহের মুহাম্মদ মছিহ্
শ্রেণি: সম্মান (অর্থনীতি বিভাগ)
৩য় বর্ষ, রোল: ৩৪৮

পথটা হয়ত এখনো অনেক বাকি,
তাই হয়ত আজ ঘুম দিয়াছে ফাঁকি।
খুঁজি তারে হেথায় সেথায় দুর অজানায়,
পথ চলিয়া গেছে বুঝি কোন অচেনায়।
পাড়ি দিতে মনে জমিছে ভয়, সংশয়,
তাও মোর পথিক হতে বড়ো ইচ্ছে হয়।
পথিকের পথযাত্রায় নেই কোনো জল,
তবুও পথিক তাহার লক্ষ্যে সদা অবিচল
অজানার পথে তার রোজ ছুটে চলা
পথে দেখি নানান লোকের বিশাল মেলা।
অচেনা সে পথের বাঁকে ক্রমশ হাঁটিছে পথিক
উত্তর, পূর্ব, পশ্চিমে দিগ্‌বিদিক,
অবুঝ পথিক পথ খুঁজিতে দিশেহারা
শুধুই রোপিছে ধরণীর বুকে সবুজের চারা।
কি সহজ, কি কঠিন কি করে বুঝিবে অবুঝ?
তাহার চোখে তো ধরণীর বুক চিরসবুজ,
ভোগ বা উপভোগ সবই হলো রোগ।
রঙিন মনের রঙ বেরঙের ঝোঁক
আঁকাবাঁকা সেই পথে রোজ হয়েছিল খেলা,
শেষে একদিন ঠিকই ফুরিয়েছিল বেলা।
সবাই ছেড়ে মোরে, ধরণীর বুকে
রেখে গেল একেলা।

"ব্যর্থ কবি"

রুকাইয়া ফেরদৌস
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩২৭৩০

স্বপ্ন দেখ নিজেকে ভাবো
শূন্য ঘরে একলা কাঁদো,
স্বপ্ন সত্যির আশায় মানুষ কতই না ছুটে
দেশ হতে দেশান্তরে, তেপান্তরের ঐ দূরে
নিজেকে ভেবে স্বপ্ন দেখে আজ আমি বড় ক্লান্ত
তাই এখন স্বপ্ন দেখায় দিয়েছি এ মন ক্ষান্ত।
এখন আমি স্বপ্ন দেখি না
নিজেকে নিয়েও ভাবি না
ভালো লাগে না এখন
রঙের ক্যানভাসে রঙের খেলা দেখতে,
ভালো লাগে না এখন
সবুজ ঘাসে শিশির বিন্দু দেখতে,
শুধু শূন্য ঘরে একলা কাঁদি
কারণ মন যে বড় চঞ্চলমতি।
স্বপ্ন আমার ভেজা আকাশ
ভর দুপুরে মেঘলা বাতাস,
জীবন আজ ছন্নছাড়া
তাই বুঝি মন দিশেহারা,
সময় মেলে না জীবন ঘড়ির
তাই আঁকি না ছবি বাহারি,
কবি মন যে মরে গেছে
কহিল এ মন মৃদু স্বরে,
তবুও মরে বেঁচে আছি
কারণ আমি এক ব্যর্থ কবি।

শুধু তোমারই অপেক্ষায়

মোঃ ইমরান হোসেন
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭২৮৪

সোনালি দিগন্তের হে নব সূর্য
শুধু তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম।

তোমারই প্রতীক্ষায় জেগেছি অতন্দ্র নিশি
পার করেছি জীবনের উপভোগ্য সময়টুকু।

তোমার আশায় জমিয়েছি বন্ধুর পথে পাড়ি
জয় করছি জীবনের কণ্টকময় পথটুকু।

তবু কেন এত দেরিতে!
এত দেরিতে দেখা দিলে?

তোমাকে পাওয়ার জন্য,
দুচোখে দেখেছি অসীম স্বপ্ন।

যার বাস্তবায়নে হইনি পিছু পা,
করেছি কঠিন সংকল্প।

তুমি ছিলে কৃষাণের চোখে নবান্নের ফসল
ছিলে মাঘের কনকনে শীতে গরিব বৃদ্ধের চাদর।

তুমি ছিলে, বাবার শাসনে লুকায়িত স্নেহ
আর মায়ের আঁচল জড়ানো আদর

তোমারই অপেক্ষায় ছিল,
কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় মানুষের হৃদয়।

তোমাকে পাওয়ার জন্য
কচি কচি তাজা প্রাণ ভয়কে করেছে জয়।

তোমারই ঠিকানায় লিখেছিল চিঠি
কত যে পাখি।

রক্তের স্রোতে উত্তর দিতে
বিশ্বের মানচিত্রে দিলো আঁকি।

বেড নম্বর ২১৭

খন্দকার রবিউল ইসলাম
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৯০৫

ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের দোতালায়
আমার অবস্থান,
আমার হাজারো কষ্টের সাক্ষী বেড নম্বর ২১৭।
আমি দেখেছি অসুস্থতার যন্ত্রণা,
আমি দেখেছি শিরা উপশিরায় কষ্টের খেলা।
আমি দেখেছি বিন্দু বিন্দু করে দেহে
স্যালাইন এর প্রবেশ,
আমি দেখেছি ইনজেকশন নেয়া হাতের ব্যান্ডেজ।
আমি দেখেছি নানা ভালো খাবারের ভিড়,
আমি দেখেছি অপুষ্টিতে আক্রান্ত মুখমন্ডল।
আমি দেখেছি শেষ রাতের কান্না,
আমি দেখেছি সন্তান হারা মায়ের বেদনা।
আমি দেখেছি ঝরে পড়তে জীবন,
আমি দেখেছি বেঁচে থাকার অকুতি নিয়ে
ক্রন্দনরত মন।
আমি দেখেছি খোদার কাছে শেষ চাওয়া,
আমি দেখেছি পাপিষ্ঠের ভালো হওয়া।
আমি দেখেছি রেলিং ধরে রাত্রি
কাটানো মানুষের চোখ।
আমি দেখেছি প্রিয়ার জন্য স্রষ্টার কাছে শেষ আবেদন।
আমি দেখেছি জীবন নিয়ে ব্যবসায়,
আমি দেখেছি রক্তদূষণে আক্রান্ত দুচোখ নিয়ন্ত্রণ।
বারবার স্মরণে রেখেছি, আমিতো
বিবেকবিহীন নির্জীব একটা কিছু।

দাদার গল্পে '৭১'

আব্দুলাহ্ আল বাকি (জুয়েল)
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭৪৮৮

আমি দেখেছি,
শুকনো কাঠে তীব্র জ্বলজ্বলে আগুন,
মাঠপোড়া রৌদ্রে চৈত্র আর ফাগুন।
যেন এক বিভীষিকাময় আর্তনাদ,
চারিদিকে শত্রু পেতেছিল ফাঁদ।
পাকিস্তানি হানাদার ছিল বর্বর,
নিজামী, মুজাহিদ তাদেরই দোসর।
মানুষগুলো হয়েছিল পুতুলের মতো,
চোখের জল ফুরিয়ে,
হৃদয়ে ছিল লক্ষ সহস্রাধিক ক্ষত।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাহুগ্রাসে হয়েছিল কাতর,
শোক-চিন্তায় হয়ে গেছে পাথর।
স্বজন হারিয়ে সবাই বাকরুদ্ধ,
অনাচার, হত্যা, মৃত্যুপুরী,
চারদিকে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ।

জীবন সংগ্রাম

শাহরিয়ার রহমান শাকিব
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬৪৮৭

যেখানেই থামে নীল আকাশের মাঝে সাদা মেঘ,
তার নীচেই সবুজ লতাপাতা, পাশে সমুদ্রের তরী দেখ।
নদীর এ কুল ভাঙলে ও কুল গড়ে,
তেমনি জীবনে দুঃখ কষ্ট নেমে আসে ঝড়ে।
প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখলে সব বেদনা যাই ভুলে,
জীবনটা যেন তরীর উপর পালের মতো ঝুলে।
চেষ্টা ছাড়া তাই জীবনে নাইকো কোনো দাম,
পরিশ্রম বয়ে আনবে মোদের জীবনে আরাম।
যেমনি করে কষ্ট করে কৃষক করে কাজ,
তেমনি করে জীবন ভরে সকল চেষ্টা আজ।
তাইতো মোরা চেষ্টা করে সফল হতে চাই,
সুফল পেলে জীবনে যেন সকল খুশি পাই।

জীবনের সুখ

ফাতেমা-তুজ-জোহরা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪৯৫৬

জীবনের সুখ তখনই আসে
যখন দুঃখ জীবনের দরজায় কড়া নাড়ে।
জীবনের সুখ তখনই আসে
যখন কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে।
জীবনের সুখ তখনই আসে
যখন ছোটো আঘাত বড়ো যন্ত্রণা দেয়।
জীবনের সুখ তখনই আসে
যখন সীমাহীন বেদনা সবকিছু কেড়ে নেয়।
জীবনের সুখ তখনই আসে
যখন সুখের মাঝে একাকিত্ব খুঁজে পাওয়া দায়।
জীবনের সুখ তখনই আসে
যখন অর্থহীন জীবন তার জীবন খুঁজে পায়।

এখনই সময়

মোঃ আলভি ইসলাম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭১৯৪

জেগে ওঠো হে তরুণ সমাজ,
ঘোরতর দুর্দিনে সারা জাতি আজ।
তোমাদের শিরে আজ কঠিন কাজ,
এগিয়ে এসো ভুলে লজ্জা ও সাজ।
বাংলাতে সোনার ছেলে ছিল যত,
কোথায় তারা আজ আগের মত।
দেশটারে খুটে খায় জাফর-মীর,
সচেতন মানুষ তাই অস্থির।
দুর্নীতিবাজ সন্ত্রাসীরাই আজ রাজ রাজ
প্রশাসন চেয়ে রয় অক্ষম সাজ।
বনভূমি গিরিপথ পেরিয়ে এসো
দেশটাকে তোমরা আবার ভালোবাসো।
চালাও খঞ্জর যত ভেঙ্গে শৃঙ্খল,
ধ্বংস করে দাও শত্রুর দল।
দেশ তোমাদের কাছে এই-ই আশা করে।

'ম'

মোঃ আবু হুরায়রা আল শিহাব
শ্রেণি: অনার্স পার্ট-১
ফিন্যান্স এ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, রোল: ১২৪১

'ম' দিয়ে হয় মা,
'ম' দিয়ে মাটি।
মা- মাটি এই দুটি
সোনার চেয়ে খাঁটি।

'ম' দিয়ে হয় মামা,
আর হয় মিষ্টি।
'ম' দিয়ে হয় সব,
মৌ মৌ সৃষ্টি।

'ম' দিয়ে হয় মায়া,
আর হয় মন।
মা নামটি সবার কাছে
অমূল্য ধন।

অন্তর আলো

মোঃ সাঈদ ইকবাল
শ্রেণি: সম্মান ২য় বর্ষ (মার্কেটিং)
রোল: ১১৭৭

সবাই তাকে কালো বলে,
কেউ বলে না ভালো!
কেউ জানে না মনে তার,
আছে কতটা আলো।
সবাই দেখে বর্ণ তার,
কেউ দেখে না মন;
কেউ মানে না সাদা রং এর
আছে অনেক ঢং।
কালো কালো বলে সবাই
মিছে করে ভয়,
কালো হয়ে আছে বলে
মানুষ কি সে নয়?
আলো আলো করে যদি
চাও তোমরা ভালো;
সেই আলো নয় ভালো,
অন্তর যার কালো।

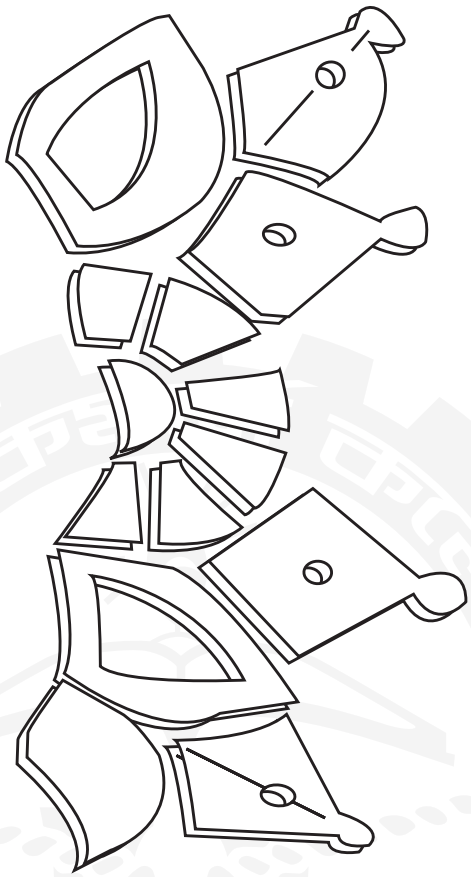

আশীর্বাদ

মোঃ রেজুয়ান আহমেদ
শ্রেণি: একদশ, রোল: ৩৫৯১১

তোমার ইচ্ছেগুলো উড়ে বেড়াক
পাখনা দুটি মেলে
জগতের সব সুখ-শান্তি
দিলাম তোমায় ঢেলে।
দুঃখগুলো মুছে দিলাম
সুখের আঁচল ছুঁয়ে
মনের সকল ব্যথা কথা
দিলাম মুছে ধুয়ে।
রাগের কথা ভুলিয়ে দিলাম
পড়বে না কভু ফাঁদে
উষার আলোয় ভরবে জীবন
আমার আশীর্বাদে।

জীবন গল্প

মোঃ এহসান আলী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪৯২৬

হে মানুষ তুমি কি জান যে
তোমার জীবন একটি গ্রন্থ?
তোমার জীবনের প্রতিটি দিন
এই গ্রন্থের এক একটি পাতা।
এবং জীবনের প্রতিটি ঘটনা
এই গ্রন্থের এক একটি গল্প।
সেখানে সব কিছু কি
সুন্দর সাবলীল হয়?
কিছু থাকে আনন্দ
আর কিছু থাকে দুঃখ।
কিছু পাতায় লেখা থাকে
বিরহের করুণ যন্ত্রণা।
কিছুতে থাকে লেখা জীবন
সংগ্রামে জয়ী হবার মন্ত্রণা।
কেন তুমি মূর্খের মত নষ্ট
করতে চাও এই গ্রন্থ?
এ যে কাগজে লেখা গ্রন্থ না
প্রতিটি কথা থাকে এর হৃদয়ে লিপিবদ্ধ।

পতন

তানজিলা আক্তার জিনিয়া
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৫২৯৪

প্রভু,
তুমিও দিলে না জল, শুধু হাহাকার!
আজ, রাস্তায় ক্ষুধার্ত চোখে ভিক্ষাও নেই,
রক্ষী, পক্ষী, লাল, যুবা কত সওয়া যায়?
তুমি দিলে টিপে সেই সন্তানের মুখ!
বুলেটে বিক্ষত সন্তানের বুক।

মাটি, বুক ছুঁয়ে ছিলে তুমি,
আসন বানালো পর, ছোঁয়ার অতীত-
অলঙ্ঘ্য অট্টালিকা বুকে নিল ঘুণ।
নীরবে ক্ষয়ে গেল মানুষের ভীত ঘুম!

তবে, সুবিধায় স্বস্তি নিয়ে কলম বণিক,
কাব্য বিলাসে করে তোমার শ্রুতি।
ইতিহাস অজ্ঞ মাথা তেলী অধ্যাপক,
প্রাপ্তির প্রত্যাশায় করে অগাধ রচনা।
হায়! পতনের মূল কি তবে আমি?
এখন কাব্য পড়ে, হাসো নাকি তুমি!

একটি নরম জবাব ক্রোধকে ঘুরিয়ে দেয়, কিন্তু কঠিন বাক্য রাগকে বাড়িয়ে তোলে—ওল্ড টেস্টামেন্ট (বাইবেল)

একলা আমি

শাহরোজ আলম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬৯০৮

একলা আমি কীভাবে এই
আকাশ বলো ছুই,
কীভাবে এই পাতালে যাই
স্পর্শ করি ভূঁই।
একলা আমি কীভাবে এই
দুঃখ করি জয়
কীভাবে এই মরণ রুখি
দূর করি এই ভয়!
একলা আমি কীভাবে এই
ঠেকাই চোখের জল,
কীভাবে এই রক্ষা করি
দগ্ধ বনাঞ্চল;
একলা আমি কীভাবে এই
বাঁচাই কিশলয়!
কীভাবে এই বাঁচিয়ে রাখি
স্বপ্ন সমুদয়!

কষ্ট

আফজাল হোসেন
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭৫৬০

না চাহিতে পেয়ে যাও বলত সেটা কী?
না পেলেই ধন্য জীবন পেলে হও দুঃখী।

পৃথিবীর কেউ চায় না তাহা তবুও কাছে ভিড়ে,
হাজার চেষ্টা করবে তুমি যাবে না তোমায় ছেড়ে।

কিনে আনতে হয় না তাকে অন্যরাই করে দান,
একটুখানি ভেবে দেখো পাবে তার প্রমাণ।

আপন জনের কাছ থেকেই বেশি পাবে এটি,
মৃত্যু ছাড়া তার কাছ থেকে পাবে না তুমি ছুটি।

যার আঘাতে তোমার আমার সাধের জীবন নষ্ট,
নামটি সবার খুব চেনা-বুকের ভেতরের কষ্ট।

একুশের পথে

মাঈশা ফারজানা রাফা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫২৬৭

অমর একুশে দিবানিশিতে
ছিন্ন সে মরণ রাতে
নিশিদিন কভু ভুলি সে রাতে
মৃত্যু আমার হাতে।
মাকে বলি, শুনছিস কি মা?
জল্লাদ এর সেই গুলি
তারা নাকি ছিনিয়ে নিবে
এই মুখের বুলি।
মাকে বলি, ডরাই না মা
এই মরণ রথে,
আমি চললাম যুদ্ধে মাগো
মাতৃভাষার পথে।
বাংলা মোর মাতৃভাষা
বাংলা মোর জান।
বাংলা মোর মুখের বুলি
বাংলা মোর উত্থান।
এই বাংলা জীবন-মরণ
বাংলা মোর প্রাণ,
শোন মা-
এই বুঝি ডাকলো মোরে
আমি চললাম মা
একুশের পথে।

বাংলা ভাষা রেখো

মোঃ আজরফ আল সামী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৬১৪২

বাংলা আমার প্রিয় ভাষা,
মনটাকে নেয় কেড়ে।
তাই বলে কি ইংরেজিটা,
দেব আমি ছেড়ে?
ইংরেজিটা শিখতে হবে,
পড়তে হবে ভালো।
বাংলা মোদের শ্রেষ্ঠ ভাষা,
দুঃখ দিনের আলো।
জগতটাকে দেখতে হলে,
ইংরেজিটা শেখো।
কিন্তু তোমার মনের ভেতর,
বাংলা ভাষা রেখো।

প্রগতি
২০১৬

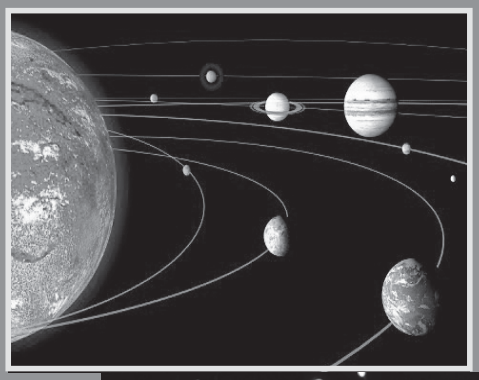

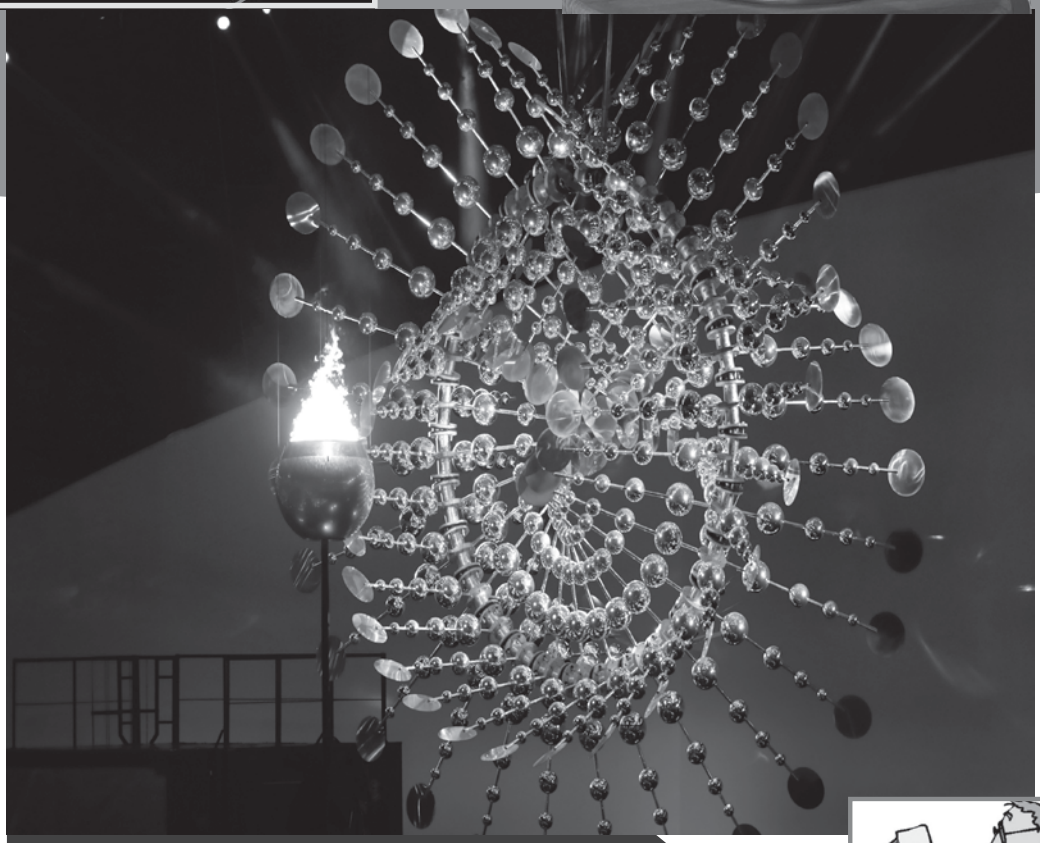

তথ্য বিচিত্রা

তথ্য বিচিত্রা

সিফাত রাব্বানী
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪০৫৭

** মধুই একমাত্র খাদ্য যা কখনই পচে যায় না।
** পৃথিবী জুড়ে প্রতি বছর ৫০,০০০ বারেরও বেশি ছোট-বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকে।
** পৃথিবীতে ফুটবল খেলাকে ১৮৮টি দেশ ফুটবল (Football) বলে থাকে। বাকি দেশগুলো এই খেলাকে 'সকার' (Soccer) নামেই জানে।
** পৃথিবীর এন্টার্কটিকা মহাদেশে কোন সরীসৃপ প্রাণী বাস করে না।
** মানবদেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ হচ্ছে 'ত্বক'।
** ইংরেজি দুইটা ওয়ার্ড madam ও reviver কে উল্টো করে পড়লে একই হবে।
** "a quick brown fox jumps over the lazy dog" বাক্যটিতে ২৬টি ইংরেজি অক্ষরের সবগুলিই আছে।
** "Education" ও Favourite শব্দ দুটিতে সবগুলো Vowel আছে।
** Abstemious ও Facetious শব্দেও সবগুলো Vowel আছে। তবে মজার ব্যাপার হলো এতে Vowel গুলো ক্রমানুসারে (a-e-i-o-u) আছে।
** ইংরেজি Q দিয়ে গঠিত সকল শব্দে Q এর পর u আছে।
** Rhythm সবচেয়ে দীর্ঘ ইংরেজি শব্দ, যার মধ্যে কোন Vowel নেই।
** একটি মাছির গড় আয়ু ১৭ দিন।
** আইসক্রিম সর্বপ্রথম চীনে তৈরি হয়েছিল, তাও খ্রীষ্টের জন্মের ২০০০ বছর আগে।
** নারহোয়েল এক প্রকার তিমি মাছ, যার দাঁত ৮ ফিট লম্বা হয়ে থাকে।
** পৃথিবীর প্রথম নভোচারী কিন্তু মানুষ নয়, একটি কুকুর।
** জিরাফের লম্বা গলায় মোট ৭টি হাড় আছে।
** সর্বপ্রথম যিনি অলিম্পিকের পদক জয় করেন, তিনি একজন বাবুর্চি ছিলেন। তাঁর নাম "করবাস"।
** বাতাসের মাধ্যমে সাহারা মরুভূমি থেকে প্রতিবছর প্রায় ৭০০০০ টন ধূলাবালি আটলান্টিক মহাসাগরে পতিত হয়।
** প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার শিশুরা অর্ধ মিলিয়ন ডলার খরচ করে চুইংগাম কিনতে।
** পৃথিবীতে মাত্র তিনটা দেশ সাহারা মরুভূমির চেয়ে বড়- রাশিয়া, চীন ও কানাডা।
** পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধ ইংল্যান্ড ও জাঞ্জিবারের মাঝে ১৮৯৬ সালে সংগঠিত যুদ্ধ যার আয়ুষ্কাল মাত্র ৩৮ মিনিট।
** ব্রাজিলের Monumental Axis সবচেয়ে প্রশস্ত রাস্তা, সেখানে একসাথে ১৬০টি কার চলতে পারে।
** কিং কোবরা সাপের ১ গ্রাম বিষ ১৫০ জন মানুষ মেরে ফেলতে পারে।
** সৌদি আরব, ব্রিটেন, স্পেন ও নিউজিল্যান্ডের লিখিত কোন সংবিধান নেই।

তথ্যসুত্র: Online জ্ঞানমূলক বই (আজকের বিশ্ব)

রক্তদানের পরে করণীয়

মোঃ আব্দুল জাহের রানা
শ্রেণি: অনার্স (হিসাববিজ্ঞান বিভাগ), রোল: ১২৩২

১. রক্ত দেয়ার পর কমপক্ষে ৫-১০ মিনিট শুয়ে থাকা। সাথে সাথে ওঠে গেলে মাথা ঘুরে অজ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
২. বেড থেকে ওঠে বেশি বেশি ওরস্যালাইন মিক্সড করা পানি পান করা, এতে রক্তের জলীয় অংশের ঘাটতি পূরণ হবে।
৩. ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করলে ডোনার কার্ড নেয়া। হসপিটাল থেকে কোন প্রকার ডোনার কার্ড দেয়া হয় না। তবে রাতের বেলায় রক্তদান করলে তাদের থেকে একটি রিপোর্ট প্রিন্ট করে নিবেন প্লিজ। এর ফলে পুলিশ হয়রানি থেকে রক্ষা পাবেন।
৪. স্কিনিং টেস্ট এর রিপোর্টের কপি নেয়া। এই রিপোর্টের কপি চেয়ে নিতে হবে।
৫. যে হাত থেকে রক্তদান করেছেন, কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা সে হাতে ভারী কোন কিছু না নেয়া। এতে ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
৬. যেদিন রক্তদান করবেন, সেদিন রাতে ঘুমানোর সময় বিপরীত কাত হয়ে ঘুমানো। অর্থাৎ ডান হাত থেকে রক্ত দিলে বাম কাত হয়ে ঘুমানো, অথবা বাম হাত থেকে রক্ত দিয়ে ডান কাত হয়ে ঘুমানো উচিত। এতে হাতে রক্ত সঞ্চালনে বাঁধা সৃষ্টি হবে না।
৭. কমপক্ষে ২ দিন অতিরিক্ত বিশ্রাম নেয়া। এর ফলে দুর্বলতা কেটে যাবে।
৮. হাতে কোন প্রকার ম্যাসাজ/মালিশ না করা। এর ফলে ব্লিডিং হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
১০. রক্তদানের কার্যক্রম বেশি বেশি প্রচার করা, এতে অন্যরা উৎসাহিত হবে।
১১. Whole Blood দিলে কমপক্ষে ৩-৪ মাস পর পুনরায় রক্তদান করা। অনেকেই আবেগের তাড়নায় ২ মাস পরও রক্ত দিয়ে দেয়। এর ফলে নিজেরও ক্ষতি হবে এবং রোগীরও উপকার হবে না। কারণ আপনার শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে হিমোগ্লোবিনের সৃষ্টি হয়নি। এভাবে নিয়ম মেনে রক্তদান না করলে আপনারই রক্ত-স্বল্পতা দেখা দিতে পারে এবং ব্যাক-পেইন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
১২. যেদিন রক্তদান করেছেন, সেই দিনের তারিখটি নোট করে রাখুন। এর ফলে পরবর্তী রক্তদানের তারিখ কবে হবে তা বের করে নিতে পারবেন।

রক্তদানে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। তবে নিয়ম মেনে রক্তদান না করলে ক্ষতি আছে। তাই সবাইকে অনুরোধ করবো- নিয়মগুলো মেনে চলুন।

তথ্য ভাণ্ডার

শিলা আক্তার রুনা, শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৫৯৩

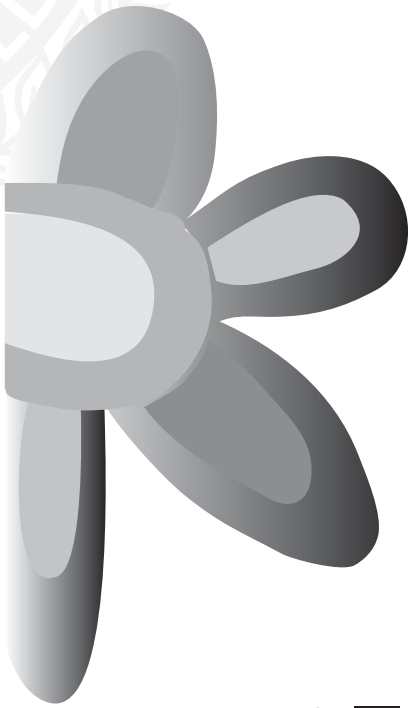

১. ঝিনুকের মধ্যে একটি মুক্তা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হতে পাঁচ বছর সময় লাগে।
২. পেঁচা চোখের মণি নাড়াতে পারে না।
৩. ডলফিন এক চোখ খোলা রেখে ঘুমায়।
৪. এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি তৈরি হতে ১০ লক্ষ মেঘের কণা দরকার হয়।
৫. আজ যার বয়স ৭৫ বছর তিনি তাঁর জীবনের ২৩ বছর ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন।
৬. সারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত শব্দ হচ্ছে আমেরিকার শব্দ Oaky।
৭. সব প্রাণী শব্দ করতে পারে কিন্তু জিরাফ কোন শব্দ করতে পারে না।
৮. বিশ্বের সবদেশে নদী আছে কিন্তু সৌদি আরবে কোন নদী নাই।
৯. সাপের চোখে পাতা নেই।

জানা অজানা তথ্য

আবু নোমান
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৩৮৭২

১। জন্মের প্রথম বছরে একটি মানব শিশু মুখ থেকে প্রায় ১৪৬ লিটার সমপরিমাণ লালা নিঃসৃত করে।
২। রাশিয়ার শিল্পী ইউরি আলেকসেভ সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদের পানির পাঁচ মিটার গভীরে বসে ছবি আঁকেন।
৩। পৃথিবীতে ফুটবল খেলাকে ১৮৮টি দেশ ফুটবল বলে থাকে আর বাকি দেশগুলো ফুটবল খেলাকে সকার নামেই জানে।
৪। পেনসিলভানিয়ার বিলি বিতারের কাছে ১৯৩৩ সালে একটি বিরল ১০ ডলারের নোট রয়েছে। যার মূল্য এখন পাঁচ লাখ ডলার।
৫। আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল কখনো তার মা কিংবা তার স্ত্রীকে ফোন করেননি, কেননা তারা দুজনেই বধির ছিলেন।
৬। জাপানের ভোভো রাইস করপোরেশন ১০৯ ডলারে এক কেজি চাল বিক্রি করে। এটি দুনিয়ার সবচেয়ে দামি চাল।
৭। কম্পিউটারের সাথে ব্যবহারের জন্য প্রথম মাউস আবিষ্কার করেন ডগলাস ইলবার্ট নামে এক ভদ্রলোক, ১৯৬৪ সালে সেটি বানানো হয়েছিল কাঠ দিয়ে।
৮। বাংলাদেশের চার বছর বয়সী বায়েজিদ হোসেন প্রোজেরিয়া নামের এক বিরল রোগে আক্রান্ত। এই রোগে মানুষ দ্রুত বুড়িয়ে যায়। শিশুকালেই বুড়ো বুড়ো লাগে।
৯। তুলনামূলক পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী প্রাণী হল পিপঁড়া, যে নিজের ওজনের ১০ গুণ ওজন বহন করতে পারে।
১০। লিনডন বি জনসন ১৯৬৬ সালে সিভিল রাইটস অ্যাক্ট সই করেছিলেন ৭২টি কলম দিয়ে!
১১। সারাবিশ্বে Coca Cola -র প্রস্তুত প্রণালী মাত্র দুজন জানে এবং তাদের একই বিমানে যাতায়ত নিষিদ্ধ।
১২। জঁ-মেরি সেভরাইন নামে এক ব্যক্তিকে চিকিৎসকের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র নিতে হয়েছিল যে তিনি জীবিত। কারণ রেকর্ড অনুসারে তিনি চার বছর ধরে মৃত।
১৩। এক বাক্স তাসের ৪টি রাজা ইতিহাসের ৪জন বিখ্যাত রাজার প্রতীক। তারা হলেনঃ রাজা দাউদ, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজার এবং শার্লিম্যান।
১৪। র‍্যান্ডি গার্ডনার নামের এক ব্যক্তির ১৯৬৪ সালে ২৬৪ ঘন্টা ২৪ মিনিট একটানা না ঘুমিয়ে ছিলেন। এরপর তিনি স্রেফ ১৪ ঘন্টা ৪০ মিনিট ঘুমিয়ে আবার কাজ করেছেন।
১৫। পিক্সেল এর হিসেবে মানুষের চোখ ৫৭৬ মেগা পিক্সেল।
১৬। সল্ট লেক সিটির টম হ্যারিসন ২০১১ সালে সাতটি সামরিক পদ পেয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ৬০ বছর পর।
১৭। ত্রিশ কোটি বছর আগে ফড়িং ছিল বাজপাখির সমান।
১৮। সবচেয়ে বড় ইংরেজি শব্দ হলঃ Concancondiationsuplatickuperation যার অর্থ আবর্জনা বা ময়লা।
১৯। পৃথিবীতে প্রায় ৯৯১৭ প্রজাতির পাখি রয়েছে।
২০। হাতির হৃদকম্পন হয় মিনিটে ২৫ বার।
২১। পৃথিবীতে ৩০ প্রজাতির পেঙ্গুইন আছে।
২২। উত্তর আমেরিকার লেক সুপিরিয়ার যে পরিমাণ পানি আছে, তা দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে এক ফুট ডুবিয়ে দেয়া সম্ভব।
২৩। মঙ্গল গ্রহে ২৪ ঘন্টা ৪০ মিনিটে হয় ১ দিন, আর ৬৮৭ দিনে ১ বছর।
২৪। বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা কুকুর জিউসের উচ্চ ৪৪ ইঞ্চি।
২৫। পৃথীবির সবচেয়ে বড় জায়গাটি ৩ হাজার ১০৬ ক্যারেটের

তথ্যসুত্র: সংগৃহীত ইন্টারনেট

ধাঁধা ▸ কৌতুক ▸ রম্য রচনা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭০৩৬

(১) ডাক্তার ও রোগী
ডাক্তার: বসন্তের টিকা নিয়েছেন?
রোগী: না।
ডাক্তার: কেন?
রোগী : বাহ, এখন শরৎ কাল না!

(২) মা ও ছেলে
ছেলে : মা, আমি আজকে স্কুলে যাব না, জ্বর জ্বর লাগছে।
মা: তুমি স্কুলে না গেলেও আমাকে যেতেই হবে! গার্ডিয়ানদের সাথে আড্ডা মিস করতে পারব না।

ইমরান আহমেদ শান্ত
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৯৭৮

(১) দুই বন্ধুতে কথা হচ্ছে:
১ম বন্ধু: আচ্ছা রাসেল, তুই কি কখনো কোনো মানুষকে বাঁচিয়েছিস?
২য় বন্ধু: কি বলছিস, আজ সকালেইতো বাঁচালাম!!
১ম বন্ধু: সত্যি!! কীভাবে?
২য় বন্ধু: আজ সকালে একটা বুড়া লোক আমার কাছে ভিক্ষা চাইলে আমি বললাম, তোমাকে যদি ৫০০ টাকা দেই তাহলে তুমি কি করবে? উত্তরে ভিক্ষুকটা বললো, আমিতো খুশিতে মারা যাব। আমি বললাম তাহলে দিবই না।

(২) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে:
স্ত্রী: ওগো, বলোতো তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো?
স্বামী: আমি তোমাকে এতো ভালোবাসি যতটুকু শাহজাহান মমতাজকে ভালোবাসতো!
স্ত্রী: সত্যি! তাহলে আমার মৃত্যুর পর আমার জন্য তাজমহল তৈরি করবে না?
স্বামী: আমিতো জায়গা কিনেই রেখেছি, তুমিইতো মরতে দেরি করছো।

(৩) এক লোক প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখে সে ফুটবল খেলছে। এভাবে রাতে ঘুমের ভেতর সে রীতিমতো হাত পা ছোঁড়া-ছুড়ি করে। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে যুবকটির মা তাকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলেন।
ডাক্তার: হ্যাঁ! সবইতো শুনলাম, খুব জটিল অসুখ। তা আমি আপনাকে একটা ঔষধ দিচ্ছি। আজ থেকে খাওয়া শুরু করবেন।
রোগী: ডাক্তার সাহেব, ঔষধটা কাল থেকে খেলে হয় না?
ডাক্তার: কেন?
রোগী: আজ রাতে যে আমার খেলার ফাইনাল ম্যাচ।

আবু হোরায়রা ত্বহা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭১১৪

দিয়াশলাই টেস্ট
মা: কিরে হাবু, তোকে না বলেছি দোকান থেকে দিয়াশলাই কেনার আগে জ্বলে কিনা টেস্ট করে নিবি। এখনতো একটা কাঠিও জ্বলছে না।
হাবু: কিন্তু মা, আমি তো দিয়াশলাই কেনার আগে প্রত্যেকটা কাঠি টেস্ট করে দেখেছি।

দরজার তালা
রোমান তার নিজের ঘরের দরজা খুলে মাথায় করে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে। এই দেখে হৃদয় তাকে জিজ্ঞেস করলো-
হৃদয়: ভাই দরজা বিক্রি করবেন নাকি?
রোমান: না ভাই দরজার তালা চেঞ্জ করবো, চাবি হারাইয়া গেছে।
হৃদয়: কিন্তু ঘরে যদি চোর ঢোকে?
রোমান: কীভাবে ঢুকবে দরজা তো আমার কাছে।

হাবিবা আক্তার মনি
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫০৩৩

(১)
শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন
শিক্ষক: বলতো জহির, শিক্ষকদের স্থান কোথায়?
জহির: কেন স্যার? আমার পেছনে
শিক্ষক: শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতে শেখোনি?
তোমার দ্বারা কিছু হবে না!!
জহির: কেন স্যার, আমার বাবা তো প্রায়ই বলেন, তোর পেছনে অত মাস্টার লাগালাম, তবুও তুই পাশ করতে পারলি না।

(২)
শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথা হচ্ছে
শিক্ষক: বলোতো পল্টু, পৃথিবীর আকার কী রকম?
পল্টু: গোল স্যার....!!
শিক্ষক: বাঃ .... !! কী করে বুঝলে....??
পল্টু: এতে বুঝার কী আছে স্যার....??
প্রথম সাপ্তাহিক পরীক্ষায় লিখলাম পৃথিবী চৌকো,
আপনি কেটে দিলেন ....!!
পরের পরীক্ষায় লিখলাম চ্যাপ্টা, আবার কেটে দিলেন... !!

তার পরের পরীক্ষায় লিখলাম লম্বা, সেটাও কেটে দিলেন...!!
একদিন ত্রিকোণ বলেছিলাম বলে আপনি মেরেছিলেন... !!
এখন হিসেব করে দেখলাম, "গোল" ছাড়া আর কিছুই পড়ে না। তাই স্যার এ সপ্তাহ থেকে পৃথিবী গোল।

(৩)
বাড়িতে অতিথি এসেছেন। মা বল্টুকে ডেকে বললেন, 'বাবা বল্টু, জলদি অতিথিদের জন্য বাইরে থেকে একটা কিছু নিয়ে এসোতো।"
দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বল্টু, কিছুক্ষণ পর ফিরল খালি হাতে।
মা: কী হলো? কী আনলে ওনাদের জন্য?
বল্টু: ট্যাক্সি! ওনারা যেন জলদি বাড়ি ফিরতে পারেন।

হিরা কাজী
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৬১৮৮

আবুল সাহেবের ইন্টারভিউর কথোপকথন
অফিস কর্মকর্তা: বলুনতো একটি বিমানে ৫০টি ইট থেকে ১টি ইট পড়ে গেলে আর কয়টি ইট থাকে?
আবুল: আরে এইটাতো অনেক সোজা, ৪৯টি ইট থাকে স্যার।
অফিস কর্মকর্তা: আচ্ছা, একটি হরিণ ফ্রিজে ঢোকানোর ৩টি স্টেপ বলেন।
আবুল: ১. ফ্রিজটা খুলবো, ২. হরিণটা ঢোকাবো, ৩. ফ্রিজটা বন্ধ করবো।
অফিস কর্মকর্তা: একটা হাতি ফ্রিজে ঢোকানোর ৪টি স্টেপ বলেন।
আবুল: ১. ফ্রিজটা খুলবো, ২. হরিণটা বের করবো, ৩. হাতিটা ঢোকাবো, ৪. ফ্রিজটা বন্ধ করবো।
অফিস কর্মকর্তা: আজ সিংহের জন্মদিন জঙ্গলের সবাই এসেছে, কিন্তু একটি প্রাণী আসেনি। কে আসেনি এবং কেন আসেনি?
আবুল: হাতি আসেনি কারণ ও ফ্রিজের ভিতরে।
অফিস কর্মকর্তা: খাল ভর্তি কুমির। আর সেই খাল পার হলো একটি মহিলা, কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হলো না। কীভাবে?
আবুল: সব কুমির সিংহের জন্মদিনে গেছে।
অফিস কর্মকর্তা: খালটি পার হওয়ার পর মহিলাটি মারা গেলো কীভাবে?
আবুল: হুমম্ ... আমার মাথা দেহি চুলকায়।
অফিস কর্মকর্তা: বিমান থেকে পড়া একটি ইট তার মাথায় পড়ছিলো। আবুল সাহেব আপনি এবার আসতে পারেন।

আনোয়ার হোসেন
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪৩১৩

(১)
ঘুরি-ফিরি যুদ্ধ করি মরিবার তরে,
ছুঁলে সে মারে না দুলে সে মারে।
উত্তর: হা-ডু-ডু

(২)
পুরোপুরি আবদ্ধ রাখলেও আবদ্ধ হয় না।
উত্তর: আলো।

(৩)
কাটলে আরও বাড়ে।
উত্তর: পুকুর।

(৪)
কোন রানি রানি নয়?
উত্তর: (পুরান ঢাকাইয়া) বিরানি।

(৫)
রামের বামেতে বসি। নই আমি সীতা
উড়িষ্যা নগরে, মোর আছে এক
মিতা
উত্তর: 'র' বর্ণ।

(৬)
গাছে নাই, পাতায় নাই
ফুলে আছে, ফলে আছে
উত্তর: 'ল' বর্ণ।

(৭)
নয়া জামাই গোসল করে, টুপি থাকে মাথায় পরে।
একশ কলস পানি দাও, তবুও শুকনা তার গাও।
উত্তর: কচু গাছ।

ইমরান আহমেদ শান্ত
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৯৭৮

(১) একবার হারালে পাওয়া যায়, দ্বিতীয়বার হারালে পাওয়া যায় না।
উত্তর: দাঁত।

(২) কেনা ছাগল গলায় দড়ি, রাত হইলেই খোঁজ করি।
উত্তর: কেরোসিনের বোতল।

(৩) এক গাছে এক বুড়ি চোখ তার বারো কুড়ি।
উত্তর: আনারস।
(৪) কোন পাখির ডিম নাই? বল দেখি ভাই।
উত্তর: বাদুর।
(৫) ঘর আছে দরজা নাই, মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর: কবর।
(৬) মাথার মুকুট গোল পা, পেটের মধ্যে হাত পা।
উত্তর: শামুক।
(৭) তৃণ হতে জন্ম মোর জ্ঞানী করেন আদর, দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াই আমার কত আদর।
উত্তর: কাগজ।

তানিম হোসাইন পুলক
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৫৮১৪

(১)
মেয়ে : আমি সানসিল্কের শ্যাম্পু ব্যবহার করি।
তুমি কোনটা ব্যবহার করো?
ছেলে : আল হেলালের।
মেয়ে : আমি লাক্সের সাবান ব্যবহার করি।
তুমি কোনটা ব্যবহার করো?
ছেলে : আল হেলালের।
মেয়ে : আমি Olay ক্রিম ব্যবহার করি
আর তুমি?
ছেলে : আল হেলালের।
মেয়ে : আচ্ছা আল হেলাল কি কোনো ইন্টারন্যাশনাল ব্রান্ড?
ছেলে : না আল হেলাল আমার রুমমেটের নাম!

(২)
শিক্ষক : আচ্ছা বলতো মাহীন, এ সি সি তে কি হয়?
মাহীন : এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল স্যার।
শিক্ষক : খুব ভালো, এবার অনিক বলোতো-
বি বি তে কি হয়?
অনিক : বাংলাদেশ ব্যাংক স্যার।
শিক্ষক : খুব ভালো, এবার রকি তুমি বলতো-
ই এস পি এন এ কি হয়?
রকি : সারাদিন শুধু খেলা হয় স্যার।

শাখাওয়াত হোসেন তৌফিক
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৪৪২৪

(১)
ইন্টারভিউ কক্ষে বল্টুর ডাক...
বস: বলুন তো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কবে?
বল্টু: স্যার সেই ১৯৫২ সাল থেকে এর প্রক্রিয়া শুরু আর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর সমাপ্তি ঘটে।
বস: ৭১ সালের কয়েক জন শহিদের নাম বলুন?
বল্টু: লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫/৬ জনের নাম বলে বাকি সবাইকে ছোটো করতে চাই না স্যার।
বস: গুড, আপনি যান। এতক্ষণে দরজায় কানপেতে আরেক জন ইন্টারভিউ প্রার্থী নকলবাজ আবুল ভিতরের কথোপকথন শুনেছিল। কিন্তু সে বস এর কথা শুনতে পেল না।

তাকে যখন ডেকে নিয়ে বস প্রশ্ন করল...
বস: আপনার জন্ম কবে?
আবুল: সেই ১৯৫২ সাল থেকে প্রক্রিয়া শুরু আর ১৯৭১ সালে প্রক্রিয়া শেষ।
বস ভাবল আবুল মনে হয় শুনতে ভুল করেছে। তাই বস তাকে আরেকটি প্রশ্ন করল।
বস: আপনার বাবার নাম কী?
আবুল: লক্ষ লক্ষ আছে ৫/৬ জনের নাম বলে অন্যদের ছোটো করতে চাই না।
বস: আপনি পাগল নাকি?
আবুল: এই সম্পর্কে এখনো গবেষণা চলছে, গবেষণার রেজাল্ট বের হলে জানতে পারবেন।

(২)
শিক্ষক: তোমার মতো মেয়ে পরীক্ষায় ফেল করবে ভাবতে পারিনি।
মেয়ে: স্যার, বাবা বলেছে ফেল করলে বিয়ে দিয়ে দিবে। তাই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না।

আনোয়ার হোসেন (নিরব)
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪৩১৩

(১)
শিশু মশা: মা, একটু উড়ে আসি?
মা মশা: না, আরেকটু বড়ো হও, তারপর।
শিশু মশা: যাই না মা, কালকে একটু উড়তে বেরিয়েছিলাম। তাই দেখে সবাই কত হাত তালি দিল।

(২)
এক আদালতে বিচার চলছে। উকিল বলছেন- কেউ মিথ্যা কথা বলবেন না, মিথ্যা বললে বের করে দিব। তখন আসামি বলল- স্যার, আমি এতক্ষণ যা বলছি সবই মিথ্যা বলছি। সুতরাং আমাকে বের করে দিন।

(৩)
স্ত্রী: আচ্ছা, তুমি সবসময় অফিসে যাওয়ার আগে আমার ছবি নিয়ে যাও কেন?
স্বামী: কোনো সমস্যায় পড়লে তোমার ছবি দেখলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বুঝলা?
স্ত্রী: তাই নাকি? তাহলে দেখ আমি তোমার জন্য কত সৌভাগ্যের!
স্বামী: হুমম্ ... । আমার যখন সমস্যা আসে, তখন তোমার ছবি বের করে দেখি আর নিজেকে বলি তোমার থেকে বড়ো সমস্যা তো আর হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ছোটো সমস্যাগুলোও আমার কাছে আর সমস্যা মনে হয় না।

আবু হোরায়রা ত্বহা
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৭১১৪

অর্ধেক ভাড়া
হাবলু: কত হয়েছে ভাড়া?
সিএনজিওয়ালা: ১২০ টাকা
হাবলু: এই নাও ৬০ টাকা
সিএনজিওয়ালা: মানে! ৬০ টাকা!
হাবলু: কেন?
সিএনজিওয়ালা: এটা অন্যায়।
হাবলু: অন্যায় মানে! তুমিওতো সামনে বসে এসেছো। তাহলে অর্ধেক ভাড়া তোমার আর অর্ধেক ভাড়া আমার। তোমার ভাড়া আমি দিবো কেন?

খন্দকার রবিউস্ সানী আদর
শ্রেণি: দ্বাদশ, রোল: ৩৪০৯৯

আমি খেয়ে ফেলেছি
স্যার: আবুল তোর হোমওয়ার্ক কোথায়?
আবুল: স্যার আমার হোমওয়ার্কের খাতাটা আমাদের বাড়ির কুকুর খেয়ে ফেলেছে, তাই আনতে পারি নাই।
স্যার আবুলকে বসিয়ে দিল তা দেখে বল্টু স্যারের হাত থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধি করলো।]
স্যার: ওই বল্টু তোর হোমওয়ার্ক কোথায়?
বল্টু: স্যার আমার হোমওয়ার্কের খাতাটা আমি খেয়ে ফেলেছি।
স্যার: কী! তুই খেয়েছিস কেন?
বল্টু: কি করবো স্যার, আমাদের বাড়িতে তো কুকুর নাই।

বুলেটের থেকে ব্যালট অনেক বেশী শক্তিশালী–লিংকন

জারিন তাসনিম
শ্রেণি: একাদশ, রোল: ৩৩৮৭২

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে-
১ম বন্ধু: বলতো পৃথিবীর কোন প্রানীটি সবচেয়ে চালাক?
২য় বন্ধু: আরে বোকা 'গরু' সবচেয়ে চালাক প্রানী।
১ম বন্ধু: কীভাবে বুঝলি?
২য় বন্ধু: এটা আর বোঝার কি আছে। অতি চালাকের গলায় দড়ি। তাই গরুই সবচেয়ে চালাক প্রাণী।

বাবা আর ছেলের মধ্যে আলাপ-
বাবা: সব কিছুতে তর্ক করিস না। আমি কি তোর থেকে কম জানি?
ছেলে: বাবারা কি সবকিছুই ছেলের থেকে বেশি জানেন?
বাবা: অবশ্যই।
ছেলে: বল তো মধ্যাকর্ষণ শক্তি কে আবিস্কার করেছিলেন?
বাবা: নিউটন।
ছেলে: তাহলে নিউটনের বাবা ওটা আবিস্কার করতে পারেননি কেন?

এক ভদ্রলোক ট্রেনে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন দেখে পাশের জন তাকে জাগিয়ে দিলেন।
- এই যে মশাই উঠুন।
- কেন কি হলো?
- আপনি নাক ডাকছিলেন।
- কে বলল?
- আমি নিজের কানে শুনলাম।
- ঐসব শোনা কথায় বিশ্বাস করবেন না। বলে তিনি ফের ঘুমিয়ে পড়লেন।

মোঃ ফরিদ
শ্রেণি: অনার্স ২য় বর্ষ, রোল: ৩৮৩

১.
ভদ্র মহিলা ও বালকের কথোপকথন
ভদ্র মহিলা : বাবা, তুমি কিসে পড়?
বালক : ক্লাশ সেভেন সেকেন্ড ইয়ার।
ভদ্র মহিলা : এটা আবার কেমন ক্লাশ?
বালক : আমি সেভেনে দুই বছর পড়ছি তো তাই।

২.

দুই ভিক্ষুকের কথপোকথন

১ম ভিক্ষুক : জানিস আইজকা মতিঝিলে ১ খান ১০০ টাকার নোট কুড়াইয়া পাইছিলাম।
২য় ভিক্ষুক : কস কি তোর দেহি মেলা ভাইগ্য!
১ম ভিক্ষুক : দুর! ভাইগ্য না ছাই।
২য় ভিক্ষুক : কেন? কি হইছে?
১ম ভিক্ষুক : টাকা জাল আছিল। তাই ফালাইয়া দিছি।
২য় ভিক্ষুক : জাল আছিল তুই কেমনে বুঝলি?
১ম ভিক্ষুক : তুই কোন দিন একশ টাকার নোটে ১ এর পর ৩টা শূন্য দেখছোস?

৩.

বস ও কর্মচারী

বস : কী ব্যাপার, কাল অফিসে আসো নাই কেন?
কর্মচারী : স্যার, কালকে আমার বিয়ে ছিল।
বস : ঠিক আছে, কিন্তু খেয়াল রেখো, আর যেন এই ভুল না হয়।

৪.

ভিক্ষুক : মাগো, দুটো ভিক্ষা দেন, মা।
বাড়ির মালিক : বাড়িতে মানুষ নেই, যাও।
ভিক্ষুক : আপনি যদি এক মিনিটের জন্য মানুষ হন তাহলে ভালো হতো।

প্রগতি

২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

শিক্ষার্থী পরিচিতি
একাদশ শ্রেণি

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রিতিকা
৩৪৯৫১

ফারজানা
৩৪৯৫২

সালসাবিল
৩৪৯৫৩

মেরীনা
৩৪৯৫৪

মেরিন
৩৪৯৫৫

ফাতেমা
৩৪৯৫৬

জাকিয়া
৩৪৯৫৭

নঈমা
৩৪৯৫৮

কেয়া
৩৪৯৫৯

সাজিয়া
৩৪৯৬০

সালাতুন
৩৪৯৬১

কনিকা
৩৪৯৬২

এলমা
৩৪৯৬৩

নুসরাত
৩৪৯৬৪

সামিয়া
৩৪৯৬৫

তাসফিয়া
৩৪৯৬৬

সুইটি
৩৪৯৬৭

ফারিয়া
৩৪৯৬৮

তিবনা
৩৪৯৬৯

সামিরা
৩৪৯৭০

সাবিকুন
৩৪৯৭১

সুমনা
৩৪৯৭২

ইলা
৩৪৯৭৩

হাফছা
৩৪৯৭৪

জান্নাতুল
৩৪৯৭৫

খাদিজা
৩৪৯৭৬

তামান্না
৩৪৯৭৭

অমি
৩৪৯৭৮

সুরাইয়া
৩৪৯৭৯

সারা
৩৪৯৮০

নাহার
৩৪৯৮১

নুজাত
৩৪৯৮২

সিনথিয়া
৩৪৯৮৩

সুমাইয়া
৩৪৯৮৪

সামসিয়া
৩৪৯৮৫

মরিয়ম
৩৪৯৮৬

ফারজানা
৩৪৯৮৭

নওশীন
৩৪৯৮৮

তারাননুম
৩৪৯৮৯

আতিয়া
৩৪৯৯০

জান্নাত
৩৪৯৯১

সাদিয়া
৩৪৯৯২

শান্তা
৩৪৯৯৩

স্বপ্নীল
৩৪৯৯৪

সিনথিয়া
৩৪৯৯৫

বিথী
৩৪৯৯৬

কানিজ
৩৪৯৯৭

ফারিহা
৩৪৯৯৮

আদিবা
৩৪৯৯৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

স্বর্না
৩৫০০০

তিতলী
৩৫০০১

লামিয়া
৩৫০০২

লামিশা
৩৫০০৩

ইভা
৩৫০০৫

ফারহানা
৩৫০০৬

সোহানা
৩৫০০৭

নাহার
৩৫০০৮

সামিয়া
৩৫০০৯

সাবরিনা
৩৫০১০

উম্মে জেবা
৩৫০১১

সায়মা
৩৫০১২

সাজিয়া
৩৫০১৩

ঐশী
৩৫০১৪

সানজানা
৩৫০১৫

স্বর্ণালী
৩৫০১৬

হাবিবা
৩৫০১৭

শাহরিন
৩৫০১৮

নিপা
৩৫০১৯

সুমাইয়া
৩৫০২০

শায়লা
৩৫০২১

রুবিনা
৩৫০২২

নিপুন
৩৫০২৩

তাহমিনা
৩৫০২৪

দীনা
৩৫০২৫

মায়িশা
৩৫০২৬

আয়শা
৩৫০২৭

তাইসির
৩৫০২৮

নিশাত
৩৫০২৯

সানজিদা
৩৫০৩০

তাহিয়াত
৩৫০৩১

নিঝুম
৩৫০৩২

মনি
৩৫০৩৩

মায়িশা
৩৫০৩৪

নাবিলা
৩৫০৩৫

মালিহা
৩৫০৩৬

তানিয়া
৩৫০৩৭

জুথী
৩৫০৩৮

নুজহাত
৩৫০৩৯

মেহনাজ
৩৫০৪০

তাবাসসুম
৩৫০৪১

সানজিদা
৩৫০৪২

সায়মা
৩৫০৪৩

সোহানি
৩৫০৪৪

জ্যোতি
৩৫০৪৫

নুসরাত
৩৫০৪৬

সুমাইয়া
৩৫০৪৭

তানজিনা
৩৫০৪৮

ফাহমিদা
৩৫০৪৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ফায়েজা
৩৫০৫০

মারিয়া
৩৫০৫১

ছোটন
৩৫০৫২

সাবরিনা
৩৫০৫৩

দিশি
৩৫০৫৪

জেবা
৩৫০৫৫

আইরিন
৩৫০৫৬

কানিজ
৩৫০৫৭

সুমাইয়া
৩৫০৫৮

সিমি
৩৫০৬০

স্মরনী
৩৫০৬১

তাসনিয়া
৩৫০৬২

নাবিলা
৩৫০৬৩

মালিহা
৩৫০৬৫

শশী
৩৫০৬৬

রুদমিলা
৩৫০৬৭

সাদিয়া
৩৫০৬৮

ফাহমিদা
৩৫০৭০

ফারজানা
৩৫০৭১

রিয়া
৩৫০৭২

অবন্তি
৩৫০৭৩

মাইশা
৩৫০৭৪

মিম
৩৫০৭৫

সায়মা
৩৫০৭৬

ইমু
৩৫০৭৭

তানজিলা
৩৫০৭৮

মিতা
৩৫০৭৯

ইপ্সিতা
৩৫০৮০

হাওয়া
৩৫০৮১

ফারিহা
৩৫০৮২

রোজা
৩৫০৮৩

নুসরাত
৩৫০৮৪

বর্ষা
৩৫০৮৫

আয়শা
৩৫০৮৬

আরিফা
৩৫০৮৭

সুমাইয়া
৩৫০৯০

সীমা
৩৫০৯১

মোস্তাকীম
৩৫০৯২

শ্রাবনী
৩৫০৯৩

মেহনাজ
৩৫০৯৪

নিপা
৩৫০৯৬

মুক্তামনি
৩৫০৯৭

জান্নাতুল
৩৫০৯৯

আলিফ
৩৫১০০

নেহা
৩৫১০২

মিম
৩৫১০৩

শাহানাজ
৩৫১০৪

মালিহা
৩৫১০৫

মারজিয়া
৩৫১০৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

প্রতিমা
৩৫১০৭

প্রান্তি
৩৫১০৮

সানজিদা
৩৫১০৯

রাফি
৩৫১১০

নাজিয়া
৩৫১১১

আশা
৩৫১১২

চৈতি
৩৫১১৩

অর্পিতা
৩৫১১৪

মালিহা
৩৫১১৫

মারোয়া
৩৫১১৬

অর্চি
৩৫১১৭

নেহা
৩৫১১৮

নিলা
৩৫১১৯

ঊর্মি
৩৫১২০

নোভা
৩৫১২১

সুমাইয়া
৩৫১২২

সাবিকুন
৩৫১২৩

নাবিলা
৩৫১২৪

মেহ্জাবিন
৩৫১২৫

সানজিদা
৩৫১২৬

আফরোজ
৩৫১২৭

কৌশিকী
৩৫১২৮

আনজুমান
৩৫১২৯

আফসানা
৩৫১৩০

মিথিলা
৩৫১৩১

সিনথিয়া
৩৫১৩২

আলিন
৩৫১৩৩

মারিয়া
৩৫১৩৪

নেহা
৩৫১৩৫

নাফিসা
৩৫১৩৬

শিফা
৩৫১৩৭

তৃপ্তি
৩৫১৩৮

শুচিতা
৩৫১৩৯

আয়শা
৩৫১৪০

তাসমিমা
৩৫১৪১

হোসনেয়ারা
৩৫১৪২

মৃত্তিকা
৩৫১৪৪

শ্রুতি
৩৫১৪৫

নাজমুন
৩৫১৪৬

কৈকেয়ী
৩৫১৪৭

মুনিরা
৩৫১৪৮

সানজিদা
৩৫১৪৯

জারিন
৩৫১৫০

জাকিয়া
৩৫১৫১

নাহার
৩৫১৫৩

কামরুন নাহার
৩৫১৫৪

রিনা
৩৫১৫৫

সায়মা
৩৫১৫৬

ঋতু
৩৫১৫৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

শিফা
৩৫১৫৮

লামিয়া
৩৫১৫৯

মারজিয়া
৩৫১৬০

সূচনা
৩৫১৬১

সামসুন নাহার
৩৫১৬২

মাহমুদা
৩৫১৬৩

সাবরিনা
৩৫১৬৪

রওজাতুল
৩৫১৬৫

সুস্মি
৩৫১৬৬

ফারিয়া
৩৫১৬৭

তিথি
৩৫১৬৮

খাদিজা
৩৫১৬৯

জান্নাতুল
৩৫১৭০

কাবিরি
৩৫১৭১

সানজিদা
৩৫১৭২

মিম
৩৫১৭৩

ফাহমিদা
৩৫১৭৪

আখি
৩৫১৭৫

মহিশা
৩৫১৭৬

সাকিনা
৩৫১৭৭

সাদিয়া
৩৫১৭৮

হালিমা
৩৫১৭৯

জুয়াইরিয়া
৩৫১৮০

শ্রাবণী
৩৫১৮১

দিয়া
৩৫১৮২

তানজিনা
৩৫১৮৩

নাবিলা
৩৫১৮৪

দোলা
৩৫১৮৫

জেসমিন
৩৫১৮৬

ফারিহা
৩৫১৮৭

তাহমিনা
৩৫১৮৮

বারিশ
৩৫১৮৯

শ্রাবণী
৩৫১৯০

সিয়াম
৩৫১৯১

তাসিন
৩৫১৯২

আরিফা
৩৫১৯৪

রাইয়ানা
৩৫১৯৫

সুমাইয়া
৩৫১৯৬

ফাতেমা
৩৫১৯৭

সাবরিনা
৩৫১৯৮

ইসরাত
৩৫১৯৯

সাবরিনা
৩৫২০০

জায়মা
৩৫২০১

জিন্নাত
৩৫২০২

পুতুল
৩৫২০৩

বিনতি
৩৫২০৪

মিম
৩৫২০৫

কানিজ
৩৫২০৬

তোরসা
৩৫২০৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

আশা
৩৫২০৮

উমামাহ
৩৫২০৯

তিষা
৩৫২১০

শ্রাবণী
৩৫২১১

তন্দ্রা
৩৫২১২

নাফিসা
৩৫২১৩

ফায়হা
৩৫২১৪

তাজনীন
৩৫২১৫

নিঝুম
৩৫২১৬

মীম
৩৫২১৭

প্রেমা
৩৫২১৮

হুমায়রা
৩৫২১৯

এশা
৩৫২২০

আরিজা
৩৫২২১

ঋতু
৩৫২২২

মালিহা
৩৫২২৩

জান্নাতুল
৩৫২২৪

মিম
৩৫২২৫

সুমাইয়া
৩৫২২৬

মারজিয়া
৩৫২২৭

আফরোজা
৩৫২২৮

মৌ
৩৫২২৯

ইমু
৩৫২৩০

তানজিদা
৩৫২৩১

ফাইজা
৩৫২৩২

তানজিনা
৩৫২৩৩

আমরিন
৩৫২৩৪

নাফিসা
৩৫২৩৫

সুমাইয়া
৩৫২৩৬

রিফাত
৩৫২৩৭

জয়া
৩৫২৩৮

দেখা
৩৫২৩৯

ফারিয়া
৩৫২৪০

শিফা
৩৫২৪১

তুবা
৩৫২৪২

নেহা
৩৫২৪৩

মুজহারা
৩৫২৪৪

পহেলী
৩৫২৪৫

সিথী
৩৫২৪৬

নিশী
৩৫২৪৮

জান্নাত
৩৫২৪৯

নুসরাত
৩৫২৫০

আনিকা
৩৫২৫১

বৃষ্টি
৩৫২৫২

সামিয়া
৩৫২৫৩

নুদরাত
৩৫২৫৪

নিশি
৩৫২৫৫

তিশা
৩৫২৫৬

অজুফা
৩৫২৫৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

হৃদীতা
৩৫২৫৮

শাহারিন
৩৫২৫৯

ইলা
৩৫২৬০

সানজিদা
৩৫২৬১

নানজিবা
৩৫২৬২

রিমি
৩৫২৬৩

জারিয়া
৩৫২৬৪

মৃদুলা
৩৫২৬৫

রাফা
৩৫২৬৬

রাফা
৩৫২৬৭

স্বর্ণা
৩৫২৬৮

শ্রাবণ
৩৫২৬৯

মাইমুনা
৩৫২৭০

তাসিন
৩৫২৭১

নুপুর
৩৫২৭২

লুবনা
৩৫২৭৩

আফরোজা
৩৫২৭৪

রিমি
৩৫২৭৫

মুনিয়ারা
৩৫২৭৬

নাছরিন
৩৫২৭৭

লামিয়া
৩৫২৭৮

আরজা
৩৫২৮০

উর্মি
৩৫২৮১

আফরোজা
৩৫২৮২

চাঁদনী
৩৫২৮৩

দোলন
৩৫২৮৪

সাথী
৩৫২৮৫

মেঘলা
৩৫২৮৬

সাদিয়া
৩৫২৮৭

নির্জনা
৩৫২৮৮

নিম্মী
৩৫২৮৯

অর্পিতা
৩৫২৯০

বুলি
৩৫২৯১

বৃষ্টি
৩৫২৯২

কানিজ
৩৫২৯৩

জিনিয়া
৩৫২৯৪

বৃষ্টি
৩৫২৯৫

সুবাহ্
৩৫২৯৬

মিম
৩৫২৯৭

নাজিয়া
৩৫২৯৮

নাফিসা
৩৫২৯৯

তাহমিনা
৩৫৩০০

আফরিন
৩৫৩০১

নাফিসা
৩৫৩০২

প্রিয়া
৩৫৩০৩

সুমাইয়া
৩৫৩০৪

প্রিমা
৩৫৩০৫

শীপা
৩৫৩০৬

মাইমুনা
৩৫৩০৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সানজিদা
৩৫৩০৮

রুপা
৩৫৩০৯

আনিকা
৩৫৩১০

তাসনীম
৩৫৩১১

আয়েশা
৩৫৩১২

ইমা
৩৫৩১৩

শাম্মী
৩৫৩১৪

আনমনা
৩৫৩১৫

আনাকা
৩৫৩১৬

মাহজাবীন
৩৫৩১৭

জান্নাতুল
৩৫৩১৮

আফিয়া
৩৫৩১৯

সাদিয়া
৩৫৩২০

ইমা
৩৫৩২১

সাদিয়া
৩৫৩২২

লাকি
৩৫৩২৩

সোহানা
৩৫৩২৪

তাবাসসুম
৩৫৩২৫

তাম্মি
৩৫৩২৬

তাসমীন
৩৫৩২৭

সেতু
৩৫৩২৮

এরিনা
৩৫৩২৯

মিতু
৩৫৩৩০

তামান্না
৩৫৩৩১

নামিয়া
৩৫৩৩২

ইয়ানুর
৩৫৩৩৩

সানজিদা
৩৫৩৩৪

তাসপি
৩৫৩৩৫

সাদিয়া
৩৫৩৩৬

সেবা
৩৫৩৩৭

জিনাত
৩৫৩৩৮

সুমাইয়া
৩৫৩৩৯

সিমি
৩৫৩৪০

এ্যানি
৩৫৩৪১

মম
৩৫৩৪২

মেহেরুন
৩৫৩৪৩

আফরিন
৩৫৩৪৪

নওশিন
৩৫৩৪৫

আদিবা
৩৫৩৪৬

নাজিফা
৩৫৩৪৭

তামান্না
৩৫৩৪৮

তনিমা
৩৫৩৪৯

হাবিবা
৩৫৩৫০

জারিন
৩৫৩৫১

মারজিয়া
৩৫৩৫২

ফাতিমা
৩৫৩৫৩

সানজিদা
৩৫৩৫৪

নাজমুন
৩৫৩৫৫

হুমায়ারা
৩৫৩৫৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

তামান্না
৩৫৩৫৭

সানজিদা
৩৫৩৫৮

নীলা
৩৫৩৫৯

সাহারা
৩৫৩৬০

কানিজ
৩৫৩৬১

মীম
৩৫৩৬২

সারাহ্
৩৫৩৬৩

মারিয়া
৩৫৩৬৪

মাহিম
৩৫৩৬৫

হুমায়রা
৩৫৩৬৬

ফারহানা
৩৫৩৬৭

তাসমীম
৩৫৩৬৮

মাইশা
৩৫৩৬৯

মারিয়া
৩৫৩৭০

জান্নাতুল
৩৫৩৭১

নিশাত
৩৫৩৭২

জান্নাত
৩৫৩৭৩

রিপা
৩৫৩৭৪

মিম
৩৫৩৭৫

সাদিয়া
৩৫৩৭৬

মেহেজাবীন
৩৫৩৭৭

ফারিয়া
৩৫৩৭৮

রাইসা
৩৫৩৭৯

মালিহা
৩৫৩৮০

মুক্তা
৩৫৩৮১

আশা
৩৫৩৮২

উর্মি
৩৫৩৮৩

তাবাসসুম
৩৫৩৮৫

নুসরাত
৩৫৩৮৬

নিশি
৩৫৩৮৭

সুরাইয়া
৩৫৩৮৯

পূর্ণিমা
৩৫৩৯০

মারিয়া
৩৫৩৯১

সুমাইয়া
৩৫৩৯২

সামিরা
৩৫৩৯৩

সিনথিয়া
৩৫৩৯৪

বুশরা
৩৫৩৯৫

চৈতি
৩৫৩৯৬

নাতাশা
৩৫৩৯৭

শাহানাজ
৩৫৩৯৮

শারমিন
৩৫৩৯৯

সুরাইয়া
৩৫৪০০

অনামিকা
৩৫৪০১

ফারিয়া
৩৫৪০২

নাবিলা
৩৫৪০৩

সানজিদা
৩৫৪০৪

শান্তা
৩৫৪০৫

জেরিন
৩৫৪০৬

তানিষা
৩৫৪০৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

তাসফিয়া
৩৫৪০৮

মানসুরা
৩৫৪০৯

শ্রাবণী
৩৫৪১০

নাবিলা
৩৫৪১১

লিলি
৩৫৪১২

মিষ্টি
৩৫৪১৩

অনিতা
৩৫৪১৪

লিশা
৩৫৪১৫

ঐশী
৩৫৪১৬

রাত্রি
৩৫৪১৭

ফারজানা
৩৫৪১৮

আনিকা
৩৫৪১৯

স্মরণ
৩৫৪২০

ঐশী
৩৫৪২১

ফাতেমা
৩৫৪২২

মম
৩৫৪২৩

তাসরিবা
৩৫৪২৪

মীম
৩৫৪২৫

অহনা
৩৫৪২৬

জেরিন
৩৫৪২৭

সুমাইয়া
৩৫৪২৮

নোভা
৩৫৪২৯

সালিমা
৩৫৪৩০

তাসনুভা
৩৫৪৩১

ফারিয়া
৩৫৪৩২

মিম
৩৫৪৩৩

প্রিয়তি
৩৫৪৩৪

কেয়া
৩৫৪৩৫

রাজিয়া
৩৫৪৩৬

সাফা
৩৫৪৩৭

শান্তা
৩৫৪৩৮

স্বর্ণা
৩৫৪৩৯

জুথি
৩৫৪৪০

সাইকা
৩৫৪৪১

জিনাত
৩৫৪৪২

মোর্শেদা
৩৫৪৪৩

রুবাইয়া
৩৫৪৪৪

মুশফিকা
৩৫৪৪৫

লামিয়া
৩৫৪৪৬

রজনী
৩৫৪৪৭

মিষ্টি
৩৫৪৪৮

লিয়া
৩৫৪৪৯

আফরিন
৩৫৪৫০

রিপা
৩৫৪৫১

বর্ণা
৩৫৪৫২

সুমাইয়া
৩৫৪৫৩

আমিনা
৩৫৪৫৪

রেজোয়ানা
৩৫৪৫৫

মিতা
৩৫৪৫৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

বিথী
৩৫৪৫৭

রিয়া
৩৫৪৫৮

অথৈ
৩৫৪৫৯

সাদিয়া
৩৫৪৬০

মারিয়া
৩৫৪৬১

মাহমুদা
৩৫৪৬২

অরিন
৩৫৪৬৩

পূর্বা
৩৫৪৬৪

সাদিয়া
৩৫৪৬৫

মাহিয়া
৩৫৪৬৬

রিফা
৩৫৪৬৭

নিঝুম
৩৫৪৬৮

সুপর্ণা
৩৫৪৬৯

তাসনিম
৩৫৪৭০

নাবিনা
৩৫৪৭১

রিক্তা
৩৫৪৭২

সাবিহা
৩৫৪৭৩

সাদিয়া
৩৫৪৭৪

সানজিদা
৩৫৪৭৫

সামিয়া
৩৫৪৭৬

স্বর্ণালী
৩৫৪৭৭

নিঝুম
৩৫৪৭৮

নিসা
৩৫৪৭৯

ছকিনা
৩৫৪৮০

শারমিন
৩৫৪৮১

জোহোরা
৩৫৪৮২

পারভীন
৩৫৪৮৩

সিনড্রেলা
৩৫৪৮৪

মুন্নী
৩৫৪৮৫

মারিয়া
৩৫৪৮৬

শেফা
৩৫৪৮৭

অতশী
৩৫৪৮৮

সুমাইয়া
৩৫৪৮৯

শ্রাবনী
৩৫৪৯০

সামিয়া
৩৫৪৯১

ববি
৩৫৪৯২

মাহমুদা
৩৫৪৯৩

মায়া
৩৫৪৯৪

আসমা
৩৫৪৯৫

সুরভী
৩৫৪৯৬

সাম্মি
৩৫৪৯৭

কথা
৩৫৪৯৮

ইরিন
৩৫৪৯৯

মৌরী
৩৫৫০০

সাকি
৩৫৫০১

নাজনীন
৩৫৫০২

মোহীনি
৩৫৫০৩

ইরা
৩৫৫০৪

নামিরা
৩৫৫০৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

তৃষা
৩৫৫০৬

নাফিসা
৩৫৫০৭

তানজিনা
৩৫৫০৮

বিথী
৩৫৫০৯

অর্পিতা
৩৫৫১০

ইশা
৩৫৫১১

সুমাইয়া
৩৫৫১২

তাসনিম
৩৫৫১৩

শাম্মা
৩৫৫১৪

তামান্না
৩৫৫১৫

কানিজ
৩৫৫১৬

অন্তরা
৩৫৫১৭

নওশীন
৩৫৫১৮

সাথী
৩৫৫২০

ফেরদৌস
৩৫৫২১

লিজা
৩৫৫২২

রাখিয়া
৩৫৫২৩

ঐশী
৩৫৫২৪

সানজিদা
৩৫৫২৫

নাজনীন
৩৫৫২৬

ঋতু
৩৫৫২৭

লিনিয়া
৩৫৫২৮

প্রিয়া
৩৫৫২৯

ঋতু
৩৫৫৩০

প্রকৃতি
৩৫৫৩১

মনিরা
৩৫৫৩২

রাত্রি
৩৫৫৩৩

সুকন্যা
৩৫৫৩৪

সুরাইয়া
৩৫৫৩৫

আখি
৩৫৫৩৬

তাসফিহা
৩৫৫৩৭

নোহা
৩৫৫৩৮

সৌরিয়া
৩৫৫৩৯

ফারজানা
৩৫৫৪০

হাবিবা
৩৫৫৪১

রেশমা
৩৫৫৪২

আয়শা
৩৫৫৪৩

ইসরাত
৩৫৫৪৪

যারা
৩৫৫৪৫

রিয়া
৩৫৫৪৬

আফরা
৩৫৫৪৭

নমী
৩৫৫৪৮

কানিজ
৩৫৫৪৯

আখি
৩৫৫৫০

আরিআনা
৩৫৫৫১

আনিকা
৩৫৫৫২

নাজিফা
৩৫৫৫৩

সাদিয়া
৩৫৫৫৪

শাখিরা
৩৫৫৫৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

প্রমি
৩৫৫৫৬

ফাতেমা
৩৫৫৫৭

ফারজানা
৩৫৫৫৮

দরিয়া
৩৫৫৫৯

সাথিলা
৩৫৫৬০

কেয়া
৩৫৫৬১

সানজিদা
৩৫৫৬২

ইভানা
৩৫৫৬৩

সুজানা
৩৫৫৬৪

মিম
৩৫৫৬৫

ফাইজিয়া
৩৫৫৬৬

সুরাইয়া
৩৫৫৬৭

মাওয়া
৩৫৫৬৯

যুথী
৩৫৫৭০

ঐশী
৩৫৫৭১

শারমিন
৩৫৫৭২

উর্মী
৩৫৫৭৩

তাবাসসুম
৩৫৫৭৪

মম
৩৫৫৭৫

নাবিলা
৩৫৫৭৬

আরিফা
৩৫৫৭৭

সুসমিতা
৩৫৫৭৮

আয়শা
৩৫৫৭৯

লামিয়া
৩৫৫৮০

উনজিলা
৩৫৫৮১

তাসসীমা
৩৫৫৮২

করবী
৩৫৫৮৩

সানজিদা
৩৫৫৮৪

সুস্মিতা
৩৫৫৮৫

অর্না
৩৫৫৮৬

মোনা
৩৫৫৮৭

আনিলা
৩৫৫৮৯

সাবিনা
৩৫৫৯০

সাদিয়া
৩৫৫৯১

মাহা
৩৫৫৯২

শিলা
৩৫৫৯৩

উর্মি
৩৫৫৯৪

কানিজ
৩৫৫৯৫

সাদিয়া
৩৫৫৯৬

নওশীন
৩৫৫৯৭

নাদিয়া
৩৫৫৯৯

ঐশী
৩৫৬০০

লতা
৩৫৬০১

তাসফিয়া
৩৫৬০২

মুন্নী
৩৫৬০৩

শারমিন
৩৫৬০৪

প্রিয়া
৩৫৬০৫

সেতু
৩৫৬০৬

নাজনীন
৩৫৬০৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রিয়া
৩৫৬০৮

তানজিলা
৩৫৬০৯

তাসনুহা
৩৫৬১০

দিমুন
৩৫৬১১

মীম
৩৫৬১২

সোনিয়া
৩৫৬১৩

ফারহা
৩৫৬১৪

জাসিয়া
৩৫৬১৫

ফাতেমা
৩৫৬১৬

ইমু
৩৫৬১৭

সায়মা
৩৫৬১৮

পাপিয়া
৩৫৬১৯

স্বর্ণা
৩৫৬২০

বিথী
৩৫৬২১

শাজরীন
৩৫৬২২

ফারিয়া
৩৫৬২৪

মারিয়া
৩৫৬২৫

নায়ীদা
৩৫৬২৭

জান্নাত
৩৫৬২৯

আলো
৩৫৬৩০

আয়শা
৩৫৬৩১

নাবিলা
৩৫৬৩২

নুসরাত
৩৫৬৩৩

মুনা
৩৫৬৩৪

আর্শি
৩৫৬৩৫

তানহা
৩৫৬৩৬

যুথী
৩৫৬৩৭

ফারিজা
৩৫৬৩৮

তাম্মি
৩৫৬৪০

নওরিন
৩৫৬৪১

ফারিহা
৩৫৬৪২

জান্নাত
৩৫৬৪৩

সুমি
৩৫৬৪৫

সানজিদা
৩৫৬৪৬

কনা
৩৫৬৪৭

নুরজাহান
৩৫৬৪৮

শ্রাবনী
৩৫৬৪৯

জেবিন
৩৫৬৫০

নিরজনা
৩৫৬৫১

মীম
৩৫৬৫২

তাবাসসুম
৩৫৬৫৩

ফারজানা
৩৫৬৫৫

তাজরিন
৩৫৬৫৬

সুমাইয়া
৩৫৬৫৭

সোনিয়া
৩৫৬৫৮

জাকিয়া
৩৫৬৫৯

নুসরাত
৩৫৬৬০

সিনথিয়া
৩৫৬৬১

তাসমিহা
৩৫৬৬২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

নুসরাত
৩৫৬৬৩

আফিয়া
৩৫৬৬৪

দেবশ্রী
৩৫৬৬৫

সারিকা
৩৫৬৬৬

আনজুমান
৩৫৬৬৭

ঐশী
৩৫৬৬৮

ইশা
৩৫৬৬৯

শ্রাবণ
৩৫৬৭০

ফাতেমা
৩৫৬৭১

সামিয়া
৩৫৬৭২

ফারিয়া
৩৫৬৭৩

সোনিয়া
৩৫৬৭৪

এরিন
৩৫৬৭৫

প্রমি
৩৫৬৮৮

পুন্যি
৩৫৬৮৯

দৃষা
৩৫৬৯০

অপ্সরা
৩৫৬৯১

রিদিতা
৩৫৬৯২

ফারাবি
৩৫৬৯৩

সামিরা
৩৫৬৯৪

তারানা
৩৫৬৯৫

লিয়ানা
৩৫৬৯৬

রুবায়েত
৩৫৬৯৭

শেহনাজ
৩৫৬৯৮

কুমকুম
৩৫৬৯৯

ফারিহা
৩৫৭০০

আলফী
৩৫৭০১

ওমর
৩৫৭০২

সাকিব
৩৫৭০৪

লিমন
৩৫৭০৫

সালমান
৩৫৭০৬

তৌসিফ
৩৫৭০৮

শান্ত
৩৫৭০৯

সায়েম
৩৫৭১০

রাজ
৩৫৭১১

বর্ণ
৩৫৭১২

অলিন্দ
৩৫৭১৩

রাফিয়াজ
৩৫৭১৪

আসিফ
৩৫৭১৫

সাকিব
৩৫৭১৬

ইনতেসার
৩৫৭১৭

নাফিজ
৩৫৭১৮

আলভী
৩৫৭১৯

সিয়াম
৩৫৭২০

ইরাম
৩৫৭২১

আকিব
৩৫৭২২

জিসান
৩৫৭২৩

তাসিন
৩৫৭২৪

সাদাভি
৩৫৭২৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মিশেল
৩৫৭২৬

ইনতেশার
৩৫৭২৭

মুর্তজা
৩৫৭২৮

রেজওয়ান
৩৫৭২৯

কামাল
৩৫৭৩০

হামিদ
৩৫৭৩১

নাজমুল
৩৫৭৩৩

নিশাদ
৩৫৭৩৪

ইমন
৩৫৭৩৫

রিমন
৩৫৭৩৭

তাবরীজ
৩৫৭৩৮

নাজমুল
৩৫৭৩৯

তসু
৩৫৭৪০

মেহেদী
৩৫৭৪১

জামিল
৩৫৭৪২

ইমরান
৩৫৭৪৩

সামি
৩৫৭৪৪

মো: রবিন
৩৫৭৪৫

তানভীর
৩৫৭৪৬

মো: রাকিব
৩৫৭৪৭

জয়
৩৫৭৪৮

শাহীন
৩৫৭৪৯

সাকিব
৩৫৭৫০

অপু
৩৫৭৫১

আনোয়ারুল
৩৫৭৫২

মেহেদী
৩৫৭৫৩

অর্ক
৩৫৭৫৪

আবির
৩৫৭৫৫

মাহিন
৩৫৭৫৭

নোমান
৩৫৭৫৮

রবিন
৩৫৭৫৯

আশিকুর
৩৫৭৬০

সুলতান
৩৫৭৬১

তানজিম
৩৫৭৬২

অনি
৩৫৭৬৩

সাফওয়ান
৩৫৭৬৪

সাজিদ
৩৫৭৬৫

রায়হান
৩৫৭৬৬

রিয়ন
৩৫৭৬৭

মায়েজিদ
৩৫৭৬৮

আরিকুজ্জামান
৩৫৭৬৯

যোবায়ের
৩৫৭৭০

ফারহান
৩৫৭৭১

রিফাত
৩৫৭৭২

ফাহিম
৩৫৭৭৩

সিফাত
৩৫৭৭৪

রাব্বী
৩৫৭৭৫

মুকতাহিদ
৩৫৭৭৬

ফয়সাল
৩৫৭৭৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রিছান
৩৫৭৭৮

প্রনয়
৩৫৭৭৯

তালিব
৩৫৭৮০

শামীম
৩৫৭৮১

রবিউল
৩৫৭৮২

রাফি
৩৫৭৮৩

আমজাদ
৩৫৭৮৪

মুরাদুল
৩৫৭৮৫

আবিদ
৩৫৭৮৬

রাব্বি
৩৫৭৮৭

নেওয়াজ
৩৫৭৮৮

কাওসার
৩৫৭৮৯

রফিকুল
৩৫৭৯০

সিয়াম
৩৫৭৯১

সৌরভ
৩৫৭৯২

মামুন
৩৫৭৯৩

মোঃ জোনায়েদ
৩৫৭৯৪

মাহমুদ
৩৫৭৯৫

আশিকুজ্জামান
৩৫৭৯৬

সাকিব
৩৫৭৯৭

ইয়াকুব
৩৫৭৯৮

শোভন
৩৫৭৯৯

সালমান
৩৫৮০০

জাহিদুল
৩৫৮০১

তাসনিম
৩৫৮০২

রিদওয়ান
৩৫৮০৩

ইশরাক
৩৫৮০৪

মোস্তাকিন
৩৫৮০৫

জিহাদ
৩৫৮০৬

মুশফিকুল
৩৫৮০৭

মেরাজ
৩৫৮০৯

সাকিব
৩৫৮১০

হাসিন
৩৫৮১১

রাফি
৩৫৮১২

অনিক
৩৫৮১৩

তানিম
৩৫৮১৪

রাহিবুল
৩৫৮১৫

মাহবুব
৩৫৮১৬

অনিক
৩৫৮১৭

তারেক
৩৫৮১৮

মাহমুদুল
৩৫৮১৯

সিয়াম
৩৫৮২০

সাফির
৩৫৮২১

আরিফ
৩৫৮২২

উজ্জ্বল
৩৫৮২৩

হাবিবুল্লাহ্
৩৫৮২৪

ফাহিম
৩৫৮২৫

রাফি
৩৫৮২৬

ইমরান
৩৫৮২৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

তানভীর
৩৫৮২৮

জিয়ন
৩৫৮২৯

রেজওয়ান
৩৫৮৩০

আদিব
৩৫৮৩১

তাওসিফ
৩৫৮৩২

প্রান্ত
৩৫৮৩৩

সাকিব
৩৫৮৩৫

শামীম
৩৫৮৩৬

মোঃ ইমরান
৩৫৮৩৭

মেরাজ
৩৫৮৩৮

ছাইম
৩৫৮৪০

আকাশ
৩৫৮৪১

সুমন্ত
৩৫৮৪৩

জিদান
৩৫৮৪৪

তাজিম
৩৫৮৪৫

সাব্বির
৩৫৮৪৬

সুপ্ত
৩৫৮৪৭

সাকীব
৩৫৮৪৮

ইফান
৩৫৮৪৯

মোঃ শহীদুল
৩৫৮৫০

রাফিউল
৩৫৮৫১

শামিম
৩৫৮৫৩

রাজন
৩৫৮৫৪

অভি
৩৫৮৫৫

ইমন
৩৫৮৫৬

অমিত
৩৫৮৫৭

সাব্বির
৩৫৮৫৮

ফাহিম
৩৫৮৬০

শাকিল
৩৫৮৬১

শাকিল
৩৫৮৬২

নিবিড়
৩৫৮৬৩

ফাহিম
৩৫৮৬৪

নাঈম
৩৫৮৬৫

তিম্মান
৩৫৮৬৬

সুলতান
৩৫৮৬৭

আরাফ
৩৫৮৬৮

শিহাব
৩৫৮৬৯

জায়নুর
৩৫৮৭০

লাবীব
৩৫৮৭১

নাজমুস
৩৫৮৭২

নিয়ামুল
৩৫৮৭৩

জনি
৩৫৮৭৪

নিশাত
৩৫৮৭৫

মাহিম
৩৫৮৭৬

ফারহান
৩৫৮৭৭

আল-আমিন
৩৫৮৭৮

কাফি
৩৫৮৭৯

রফিকুল
৩৫৮৮০

নোমান
৩৫৮৮১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

হাশেম
৩৫৮৮২

জোবায়ের
৩৫৮৮৩

মেহেদী
৩৫৮৮৪

রিয়াদ
৩৫৮৮৫

আশরাফুল
৩৫৮৮৯

রাজিব
৩৫৮৯০

রিয়াজ
৩৫৮৯১

রাফসান
৩৫৮৯২

তানভীর
৩৫৮৯৩

মামুন
৩৫৮৯৪

সাব্বির
৩৫৮৯৫

আবরার
৩৫৮৯৬

আল-আমিন
৩৫৮৯৮

বিকাশ
৩৫৯০১

ফয়সাল
৩৫৯০২

রাজ
৩৫৯০৪

সিফাত
৩৫৯০৫

গালিব
৩৫৯০৬

ফাহাদ
৩৫৯০৭

তানভীর
৩৫৯০৮

ইমন
৩৫৯১০

রেজুয়ান
৩৫৯১১

পারভেজ
৩৫৯১২

জাহিদ
৩৫৯১৩

মুজাহিদ
৩৫৯১৫

সাঈদ
৩৫৯১৬

সবুজ
৩৫৯১৯

মুরাদ
৩৫৯২০

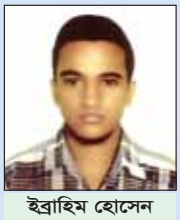
ইব্রাহিম হোসেন
৩৫৯২২

ফজলে
৩৫৯২৩

ইসতিয়াক
৩৫৯২৫

তায়েফুর
৩৫৯২৬

ইফাদ ইসলাম
৩৫৯২৭

নাজমুল
৩৫৯২৯

শফিক
৩৫৯৩১

স্বাধীন
৩৫৯৩২

মোমিনুজ্জামান
৩৫৯৩৩

রাকিব
৩৫৯৩৫

দিপক
৩৫৯৩৬

রনি
৩৫৯৩৭

জাওয়াদ
৩৫৯৩৮

রকিবুল
৩৫৯৩৯

আজমাঈন
৩৫৯৪০

জিদান
৩৫৯৪১

আইসান
৩৫৯৪২

ইমরান খান
৩৫৯৪৫

সাকিব আহমেদ
৩৫৯৪৭

মুবিন
৩৫৯৪৮

ইমরান
৩৫৯৪৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

শিমুল
৩৫৯৫০

শান্ত
৩৫৯৫১

দিদারুল
৩৫৯৫২

আরিফ
৩৫৯৫৩

বিজয়
৩৫৯৫৪

মুক্ত
৩৫৯৫৬

সিয়াম
৩৫৯৫৭

জাহিদ
৩৫৯৫৯

আলামিন
৩৫৯৬০

জুবায়ের
৩৫৯৬১

তানভীর
৩৫৯৬২

নাইমুর
৩৫৯৬৩

রাব্বি
৩৫৯৬৪

এহসানুল
৩৫৯৬৫

জাকারিয়া
৩৫৯৬৬

সানভির
৩৫৯৬৭

অম্লান
৩৫৯৬৮

ফাহমিদ
৩৫৯৬৯

এহসানুল
৩৫৯৭০

রিফাত
৩৫৯৭১

সিফাত
৩৫৯৭২

শোভন
৩৫৯৭৩

জাহিদ
৩৫৯৭৪

আরমান
৩৫৯৭৫

রাফী
৩৫৯৭৬

মাহির
৩৫৯৭৭

শান্ত
৩৫৯৭৮

সৌমিক
৩৫৯৭৯

তামিম
৩৫৯৮০

জুবাইদুল
৩৫৯৮১

ইমতিয়াজ
৩৫৯৮২

শাকিল
৩৫৯৮৫

সাফী
৩৫৯৮৬

রিফাত
৩৫৯৮৭

মাইনুউদ্দীন
৩৫৯৮৮

শাহরিয়ার
৩৫৯৮৯

বিজয়
৩৫৯৯০

টিপু
৩৫৯৯১

কবীর
৩৫৯৯২

আবির
৩৫৯৯৩

আমিনুল
৩৫৯৯৪

সামি
৩৫৯৯৫

আরেফিন
৩৫৯৯৬

শামীম
৩৫৯৯৭

তাহসিন
৩৫৯৯৮

ইশান
৩৫৯৯৯

ফারহান
৩৬০০০

সাইফ
৩৬০০১

আবিদ
৩৬০০২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মামুন
৩৬০০৩

মাহবুব
৩৬০০৪

আল-হাসিব
৩৬০০৫

আলিফ
৩৬০০৬

ইমতিয়াজ
৩৬০০৭

মুনেম
৩৬০০৮

সাকিব
৩৬০০৯

নাঈম
৩৬০১০

ধ্রুব
৩৬০১১

রাফিন
৩৬০১২

সামিন
৩৬০১৩

মাশরুর
৩৬০১৪

আরিফ
৩৬০১৫

মুর্তাজা
৩৬০১৬

এস্তাফিজুর
৩৬০১৭

সৌমিক
৩৬০১৮

মাহদী
৩৬০২০

রাকিব
৩৬০২১

রিফাত
৩৬০২২

রিসাদ
৩৬০২৪

ইমরান
৩৬০২৫

অর্নব
৩৬০২৬

মৃদুল
৩৬০২৭

বাশার
৩৬০২৮

সাজ্জাদ
৩৬০২৯

রিয়াদ
৩৬০৩০

জাহিদ
৩৬০৩১

কাওসার
৩৬০৩২

ওমর
৩৬০৩৩

ফাহিম
৩৬০৩৪

জাওয়াদ
৩৬০৩৬

সাজ্জাদ
৩৬০৩৭

ন্যাসম
৩৬০৩৮

অনন্ত
৩৬০৪০

বাপ্পি
৩৬০৪১

অহিদুন নবী
৩৬০৪২

জনি
৩৬০৪৩

হাসনাত
৩৬০৪৫

আরমান
৩৬০৪৬

শরিফুল
৩৬০৪৭

সাকিব
৩৬০৪৮

রাকিবুল
৩৬০৪৯

সাজ্জাদ
৩৬০৫০

মোঃ মীর
৩৬০৫১

মেহেদী
৩৬০৫২

অপু
৩৬০৫৩

সাকিব
৩৬০৫৪

রাইসুল
৩৬০৫৫

সাব্বির
৩৬০৫৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

আরফান
৩৬০৫৭

তুহিন
৩৬০৫৮

রাসেদ
৩৬০৫৯

মারুফ
৩৬০৬০

তালহা
৩৬০৬১

রিফাত
৩৬০৬২

তালহা
৩৬০৬৩

ইফতি
৩৬০৬৪

সবুজ
৩৬০৬৬

তন্ময়
৩৬০৬৭

মিরাজ
৩৬০৬৯

নাঈমুর
৩৬০৭১

রায়হান
৩৬০৭২

সাদমান
৩৬০৭৩

আনন্দ
৩৬০৭৪

ফয়েজুর
৩৬০৭৫

অনিক
৩৬০৭৬

প্লাবন
৩৬০৭৭

রিদওয়ান
৩৬০৭৮

মাশরাফুল
৩৬০৭৯

মুশফিকুর
৩৬০৮০

সিফাত
৩৬০৮১

তরিকুল
৩৬০৮৩

সোহেল
৩৬০৮৪

তাওফিক
৩৬০৮৫

ইমরান
৩৬০৮৬

দীপ
৩৬০৮৭

শফিউল
৩৬০৮৮

আফ্রিদী
৩৬০৮৯

শামীম
৩৬০৯০

মেহেদী
৩৬০৯১

জাকারিয়া
৩৬০৯২

মাহী
৩৬০৯৩

মোস্তাফিজুর
৩৬০৯৪

হৃদয়
৩৬০৯৫

আশিক
৩৬০৯৬

শাফী
৩৬০৯৭

নাহিন
৩৬০৯৮

ফয়সাল
৩৬১০০

রনি
৩৬১০১

রাতুল
৩৬১০২

মোছাদ্দেক
৩৬১০৩

তামজিদ
৩৬১০৪

ফাহাদ
৩৬১০৫

স্যামুয়েল
৩৬১০৬

দাউদ
৩৬১০৮

কাফি
৩৬১১০

উৎস
৩৬১১২

ফখরুল
৩৬১১৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

নাহিন
৩৬১১৫

তাসমিম
৩৬১১৬

পারভেজ
৩৬১১৭

মুশফিক
৩৬১১৮

হিমেল
৩৬১১৯

রাসেল
৩৬১২০

আকাশ
৩৬১২১

সোহেল
৩৬১২২

লাবিব
৩৬১২৩

ফারহান
৩৬১২৪

তাহি
৩৬১২৫

সাজিদুর
৩৬১২৬

বাবলু
৩৬১২৭

মাহমুদ
৩৬১২৮

তাওহীদ
৩৬১২৯

আশরাফুজ
৩৬১৩০

মোস্তাফিজুর
৩৬১৩১

মিনহাজ
৩৬১৩২

শাহিদুল
৩৬১৩৩

নোমান
৩৬১৩৪

মহিম
৩৬১৩৫

শরিফুল
৩৬১৩৬

সেলিম
৩৬১৩৭

তাজ
৩৬১৩৮

শাওন
৩৬১৩৯

আল-আমিন
৩৬১৪০

আজরফ
৩৬১৪২

আমিন
৩৬১৪৪

নোবেল
৩৬১৪৬

পিয়াস
৩৬১৪৮

রবিউল
৩৬১৪৯

দেলোয়ার
৩৬১৫০

আলম
৩৬১৫১

আহমেদ
৩৬১৫২

পাপন
৩৬১৫৩

তাহমিন
৩৬১৫৪

তানভীর
৩৬১৫৫

শাহজেব
৩৬১৫৭

তুষার
৩৬১৫৮

নাঈম
৩৬১৬০

মাহাদী
৩৬১৬১

বাচ্চু
৩৬১৬২

আল-আমিন
৩৬১৬৩

ইমদাদুল
৩৬১৬৪

অপু
৩৬১৬৫

সাজ্জাদুল
৩৬১৬৬

সালমান
৩৬১৬৮

রকি
৩৬১৭০

শুভাশীষ
৩৬১৭১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

আরমান
৩৬১৭২

মাজহারুল
৩৬১৭৩

আমিরুল
৩৬১৭৪

সামির
৩৬১৭৫

মোশফেকুর
৩৬১৭৬

সাকিব
৩৬১৭৯

কাজল
৩৬১৮০

আলিফ
৩৬১৮১

মানিক
৩৬১৮২

আহাদ
৩৬১৮৩

জাবের
৩৬১৮৪

নাসিমুল
৩৬১৮৫

ইফাত
৩৬১৮৬

আরিফুল
৩৬১৮৭

হিরা
৩৬১৮৮

তাহুর
৩৬১৮৯

সিয়াম
৩৬১৯০

রাব্বি
৩৬১৯১

শিহাব
৩৬১৯২

আলমাস
৩৬১৯৩

ইমরান
৩৬১৯৪

সাঈদ
৩৬১৯৫

অনিম
৩৬১৯৬

রিয়াজ
৩৬১৯৭

রাসেল
৩৬১৯৮

জাহিদ
৩৬১৯৯

সুযশ
৩৬২০০

ওমর
৩৬২০১

আখের
৩৬২০২

সজীব
৩৬২০৩

জোবায়ের
৩৬২০৪

নয়ন
৩৬২০৫

যুবরাজ
৩৬২০৬

সিফাত
৩৬২০৮

আদনান
৩৬২০৯

আরমান
৩৬২১০

ফাইয়াজ
৩৬২১১

রফিকুল
৩৬২১২

ফারদিন
৩৬২১৩

লিমন
৩৬২১৪

রফিকুল
৩৬২১৫

হাসান
৩৬২১৬

নোমান
৩৬২১৭

ফাহাদ
৩৬২১৮

অর্ণব
৩৬২১৯

রিয়াদ
৩৬২২০

রুহান
৩৬২২১

শাকিল
৩৬২২২

নিলয়
৩৬২২৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ভিকি
৩৬২২৫

রাকিব
৩৬২২৬

মিশাল
৩৬২২৭

সাকিব
৩৬২২৮

জহিরুল
৩৬২২৯

জয়
৩৬২৩০

রাজ
৩৬২৩১

জিহাদ
৩৬২৩২

তাফিম
৩৬২৩৩

সাহিত্য
৩৬২৩৪

নিহাল
৩৬২৩৫

মোরশেদ
৩৬২৩৬

জিম
৩৬২৩৭

পাভেল
৩৬২৩৮

রাফি
৩৬২৩৯

মেহেদী
৩৬২৪০

অমিত
৩৬২৪১

ফাহিম
৩৬২৪২

ফাইয়াজ
৩৬২৪৩

তানজিমুল
৩৬২৪৪

সেজান
৩৬২৪৫

আকিব
৩৬২৪৬

সিফাত
৩৬২৪৭

হাফিজুর
৩৬২৪৮

নাফিজুল
৩৬২৪৯

আশিকুজ্জামান
৩৬২৫০

ইশতেহাক
৩৬২৫১

ফাহিম
৩৬২৫২

ফারহান
৩৬২৫৩

সাকিবুল
৩৬২৫৪

শাকিব
৩৬২৫৫

রিদম
৩৬২৫৭

সাব্বির
৩৬২৫৮

নাইমুল
৩৬২৫৯

রাহাত
৩৬২৬০

ইফরান
৩৬২৬১

সামিউর
৩৬২৬২

মো: ওলিউল্লাহ
৩৬২৬৩

ফয়সাল
৩৬২৬৪

যীশু
৩৬২৬৫

সাঈদ
৩৬২৬৬

মেহেদী
৩৬২৬৭

সালাউদ্দিন
৩৬২৬৮

সাঈদ
৩৬২৬৯

মুন্তাসির
৩৬২৭০

তৌহিদুল
৩৬২৭১

ফারহান
৩৬২৭২

সোহান
৩৬২৭৩

সিয়াম
৩৬২৭৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সিফাত
৩৬২৭৫

আবির
৩৬২৭৬

নির্ঝর
৩৬২৭৭

ইসতিয়াক
৩৬২৭৮

নাহিদ
৩৬২৭৯

সায়েম
৩৬২৮০

সায়াদ
৩৬২৮১

মাকসুদুর
৩৬২৮২

নাজরুল
৩৬২৮৩

শাহাদাত
৩৬২৮৪

শাহ পরান
৩৬২৮৫

মেহেদী
৩৬২৮৬

জুনায়েদ
৩৬২৮৭

সাফায়েত
৩৬২৮৮

ফারদীন
৩৬২৮৯

রাফি
৩৬২৯০

মোহাম্মদ
৩৬২৯১

রাফাত
৩৬২৯২

জামিল
৩৬২৯৩

সিফাত
৩৬২৯৪

আরিফুল
৩৬২৯৫

মেহেদী
৩৬২৯৬

মুহিত
৩৬২৯৭

ইজাজ
৩৬২৯৯

হাসিবুর
৩৬৩০০

রাকিব
৩৬৩০১

ইয়াসিন
৩৬৩০২

সীমান্ত
৩৬৩০৩

রাকিব
৩৬৩০৪

ইমরান
৩৬৩০৫

এহসানুর
৩৬৩০৬

ফেরদৌস
৩৬৩০৭

মুজাহিদুল
৩৬৩০৮

রিয়াজ
৩৬৩০৯

তানজিল
৩৬৩১০

হিমেল
৩৬৩১১

হাসান
৩৬৩১২

রাব্বী
৩৬৩১৩

রিফাত
৩৬৩১৪

ইসমাইল
৩৬৩১৫

আবির
৩৬৩১৬

জুবায়ের
৩৬৩১৭

অনি
৩৬৩১৮

নিলয়
৩৬৩১৯

ইমন
৩৬৩২০

শফিউল
৩৬৩২১

আল আমীন
৩৬৩২২

হাবীব
৩৬৩২৩

মাসুদ
৩৬৩২৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

নোয়াস
৩৬৩২৫

হিমেল
৩৬৩২৬

আজিজুল
৩৬৩২৭

সাদিকুল
৩৬৩২৮

ওয়াসিক
৩৬৩২৯

সানি
৩৬৩৩০

ওয়াজেদ
৩৬৩৩১

সাব্বির
৩৬৩৩২

আকাশ
৩৬৩৩৩

ইয়াসিন
৩৬৩৩৪

কায়কোবাদ
৩৬৩৩৫

উজ্জ্বল
৩৬৩৩৬

মিয়াদ
৩৬৩৩৭

নোমান
৩৬৩৩৮

সৃজন
৩৬৩৩৯

ওয়াশিক
৩৬৩৪০

রিশান
৩৬৩৪১

জুবায়েদ
৩৬৩৪২

আহনাফ
৩৬৩৪৩

সাকিব
৩৬৩৪৪

রুমি
৩৬৩৪৫

আশ্বাস
৩৬৩৪৬

মাহি
৩৬৩৪৭

মেহেদী
৩৬৩৪৮

রাশেদ
৩৬৩৪৯

আরাফাত
৩৬৩৫০

রাইদ
৩৬৩৫১

তাওহিদ
৩৬৩৫২

মুক্তাদীরুল
৩৬৩৫৩

ইকবাল
৩৬৩৫৪

সাদী
৩৬৩৫৫

বিপ্র
৩৬৩৫৬

সিয়াম
৩৬৩৫৭

তৌফিক
৩৬৩৫৮

ফেরদৌস
৩৬৩৫৯

মোশতাক
৩৬৩৬০

শামীম
৩৬৩৬১

শাকিফ
৩৬৩৬২

জুনায়েত
৩৬৩৬৩

আনান
৩৬৩৬৪

জয়
৩৬৩৬৫

ইসতিয়াক
৩৬৩৬৬

মুরছালিন
৩৬৩৬৭

রানা
৩৬৩৬৮

মুশফির
৩৬৩৬৯

শিপু
৩৬৩৭০

আবিদ
৩৬৩৭১

মেহেরাব
৩৬৩৭২

আফতাব
৩৬৩৭৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মুক্তাদির
৩৬৩৭৪

আরমান
৩৬৩৭৫

অন্ত
৩৬৩৭৬

তানহা
৩৬৩৭৭

আল-আমিন
৩৬৩৭৮

রাতুল
৩৬৩৭৯

ইসতি
৩৬৩৮০

ফাইয়াজ
৩৬৩৮১

হৃদয়
৩৬৩৮২

সাজিদ
৩৬৩৮৩

রাকিবুল
৩৬৩৮৪

সামী
৩৬৩৮৫

মুরাদ
৩৬৩৮৬

আব্বাস
৩৬৩৮৭

নাসিম
৩৬৩৮৯

হিমেল
৩৬৩৯০

ফাইয়াজ
৩৬৩৯১

আনান
৩৬৩৯২

মমিন
৩৬৩৯৩

সিদ্দিক
৩৬৩৯৪

আরাফাত
৩৬৩৯৫

শামুল
৩৬৩৯৬

রাশেদ
৩৬৩৯৭

জাহিদুল
৩৬৩৯৮

সাব্বির
৩৬৩৯৯

কৌশিক
৩৬৪০০

রেদোয়ান
৩৬৪০১

শামীম
৩৬৪০২

শিফাত
৩৬৪০৩

মেহেদী
৩৬৪০৪

অভিন
৩৬৪০৫

সাজিদ
৩৬৪০৬

রোহান
৩৬৪০৭

আসিব
৩৬৪০৮

শুভ
৩৬৪০৯

পলিন
৩৬৪১০

রিফাত
৩৬৪১১

তাইবুর
৩৬৪১২

কায়সার
৩৬৪১৩

মিরাজ
৩৬৪১৪

শুভ
৩৬৪১৫

তুষার
৩৬৪১৬

মুগ্ধ
৩৬৪১৭

জহিরুল
৩৬৪১৮

সালমান
৩৬৪১৯

আশিকুর
৩৬৪২০

প্লাবন
৩৬৪২১

শামীম
৩৬৪২২

সাব্বির
৩৬৪২৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

শিহাব
৩৬৪২৫

বায়েজিদ
৩৬৪২৬

ওয়াকিল
৩৬৪২৭

নাইমুল
৩৬৪২৮

হামিম
৩৬৪২৯

সাজিদ
৩৬৪৩০

রিয়াজ
৩৬৪৩১

কামরুল
৩৬৪৩২

রুবেল
৩৬৪৩৩

সাব্বির
৩৬৪৩৪

আবরার
৩৬৪৩৫

সজিব
৩৬৪৩৬

মেহেদী
৩৬৪৩৭

ফারহান
৩৬৪৩৮

তানভীর
৩৬৪৩৯

তাসিন
৩৬৪৪০

সালমান
৩৬৪৪১

দিব্য
৩৬৪৪২

শহীদ
৩৬৪৪৩

উৎস
৩৬৪৪৪

রিয়াজুল
৩৬৪৪৫

যোবায়ের
৩৬৪৪৬

শান্ত
৩৬৪৪৭

ফাহিম
৩৬৪৪৮

সাকিফ
৩৬৪৪৯

শাওন
৩৬৪৫০

সাব্বির
৩৬৪৫১

আব্দুল্লাহ্
৩৬৪৫২

মারুফ
৩৬৪৫৩

সাদমান
৩৬৪৫৪

শাহাদৎ
৩৬৪৫৫

সাইফুল
৩৬৪৫৬

রাফি
৩৬৪৫৭

ফারুক
৩৬৪৫৮

ফয়সাল
৩৬৪৫৯

জোবায়েদ
৩৬৪৬০

মেহেদী
৩৬৪৬১

নাফী
৩৬৪৬২

আয়াজ
৩৬৪৬৩

হামজা
৩৬৪৬৪

সাফওয়ান
৩৬৪৬৫

হাসিবুর
৩৬৪৬৬

অনিক
৩৬৪৬৭

তাওসিফ
৩৬৪৬৮

পিয়াল
৩৬৪৬৯

ওসমান খান
৩৬৪৭০

মিরাজ
৩৬৪৭১

স্মরন
৩৬৪৭২

মিদাদ
৩৬৪৭৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রহমত
৩৬৪৭৪

ওয়াসি
৩৬৪৭৫

ফাইয়াজ
৩৬৪৭৬

মাহিউল
৩৬৪৭৭

জাহিদুর
৩৬৪৭৮

মাহমুদ
৩৬৪৭৯

তামজীদ
৩৬৪৮০

শাওন
৩৬৪৮১

আজাদুল ইসলাম
৩৬৪৮২

ফাহাদ
৩৬৪৮৩

ফাইয়াজ
৩৬৪৮৪

সিয়াম
৩৬৪৮৫

সাকিব
৩৬৪৮৬

শাকিব
৩৬৪৮৭

তাহমিদ
৩৬৪৮৯

নাছির
৩৬৪৯০

ফাহিম
৩৬৪৯১

আশফাকুল
৩৬৪৯২

আহনাফ
৩৬৪৯৩

মাসুক
৩৬৪৯৪

স্বাধীন
৩৬৪৯৫

সাকিব
৩৬৪৯৬

উৎস
৩৬৪৯৭

মাহবুব
৩৬৪৯৮

সাগর
৩৬৪৯৯

সুজন
৩৬৫০০

সাব্বির
৩৬৫০১

রবি
৩৬৫০২

কাওসার
৩৬৫০৩

রিহাম
৩৬৫০৪

সাঈদ আনোয়ার
৩৬৫০৫

রিফাত
৩৬৫০৬

সামির
৩৬৫০৭

ইয়াসির
৩৬৫০৮

সাদ
৩৬৫০৯

রিদোয়ান ইসলাম
৩৬৫১০

রাব্বী
৩৬৫১১

তুষার
৩৬৫১২

বেলাল
৩৬৫১৩

শাদিদুল হক
৩৬৫১৪

বর্ণ
৩৬৫১৫

রাফিউল
৩৬৫১৬

রাকিব
৩৬৫১৭

রাব্বি
৩৬৫১৮

আজহার
৩৬৫১৯

রাতুল
৩৬৫২০

হাবিব
৩৬৫২১

আঃ কাইয়ুম
৩৬৫২২

জয়
৩৬৫২৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

কুদ্দুছ
৩৬৫২৪

তানভীর
৩৬৫২৫

আবিদ
৩৬৫২৬

মাকসুদ
৩৬৫২৭

সাকিব
৩৬৫২৮

তারাবী
৩৬৫২৯

শাকিব
৩৬৫৩০

সৌরভ
৩৬৫৩১

আরিফ
৩৬৫৩২

রাসেল
৩৬৫৩৩

সাইফ
৩৬৫৩৪

সাদেকুল হক
৩৬৫৩৫

মেহেরাব
৩৬৫৩৬

ইমরান
৩৬৫৩৭

রায়হান
৩৬৫৩৮

আব্দুল্লাহ্
৩৬৫৩৯

ইব্রাহীম
৩৬৫৪০

সম্রাট
৩৬৫৪১

হৃদয়
৩৬৫৪২

সিহাব
৩৬৫৪৩

নাঈম
৩৬৫৪৪

মেহেদী
৩৬৫৪৫

আফিব
৩৬৫৪৬

ফারহান
৩৬৫৪৭

রনি
৩৬৫৪৮

শুভ
৩৬৫৪৯

মামুন
৩৬৫৫০

প্রান্ত
৩৬৫৫১

তৌহিদ হোসেন
৩৬৫৫২

হেলাল
৩৬৫৫৩

হেদায়েত
৩৬৫৫৪

ইভান
৩৬৫৫৫

বাধন
৩৬৫৫৬

ফাহিম
৩৬৫৫৭

ফয়সাল
৩৬৫৫৮

সিরাজুল
৩৬৫৫৯

আকাশ
৩৬৫৬০

নিরব
৩৬৫৬১

তারেক
৩৬৫৬২

জুয়েল
৩৬৫৬৩

শাহাদাৎ
৩৬৫৬৪

সুজন
৩৬৫৬৫

আদিত
৩৬৫৬৬

ফয়সাল
৩৬৫৬৭

সাজ্জাদ
৩৬৫৬৮

হাসান
৩৬৫৬৯

মেহেদী
৩৬৫৭০

তানজিল
৩৬৫৭১

নাঈম
৩৬৫৭২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সোহান
৩৬৫৭৩

শুভ
৩৬৫৭৪

শিশির
৩৬৫৭৫

রাহাত
৩৬৫৭৬

নুহাশ
৩৬৫৭৭

রাকিব
৩৬৫৭৮

আবীর
৩৬৫৮০

সাঈদুর
৩৬৫৮১

অয়ন
৩৬৫৮২

আসিফ
৩৬৫৮৩

মুশফিক
৩৬৫৮৪

ইনসাফ
৩৬৫৮৫

রিদওয়ান
৩৬৫৮৬

ওমর
৩৬৫৮৭

ইফাজ
৩৬৫৮৮

মেহেদী
৩৬৫৮৯

নাসিম
৩৬৫৯০

সাজিব
৩৬৫৯১

ইমাম
৩৬৫৯২

নিলয়
৩৬৫৯৩

ফাহিম
৩৬৫৯৪

নাজমুল
৩৬৫৯৫

মুমিনুল
৩৬৫৯৬

রাকিব
৩৬৫৯৭

সোহেল
৩৬৫৯৮

আজিজুর
৩৬৫৯৯

নাঈম
৩৬৬০০

নাবিল
৩৬৬০১

রবিন
৩৬৬০২

মারকাজুল
৩৬৬০৩

সোয়েব
৩৬৬০৪

সাদিকুর
৩৬৬০৫

রিফাত
৩৬৬০৭

তাওহীদ
৩৬৬০৮

অনিক
৩৬৬০৯

রিফাত
৩৬৬১০

ইবু
৩৬৬১১

আজিজুর
৩৬৬১২

সিয়াম
৩৬৬১৩

সাফওয়ান
৩৬৬১৪

রিফাত
৩৬৬১৫

সাজু
৩৬৬১৬

ফয়সাল
৩৬৬১৭

রাকিব
৩৬৬১৮

সাদ
৩৬৬১৯

মাসুদ
৩৬৬২০

জুনায়েদ
৩৬৬২১

ইমন
৩৬৬২২

রাফি
৩৬৬২৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

প্রনব
৩৬৬২৪

সামিন
৩৬৬২৫

তানবির
৩৬৬২৬

ইনজামুল হক
৩৬৬২৭

ইফাদ
৩৬৬২৮

রাফি
৩৬৬২৯

নাফিম
৩৬৬৩০

রাহাত
৩৬৬৩১

মোহাম্মদ আলী
৩৬৬৩২

হাসিব
৩৬৬৩৩

রাব্বি
৩৬৬৩৪

সুলতান
৩৬৬৩৫

শান্ত
৩৬৬৩৬

নাবিল
৩৬৬৩৭

ফাহিম
৩৬৬৩৮

সিফাত
৩৬৬৩৯

কামরুল হাসান
৩৬৬৪০

ফয়সাল
৩৬৬৪১

আব্দুল্লাহ্
৩৬৬৪২

রাফি
৩৬৬৪৩

রিফাত
৩৬৬৪৪

ফজলে রাব্বি
৩৬৬৪৫

সিয়াম
৩৬৬৪৬

সামী খন্দকার
৩৬৬৪৭

রনি
৩৬৬৪৮

হৃদয়
৩৬৬৪৯

সাখাওয়াত
৩৬৬৫০

তামিম
৩৬৬৫১

আবরার হোসাইন
৩৬৬৫২

রাব্বি
৩৬৬৫৩

হৃদয় মিয়া
৩৬৬৫৪

সিদ্দিক
৩৬৬৫৬

নূর
৩৬৬৫৭

জাহিদুল
৩৬৬৫৮

সাইফ
৩৬৬৫৯

সাব্বির হোসেন
৩৬৬৬০

সাব্বির
৩৬৬৬১

রিমন
৩৬৬৬২

সাগর
৩৬৬৬৩

আলভী
৩৬৬৬৪

ফাহাদ
৩৬৬৬৫

মোহাম্মদ উল্লাহ্
৩৬৬৬৬

ইশতিয়াক
৩৬৬৬৭

রিজুয়ান
৩৬৬৬৮

সাগর
৩৬৬৬৯

নাফিস
৩৬৬৭০

অন্তর
৩৬৬৭১

আশরাফুল
৩৬৬৭২

নাবিল
৩৬৬৭৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ফাহাদ
৩৬৬৭৫

দিপ্ত
৩৬৬৭৬

ইফতেখার
৩৬৬৭৭

তুহিন
৩৬৬৭৮

আল-আমিন
৩৬৬৭৯

পাবেল
৩৬৬৮০

ওয়াহেদ
৩৬৬৮১

তৌফিক
৩৬৬৮২

মোস্তফা
৩৬৬৮৩

জুবায়েদ
৩৬৬৮৪

মোহাইমিনুল
৩৬৬৮৫

শেফাউল
৩৬৬৮৬

আলভী
৩৬৬৮৭

মাইনউদ্দীন
৩৬৬৮৮

লাবীব
৩৬৬৮৯

ফয়সাল
৩৬৬৯০

লাতুফুল
৩৬৬৯১

দীপ
৩৬৬৯২

সামির
৩৬৬৯৩

বিল
৩৬৬৯৪

শিবলী
৩৬৬৯৫

সাইদুল
৩৬৬৯৬

আবিদ
৩৬৬৯৮

আকাশ
৩৬৬৯৯

জুনান
৩৬৭০০

জাহিদ
৩৬৭০১

আলবির
৩৬৭০২

সাকিব
৩৬৭০৩

সাকিল
৩৬৭০৪

অনগ
৩৬৭০৫

তাহমি
৩৬৭০৬

মাহমুদুল হাসান
৩৬৭০৭

ওয়াসীফ
৩৬৭০৮

সানজান
৩৬৭০৯

তুষার
৩৬৭১০

তুষার
৩৬৭১১

ওয়াসিউর
৩৬৭১২

আহাদ
৩৬৭১৩

সাকিব
৩৬৭১৪

লিংকন
৩৬৭১৫

আরিফ
৩৬৭১৬

নয়ন
৩৬৭১৭

উদয়
৩৬৭১৮

মেহেরাজ
৩৬৭১৯

ইমন
৩৬৭২০

সুপ্ত
৩৬৭২১

আবরার
৩৬৭২২

সিয়াম
৩৬৭২৩

সাইফুল
৩৬৭২৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ইমন
৩৬৭২৬

মশিউর
৩৬৭২৭

দিগন্ত
৩৬৭২৮

সাদ
৩৬৭২৯

ইফতিয়ার
৩৬৭৩০

রাফকাতুল
৩৬৭৩১

রাতিন
৩৬৭৩২

ইয়াছির
৩৬৭৩৩

তানভীর
৩৬৭৩৪

হাফিজ
৩৬৭৩৫

মুনীফ
৩৬৭৩৭

রিয়ন
৩৬৭৩৮

আসিফ
৩৬৭৩৯

আরমান
৩৬৭৪০

আসিফ
৩৬৭৪২

সাব্বির
৩৬৭৪৩

কিবরিয়া
৩৬৭৪৪

সামিউল
৩৬৭৪৫

আলভি
৩৬৭৪৬

সজোল
৩৬৭৪৭

তোহা
৩৬৭৪৮

ঈশতি
৩৬৭৪৯

অনিক
৩৬৭৫০

আদনান
৩৬৭৫১

অমিত
৩৬৭৫২

শাফায়েত
৩৬৭৫৩

ইসতিয়াক
৩৬৭৫৪

নওশের
৩৬৭৫৫

সিফাত
৩৬৭৫৬

হৃদয়
৩৬৭৫৭

ইমন
৩৬৭৫৮

মোমিন
৩৬৭৫৯

নাঈমুল
৩৬৭৬০

সামিউল
৩৬৭৬১

ফারুক
৩৬৭৬২

দিহান
৩৬৭৬৩

আদনান
৩৬৭৬৪

রিয়াজ
৩৬৭৬৫

নাহিদ
৩৬৭৬৬

সাব্বির
৩৬৭৬৭

রাকিব
৩৬৭৬৮

শাফিন
৩৬৭৬৯

তৌহিদ
৩৬৭৭০

ফরহাদ
৩৬৭৭১

নয়ন
৩৬৭৭২

ফাহাদ
৩৬৭৭৩

রামিম
৩৬৭৭৪

ফয়সাল
৩৬৭৭৫

আতিক
৩৬৭৭৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মাহি
৩৬৭৭৭

আল-আমিন
৩৬৭৭৮

হাসিবুল
৩৬৭৭৯

শাকিল
৩৬৭৮০

তানভীর
৩৬৭৮১

মিনহাজ
৩৬৭৮২

ধ্রুব
৩৬৭৮৩

শাহীন
৩৬৭৮৪

সাব্বির
৩৬৭৮৫

মোহাইমিনুল
৩৬৭৮৬

আনিক
৩৬৭৮৭

সাফায়াত
৩৬৭৮৮

বরকত
৩৬৭৮৯

খাইরুল
৩৬৭৯০

হাসান
৩৬৭৯১

সুজন
৩৬৭৯২

হাসান
৩৬৭৯৩

রাব্বি
৩৬৭৯৪

সৌমিক
৩৬৭৯৫

সাদাত
৩৬৭৯৬

নাজমুল
৩৬৭৯৭

অমিত
৩৬৭৯৮

মিনহাজ
৩৬৭৯৯

মমামুন
৩৬৮০০

রায়হান
৩৬৮০১

ইব্রাহিম
৩৬৮০২

নাহিদ
৩৬৮০৩

হাসিবুর
৩৬৮০৫

সীমান্ত
৩৬৮০৬

রাশেদ
৩৬৮০৭

সজবী সাহা
৩৬৮০৮

আতিক
৩৬৮০৯

শাহাদাত
৩৬৮১০

কামরুল
৩৬৮১১

আছিফ
৩৬৮১২

সুমন ঘোষ
৩৬৮১৩

হেমায়েত
৩৬৮১৪

তাহ্সীন
৩৬৮১৫

রাহাদ
৩৬৮১৬

শাকিল
৩৬৮১৭

রবিউল
৩৬৮১৮

আকরাম
৩৬৮১৯

ইমরান
৩৬৮২০

রাজন
৩৬৮২১

মুজাহিদ
৩৬৮২২

ইয়াছিন
৩৬৮২৩

সাব্বির
৩৬৮২৪

নাহিদ
৩৬৮২৫

মিরাজ
৩৬৮২৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সিফাত
৩৬৮২৭

আরেফিন
৩৬৮২৮

শেখ রোমান
৩৬৮২৯

ফারহান
৩৬৮৩০

আশ্বিক
৩৬৮৩১

শান্ত
৩৬৮৩২

ধ্রুব
৩৬৮৩৩

ইমন
৩৬৮৩৪

ইমাদ হাসান
৩৬৮৩৫

আবরার
৩৬৮৩৬

সাইফ
৩৬৮৩৭

বখতিয়ার
৩৬৮৩৮

কাওছার
৩৬৮৩৯

রায়হান
৩৬৮৪০

রুবেল
৩৬৮৪১

লাবিব
৩৬৮৪২

সোহান
৩৬৮৪৩

মাহফুজ
৩৬৮৪৪

দিপ্ত
৩৬৮৪৫

রিমন
৩৬৮৪৬

ইখতেয়ার
৩৬৮৪৭

হৃদয়
৩৬৮৪৮

রনি
৩৬৮৪৯

আজমাইন
৩৬৮৫০

সাক্‌লাইন
৩৬৮৫১

আশরাফুল
৩৬৮৫২

নূরে আলম
৩৬৮৫৩

প্রান্ত
৩৬৮৫৪

সাকিফ
৩৬৮৫৫

ফারহান
৩৬৮৫৬

আবু হুরায়রা
৩৬৮৫৭

রাফি তানভির
৩৬৮৫৮

নাসিফ
৩৬৮৫৯

হৃদয়
৩৬৮৬০

ফাহাদ
৩৬৮৬১

জিয়েল
৩৬৮৬২

সজীব
৩৬৮৬৩

সিদ্দিক
৩৬৮৬৪

বায়জীদ
৩৬৮৬৫

নূর
৩৬৮৬৬

সামিন
৩৬৮৬৭

ইমারান
৩৬৮৬৮

সজিব
৩৬৮৬৯

আল-আমিন
৩৬৮৭০

তাহরিম
৩৬৮৭১

আশরাফুল
৩৬৮৭২

মিরাজ
৩৬৮৭৩

আবিদ
৩৬৮৭৪

নাঈম
৩৬৮৭৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

আশফি
৩৬৮৭৬

বিল্লাল
৩৬৮৭৭

তাউসিফ
৩৬৮৭৮

বিপ্লব
৩৬৮৭৯

আসাদুল
৩৬৮৮০

আবু রায়হান
৩৬৮৮১

রাকিব
৩৬৮৮৩

সীমান্ত
৩৬৮৮৪

শাহরিয়ার
৩৬৮৮৫

লিমান
৩৬৮৮৬

রবিন
৩৬৮৮৭

আল-আমিন
৩৬৮৮৮

সাদাত
৩৬৮৮৯

মাসুক
৩৬৮৯০

শুভ
৩৬৮৯১

নাবিন
৩৬৮৯২

রাইয়ান
৩৬৮৯৩

প্লাবন
৩৬৮৯৪

লাবিদ
৩৬৮৯৫

হাসান
৩৬৮৯৬

সুফল
৩৬৮৯৭

ইমতিয়াজ
৩৬৮৯৮

ইমন
৩৬৮৯৯

আশিবুর
৩৬৯০০

ওয়াসিফ
৩৬৯০১

রাজ
৩৬৯০৩

তানভীর
৩৬৯০৪

নাফিস
৩৬৯০৫

নাজমুল
৩৬৯০৬

সাইদুর
৩৬৯০৭

শাহরোজ
৩৬৯০৮

ফাইয়াজ
৩৬৯০৯

নাঈম
৩৬৯১০

আকাশ
৩৬৯১১

আজাদ
৩৬৯১২

ফরহাদ
৩৬৯১৩

মেহেদী
৩৬৯১৪

ইসমাইল
৩৬৯১৫

রিসাল
৩৬৯১৬

রবিউল
৩৬৯১৭

রাসেল
৩৬৯১৮

জয়ন্ত
৩৬৯১৯

ইমন
৩৬৯২০

রিজভী
৩৬৯২১

আমান
৩৬৯২২

আয়মান
৩৬৯২৩

তকী
৩৬৯২৪

সাকিব
৩৬৯২৫

আবীর
৩৬৯২৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

নাহিয়ান
৩৬৯২৭

আকবর
৩৬৯২৮

আরমান
৩৬৯২৯

ইয়াসিন
৩৬৯৩০

দীপ
৩৬৯৩১

আবির
৩৬৯৩২

ইমন
৩৬৯৩৩

হারুন
৩৬৯৩৪

মনির
৩৬৯৩৫

ফাহিম
৩৬৯৩৮

তানভীর
৩৬৯৩৯

রিয়াজ
৩৬৯৪০

সোহাগ
৩৬৯৪১

ফারহান
৩৬৯৪৩

আল আমিন
৩৬৯৪৪

নয়ন
৩৬৯৪৫

হাসনাত
৩৬৯৪৬

মেহেদী
৩৬৯৪৭

সাজিদ
৩৬৯৪৮

রাব্বি
৩৬৯৫০

ফয়সাল
৩৬৯৫১

একরামুল
৩৬৯৫২

নাঈম
৩৬৯৫৩

ফারদিন
৩৬৯৫৪

রাকিব
৩৬৯৫৫

রনি
৩৬৯৫৬

নাঈম
৩৬৯৫৭

সাঈম
৩৬৯৫৮

সোহান
৩৬৯৫৯

শাহারিয়ার
৩৬৯৬০

পলাশ
৩৬৯৬১

আতিক
৩৬৯৬৩

বাধন
৩৬৯৬৪

বনি
৩৬৯৬৫

ইয়াসিন
৩৬৯৬৬

সাকিব
৩৬৯৬৭

সাহাব
৩৬৯৬৮

ইমরান
৩৬৯৬৯

উজ্জ্বল
৩৬৯৭০

আল-আমিন
৩৬৯৭১

ইফসুফ
৩৬৯৭২

আশিক
৩৬৯৭৩

সাইফুল
৩৬৯৭৪

মেহেদী
৩৬৯৭৫

ফয়সাল
৩৬৯৭৬

নওসাদ
৩৬৯৭৭

সাব্বির
৩৬৯৭৮

আফনান
৩৬৯৭৯

নাবিল
৩৬৯৮০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

নাহিদ
৩৬৯৮১

রুবাইয়াত
৩৬৯৮২

সুজয়
৩৬৯৮৩

আশিক
৩৬৯৮৪

মারুফ
৩৬৯৮৫

নুর-আলম
৩৬৯৮৬

শাহিদ
৩৬৯৮৮

সাফাত
৩৬৯৮৯

রিফাত
৩৬৯৯০

রানা
৩৬৯৯১

সাফফাত
৩৬৯৯২

মেহরাব
৩৬৯৯৩

মিসবাহ
৩৬৯৯৪

শ্রেষ্ঠ
৩৬৯৯৫

ইমন
৩৬৯৯৬

শাহরিয়ার
৩৬৯৯৭

জয়
৩৬৯৯৮

রাসেল
৩৬৯৯৯

জিসান
৩৭০০০

সাব্বির
৩৭০০১

হৃদয়
৩৭০০২

অনিরুদ্ধ
৩৭০০৩

তানজীন
৩৭০০৪

অমিয়
৩৭০০৫

অরিন
৩৭০০৬

আলভী
৩৭০০৭

রাকিব
৩৭০০৮

রবিউল
৩৭০০৯

ইমাদ
৩৭০১০

ইমন
৩৭০১১

সুমন
৩৭০১২

মিরাজ
৩৭০১৩

নয়ন
৩৭০১৪

সাজ্জাদ
৩৭০১৫

ইয়ামিন
৩৭০১৬

রাফি
৩৭০১৭

নাইমুর
৩৭০১৮

পলাশ
৩৭০১৯

সৌরভ
৩৭০২০

সাফাত
৩৭০২১

আলম
৩৭০২২

মাঈনুল
৩৭০২৪

আরিফ
৩৭০২৫

নাহিয়ান
৩৭০২৬

সজিব
৩৭০২৮

মোফাজ্জল
৩৭০২৯

রাফি
৩৭০৩১

শোয়াইব
৩৭০৩২

শান্ত
৩৭০৩৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সাম্মান
৩৭০৩৪

মাহি
৩৭০৩৫

মাহবুব
৩৭০৩৬

সজিব
৩৭০৩৭

ইমু
৩৭০৩৮

আমিন
৩৭০৩৯

সানি
৩৭০৪০

উমর
৩৭০৪১

তাজরিয়ান
৩৭০৪২

রাজ্জাক
৩৭০৪৩

রবিন
৩৭০৪৪

সাজিদ
৩৭০৪৫

রাব্বি
৩৭০৪৭

আমিনুর
৩৭০৪৮

আবির
৩৭০৪৯

ফারুক
৩৭০৫০

আরিফ
৩৭০৫১

মেহেদী
৩৭০৫২

তামিম
৩৭০৫৩

নিউটন
৩৭০৫৪

সাজিদ
৩৭০৫৫

সাহিদ
৩৭০৫৬

আতাউর
৩৭০৫৭

আবীর
৩৭০৫৮

মেহেদী
৩৭০৫৯

ফরহাদ
৩৭০৬০

পলাশ
৩৭০৬১

নাহিদ
৩৭০৬২

ফয়সাল
৩৭০৬৩

শাহরিয়ার
৩৭০৬৪

শাহরিয়ার
৩৭০৬৫

নাঈম
৩৭০৬৬

শাকিল
৩৭০৬৭

সোহান
৩৭০৬৮

শ্রাবন
৩৭০৬৯

সামিউল
৩৭০৭০

হৃদয়
৩৭০৭১

রাব্বী
৩৭০৭২

নাঈম
৩৭০৭৩

ইয়াসিন
৩৭০৭৪

সামি
৩৭০৭৫

শহীদুল
৩৭০৭৬

দিহান
৩৭০৭৮

তানভীর
৩৭০৭৯

লাবিব
৩৭০৮০

রাজ
৩৭০৮১

তন্ময়
৩৭০৮২

ফয়সাল
৩৭০৮৩

শিহাব
৩৭০৮৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

বায়েজিদ
৩৭০৮৫

মুনিম
৩৭০৮৬

জীবন
৩৭০৮৮

আহমেদ
৩৭০৮৯

জিহাদ
৩৭০৯০

মেহেদী
৩৭০৯১

হোসাইন
৩৭০৯২

আল-আমিন
৩৭০৯৩

জিলহাজ
৩৭০৯৪

ফুয়াদ
৩৭০৯৫

আকাশ
৩৭০৯৬

নাবিদ
৩৭০৯৭

আকিব
৩৭০৯৮

অমিক
৩৭০৯৯

জিয়েল
৩৭১০০

মেহেদী
৩৭১০১

হাসিব
৩৭১০২

সাকিব
৩৭১০৩

সিফাত
৩৭১০৪

রাহাত
৩৭১০৫

গাফ্ফার
৩৭১০৬

মাহমুদ
৩৭১০৭

নাহিদ
৩৭১০৮

রোমান
৩৭১০৯

নিলয়
৩৭১১০

রাতুল
৩৭১১১

রানা
৩৭১১২

সুমন
৩৭১১৩

ত্বহা
৩৭১১৪

আসিফ
৩৭১১৫

অভিক
৩৭১১৬

নাজমুল
৩৭১১৭

সাইফ
৩৭১১৮

আরবিল
৩৭১১৯

রনি
৩৭১২০

পল্লব
৩৭১২১

আমির
৩৭১২২

মুশফিকুর
৩৭১২৩

ইয়াছিন
৩৭১২৪

গনি
৩৭১২৫

তামিম
৩৭১২৬

নাহিদ
৩৭১২৭

সাকিব
৩৭১২৮

সাকিব
৩৭১২৯

জয়
৩৭১৩০

সামসুল
৩৭১৩১

জয়
৩৭১৩২

মুশফিকুর
৩৭১৩৪

সাকিব
৩৭১৩৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ইয়াছিন
৩৭১৩৬

সাদমান
৩৭১৩৭

হাসান
৩৭১৩৮

অভি
৩৭১৩৯

রিদম
৩৭১৪০

রেদোয়ান
৩৭১৪২

নুরুজ্জামান
৩৭১৪৩

অনিক
৩৭১৪৪

সাব্বির
৩৭১৪৫

সোয়াদ
৩৭১৪৬

জয়
৩৭১৪৮

মহিদুল
৩৭১৪৯

হৃদয়
৩৭১৫০

আরমান
৩৭১৫১

আরিফ
৩৭১৫২

তানভীর
৩৭১৫৩

শাকিব
৩৭১৫৪

রিদান
৩৭১৫৫

আমির
৩৭১৫৬

পাভেল
৩৭১৫৭

তাহসিন
৩৭১৫৯

শামীম
৩৭১৬০

ইমন
৩৭১৬১

জামিল
৩৭১৬২

সৌমেন
৩৭১৬৩

তাসিন
৩৭১৬৪

সাওন
৩৭১৬৫

আশরাফুল
৩৭১৬৬

নাহিয়ান
৩৭১৬৭

জামিল
৩৭১৬৮

রনি
৩৭১৬৯

তৌসিফ
৩৭১৭০

ইভান
৩৭১৭১

শান্ত
৩৭১৭২

সৈকত
৩৭১৭৩

প্রিন্স
৩৭১৭৪

আদনান
৩৭১৭৬

নাফিজ
৩৭১৭৭

শুভ
৩৭১৭৮

শাকিল
৩৭১৭৯

নওশাদ
৩৭১৮০

জাওয়াদ
৩৭১৮১

শান্ত
৩৭১৮২

মোহাইমেন
৩৭১৮৩

তানভীর
৩৭১৮৪

পারভেজ
৩৭১৮৫

নাহিন
৩৭১৮৬

সৃজন
৩৭১৮৭

নাজমুল
৩৭১৮৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সিফাত
৩৭১৮৯

নাসির
৩৭১৯০

রিয়াল
৩৭১৯২

মুন্না
৩৭১৯৩

আলভী
৩৭১৯৪

সুফিয়ান
৩৭১৯৫

জুবায়েল
৩৭১৯৬

সাখাওয়াত
৩৭১৯৭

শিশির
৩৭১৯৮

পিয়াল
৩৭১৯৯

সাফায়াত
৩৭২০০

পারভেজ
৩৭২০১

নিয়ন
৩৭২০২

রাশেদ
৩৭২০৩

তাওহীদ
৩৭২০৪

নাসির
৩৭২০৫

সিফাত
৩৭২০৬

মোস্তাকিম
৩৭২০৭

নাঈম
৩৭২০৮

হাসান
৩৭২০৯

আশিক
৩৭২১০

মাহিন
৩৭২১১

রতন
৩৭২১৩

তানভীর
৩৭২১৪

নাজমুল
৩৭২১৫

ওয়াসিফ
৩৭২১৬

শরিফুল
৩৭২১৭

দীপেন
৩৭২১৮

শুভ
৩৭২১৯

জন
৩৭২২০

জয়
৩৭২২১

নাইম
৩৭২২২

মাঈন
৩৭২২৪

শাকিল
৩৭২২৫

রাব্বী
৩৭২২৬

নাঈম
৩৭২২৭

সাজিদ
৩৭২২৮

সাবিদ
৩৭২২৯

স্বর্ণ
৩৭২৩০

ইমরান
৩৭২৩১

সাজিদ
৩৭২৩২

মাহমুদুর
৩৭২৩৩

শুভ
৩৭২৩৪

রাহিদ
৩৭২৩৫

মেহেদী
৩৭২৩৬

তাসফিক
৩৭২৩৭

মাহাবুব
৩৭২৩৮

মোবারক
৩৭২৩৯

আলম
৩৭২৪০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

শুভ
৩৭২৪২

রিন্টু
৩৭২৪৩

মনসুর
৩৭২৪৪

নাছের
৩৭২৪৫

নোমান
৩৭২৪৬

শামীম
৩৭২৪৭

শান্ত
৩৭২৪৮

হৃদয়
৩৭২৪৯

আশরাফুল
৩৭২৫০

সাফোয়ান
৩৭২৫১

রিমন
৩৭২৫৩

আশিক
৩৭২৫৪

সিয়াম
৩৭২৫৮

বিল্লাল
৩৭২৫৯

রাফায়েত
৩৭২৬০

মামুন
৩৭২৬১

মাহমুদুর
৩৭২৬২

রিয়াদ
৩৭২৬৩

ওয়াসিম
৩৭২৬৪

উদয়
৩৭২৬৫

নাজমুল
৩৭২৬৬

ইসতিয়াক
৩৭২৬৭

রাহাত
৩৭২৬৮

হোসাইন
৩৭২৬৯

আরমান
৩৭২৭০

রাব্বি
৩৭২৭১

রানা
৩৭২৭২

শাহাদাৎ
৩৭২৭৩

রিফাত
৩৭২৭৪

আবেদ
৩৭২৭৫

তন্ময়
৩৭২৭৬

রাকিব
৩৭২৭৭

প্রান্ত
৩৭২৭৮

হিমু
৩৭২৭৯

তানভীর
৩৭২৮০

সামী
৩৭২৮১

মেহেদী
৩৭২৮৩

ইমরান
৩৭২৮৪

ইসমাইল
৩৭২৮৫

তূর্য্য
৩৭২৮৬

জিসান
৩৭২৮৭

আশিক
৩৭২৮৮

রবি
৩৭২৯০

সেজান
৩৭২৯১

মিনহাজ
৩৭২৯২

মঈন
৩৭২৯৪

মাহাবুব
৩৭২৯৫

ইয়াসিন
৩৭২৯৬

রবিউল
৩৭২৯৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ইফতি
৩৭২৯৮

সাফায়েত
৩৭২৯৯

রাগবী
৩৭৩০০

ফাহাদ
৩৭৩০১

উদয়
৩৭৩০২

সাদমান
৩৭৩০৩

সোহেব
৩৭৩০৪

লতিফ
৩৭৩০৫

রায়হান
৩৭৩০৬

প্রসাদ
৩৭৩০৭

ফুয়াদ
৩৭৩০৮

মাহফুজ
৩৭৩০৯

মাজহারুল
৩৭৩১০

হৃদয়
৩৭৩১১

সাকিবুল
৩৭৩১২

হৃদয়
৩৭৩১৩

আল আমিন
৩৭৩১৪

ইফতি
৩৭৩১৬

আহাদ
৩৭৩১৮

শাওন
৩৭৩২০

তানহা
৩৭৩২১

তানজিদ
৩৭৩২২

নাদিম
৩৭৩২৩

শাহাদাত
৩৭৩২৪

হিমেল
৩৭৩২৬

ফারদিন
৩৭৩২৭

ইমাম
৩৭৩২৮

রিয়াদ
৩৭৩২৯

রনি
৩৭৩৩০

আফজাল
৩৭৩৩১

রিফায়েত
৩৭৩৩২

রাব্বি
৩৭৩৩৩

ফাহাদ
৩৭৩৩৪

অরিফ
৩৭৩৩৫

ফাহিম
৩৭৩৩৬

মিলন
৩৭৩৩৭

নাহিদ
৩৭৩৩৮

আজগর
৩৭৩৩৯

আসমুর
৩৭৩৪০

তাসফিক
৩৭৩৪১

রাসেল
৩৭৩৪২

শাহাদাত
৩৭৩৪৩

মাহাদী
৩৭৩৪৪

মোঃ ইমন
৩৭৩৪৫

ওসমান
৩৭৩৪৬

অভি
৩৭৩৪৭

মনিম
৩৭৩৪৮

তানিম
৩৭৩৪৯

শামীম
৩৭৩৫০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রিফাত
৩৭৩৫১

নাঈম
৩৭৩৫২

আতিক
৩৭৩৫৩

সাজ্জাদ
৩৭৩৫৪

উদয়
৩৭৩৫৫

অর্নব
৩৭৩৫৬

রবিন
৩৭৩৫৭

হাসিব
৩৭৩৫৮

এনামুল
৩৭৩৫৯

লালন
৩৭৩৬০

মোফাসসেল
৩৭৩৬১

রবিন
৩৭৩৬২

জাহিদ
৩৭৩৬৩

মেহেরাজ
৩৭৩৬৪

রাকিবুল
৩৭৩৬৫

মাহমুদ
৩৭৩৬৬

সায়েম
৩৭৩৬৭

ইমতিয়াজ
৩৭৩৬৮

নুর
৩৭৩৭০

হিমেল
৩৭৩৭১

এ্যারান
৩৭৩৭২

রেজাউল
৩৭৩৭৩

রিফাত
৩৭৩৭৫

ফাহিম
৩৭৩৭৭

তনয়
৩৭৩৭৮

শিশির
৩৭৩৭৯

সাকিব
৩৭৩৮০

রবিন
৩৭৩৮১

রিফাত
৩৭৩৮২

গালিব
৩৭৩৮৩

রাব্বি
৩৭৩৮৫

ইউলাদ
৩৭৩৮৬

অন্তর
৩৭৩৮৭

শামছুল
৩৭৩৮৮

সিয়াম
৩৭৩৮৯

মেহেদি
৩৭৩৯০

মুরাদ
৩৭৩৯১

সাব্বির
৩৭৩৯২

হামজা
৩৭৩৯৩

সালমান
৩৭৩৯৪

জাদীদ
৩৭৩৯৫

মিঠু
৩৭৩৯৬

সাজ্জাত
৩৭৩৯৭

রাজু
৩৭৩৯৮

ইমদাদুল
৩৭৩৯৯

ফয়সাল
৩৭৪০০

সায়মন
৩৭৪০১

হুমায়ুন
৩৭৪০২

রিজভী
৩৭৪০৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

নাঈম
৩৭৪০৪

মনন
৩৭৪০৫

শুভ
৩৭৪০৭

জুয়েল
৩৭৪০৯

ফাহাদ
৩৭৪১০

সাকলাইন
৩৭৪১১

ফয়সাল
৩৭৪১২

ইজাজ
৩৭৪১৩

মিলন
৩৭৪১৫

রিশাদ
৩৭৪১৬

রাব্বি
৩৭৪১৭

তাহসিনুল
৩৭৪১৮

হৃদয়
৩৭৪১৯

মাকসুদুল
৩৭৪২১

আকাশ
৩৭৪২২

পার্থ
৩৭৪২৩

সজিব
৩৭৪২৪

রবি
৩৭৪২৫

নাভিদ
৩৭৪২৬

তানভীর
৩৭৪২৭

খালিদ
৩৭৪২৯

আবিদ
৩৭৪৩০

সরফরাজ
৩৭৪৩১

হাসিব
৩৭৪৩২

নাজিব
৩৭৪৩৩

নওশাদ
৩৭৪৩৪

রাহাত
৩৭৪৩৫

আলিফ
৩৭৪৩৬

সাইফুল
৩৭৪৩৭

অমিত
৩৭৪৩৮

আমির
৩৭৪৩৯

নাঈমুল
৩৭৪৪০

জয়
৩৭৪৪১

রাব্বি
৩৭৪৪২

শাহাদাত
৩৭৪৪৩

ফাহিম
৩৭৪৪৪

মাহির
৩৭৪৪৫

ইয়াছিন
৩৭৪৪৬

সাজিদ
৩৭৪৪৮

কাউসার
৩৭৪৪৯

সোহেল
৩৭৪৫০

আরিফ
৩৭৪৫১

সুলতান
৩৭৪৫২

সাকিব
৩৭৪৫৩

মিনহাজ
৩৭৪৫৪

বাদশাহ
৩৭৪৫৫

সাকিব
৩৭৪৫৬

মিশু
৩৭৪৫৭

ফাহিম
৩৭৪৫৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রাব্বি
৩৭৪৫৯

দিপন
৩৭৪৬০

রীজওয়ান
৩৭৪৬১

জাহিদ
৩৭৪৬২

সাদমান
৩৭৪৬৩

তানিম
৩৭৪৬৪

তানভীর
৩৭৪৬৫

নাঈম
৩৭৪৬৬

সৌমিক
৩৭৪৬৮

নাফিজ
৩৭৪৬৯

সাইফুল
৩৭৪৭০

সাকিব
৩৭৪৭১

সুব্রত
৩৭৪৭২

অনিক
৩৭৪৭৩

হোসেন
৩৭৪৭৪

দিপু
৩৭৪৭৫

সুমন
৩৭৪৭৬

ফাহাদ
৩৭৪৭৭

ধ্রুব
৩৭৪৭৯

রাফসান
৩৭৪৮০

রোমান
৩৭৪৮১

আশরাফুল
৩৭৪৮২

আরিফ
৩৭৪৮৩

রাকিব
৩৭৪৮৪

শাহরিয়ার
৩৭৪৮৬

আশিকুল
৩৭৪৮৭

জুয়েল
৩৭৪৮৮

উদয়
৩৭৪৮৯

আশিক
৩৭৪৯১

সিফাত
৩৭৪৯৩

সামির
৩৭৪৯৪

মানিক
৩৭৪৯৫

রবিন
৩৭৪৯৬

হৃদয়
৩৭৪৯৮

পুষণ
৩৭৪৯৯

ইমরান খান
৩৭৫০০

রানা
৩৭৫০২

আবির
৩৭৫০৩

আফতাব
৩৭৫০৫

ফাহাদ
৩৭৫০৬

মোত্তাকিন
৩৭৫০৭

সাদ
৩৭৫০৮

মাসিয়াত
৩৭৫০৯

সিয়াম
৩৭৫১০

তানভীর
৩৭৫১১

ফাহাদ
৩৭৫১৩

রাকিবুল
৩৭৫১৫

সজল
৩৭৫১৬

রাহাত
৩৭৫১৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ফয়সাল
৩৭৫১৮

সামন্ত
৩৭৫২০

তারেক
৩৭৫২১

আজমাইন
৩৭৫২২

মোফাজ্জল
৩৭৫২৩

ইমাম
৩৭৫২৪

মাশরুক
৩৭৫২৫

ফাহিম
৩৭৫২৬

হিমেল
৩৭৫২৭

নবীন
৩৭৫২৮

তপু
৩৭৫২৯

ফয়সাল
৩৭৫৩১

শাকিল
৩৭৫৩২

ওয়াসিফ
৩৭৫৩৩

সাইফুল
৩৭৫৩৪

হাসান
৩৭৫৩৫

জিহাদ
৩৭৫৩৬

রায়হান
৩৭৫৩৯

তাজবিউল
৩৭৫৪০

নোমান
৩৭৫৪১

সায়মন
৩৭৫৪২

ইমরান
৩৭৫৪৩

নিলয়
৩৭৫৪৪

সাদিকুল
৩৭৫৪৫

মাজহারুল
৩৭৫৪৭

সুমিত
৩৭৫৪৮

আরিফ
৩৭৫৫০

নিলয়
৩৭৫৫১

জাকারিয়া
৩৭৫৫২

সিয়াম
৩৭৫৫৩

আল-আমিন
৩৭৫৫৪

শরীফ
৩৭৫৫৫

ইরফান
৩৭৫৫৬

মাহবুব
৩৭৫৫৮

সাইফুদ্দীন
৩৭৫৫৯

আফজাল
৩৭৫৬০

বাঁধন
৩৭৫৬১

শাকিল
৩৭৫৬২

আরিফ
৩৭৫৬৩

মামুন
৩৭৫৬৪

তাপস
৩৭৫৬৫

অমি
৩৭৫৬৬

শাহারিয়ার
৩৭৫৬৭

নাহিয়ান
৩৭৫৬৮

শাকিল
৩৭৫৬৯

আজমাইন
৩৭৫৭০

মাছুম
৩৭৫৭১

লাফি
৩৭৫৭২

আল-আমীন
৩৭৫৭৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

শাহরিয়ার
৩৭৫৭৪

সাদমান
৩৭৫৭৫

ওয়াহিদ
৩৭৫৭৬

সিয়াম
৩৭৫৭৭

মোশারফ
৩৭৫৭৮

অনিক
৩৭৫৭৯

রাজু
৩৭৫৮০

আশিক
৩৭৫৮১

মিন হাজ
৩৭৫৮২

রাছমীম
৩৭৫৮৩

তানভীর
৩৭৫৮৪

নিলভ
৩৭৫৮৫

আশিক
৩৭৫৮৬

ছালেকুর
৩৭৫৮৭

ওয়াহিদ
৩৭৫৮৯

তমাল
৩৭৫৯০

ওসমান
৩৭৫৯২

রাহীম
৩৭৫৯৩

ববি
৩৭৫৯৬

সাকিব
৩৭৫৯৭

ইসরাফিল
৩৭৫৯৮

জুয়েল
৩৭৫৯৯

কায়সার
৩৭৬০০

প্রগতি

২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

শিক্ষার্থী পরিচিতি
অনার্স ও মাস্টার্স

ইংরেজি বিভাগ

বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

নোমান
৫১১

মাসরুবা
৫১২

সাদিয়া
৫১৪

রহমত উলা
৫১৫

মিষ্টি
৫১৬

আনিকা
৫১৭

তারেক
৫১৮

মুরশেদ
৫১৯

সাজ্জাদুল
৫২০

ইব্রাহীম
৫২১

সপ্না
৫২২

মেহেদী
৫২৩

আকরাম
৫২৪

ফয়েজ
৫২৫

মিদুল
৫২৬

সাকিব
৫২৮

ওয়াহেদ
৫২৯

সৈকত
৫৩০

আশ্রাফ
৫৩২

নাকিবুর
৫৩৪

রোনিয়া
৫৩৬

নাঈম
৫৩৭

মাহফিজুর
৫৩৮

তানভীর
৫৩৯

হাকিম
৫৪০

সুমাইয়া
৫৪১

সফিক
৫৪৪

বাবু
৫৪৫

ছাদিকুর
৫৪৭

মাহমুদ
৫৪৮

নোভেল
৫৪৯

নাজিয়া
৫৫০

আযম
৫৫১

মেহেদী
৫৫৪

নাহিদ
৫৫৫

তালহা
৫৫৮

রিফাত
৫৫৯

হাসান
৫৬০

জুবায়ের
৫৬২

নীলিম
৫৬৩

রাইসা
৫৬৪

সাচিবুর
৫৬৫

বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সাদিয়া
৫৬৭

শাকিবুল
৫৬৮

আলো
৫৬৯

আবতাবুর
৫৭১

রওনক
৫৭৩

শাওন
৫৭৫

সায়েম
৫৭৬

রীমা
৫৭৭

ইমরান
৫৭২

বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

প্রমি
৪৫৩

তানজিলা
৪৫৪

মামুন
৪৫৫

লিমন
৪৫৬

হ্যারিক
৪৫৭

শাম্মি
৪৫৮

বকুল
৪৬০

শাহানা
৪৬১

জেনিফার
৪৬২

সুলতানা
৪৬৪

জাহিদুল
৪৬৫

তরিকুল
৪৬৭

আসাদুল
৪৬৮

শামীমা
৪৭০

মেহেদী
৪৭২

অপু
৪৭৩

আসাদুজ্জামান
৪৭৪

রাজ্জাক
৪৭৫

আতিকুজ্জামান
৪৭৬

আফসানা
৪৭৭

পারভেজ
৪৭৮

হোসাইন
৪৭৯

অর্ণিবান
৪৮০

সজল
৪৮১

ফয়সাল
৪৮২

সুশীল
৪৮৪

অরিন্দম
৪৯১

আব্দুল্লাহ
৪৯৩

বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

নোমান
৪৯৪

মুরাদ
৪৯৫

অপু
৪৯৯

সবুজ
৫০০

সানাউল
৫০২

মেহেদী
৫০৩

শাহরিয়ার
৫০৫

ওমর
৫০৮

শুভ
৫১০

মৌরী
৫১০ (A)

বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রুবাইয়া
৪৪৪

শারমিন
৪৪৫

সুমাইয়া
৪৪৬

মেহনাজ
৪৪৭

ঊর্মি
৪৪৮

স্বর্ণা
৪৪৯

ঐশী
৪৫০

ফৌজিয়া
৪৫১

বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নওরীন
৪৩৭

ঐশী
৪৪১

বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

মাজেদা
৪২৩

মিজানুর
৪২৪

মুঈদ
৪২৫

নুজহাত
৪২৬

রাহনুমা
৪২৮

জান্নাত
৪২৯

সানজিদা
৪৩০

খালেক
৪৩১

মুক্তা
৪৩২

ঝুটন
৪৩৩

আফরানা
৪৩৫

মাহমুদুল
৪৩৬

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

ইশরাক
১১৬৬

মুনতাসির
১১৬৮

মেহনাজ
১১৬৯

মাহামুদুল
১১৭০

সাকিব
১১৭২

সাবিহা
১১৭৩

তাসলিমা
১১৭৪

অনুপ
১১৭৯

রিয়া
১১৮০

রব
১১৮১

রিফা
১১৮২

আরমান
১১৮৩

মাসুমা
১১৮৪

মোরশেদ
১১৮৫

সিদরাতুল
১১৮৬

ফারজানা
১১৮৭

রবিউল
১১৮৮

শাহেদ
১১৯২

মাহমুদ
১১৯৩

সুলতানা
১১৯৪

মুন্ড়ি
১১৯৫

তানজিলা
১১৯৬

বখতিয়ার
১১৯৭

মোসলেহ
১১৯৮

নিপন
১২০০

স্মৃতি
১২০২

জাহিদ
১২০৩

তৌহিদা
১২০৫

রনি
১২০৬

গোলাম আলী
১২০৯

হাবিবুর
১২১১

সাঈদি
১২১২

মুশফিকা
১২১৪

সোমা
১২১৬

রকিবুল
১২১৭

আখি
১২১৯

মেহেদী
১২২০

সেলিম
১২২১

আসিফ
১২২২

ফারিয়া
১২২৩

তুষি
১২২৪

ওমর
১২২৫

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রুহিন
১২২৬

আপন
১২২৭

ইফতি
১২২৮

খালিদ
১২২৯

আব্দুলা
১২৩০

সানজিদ
১২৩১

মাহমুদুল
১২৩২

রেশমী
১২৩৩

জাহিদ
১২৩৪

জুবায়ের
১২৩৫

ইদ্রিস
১২৩৬

সাখাওয়াত
১২৩৭

নূর আলম
১২৩৮

মরিয়ম
১১৩১

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আল-আমিন
১০৪৬

মাইনুল
১০৫১

আয়শা
১০৬৭

সুলতান
১০৭০

পলাশ
১০৭৩

মাহমুদুর
১০৭৪

নূরজাহান
১০৯৭

তৃষ্ণা
১০৯৮

সুমাইয়া
১০৯৯

আফসানা
১১০০

নাযাহ্
১১০১

সুলতানা
১১০২

তামান্না
১১০৩

ফারহানা
১১০৪

তাবাছ্ছুম
১১০৫

নুরুন্নাহার
১১০৬

ফিরোজ
১১০৯

সোহানুর
১১১০

রাজু
১১১১

মোশারফ
১১১৩

রাবেয়া
১১১৭

সাখাওয়াত
১১১৮

জাবেদ
১১১৯

কাণিজ
১১২০

মেহেদী
১১২২

সোহাগ
১১২৩

পিংকি
১১২৫

পারভেজ
১১২৬

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তানজিলা
১১২৭

নাদিম
১১২৯

নজরুল
১১৩০

রহিম
১১৩২

শাকিলা
১১৩৪

আতাউর
১১৩৫

শাহিন
১১৩৬

রমজান
১১৩৭

অদিতি
১১৩৯

রকিবুল
১১৪৩

আল আমিন
১১৪৪

শাহাদাত
১১৪৬

রশিদ
১১৪৭

জাফর
১১৪৮

মোয়াজ্জেম
১১৪৯

প্রসেন জীৎ
১১৫২

আল আমিন
১১৫৩

সায়েদ
১১৫৫

মিমি
১১৫৭

মাহিম
১১৬০

তানভীর
১১৬১

নাদিম
১১৬৫

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

তামান্না
১০৪৩

মৌসুমী
১০৪৪

সামিয়া
১০৪৭

মাহফুজা
১০৪৮

সাকিল
১০৫২

রুম্মান
১০৫৮

আশরাফুল
১০৫৯

মেহেদী
১০৬০

ফারজানা
১০৬১

বৃষ্টি
১০৬২

মারিয়া
১০৬৩

নাজমুল
১০৭৯

রফিকুল
১০৮০

ফারুক
১০৮২

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

তানবীর
১০৮৪

বাধন
১০৮৫

নাসির
১০৮৬

রিফাত
১০৮৭

বেল্লাল
১০৮৮

শিমুল
১০৮৯

ইমরান
১০৯৪

তাহসিন
১০৯৬

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

তানজিদা
১০০১

সানজিদা
১০০২

আজিজুল
১০০৫

গিয়াস
১০০৬

নাদিম
১০০৭

ইশরাত
১০০৮

মাজহারুল
১০০৯

একরাম
১০১২

মাসুদ
১০১৪

মুনতাসির
১০১৬

তাজিমুল
১০১৭

নাছিরুল
১০২০

তানভীর
১০২১

শাহরিয়ার
১০২৩

তানজির
১০২৬

হৃদয়
১০৩০

মাহমুদুর
১০৩১

নাদিয়া
১০৩৭

হাদিস
১০৩৮

জাহিদুল
১০৪০

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

মিতা
৯২৮

সালেহা
৯২৯

আয়েশা
৯৩০

সীমা
৯৩১

সুলতানা
৯৩৩

তিশা
৯৩৪

তৃষ্ণা
৯৩৫

ফারহানা
৯৩৭

আজমেরী
৯৩৮

খালেদ
৯৪১

আরাফাত
৯৪২

বোরহান
৯৪৩

হাসিবুল
৯৪৪

নাজমুল
৯৪৫

সানভী
৯৪৬

রাসেল
৯৪৮

ইফতেখারুল
৯৫১

সানোয়ার
৯৫২

জনিয়ন
৯৫৩

সজল
৯৫৪

প্রশান্ত
৯৫৫

আল আমিন
৯৫৬

নুরজাহান
৯৫৭

নিশাত
৯৫৮

শারমিন
৯৬০

মিয়াদ
৯৬৪

ফয়েজ
৯৬৫

আসমা
৯৬৬

আল ফারাবি
৯৬৮

আরিফ
৯৬৯

মারিহা
৯৭১

আরিফ
৯৭২

তানিয়া
৯৭৩

এনিমা
৯৭৪

শামসুল
৯৭৮

জুয়েল রানা
৯৮১

জুয়েল খান
৯৮২

কামাল
৯৮৩

মেহেদী
৯৮৫

রাসেল
৯৮৬

রাশেদুজ্জামান
৯৮৭

মিঠুন
৯৮৮

দয়াময়
৯৭৯

কামরুল
৯৮০

অমিত
৯৯১

আলমগীর
৯৯৫

রাশেদ
৯৯৭

সাইফুল
৯৯৮

এম বি এ, শেষ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

মোস্তাফিজুর
৩৪৬

বিপাশা
৩৪৭

নিশা
৩৪৮

মিতু
৩৪৯

মলি
৩৫০

সুলতানা
৩৫১

নুসরাত
৩৫২

দিদারুল
৩৫৩

রায়হান
৩৫৪

জয়নাল
৩৫৫

সুরাইয়া
৩৫৬

সৌরভ
৩৫৮

অচিন্ত
৩৫৯

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

লিমা
১৩৪৯

তাবিয়া
১৩৫০

ফারিয়া
১৩৫১

তৌফিক
১৩৫২

মারুফ
১৩৫৩

শিশির
১৩৫৪

শম্পা
১৩৫৫

আকাশ
১৩৫৬

নাহিদ
১৩৫৭

নাকিব
১৩৫৮

ধ্রুব
১৩৬০

সব্যসাচী
১৩৬১

কৌশিক
১৩৬২

খালেদ
১৩৬৩

সাবরিনা
১৩৬৪

কানিজ
১৩৬৫

জুবায়ের
১৩৬৬

আবির
১৩৬৭

হাসান
১৩৬৮

আনিকা
১৩৬৯

রোকসানা
১৩৭০

সবুজ
১৩৭১

সামিনা
১৩৭২

রেদওয়ান
১৩৭৩

সুমাইয়া
১৩৭৪

আরমান
১৩৭৬

আসিফ
১৩৭৭

আতিক
১৩৭৮

মেহজাবিন
১৩৭৯

রাকিব
১৩৮০

জাহিদুল
১৩৮১

শাহাদাত
১৩৮২

শিপলু
১৩৮৪

সাফিন
১৩৮৫

আফসানা
১৩৮৮

রিফাত
১৩৮৯

মাহমুদা
১৩৯০

রুমকি
১৩৯১

স্বরলিপি
১৩৯২

রাফতি
১৩৯৩

মুক্তা
১৩৯৪

আরাফাত
১৩৯৫

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তামান্না
১৩৯৬

শাওন
১৩৯৮

নজরুল
১৪০০

সোহান
১৪০১

সারোয়ার
১৪০২

আসাদুজ্জামান
১৪০৪

শাওন
১৪০৫

আকরার
১৪০৬

আফরোজা
১৪০৭

শুভ
১৪০৮

সাবরিনা
১৪০৯

কিবরিয়া
১৪১০

জামিল
১৪১১

শাহাদাত
১৪১২

আকরাম
১৪১৩

রোজা
১৪১৫

মারুফা
১৪১৮

সানী
১৪১৯

মাহিমা
১৪২০

সোহাগ
১৪২১

মিনহাজুর
১৪২২

সাখাওয়াত
১৪২৩

শাহ আলম
১৪২৫

ফাহিম
১৪২৬

ইউসুফ
১৪২৭

গোলাম রসুল
১৪২৮

হাবিবুর
১৪২৯

মুন্না
১৪৩১

সৈকত
১৪৩৩

ফাতেমা
১৪৩৪

তমাল
১৪৩৫

মিলাদুন্নবী
১৪৩৬

ফারিয়া
১২৭২

মেহেদী
১৩৩৮

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মৌ
১২৬১

শিশু
১২৬২

জাকিয়া
১২৬৩

মাহবুবা
১২৬৪

ঝুমা
১২৬৫

মাশরিয়া
১২৬৬

রুবি
১২৬৭

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

শিরিন
১২৬৮

প্রত্যাশা
১২৬৯

কানিজ
১২৭০

অন্তু
১২৭১

হালিমা
১২৭৩

রুমেলী
১২৭৪

সায়মা
১২৭৫

সাদিয়া
১২৭৭

অনন্যা
১২৭৮

মুনজিলা
১২৭৯

সুরমা
১২৮০

মুঈন
১২৮১

তরিকুল
১২৮২

নিলয়
১২৮৩

মুহিদ
১২৮৪

আল আমিন
১২৮৫

মাহফুজুল
১২৮৬

ফারহান
১২৮৭

জিসান
১২৯২

বাবু
১২৯৪

রিয়ান
১২৯৫

রাব্বি
১২৯৬

নাবির
১২৯৭

মিজানুর
১২৯৯

বলয়
১৩০০

জাহিদ
১৩০১

আফজাল
১৩০৪

নাফিজ
১৩০৫

তরিকুল
১৩০৬

জীবন
১৩০৭

পার্থ
১৩০৯

সদয়
১৩১০

রাব্বানি
১৩১১

আমিনুল
১৩১২

সেলিম
১৩১৫

আরিফ
১৩১৬

কেয়া
১৩১৯

ইলা
১৩২০

সোনিয়া
১৩২২

আরিফুজ্জামান
১৩২৩

রাকিবুল
১৩২৪

রিয়ান
১৩২৫

খোরশেদ
১৩২৬

তৃষা
১৩২৮

মোনাজুল
১৩৩৩

স্বজন
১৩৩৪

কাদের
১৩৩৬

কেয়া
১৩৪০

হাসানাত
১৩৪২

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

বাবুল
১৩৪৪

আফসানা
১৩৪৫

আকতার
১৩৪৬

ফাহিম
১৩৪৭

আফসানা
১১৯০

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

ফাতেমা
১১৮৭

আফিয়া
১১৮৮

সাবরিনা
১১৮৯

সোমা
১১৯১

জান্নাতুল
১১৯২

সায়মা
১১৯৪

অনিকা
১১৯৬

তানজিলা
১১৯৭

শ্যামলী
১১৯৯

মার্জিয়া
১২০০

শায়লা
১২০২

সানজিদা
১২০৫

কাওসার
১২০৭

হৃদয়
১২০৮

তৌফাতুন
১২০৯

ওমরফারুক
১২১০

রাব্বি
১২১১

শাওন
১২১২

সাজ্জাদ
১২১৩

প্রণয়
১২১৮

ইমরান
১২১৯

সাজ্জাদ
১২২০

নাজমুল
১২২১

অমিত
১২২২

সাঈদ
১২২৩

নূর
১২২৪

মামুন
১২২৫

আরাফাত
১২২৬

সৈকত
১২২৭

অন্তু
১২২৮

তাশরীকুর
১২২৯

রুম্মান
১২৩০

রাশেদুল
১২৩১

জাহের
১২৩২

ফাহিম
১২৩৩

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

তৌহিদুল
১২৩৪

ফারদিন
১২৩৫

সাইমুন
১২৩৬

সায়েল
১২৩৭

নাজমুল
১২৩৮

হাসেম
১২৩৯

নারায়ণ
১২৪০

সীমান্ত
১২৪১

সজীব
১২৪২

মোস্তাইন
১২৪৩

নেহাল
১২৪৫

বেলায়েত
১২৪৬

রাকিব
১২৪৭

সাইদ
১২৪৯

বিল্লাল
১২৫০

রাজু
১২৫১

মুশফিকুর
১২৫২

কাদের
১২৫৪

ইমাম
১২৫৬

রাজিয়া
১২৫৭

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রাজিয়া
১১১০

ফারিয়া
১১১১

ইভা
১১১৩

আহরিন
১১১৪

তাহিরা
১১১৫

স্বর্ণা
১১১৬

অনন্যা
১১১৭

ফারিয়া
১১১৮

ফাইজা
১১১৯

আশা
১১২০

সাদিয়া
১১২৩

হাফিজা
১১২৪

শারমিন
১১২৫

সুবর্ণা
১১২৭

মাহফুজা
১১২৮

খুশবু
১১২৯

সখিনা
১১৩০

শবনম
১১৩১

রায়হানা
১১৩২

সানজিদা
১১৩৩

আনিছুর
১১৩৪

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

শরিফুল
১১৩৫

নাজমুল
১১৩৬

রকি
১১৩৭

শামিম
১১৩৯

রাসেল
১১৪০

আরিফ
১১৪২

আল-আমিন
১১৪৪

হাসানুজ্জামান
১১৪৭

সালাম
১১৪৮

নূর
১১৪৯

ইসমাইল
১১৫০

ইমরান
১১৫১

শাকিবুর
১১৫৪

রাব্বি
১১৫৫

রিপন
১১৫৬

বুলবুল
১১৫৭

আশরাফুল
১১৫৮

জোবায়ের
১১৫৯

হাসিবুর
১১৬০

আরিফ
১১৬৪

সোলেমান
১১৬৫

নূরুল
১১৬৬

আশরাফুল
১১৬৯

মারজান
১১৭০

ফয়সাল
১১৭১

শহিদুল
১১৭২

আরিফুল
১১৭৩

তাহমিনা
১১৭৪

রাফসান
১১৭৬

মোজাহিদ
১১৭৭

শাকিল
১১৭৮

দিপু
১১৮০

তানভীর
১১৮১

মারিয়া
১১৮৩

তাহলিমা
১১৮৪

জ্যোতি
১০২৪

রাহিমা
১০৩৩

রাহুল
১০৫১

জাহিদ
১০৬৮

রুবেল
১০৭৬

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

হাসি
১০২৩

তাহমিদা
১০২৫

পাপিয়া
১০২৬

ইসমা
১০২৭

আয়শা
১০২৮

জলি
১০৩০

ছালমা
১০৩১

আছমাউল
১০৩২

রুবাইয়া
১০৩৪

শাম্মী
১০৩৫

তন্বী
১০৩৬

মোহসেনা
১০৩৭

সুমাইয়া
১০৩৮

সোনিয়া
১০৪০

স্বর্ণা
১০৪১

মাহিনা
১০৪২

মনিকা
১০৪৪

সুভদ্রা
১০৪৬

দিপ্তী
১০৪৭

রাশেদুজ্জামান
১০৪৯

রাজন
১০৫০

সাজ্জাদ
১০৫২

মাহবুব
১০৫৩

কাওসার
১০৫৪

মেহেদী
১০৫৫

শরিফুল
১০৫৭

হাবিবুর
১০৫৯

জসীম
১০৬০

গৌতম
১০৬২

সাইদুর
১০৬৩

শাহনেওয়াজ
১০৬৪

ওসমান
১০৬৭

তুহিন
১০৬৯

রতন
১০৭০

মারুফ
১০৭১

হাসনাইন
১০৭২

কামরুল
১০৭৪

রিয়াদ
১০৭৮

মুশফিকুর
১০৮০

রিয়াদ
১০৮১

মাহমুদুল
১০৮২

সৌরভ
১০৮৩

বিজয়
১০৮৪

নবীন
১০৮৬

আল মামুন
১০৮৭

শামীম
১০৯১

শাহ্ আলম
১০৯২

মাছুম
১০৯৫

ফয়সাল
১০৯৬

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

হোসাইন
১০৯৯

আল মামুন
১১০১

কার্তিক
১১০৩

তানবিবুর
১১০৫

নুর আলী
১১০৮

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

সাথি
৪০৬

সানজিদা
৪০৭

আন্নি
৪০৮

জয়া
৪০৯

নিশাত
৪১০

রিথীলা
৪১১

হিরা
৪১২

রওশন
৪১৩

সোনিয়া
৪১৪

বাবু
৪১৫

সাবাহ
৪১৬

ওয়াসিম
৪১৭

জুই
৪১৮

সবুজ
৪১৯

জেপান
৪২০

মিতু
৪২১

অপু
৪২২

মৌ
৪২৩

মিজান
৪২৪

মুনমুন
৪২৫

মহিমা
৪২৬

লিপি
৪২৭

আফরোজা
৪২৮

ফারজানা
৪২৯

ফাহিম
৪৩০

নাসরিন
৪৩১

নরীন
৪৩২

সুমি
৪৩৩

মৌসুমি
৪৩৪

শুভ
৪৩৫

মার্কেটিং বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

লায়লা
১২১১

পুষ্প
১২১২

তানজিলা
১২১৩

ইমরান
১২১৪

মনিকা
১২১৬

সালেহা
১২১৭

জাকির
১২১৮

ফারজানা
১২১৯

ফারহানা
১২২০

সানজিদা
১২২১

ফারহানা
১২২২

নাজমুল
১২২৩

খালিদ
১২২৪

শাহিনুর
১২২৫

সানজানা
১২২৭

নাজমুল
১২২৮

আদনান
১২৩০

আদিত্য
১২৩১

ন্যাথী
১২৩৪

বৃষ্টি
১২৩৫

ফাতেমা
১২৩৬

রুমা
১২৩৭

নিশান
১২৩৮

রাব্বি
১২৩৯

রুমা
১২৪০

সাকিব
১২৪১

ছাব্বিরুল
১২৪৩

আবির
১২৪৪

জুবাইর
১২৪৫

আলমগীর
১২৪৬

শিফাইন
১২৪৭

তন্ময়
১২৪৮

ইমতিয়াজ
১২৫১

মামুন
১২৫২

নয়ন
১২৫৩

সাবিত
১২৫৫

ফাহাদ
১২৫৬

তন্ময়
১২৫৮

মমিন
১২৫৯

খাইরুল
১২৬০

তানজিনা
১২৬১

জাফর
১২৬২

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মুহিত
১২৬৩

আজিজ
১২৬৪

মতিয়া
১২৬৫

রাতুল
১২৬৬

মেহজাবিন
১২৬৭

নূরে আলম
১২৬৮

ইয়াছিন
১২৬৯

সেতু
১২৭০

আজিজুল
১২৭১

রফিক
১২৭২

দোলন
১২৭৩

সাকিব
১২৭৪

অমন
১২৭৫

আসমা
১২৭৬

সাদিয়া
১২৭৭

নুর
১২৭৮

নাফিজা
১২৭৯

রিয়াদ
১২৮০

জান্নাত
১২৮১

অপু
১২৮২

মানিক
১২৮৪

সাইফ
১২৮৫

আমিনুর
১২৮৬

আনোয়ার
১২৮৮

মরিয়ম
১২৮৯

ইমা
১২৯০

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তাসনিমা
১১৩০

তাহানিমা
১১৩১

মৌ
১১৩২

সামিয়া
১১৩৩

স্মৃতি
১১৩৪

রেশমা
১১৩৫

অমি
১১৩৬

সাদিয়া
১১৩৭

পারভেজ
১১৩৮

নাঈম
১১৩৯

আদনান
১১৪০

মিরাজ
১১৪১

বাসেত
১১৪২

মশিউর
১১৪৩

মুজিব
১১৪৪

নাহিদুর
১১৪৫

মাহাবুব
১১৫০

সুদিপ
১১৫১

বিজন
১১৫২

রাসেল
১১৫৩

সাব্বির
১১৫৪

শরীফ
১১৫৫

সজীব
১১৫৬

তুর্যয়
১১৫৭

সা-আদ
১১৫৮

আনোয়ারুল
১১৫৯

হাসিব
১১৬০

আরিফ
১১৬১

তৌকির
১১৬২

সাইফুল
১১৬৪

আফরোজা
১১৬৬

আশেক
১১৬৭

ফরহাদ
১১৬৮

সাথী
১১৬৯

মৌসুমী
১১৭১

সাঈদ
১১৭৭

মোস্তফা
১১৭৮

অর্ণব
১১৮০

শামসুল
১১৮২

জুবাইয়া
১১৮৩

তানিয়া
১১৮৪

কাউছার
১১৮৬

মুকিত
১১৮৭

শোয়েব
১১৮৮

জামিল
১১৮৯

মিনহাজুল
১১৯০

নাঈম
১১৯১

শফিক
১১৯২

আফরি
১১৯৬

শুভংকর
১১৯৭

সবুর
১১৯৮

রুবেল
১১৯৯

অপূর্ব
১২০০

সোহেল
১২০১

ইজাজুল
১২০৩

আয়েশা
১২০৪

খালিদ
১২০৫

রাব্বি
১২০৭

টিপু
১২১০

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

জেনিফার
১০৬৩

শাফা
১০৬৪

আফসানা
১০৬৫

প্রিয়া
১০৬৬

নুসরাত
১০৬৭

সোনিয়া
১০৬৮

জেসমিন
১০৬৯

শ্রাবনী
১০৭০

বেলী
১০৭১

কেয়া
১০৭২

কামরুল
১০৭৩

মমিনুল
১০৭৪

আতিক
১০৭৫

মাহিম
১০৭৬

তানজীম
১০৭৭

লালচাঁন
১০৭৮

তরিকুল
১০৮০

তুহিন
১০৮১

নাজমুল
১০৮৫

অর্নব
১০৮৬

মাহাবুব
১০৮৭

রিতু
১০৮৮

রাশেদুল
১০৯০

সামসুজ্জোহা
১০৯১

রিপন
১০৯৩

সোহাগ
১০৯৪

শৌভিক
১০৯৫

শিহাব
১০৯৭

সিমন
১০৯৮

হৃদয়
১০৯৯

রিয়াজ
১১০১

আল-আমিন
১১০২

লুৎফর
১১০৩

রফিক
১১০৪

হৃদম
১১০৬

মুন্নী
১১০৮

ইমরান
১১১০

আরিফুর
১১১২

রায়হান
১১১৩

সাজিদ
১১১৬

সাদিকা
১১১৭

ইরা
১১১৮

নাহিয়ানুজ্জামান
১১১৯

আল-আমিন
১১২০

তামান্না
১১২১

সোহাগ
১১২৩

আরিফ
১১২৫

মামুন
১১২৬

অথৈ
১১২৭

সম্রাট
১১২৮

বি বি এ (অনার্স) ৩বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩

সোনিয়া
১০১৮

লিজা
১০১৯

ইফফাত
১০২০

মুশফিক
১০২২

শরীফ
১০২৬

ইকবাল
১০২৭

ফরহাদ
১০২৮

প্রসেনজিৎ
১০২৯

শিশির
১০৩০

মেহেদী
১০৩২

সোয়েব
১০৩৩

কাদের
১০৩৪

তুষার
১০৩৭

ইমরান
১০৩৮

সজীব
১০৪০

আবু বকর
১০৪২

সামিউল
১০৪৩

সজীব
১০৪৫

হাসিব
১০৪৯

সুমন
১০৫১

অপূর্ব
১০৫২

আশরাফ
১০৫৮

রাসেল
১০৬০

শাহেদ
১০৬১

ফাহমিদা
১০৬২

রনি
৮৬৩

সামাদ
৯৬৯

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ: ২০১১-২০১২

শারমিন
৯৫২

তাঈন
৯৫৩

আঁখি
৯৫৪

সুমাইয়া
৯৫৫

অনন্যা
৯৫৬

সায়মা
৯৫৭

রাজিয়া
৯৫৮

শান্তা
৯৫৯

রাহিমা
৯৬০

উর্মি
৯৬১

নাহিদ
৯৬২

শাহনুর
৯৬৫

রাহী
৯৬৮

মাহিনুর
৯৭০

জিয়া
৯৭১

হারুন-অর-রশিদ
৯৭২

আশিক
৯৭৩

জাহাঙ্গীর
৯৭৫

রাশেদ
৯৭৬

ফকরুল
৯৭৮

শাকিল
৯৭৯

সামশুর
৯৮০

আউয়াল
৯৮৩

রিয়াজ
৯৮৬

সানজিদা
৯৮৭

ইশরাত
৯৮৮

রেজভী
৯৮৯

আরিফ
৯৯০

সবুজ
৯৯১

রিয়াদ
৯৯২

তুষার
৯৯৪

আলীফ
৯৯৫

রহমত
৯৯৭

মাহমুদুল
১০০০

জয়
১০০১

সাব্বির
১০০২

মামুন
১০০৩

সাব্বির
১০০৬

করিম
১০০৭

ফার্সি
১০০৮

রিফাত
১০০৯

সাদ্দাম
১০১০

তাহসিন
১০১১

রিয়াজ
১০১৫

তাহের
১০১৭

শহীদ
৯২৪

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

মুন্না
৩৬২

সোনিয়া
৩৬৩

ঝুমু
৩৬৫

তাজমিনা
৩৬৬

শশী
৩৬৭

হাজেরা
৩৬৮

ইফতেখার
৩৬৯

সাজিয়া
৩৭০

সামিরা
৩৭১

তারিফ
৩৭২

জাহেদ
৩৭৩

মাসুদ
৩৭৪

অনিক
৩৭৫

শফিক
৩৭৬

ইশরাত
৩৭৭

আলমাস
৩৭৮

সাদমান
৩৭৯

পলাশ
৩৮০

তাফছির
৩৮১

রকিব
৩৮২

সাজু
৩৮৩

সামিউল
৩৮৪

দিদার
৩৮৫

ফরহাদ
৩৮৬

মেহেরুন
৩৮৭

মামুন
৩৮৮

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মরিয়ম
১২১৬

জেবা
১২১৭

জান্নাত
১২১৮

আতিক
১২১৯

তানজিলা
১২২০

আয়েশা
১২২১

রিয়াজ
১২২৩

সম্রাট
১২২৪

আবু
১২২৫

নওমী
১২২৬

রনি
১২২৭

ইমন
১২২৯

আসিফ
১২৩০

বৃষ্টি
১২৩১

মিরাজ
১২৩২

আল-আমিন
১২৩৪

হিমেল
১২৩৫

রিমি
১২৩৬

অন্তর
১২৩৭

জেরিন
১২৩৮

নাজনিন
১২৩৯

সিহাব
১২৪১

তনিকা
১২৪২

সালমান
১২৪৩

মাহী
১২৪৪

ফাহিম
১২৪৫

বাহার
১২৪৮

তন্ময়
১২৪৯

এ্যানি
১২৫০

শহিদ
১২৫১

তাসনিম
১২৫২

জুথি
১২৫৩

রনক
১২৫৪

শরিফ
১২৫৭

আল-আমিন
১২৫৮

শান্তা
১২৫৯

বাপ্পি
১২৬১

মাহদিন
১২৬২

ইব্রাহীম
১২৬৩

মোহন
১২৬৪

রাকিব
১২৬৫

সাদিয়া
১২৬৬

বি বি এ (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

স্মৃতি
১২৬৭

মোমেনা
১২৬৮

মামুন
১২৬৯

সুমাইয়া
১২৭০

বাধন
১২৭১

মাহামুদুন্নবী
১২৭২

হিরা
১২৭৪

জেরিন
১২৭৬

জাহিদ
১২৭৭

মামুন
১২৭৮

আলম
১২৭৯

মেহেদী
১২৮০

রুবেল
১২৮১

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সানজিদা
১১৪৭

সুমাইয়া
১১৪৮

শারমিন
১১৪৯

জেনি
১১৫০

সুনিরা
১১৫১

সুমাইয়া
১১৫২

শাবরিনা
১১৫৩

আনিকা
১১৫৪

কাকন
১১৫৫

নাসরিন
১১৫৬

ফাতেমা
১১৫৭

শারমিন
১১৫৮

তিশা
১১৫৯

শ্বর্না
১১৬০

নাহার
১১৬১

জুই
১১৬২

অন্তু
১১৬৩

তুলি
১১৬৪

রাইশা
১১৬৫

ফারজানা
১১৬৬

সাইদুর
১১৬৭

রাকিব
১১৬৯

শান্ত
১১৭০

জয়নুল
১১৭১

তাজউদ্দিন
১১৭২

মিলন
১১৭৩

হাসান
১১৭৪

হাসনাত
১১৭৫

বি বি এ (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আনোয়ার
১১৭৬

শাহিদ
১১৭৭

রবিন
১১৭৮

ফয়সাল
১১৭৯

আরাফাত
১১৮০

ইমরান
১১৮১

আফরান
১১৮২

নিশাত
১১৮৩

রাফাত
১১৮৪

সাইফ
১১৮৬

সামাদ
১১৮৭

নাজমুল
১১৮৮

সাইদুর
১১৮৯

প্রান্ত
১১৯০

ইমরান
১১৯১

অনুপ
১১৯৩

রাকিব
১১৯৫

হেলাল
১১৯৬

মেহেদী
১২০০

ছন্দা
১২০২

ফৌজিয়া
১২০৩

রুবিনা
১২০৪

বিন্তু
১২০৫

আফরিন
১২০৬

নিসা
১২০৮

তানভীর
১২১০

আজমীর
১২১১

মেহজাবীন
১২১২

আরিফ
১২১৩

পংকজ
১২১৪

মিজানুর
১২১৫

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রাশেদ
১০৯৩

হামিম
১০৯৪

নিপা
১০৯৫

সুমী
১০৯৬

সোহানা
১০৯৭

শামীম
১০৯৯

মনছুর
১১০০

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (নতুন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রিফাত
১১০৩

মেহেদী
১১০৪

মৌসুমী
১১০৫

নূরসাবা
১১০৬

শামীমা
১১০৭

মিজানুর
১১০৮

মাহমুদ
১১১০

বিপন
১১১১

প্রনব
১১১২

স্মৃতি
১১১৪

ফারহানা
১১১৫

জেরিন
১১১৬

জাহাঙ্গীর
১১১৭

শাহাদাত
১১১৮

মার্জিয়া
১১১৯

তাসমিনা
১১২০

নিমাই
১১২১

সাদিয়া
১১২২

ইমরান
১১২৩

সাজ্জাদ
১১২৪

পলাশ
১১২৭

ফাতিমা
১১২৮

ইব্রাহীম
১১২৯

রিয়াদ
১১৩০

নিজাম
১১৩১

সাইদুর
১১৩২

সানজিদা
১১৩৩

বুলবুল
১১৩৪

সজিব
১১৩৫

কাইয়্যুম
১১৩৬

আনোয়ার
১১৩৭

ওয়াসিমা
১১৩৮

তানিয়া
১১৩৯

ফাতেমা
১১৪০

চৈতী
১১৪১

রিদয়
১১৪২

ইয়াছিন
১১৪৩

রেদওয়ান
১১৪৪

মোমেনা
১১৪৫

সাখাওয়াত
১১৪৬

বি বি এ (অনার্স) ৩য় বর্ষ, (পুরাতন) শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

মীম
১০৩৬

রানা
১০৩৭

আমিনুর
১০৩৯

সাব্বির
১০৪০

আশরাফুল
১০৪১

মিতু
১০৪২

মৌ
১০৪৩

হাবিব
১০৪৭

তনু
১০৪৮

মীম
১০৫০

শুভ
১০৫১

মুক্তি
১০৫২

ইসহাক
১০৫৩

আসিফ
১০৫৪

সুমন
১০৫৫

টুম্পা
১০৫৬

মৌমিতা
১০৫৭

সুরভী
১০৫৮

বিপাশা
১০৫৯

সাজ্জাদ
১০৬০

স্বর্ণা
১০৬১

মাহবুব
১০৬৪

আবুল
১০৬৫

রাবেয়া
১০৬৬

ইশান
১০৬৭

ফুয়াদ
১০৬৮

শামীমা
১০৬৯

সোহান
১০৭১

ফাতেমা
১০৭২

তানিজা
১০৭৩

ইফাতা
১০৭৫

মনির
১০৭৬

নুসরাত
১০৭৭

শোভন
১০৭৮

খাইরুল
১০৭৯

শাকিল
১০৮০

সাজেদুর
১০৮১

শরীফ
১০৮২

জিন্নাত
১০৮৩

মাহমুদ
১০৮৫

রেজা
১০৮৬

ইমতিয়াজ
১০৮৭

মামুন
১০৮৯

শান্তা
১০৯১

বি বি এ (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

ফাতেমা
৯৬৬

নাঈম
৯৬৭

শাকিবুল
৯৬৮

নাজনীন
৯৬৯

তাহসিব
৯৭০

পলাশ
৯৭১

হাসান
৯৭২

সিম্মি
৯৭৩

এহছান
৯৭৪

সামান্তা
৯৭৫

তৌফিক
৯৭৬

সোহাগ
৯৭৭

সৈতক
৯৭৮

সিনথিয়া
৯৭৯

শাহীনুর
৯৮০

সোনিয়া
৯৮২

শারমিন
৯৮৩

তানভির
৯৮৪

আবির
৯৮৫

লিলি
৯৮৭

তারিন
৯৮৮

ফারহানা
৯৮৯

তারেক
৯৯১

রাশেদ
৯৯২

সুমাইয়া
৯৯৩

লিমন
৯৯৪

তানভীর
৯৯৫

জান্নাতুল
৯৯৬

রনি
১০০০

রুকাইয়া
১০০১

ইব্রাহীম
১০০২

আসিফ
১০০৩

আল-আমিন
১০০৪

জাহিদ
১০০৬

মাইনুদ্দিন
১০০৭

তৌহিদ
১০০৯

জহির
১০১০

শাহিন
১০১১

ইসরাত
১০১২

সফিক
১০১৩

ফারহা
১০১৪

তুহুরা
১০১৬

তানজিয়া
১০১৭

সুরাইয়া
১০১৮

সজীব
১০১৯

নাহিম
১০২০

মাহবুবা
১০২১

আরিফ
১০২২

চয়ন
১০২৪

তৃষ্ণা
১০২৫

আতিক
১০২৬

মাওয়া
১০২৭

মাহবুব
১০২৮

তারিফ
১০২৯

নাদিম
১০৩১

স্মৃতি
১০৩২

কামরুল
১০৩৪

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

বৃষ্টি
৫১৮

সুমাইয়া
৫১৯

ফারজানা
৫২০

আয়েশা
৫২১

রিতা
৫২২

সুমাইয়া
৫২৩

সাফা
৫২৪

সুমনা
৫২৫

দিলরুবা
৫২৬

নিশা
৫২৭

সানজিদা
৫২৯

সামিনা
৫৩০

আফরিন
৫৩১

রুম্পা
৫৩২

বাধন
৫৩৩

কায়েস
৫৩৪

মাওয়া
৫৩৫

সাকি
৫৩৬

মীম
৫৩৭

অভি
৫৩৮

মাহবুব
৫৩৯

মাহফুজ
৫৪০

সাঈদ
৫৪১

রায়হান
৫৪২

নাঈম
৫৪৩

মোহাইমিনুল
৫৪৪

সামিউল
৫৪৫

ওলিউল
৫৪৬

সাজ্জাদ
৫৪৭

লাবনী
৫৪৮

মাহিয়া
৫৪৯

মুস্তাফিজুর
৫৫০

সাদেকুজ্জামান
৫৫১

তানভির
৫৫২

কানন
৫৫৩

মিজান
৫৫৪

মানোয়ার
৫৫৫

হামিদ
৫৫৬

আসিফ
৫৫৭

তানভীর
৫৫৮

নাইমুল
৫৫৯

আরিফ
৫৬০

তাহসিন
৫৬১

মাসুদ
৫৬২

অর্থনীতি বিভাগ

বি.এস.এস (অনার্স) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সজল
৩৯৩

সাইফুন
৩৯৪

উপমা সাহা
৩৯৬

মুরশেকা
৩৯৭

হাছিবুর
৩৯৮

আফসানা
৪০১

আরিফ
৪০২

মাহবুব
৪০৪

মেহেদী
৪০৫

সাজেদুল
৪০৬

খুরশিদ
৪০৮

অনুরুদ্ধ
৪০৯

আশিকুর
৪১০

জান্নাতুল
৪১১

মোস্তাক
৪১২

সজিব
৪১৪

নুরজাহান
৪১৫

মাহমুদুল
৪১৭

জাফর
৪১৮

ওমর
৪১৯

মাহিয়া
৪২০

মাসুদ
৪২৩

আব্দুল
৪২৪

শুভ
৪২৫

মাহমুদুল
৪২৬

সাইফুর
৪২৭

রুবেল
৪২৮

ওহিদ
৪৩০

ইমাম
৪৩১

তারেক
৪৩২

রাফিউর
৪৩৩

নয়ন
৪৩৪

আতিক
৪৩৫

সাঈদ
৪৩৬

বি.এস.এস (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ডরিন
৩৫১

রাবেয়া
৩৫২

আফসার
৩৫৫

মিশু
৩৫৮

দিদার
৩৫৯

রোকসানা
৩৬১

মুস্তাহিদুর
৩৬২

বি.এস.এস (অনার্স) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

হাসিব
৩৬৩

ইমতিয়াজ
৩৬৬

জাহিদ
৩৬৭

ফয়সাল
৩৭০

প্রীতি
৩৭৩

ইতি
৩৭৬

ফয়সাল
৩৭৭

মাসুদ
৩৮০

নুসরাত
৩৮১

তাসনীম
৩৮২

ফরিদ
৩৮৩

সাজিদ
৩৮৫

স্মৃতি
৩৮৬

রব্বানী
৩৮৮

জব্বার
৩৮৯

বি.এস.এস (অনার্স) ৩য় বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

কাসপিয়া
৩৩৫

শাহনাজ
৩৩৫

নূর আলম
৩৩৮

নিশাত
৩৩৯

দেলোয়ার
৩৪০

মওদূদ
৩৪৫

জাবের
৩৪৬

রেজাউল
৩৪৭

আবু তাহের
৩৪৮

বি.এস.এস (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নয়ন
৩১৯

আইরিন
৩২০

ঝুমুর
৩২১

মালিহা
৩২২

ফাতেমা
৩২৩

জাহিদ
৩২৪

মিজান
৩২৫

বি.এস.এস (অনার্স) ৩য় বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

তাসলিমা
৩২৬

রাসেল
৩২৭

হোসেনে আরা
৩২৮

শাখাওয়াত
৩২৯

শিল্পী
৩৩০

আজাদ
৩৩১

রনি
৩৩৩

সাজ্জাদ
৩৩৪

সুমন
২৯৩

বি.এস.এস (অনার্স) ৪র্থ বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

আলাভী
২৯১

জোছনা
২৯৪

ফারহানা
২৯৫

জাহিদ
২৯৬

সহিদুল
২৯৭

ফারজানা
২৯৯

সাদিয়া
৩০০

আসিফ
৩০৪

সাজেদুল
৩০৫

ইফতেখার
৩০৬

শিহাব
৩০৭

আশরাফুল
৩১০

আলিফ
৩১১

অনুপ
৩১২

সাব্বির
৩১৪

নিপা
৩১৫

নজরুল
৩১৬

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তৌফিক
৩৫

মিশকাত
৩৬

রুবাইয়া
৩৭

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সাবরিন
৪৩৬

বিকি
৪৩৭

আফসানা
৪৩৮

রুবিনা
৪৩৯

আজিজা
৪৪০

খাদিজা
৪৪১

মৌশিনা
৪৪২

ইসরাত
৪৪৩

লামিয়া
৪৪৪

আফরোজা
৪৪৫

মারজিয়া
৪৪৬

নিশাত
৪৪৮

তানজিলা
৪৫০

সাবিরা
৪৫২

কানিজ
৪৫৩

সুস্মিতা
৪৫৪

আতিকা
৪৫৫

প্রিয়াঙ্কা
৪৫৬

বুশরা
৪৫৭

ফারিয়া
৪৫৮

সাবা
৪৫৯

অন্তু
৪৬০

ফারিহা
৪৬২

পায়েল
৪৬৩

সাদিয়া
৪৬৪

সোনিয়া
৪৬৫

আনিকা
৪৬৬

উর্বি
৪৬৮

সানজিদা
৪৬৯

সুমাইয়া
৪৭০

মেহেরুন
৪৭১

আয়েশা
৪৭২

মনিষা
৪৭৩

আবিদা
৪৭৪

সাফা
৪৭৫

জান্নাত
৪৭৬

নাদিরা
৪৭৭

শামসাদ
৪৮০

সুমাইয়া
৪৮১

ফাহমিদা
৪৮২

জোহুরা
৪৮৪

আবির
৪৮৫

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

জুঁই
৪৮৬

নিশি
৪৮৭

ফারিন
৪৮৮

মৌমিতা
৪৮৯

আইরিন
৪৯০

ইসরাত
৪৯১

তানজিনা
৪৯২

তাসনিম
৪৯৩

তাহমিনা
৪৯৪

ফারজানা
৪৯৫

তানিয়া
৪৯৬

হুমায়রা
৪৯৭

নাবিলা
৪৯৮

মঈনুল
৪৯৯

মুনতাসির
৫০০

সাব্বির
৫০১

রায়হান
৫০২

সুফিয়ান
৫০৩

রিদওয়ান
৫০৪

আরাফাত
৫০৫

সাইফুল
৫০৬

আবদুলাহ্
৫০৭

শাহরুখ
৫০৯

রাহাত
৫১০

মাহাবুব
৫১১

মোস্ড়ফা
৫১২

রাহুল
৫১৩

রোহিত
৫১৪

বিজয়
৫১৫

কাইয়ুম
৫১৬

আকিফ
৫১৭

লতিবুর
৫১৮

সোহান
৫১৯

সিফাত
৫২০

রুকন
৫২১

সুমন
৫২২

সাকিব
৫২৩

নাঈম
৫২৪

আসিফ
৫২৫

স্বপ্নিল
৫২৬

আবিদ
৫২৭

রাকিব
৫২৮

সাজ্জাদুল
৫২৯

নাজমুল
৫৩০

তারিকুল
৫৩২

শাহিন
৫৩৩

শহন
৫৩৫

ইউসুফ
৫৩৬

ফাহাদ
৫৩৭

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

শাফেয়ী
৫৩৮

আসাদ
৫৪০

আরিফ
৫৪১

নোমান
৫৪২

রাফিম
৫৪৩

আশরাফুল
৫৪৪

রায়হান
৫৪৫

জাহিদুল
৫৪৬

আবিদ
৫৪৭

জিহাদুজ্জামান
৫৪৮

সৌরভ
৫৪৯

তন্ময়
৫৫১

কাদের
৫৫২

আল-আমিন
৫৫৩

রাকিব
৫৫৪

সাইফুল
৫৫৫

আহসান
৫৫৬

নাঈম
৫৫৭

মশিউর
৫৫৮

হাসনাত
৫৫৯

আনিসুর
৫৬০

সাজিদ
৫৬১

আশিক
৫৬৩

অন্তর
৫৬৪

মামুন
৫৬৫

মাহবুবুর
৫৬৬

জিসান
৫৬৭

রিফাত
৫৬৮

ইফতেখার
৫৬৯

জাহিদ
৫৭০

ইয়াসির
৫৭১

গালিব
৫৭২

মঞ্জুরুল
৫৭৩

ফরহাদ
৫৭৪

আলী
৫৭৫

ইশতিয়াক
৫৭৬

কামরুজ্জামান
৫৭৮

ফায়জুর
৫৭৯

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আনিকা
৩৩৮

সায়মা
৩৩৯

রাইসা
৩৪০

শারমিন
৩৪১

সানিয়া
৩৪২

ফাহমিদা
৩৪৩

নিশাত
৩৪৪

শাহিদা
৩৪৫

রিপা
৩৪৬

নাজনিন
৩৪৭

মুন
৩৪৮

আসপিয়া
৩৪৯

মার্জিয়া
৩৫০

শিমু
৩৫১

মাহবুবা
৩৫২

সাহারা
৩৫৩

শামীমা
৩৫৪

দোলন
৩৫৫

রাফিয়া
৩৫৬

ডালিয়া
৩৫৭

নুসরাত
৩৫৮

কনিকা
৩৫৯

তানজিলা
৩৬০

তাজনিন
৩৬১

জুয়েনা
৩৬২

ইভা
৩৬৩

স্মৃতি
৩৬৪

ফাতেমা
৩৬৫

লিমা
৩৬৬

তাসমিয়া
৩৬৭

রাইসা
৩৬৮

শাম্মী
৩৬৯

তৃষা
৩৭০

ইলা
৩৭১

সায়মা
৩৭২

সুরভি
৩৭৩

জ্যোতি
৩৭৪

সুমি
৩৭৫

নিলুফার
৩৭৬

মমতাজ
৩৭৭

আল-জাবেরা
৩৭৮

মেহেরুন্নেছা
৩৭৯

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

বর্ষা
৩৮০

মনিরা
৩৮১

মাহমুদ
৩৮২

হামিদ
৩৮৩

মাহমুদুল
৩৮৪

কামরুল
৩৮৫

মিজানুর
৩৮৬

আশিক
৩৮৭

মহিবুর
৩৮৮

ওয়ালি
৩৮৯

মোকসাদুল
৩৯০

রোহিত
৩৯২

নাফিউল
৩৯৬

হাফিজ
৩৯৭

রাব্বি
৩৯৮

নাহিদ
৩৯৯

তাহসিন
৪০০

জ্যাকসন
৪০১

ইমদাদুল
৪০২

রাশেদ
৪০৩

আবদুল্লাহ
৪০৪

আজিজ
৪০৫

রাফি
৪০৬

তাহসিন
৪০৭

মোস্তাফিজ
৪০৮

মাহমুদুল
৪০৯

সাকিব
৪১০

ইমাম
৪১১

রিশাদ
৪১২

রূপক
৪১৩

সোহান
৪১৪

নাসিম
৪১৫

জামিল
৪১৭

তানভির
৪১৮

প্রসেনজিৎ
৪১৯

মোহাইমিনুল
৪২০

শুভ
৪২১

সাইদুর
৪২৩

সাইফুল্লাহ
৪২৪

মাকসুদ
৪২৬

আলিফ
৪২৭

ইমরান
৪২৮

আশরাফুল
৪২৯

আরমিন
৪৩১

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জান্নাতুল
২৬০

সুমাইয়া
২৬১

মিনা
২৬২

মাহা
২৬৩

রুবি
২৬৪

লাকি
২৬৫

চৈতি
২৬৬

সাবিহা
২৬৭

তামান্না
২৬৮

রাইসা
২৭৯

স্বর্ণা
২৭০

ফারহানা
২৭১

আফসানা
২৭২

দিপ্তি
২৭৪

রাত্রি
২৭৬

তানজিনা
২৭৭

মাহফুজা
২৭৮

কান্তা
২৭৯

বিপাশা
২৮০

জাকিয়া
২৮১

শাওন
২৮২

বাপ্পী
২৮৩

শরিফুল
২৮৫

মঈন
২৮৬

ইফতি
২৮৭

রাতুল
২৮৮

ইমরান
২৮৯

নাসির
২৯০

সাইফুল
২৯১

ফাহিম
২৯২

রায়হান
২৯৪

কাউসার
২৯৫

তৌফিক
২৯৬

আসিফ
২৯৭

হাসান
২৯৯

জুয়েল
৩০০

মোঃ নিলয়
৩০২

আতিকুর
৩০৪

তানভীর
৩০৫

আরেফিন
৩০৬

দিগন্ত
৩০৭

ওয়াসিম
৩০৮

বিবিএ (অনার্স), প্রফেশনাল; ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

সোহেল
৩০৯

তানজিল
৩১০

আরিফ
৩১১

সাজ্জাদ
৩১৩

আবির
৩১৭

শামীম
৩১৯

সালমান
৩২০

রাশেদুল
৩২১

আরিফ
৩২২

জিসান
৩২৩

আব্দুল্লাহ
৩২৪

আমিনুল
৩২৫

জনি
৩২৬

রাফাকাত
৩২৭

লোকমান
৩২৮

ইমরান
৩২৯

মুনিয়া
৩৩০

এশা
৩৩১

আফরিন
৩৩২

রাকা
৩৩৩

সুমি
৩৩৪

সিনথিয়া
৩৩৫

রিদিতা
৩৩৬

বাবলী
৩৩৭

প্রগতি

২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

অ্যালবাম

সূচি

ক্রম	বিষয়
১.	গভর্নিং বডি
২.	শ্রদ্ধাঞ্জলি
৩.	কলেজ র‍্যাংকিং
৪.	কলেজ অটোমেশন
৫.	২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম
৬.	রেজাল্ট
৭.	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৬
৮.	অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৬
৯.	শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬
১০.	রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০১৬
১১.	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬
১২.	বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ ২০১৬
১৩.	শিক্ষকদের বনভোজন ২০১৬
১৪.	২১ ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
১৫.	২৬ মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
১৬.	শোকাবহ আগষ্ট
১৭.	বিজয় দিবস ২০১৬
১৮.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস
১৯.	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৬
২০.	সাফল্য ২০১৬
২১.	জঙ্গী ও সন্ত্রাস বিরোধী মানববন্ধন ও সভা
২২.	চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬
২৩.	ত্রাণ
২৪.	অভিভাবক সভা
২৫.	ছাত্রী কল্যাণ
২৬.	ইফতার ২০১৬
২৭.	বিভাগীয় কার্যক্রম- • বাংলা • ইংরেজি • ব্যবস্থাপনা • হিসাববিজ্ঞান • মার্কেটিং • ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং • অর্থনীতি • পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত • সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা • ব্যবসায় প্রশাসন
২৮.	ক্লাব কার্যক্রম- • রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব • আর্টস্ অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব • নাট্য ক্লাব • সংগীত ক্লাব • ডিবেটিং ক্লাব • রোটার‍্যাক্ট ক্লাব • বিজনেস ক্লাব • ল্যাংগুয়েজ ক্লাব • বিএনসিসি • নেচার স্টাডি ক্লাব
২৯.	প্রকাশনা

গভর্নিং বডি

সভা ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কলেজ গভর্নিং বডি-র নিয়মিত সভা চেয়ারম্যান ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে

বরণ গভর্নিং বডি-র চেয়ারম্যান মহোদয় নব মনোনিত সদস্য ১) প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া এবং অভিভাবক প্রতিনিধি ২) বেগম শামীমা সুলতানা, ৩) জনাব এ কে এম মোরশেদ ও ৪) জনাব মোঃ জুলফিকার রহমান-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য, গভর্নিং বডি

জন্ম: ০১ জানুয়ারি ১৯৩৭
মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল ২০১৬

প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
ও অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

জন্ম: ২০ জুলাই ১৯৪৮
মৃত্যু: ২৪ মে ২০১৬

শোক কলেজ গভর্নিং বডি-র সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত শোকসভা ও দোয়া মাহফিল-এ উপস্থিত কলেজ গভর্নিং বডি-র চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একাংশ

কলেজ র‍্যাংকিং

জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ অর্জিত ক্রেস্ট ও সনদসহ শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ অটোমেশন

কলেজের অটোমেশন প্রক্রিয়ার শুভ উদ্বোধন করছেন জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়

২০তম টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম

সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়, জিবি সদস্য মিঞা লুৎফার রহমান, কলেজ অধ্যক্ষ ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকবৃন্দ

রেজাল্ট

২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে সর্বাধিক জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ঢাকা কমার্স কলেজের উল্লসিত শিক্ষার্থীদের মাঝে কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

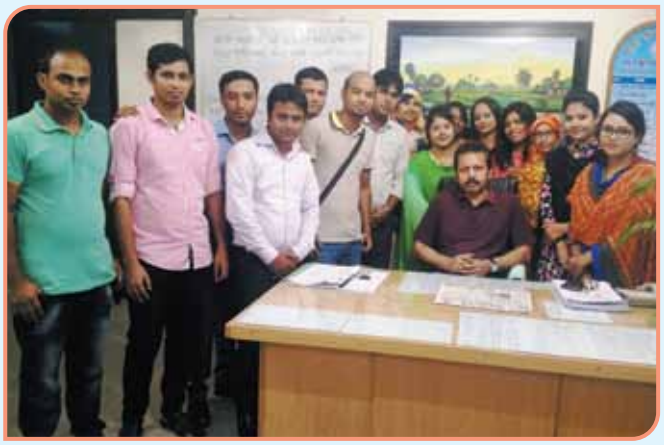

এমবিএ (শেষ পর্ব) ব্যবস্থাপনা বিভাগের কৃতি (১ম শ্রেণি প্রাপ্ত) শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় চেয়ারম্যান

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৬

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন সম্মানিত জিবি সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামাল

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য প্রদান করছেন সম্মানিত জিবি সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক ও ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব সাদিক মোঃ সেলিম

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শপথ বাক্য পাঠ

অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৬

অনার্স পার্ট-১ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক মোঃ শামসুদ্দীন ইলিয়াছ

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

বক্তব্য প্রদান করছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোজাহার জামিল

নবীন শিক্ষার্থীর বক্তব্য

নবীন শিক্ষার্থীবৃন্দের শপথ বাক্য পাঠ

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোজাহার জামিল, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক জনাব সাইদুর রহমান মিঞা ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন

বির্তক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

সংগীত প্রতিযোগিতা

একক অভিনয় প্রতিযোগিতা

একক নৃত্য প্রতিযোগিতা

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬

শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করছেন কলেজ অধ্যক্ষ

দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

দাবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০১৬

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি প্রফেসর ডঃ নুরুর রহমান খান, কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয়, অধ্যক্ষ ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক

প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. নুরুর রহমান খান কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন জিবি চেয়ারম্যান

শিক্ষার্থীবৃন্দের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শিক্ষার্থীবৃন্দের নাটক পরিবেশনা

শিক্ষার্থীবৃন্দের নৃত্য পরিবেশনা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি, শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পায়রা মুক্ত করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন প্রফেসর আবু বক্কর ছিদ্দিক, চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দর্শকসারিতে শিক্ষকবৃন্দ

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ ও বিএনসিসির কুচ্‌কাওয়াজ

ছাত্রীদের দৌড়

ছাত্রদের দৌড়

ছাত্রদের বর্শা নিক্ষেপ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬

শিক্ষিকাদের ইভেন্ট- উইকেট ভাঙা

শিক্ষকদের দৌড়

শিক্ষার্থীদের উচ্চ লাফ

রিলে দৌড় প্রতিযোগিতার পূর্ব মুহূর্ত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত শিক্ষিকাদের একাংশ

ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনা

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬

বিএনসিসির ক্যাডেটদের মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে

নৃত্য ক্লাব সদস্যদের মনোমুগ্ধকর দলীয় নৃত্য প্রদর্শন

বিজয় মঞ্চে বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ

বিজয় মঞ্চে বিজয়ী ছাত্রীবৃন্দ

চ্যাম্পিয়ান ছাত্রকে ট্রফি ও প্রাইজমানি প্রদান

চ্যাম্পিয়ান ছাত্রীকে ট্রফি ও প্রাইজমানি প্রদান

বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ ২০১৬

বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে ভ্রমণ উদ্বোধন করছেন জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়

জিবি সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়

মধ্যাহ্ন ভোজে শিক্ষিকাবৃন্দ

মধ্যাহ্ন ভোজে শিক্ষকবৃন্দ

সকালের নাস্তা ইলিশ-খিচুরী

বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ ২০১৬

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে জিবি চেয়ারম্যান মহোদয় ও জিবি সদস্যবৃন্দ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় নাটক

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠানে জিবি চেয়ারম্যান মহোদয় ও জিবি সদস্যবৃন্দের সাথে উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

লঞ্চের দ্বিতীয় তলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষকদের বনভোজন ২০১৬

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক

শিক্ষকবৃন্দের মাঝে জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়, জিবি সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও অতিথিবৃন্দ

শিক্ষিকাবৃন্দের একাংশ

শিক্ষকবৃন্দের একাংশ

মধ্যাহ্নভোজে শিক্ষকবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করছেন কলেজ অধ্যক্ষ

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে র‍্যালি

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বাংলা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পন করছেন পরিসংখ্যান কম্পিউটার ও গণিত বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

২১ ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সমাজবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছে কলেজে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানেরা

বক্তব্য প্রদান করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জিবি সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

২৬ মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন সভাপতি ও প্রধান অতিথিসহ অন্যান্যরা

বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব আনোয়ার উল আলম

বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজ অধ্যক্ষ

বক্তব্য প্রদান করছেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক

দেয়াল পত্রিকা উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি জনাব আনোয়ার উল আলম

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় নাটক

শোকাবহ আগষ্ট

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন প্রধান অতিথি, সভাপতি, অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ডঃ নূহ উল আলম লেনিন

বক্তব্য রাখছেন জিবি চেয়ারম্যান
প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য রাখছেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক

বিজয় দিবস ২০১৬

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন প্রফেসর শফিকুল ইসলাম

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাহবুবউদ্দিন আহমেদ

বক্তব্য প্রদান করছেন জিবি চেয়ারম্যান মহোদয়

বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস

দর্শক সারিতে বসে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ছবি 'পিতা' উপভোগ করছেন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসে রিডার্স এন্ড রাইটার্স ক্লাবের উদ্যোগে দেয়াল পত্রিকা

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৬

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

বক্তব্য প্রদান করছেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

বিদায়ী শিকার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ

বক্তব্য রাখছেন উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন

বিদায়ী শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান উপলক্ষ্যে আগত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারের সাথে দণ্ডায়মান কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দের একাংশ

সাফল্য ২০১৬

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের নিকট থেকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ করছে ঢাকা কমার্স কলেজের বিজয়ী বিতার্কিকরা

ন্যাশনাল ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬-এর রানার আপ ঢাকা কমার্স কলেজ দল

বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত বইপড়া কর্মসূচির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে অতিথিবৃন্দ

৩য় জাতীয় বেস্‌বল প্রতিযোগিতায় রানার আপ ঢাকা কমার্স কলেজ টিম

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় একক ও দ্বৈত পুরুষ এবং মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ টিমের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় বাসা আপ (মার্শাল আর্ট) প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান অধিকারী ঢাকা কমার্স কলেজ টিমের সাথে প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার

সাফল্য ২০১৬

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেটে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ দল

আন্তঃ কলেজ অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজের পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

অলিম্পিক ডে-রান ২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী ঢাকা কমার্স কলেজ দল

আন্তঃ কলেজ মহিলা হ্যান্ডবল সেমিফাইনালিস্ট ঢাকা কমার্স কলেজ টিম

পহেলা বৈশাখ ১৪২৩

বর্ষবরণ ১৪২৩ উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করছেন উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন

বর্ষবরণ ১৪২৩ এ বাঙালি খাবারে মধ্যাহ্নভোজ

জঙ্গী ও সন্ত্রাস বিরোধী মানববন্ধন ও সভা

জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী মানববন্ধনে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান আলোচক বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব সাহজাহান আলী

চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চলচ্চিত্র উৎসব-এর উদ্বোধন করছেন কলেজ অধ্যক্ষ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র *গেরিলা* উপভোগ করছে কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

ত্রাণ

ঢাকা কমার্স কলেজ ও ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের যৌথ আয়োজনে কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশ

শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে

অভিভাবক সভা

অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জিবি ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

অভিভাবকদের পক্ষে বক্তব্য রাখছেন জিবি-র অভিভাবক প্রতিনিধি

ছাত্রী কল্যাণ

ছাত্রীদের আচরণবিধি অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত ছাত্রী কল্যাণ কমিটির আহ্বায়ক কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী ও কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকাবৃন্দ

ছাত্রী কল্যাণ কমিটির আহুত সভায় উপস্থিত ছাত্রীদের একাংশ

ইফতার ২০১৬

বার্ষিক ইফতার মাহফিলে দোয়া অনুষ্ঠান

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন প্রাক্তন ও নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান

ফুলেল শুভেচ্ছায় নব-নিযুক্ত চেয়ারম্যানকে বরণ করে নিচ্ছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও শিক্ষকবৃন্দ

বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন চেয়ারম্যান জনাব আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন

ইংরেজি বিভাগ

ইংরেজি বিভাগ অ্যালামনাই আয়োজিত ইফতার মাহফিলে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল্লাহ্ আল সাইদ হিমেল

ইফতার মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন ইংরেজি বিভাগের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম

আর্থ ফুটওয়্যার, গাজীপুর-এ শিক্ষা সফরে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের একাংশ

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে গুলবাগিচায় বনভোজনে অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগীয় সাপ্তাহিক সভায় হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী

সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত শিক্ষক জনাব সিগমা রহমান ও জনাব উম্মে সালমা-কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স শেষে গবেষকদের সাথে জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ

বিবিএ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ ব্যবস্থাপনা ক্লাস সমাপণী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে শ্রেণি শিক্ষক বেগম কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী

বিভাগীয় সেমিনারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

বিভাগীয় কার্যক্রম

মার্কেটিং বিভাগ

অনার্স পার্ট-৪ শ্রেণির ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভাগীয় শিক্ষিকাবৃন্দ

গাজীপুরের চন্দ্রায় শিল্পীকুঞ্জে বনভোজনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ায় বিভাগীয় সহকর্মীদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন জনাব তাসমিনা নাহিদ

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৪ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষার্থীগণ

মাস্টার্স (শেষ পর্ব) এর সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী এবং শিক্ষার্থীগণ

থাইল্যান্ডের ব্যাংকক-এ অনুষ্ঠিত Fifth International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behavior Studyএ অংশগ্রহণকারী শিক্ষক জনাব মোঃ হাসান আলী

বিভাগীয় কার্যক্রম

অর্থনীতি বিভাগ

জনাব হাফিজা শারমীন সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভের পর বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা

জনাব আব্দুল্লাহ হিল বাকী বিল্লাহ্ সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভের পর তাঁকে বিভাগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়

শিক্ষাসফর ২০১৬ এর অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত বিভাগ

ফুলেল শুভেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করছেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান

প্রভাষক পদে যোগদানের প্রাক্কালে ফুলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ আহসান হাবীব

ইফতার পার্টিতে শিক্ষকমণ্ডলীর একাংশ

বিভাগীয় কার্যক্রম

সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টারে অফিস পরিদর্শনে শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী

কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টারে অফিস পরিদর্শনে শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি মিলনায়তনে প্রেজেন্টেশন প্রত্যক্ষ করছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রেষণামূলক ক্লাস নিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার University of Southern Queensland -এর হিসাববিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচারার ড. আফজালুর রশিদ

সাজেক ভ্যালীর সর্বোচ্চ চূড়া 'কংলাক পাড়ায়' বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবৃন্দ ও প্রোগ্রাম পরিচালক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ

সেন্টমার্টিনের 'ছেঁড়া দ্বীপ'-এ বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে প্রোগ্রাম পরিচালক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও হিসাববিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. মঈনউদ্দীন

ক্লাব কার্যক্রম

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব

পাঠচক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ

ক্লাবের সদস্যদের বইমেলা পরিদর্শন

আর্টস্ অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

১৯ আগস্টে বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস উপলক্ষ্যে নতুন সদস্যদের নিয়ে ফটোওয়াক

ক্লাবের নতুন সদস্যদের নিয়ে মিরপুরস্থ বোটানিক্যাল গার্ডেনে দ্বিতীয় বারের মতো ফটোওয়াক

নাট্য ক্লাব

সুলতানার যুদ্ধ নাটকের কলাকুশলীবৃন্দ

সংগীত ক্লাব

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদ মিনারে সংগীত ক্লাবের শ্রদ্ধার্ঘ্য

ক্লাব কার্যক্রম

ডিবেটিং ক্লাব

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ডিবেটিং ক্লাবের সদস্যবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও মডারেটর

ডিবেটিং ক্লাবের সদস্য ফর্ম বিতরণ অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্যবৃন্দের সাথে মডারেটর

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

৭ম ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে রোটারি সভাপতি, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও মডারেটর

বস্তিবাসী ও পথশিশুদের নেইলকাটার বিতরণ ও হাত ধোয়া কর্মসূচি

বিজনেস ক্লাব

রেলমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এমপি এর উপস্থিতিতে পুরস্কার গ্রহণ করছে বিজনেস ক্লাবের অর্থ সম্পাদক মোঃ গোলাম রাব্বানী রাফতি ও অংশগ্রহণকারীরা

Project How! এ ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক ও মডারেটরের সাথে সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 9th National Annual Quality Convention on Education-এ অংশগ্রহণ ও Case Study Presentation -এ পদক প্রাপ্তি

বিএনসিসি

মাননীয় তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি ও মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফেরদৌস-এর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুন

ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের শিক্ষা সফর সাতছড়ি চা বাগান, হবিগঞ্জ

নেচার স্টাডি ক্লাব

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৬ পরিদর্শনরত নেচার স্টাডি ক্লাবের সদস্যদের সাথে শিক্ষকবৃন্দ

জাতীয় বৃক্ষমেলা-২০১৬ পরিদর্শনরত নেচার স্টাডি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

প্রকাশনা

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২০১৫-এর মোড়ক উন্মোচন

Dhaka Commerce College Journal
Vol-VII, No. 1, DCC. 2015 এর প্রচ্ছদ

প্রগতি ২০১৬ এর প্রচ্ছদ

প্রকাশনা কমিটি ২০১৬

মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক
ও আহবায়ক

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক

মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক

নাজমা আক্তার
প্রভাষক

মোঃ তারেকুর রহমান
প্রভাষক

সোলায়মান আলম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

মোঃ নূরুল আলম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সম্পাদক ও সম্পাদনা সহকারী - প্রগতি ২০১৬

মোঃ গোলাম রাব্বানী রাফতি
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
রোল: এ-১৩৯৩

মোঃ মেরাজ হোসেন
শ্রেণি: একাদশ
রোল: ৩৫৮০৯

সানজিদা আক্তার
শ্রেণি: একাদশ
রোল: ৩৫১৪৯